Written according to the syllabus of the Board of Secondary Education, West Bengal

HIGHER SECONDARY ENGLISH

(SECOND LANGUAGE)

FIRST PAPER

[*For Classes IX, X & XI*]

KAMINI KUMAR GHOSE, M.A. B.T. B.L.
Headmaster, Surendranath Collegiate School,
Calcutta (Retired)

To be had of :

1. SRIGURU LIBRARY
204, Bidhan Saranee
(Cornwallis Street)
Calcutta-6

2. CENTRAL LIBRARY
15/3, Shyamacharan De Street
Calcutta-12

Published by
Amal Kumar Ghose, B. A.
24/1A, Mahatma Gandhi Road
Calcutta-9

Price—Rs. 4 50 only

First Edition, March 1960
Second Edition, August 1960

Printed by
Sukumar Chowdhury
BANI-SREE PRESS
83/B, Vivekananda Road
Calcutta-6

PREFACE

The aim of our students coming out of schools should be the attainment of the ability to express their thoughts and ideas in simple and correct English. So the Board of Secondary Education, West Bengal, has very wisely laid emphasis on English composition for Higher Secondary Examination. There will be no question on any fixed text book of literature ; but only questions on a variety of topics in composition divided into two papers of 100 marks each will be set. Students cannot be expected to fare well in that examination unless they are thoroughy practised in these topics. With the purpose of giving them ample scope for this practice, I have prepared two volumes dealing with the different topics prescribed in the two papers. Each of the volumes is meant for the last three classes of Higher Secondary and Multipurpose schools.

In this volume the topics prescribed for the *first paper* viz. (*i*) Free Translation, (*ii*) Answering questions from a passage, (*iii*) Pre'cis-writing, and (*iv*) Framing Sentences with Idiomatic phrases, have been dealt with in different *sections*. In each *section* some models have been at first shown and then copious exercises have been appended to get the students adequately practised. The models and exercises are properly graded and almost all the *sections* are divided into three parts for the three higher classes.

This arrangement will, it is hoped, be advantageous for the teachers as well as the taught.

In conclusion, I beg to acknowledge my deep debt of gratitude to the authors of the many standard books on which I have drawn for materials and to my friends who have assisted me in compiling these volumes.

8/1, Harinath De Road
Calcutta-9
4. 3. 60

KAMINI KUMAR GHOSE

CONTENTS

Part I

SECTION	I	Free Translation ...	1
„	II	Answering Questions from a passage	81
„	III	Pre'cis-writing ...	107
„	IV	Framing Sentences with Idiomatic Phrases ...	124

Part II

SECTION	I	Free Translation ...	141
„	II	Answering Questions from a passage	215
„	III	Pre'cis-writing ...	245
„	IV	Framing Sentences with Idiomatic Phrases ...	279

Part III

SECTION	I	Free Translation ...	289
„	II	Answering Questions from a passage	359
„	III	Pre'cis-writing ...	398
„	IV	Framing Sentences with Idiomatic Phrases ...	425
APPENDIX :		Higher Secondary Examination Questions ...	(i)

SYLLABUS

Second Language—English

Paper I—100 marks

Distribution of Marks :

(*i*)	Free Translation (from a recognized Indian language into English)	30 marks
(*ii*)	Answering questions from a passage	30 „
(*iii*)	Pre´cis-writing	25 „
(*iv*)	Framing sentences with English Idiomatic Phrases	15 „

Paper II—100 marks

(*i*)	Expanding a skeleton story	20 marks
(*ii*)	Letter-writing	20 „
(*iii*)	Essay-writing	20 „
(*iv*)	Writing a dialogue	20 „
(*v*)	Correction of errors	10 „
(*vi*)	Joining or splitting of sentences	10 „

General information regarding different topics of First Paper in English

(*a*) In *Free Translation* note the word *Free*. Don't strain your nerves in an effort to find out the exact synonym. Aim at expressing the sense. Don't be too literal. It is well and good if your translation is faithful to the original passage and expressive at the same time.

(*b*) Regarding '*Answering questions from a passage*' note that (as a circular letter from the Board of Secondary Education states) it will be a passage consisting of 250 to 300 words from which you will have to answer the questions asked. In answering them, use your own words and avoid the language of the original as far as practicable.

(*c*) In *Pre'cis-writing* give an expressive title to your pre'cis, let the title state in a clear, precise and concrete form the subject-matter of the passage. A pre'cis should not generally exceed one-third the original passage.

(*d*) So far as '*Idiomatic Phrases*' are concerned just note that idioms are based on long-standing usage. They follow rules of their own and so they must be used as they are without any change in order of words. Copious examples have been given in this book just to enable students to learn as many phrases as possible.

PART I
(FOR CLASS IX)

HIGHER SECONDARY ENGLISH

FIRST PAPER

Sec. I : FREE TRANSLATION

Introduction

Translation শব্দটির অর্থ অনুবাদ। এক ভাষায় প্রকাশিত বিষয়কে ভাষান্তরিত করার নাম translation ; যথা—

আমাদের একটি গরু আছে। গরুটির নাম কালী। কালী আমাদিগকে প্রত্যহ দুধ দেয়। উহা আমরা পান করি।

এই বাক্য কয়টি ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিলে এইরূপ হইবে—We have a cow. The name of the cow is Kali. Kali gives us milk every day. We drink it.

উপরি-উক্ত বাংলায় প্রকাশিত বিষয়কে আবার ইংরেজীতে এইভাবে প্রকাশ করা যায়—

We have a cow named Kali. Every day she gives us milk, which we drink.

একই বিষয়ের ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত উল্লিখিত দুইটি ধারাকে তুলনামূলকভাবে পরীক্ষা করিলে ইহা বেশ স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে উভয় ধারাই বাংলার বিষয়কে ইংরেজীতে সম্যক্ প্রকাশ করিয়াছে। আবার ইহাও প্রতীয়মান হইবে যে উভয় প্রকাশভঙ্গীতে পার্থক্য আছে। প্রথমোক্ত উদাহরণে বাংলা বাক্যের পারম্পর্য রক্ষা করিয়া প্রত্যেকটি বাংলা বাক্য পৃথক-ভাবে ইংরেজীতে প্রকাশ করা হইয়াছে ; শব্দবিন্যাস, বাক্যগঠন-পদ্ধতি প্রভৃতি ধরাবাঁধা নিয়মের কোনরূপ ব্যতিক্রম না ঘটাইয়া ভাষান্তরিত করা হইয়াছে। ইহা literal translation.

দ্বিতীয় উদাহরণে অনুবাদে কতকটা স্বাধীনতা স্পষ্ট লক্ষিত হয়। 'আমাদের একটি গরু আছে। গরুটির নাম কালী' এই দুইটি বাক্যকে পৃথক্-ভাবে অনুবাদ না করিয়া একবাক্যে প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহা অনুবাদেরই উদাহরণ; কিন্তু ইহা বিশেষ ধরণের অনুবাদ। এই ধরণের অনুবাদকে free translation বলা হয়।

Literal translation-এ যে ভাষা অনুবাদ করা হয় যথাসম্ভব সেই ভাষার শব্দবিন্যাস প্রভৃতির নিয়ম মানিয়া চলা হয়, আর free translation-এ শব্দবিন্যাস, বাক্য-সংযোজন ও বিয়োজন প্রভৃতি বিষয়ে অনুবাদের ভাষার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। Free translation যে ভাষা হইতে অনুবাদ করা হয় তাহার শৃঙ্খল হইতে অধিকতর মুক্ত। Free translation-এ অনুবাদের ভাষার স্বচ্ছন্দ ভাব রক্ষা করিতে গিয়া যে ভাষা হইতে অনুবাদ করা হয় তাহার শব্দ বা বাক্য-ব্যবস্থা ও ব্যাকরণ প্রভৃতির দিকে দৃক্‌পাত করিবার কোনও প্রয়োজন হয় না; বক্তব্য বিষয়কে অনুবাদের ভাষার style, idiom দ্বারা সুন্দর করিয়া প্রকাশ করাই মুখ্য লক্ষ্য।

উদাহরণের মাধ্যমে উভয়ের পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে:

বাংলা—বাংলা দেশে অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর তাঁহাদের অন্যতম। বিদ্যাসাগরের দয়ার কথা শোনে নাই এ রকম লোক খুব বিরল।

Literal Translation : Many great men have been born in Bengal. Vidyasagar is one of them. Such men as have not heard of the kindness of Vidyasagar, are rare.

Free Translation : There is hardly any man that has not heard of the kindness of Vidyasagar, who was one of the many great men born in Bengal.

আবার—

বাংলা—সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিল না। পরে পড়াশুনা ছাড়িয়া দিল।

Literal Translation : He tried heart and soul to pass the examination. But he could not succeed. At last he gave up his studies.

Free Translation : Unable to pass the examination in spite of his best efforts, he at last bade adieu to the goddess of learning.

বিভিন্ন ভাষাভাষীর ভাবের আদানপ্রদানে free Translation-এর অবদান অনস্বীকার্য্য। Free Translation বিভিন্ন সাহিত্যকে সম্পন্ন করিয়াছে। Free Translation-এ দক্ষতা অর্জন করিতে হইলে সুদক্ষ translator-এর অনুবাদ-রীতি লক্ষ্য করা একান্ত প্রয়োজন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্প বাংলা হইতে ইংরেজীতে free translation করা হইয়াছে। বাংলায় ঐ গল্পগুলি পড়িয়া translation-এ ঐগুলি পড়িলে free translation-এর ধারার সুস্পষ্ট ছাপ মনে থাকিবে এবং free translation-এ দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করিবে। Free translation একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় art ; ইহাতে দক্ষতা অর্জন করা শিক্ষার্থীর পক্ষে খুবই দরকার।

CHAPTER I

THE TENSES

The Present Tense

A. The Present Indefinite Tense

(a)

আমি প্রত্যহ সকালে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি—Every morning I *offer* my prayers to God.

সত্য চিরদিন জয়ী হয়—Truth *triumphs* at all times.

লোকটি খুব বেশি কাজের নয়—The man *is* not worth much.

তিনি আজকাল কোন সাধারণ সভায় বক্তৃতা করেন না—He *does* not *speak* at any public meeting nowadays.

অন্তর হইতে যাহা আসে, তাহা অন্তরে গিয়া পৌঁছে—What *comes* from the heart *goes* to the heart.

Note : বর্তমানে যাহা হয়, অথবা যাহা অভ্যস্ত কায অথবা নিত্য সত্য, তাহা বুঝাইতে verb-এর present indefinite tense ব্যবহৃত হয়।

(b)

আজ রাত্রে তিনি দিল্লী রওনা হইবেন—He *leaves* for Delhi tonight.

দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকার পর তিনি আগামী সোমবার তাঁহার কাজে যোগদান করিবেন—After a long absence he *joins* his office on Monday next.

আমাদের ক্লাবের বাৎসরিক অনুষ্ঠান আগামী মাসের প্রথম দিকে হইবে—The annual function of our club *comes off* early next month.

Note : এইরূপে পূর্ব হইতে স্থির হইয়া আছে, এরূপ কোন অদূর ভবিষ্যতের কার্য বুঝাইলে, উহাকে future tense-এ অনুবাদ না করিয়া present indefinite tense-এ অনুবাদ করা যাইতে পারে।

(c)

নীরো যখন বেহালা বাজাইতেছিলেন, রোম্ তখন পুড়িতেছিল—While Nero *fiddles*, Rome *burns*.

আলেকজাণ্ডার পুরুর বলদৃপ্ত ভাব দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলেন এবং বুঝিলেন যে সে সাধারণ মানুষ নয়—Alexander *starts* at the heroic stand of Porus and *realizes* that he is no ordinary stuff.

বনবীর সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পান্নার শিশুপুত্রটির বুকে ছোরা বসাইয়া দিল—Banabir *walks* straight into the room and *plunges* his dagger into the heart of Panna's son.

Note : এইরূপে অতীত ঘটনার চিত্রটিকে জীবন্তভাবে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য past tense-এর পরিবর্তে অনেক সময় present indefinite tense ব্যবহার করা হয়। ইহাকে **historic present** বলে।

(d)

অনেকখানি হাঁটিয়া আমি বড় ক্ষুধার্ত বোধ করিতেছি—I *feel* quite hungry after a long walk.

আমার বক্তব্য শেষ করিবার পূর্বে আমি পুনরায় আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ দিতেছি—I *thank* you all once again before I *finish*.

আমার ইচ্ছা করিতেছে এই বদমায়েসটাকে কষিয়া একটা চড় দিই—I *feel* like giving a smart slap to this rogue.

এই বইখানি পড়িতে উপন্যাসের মত লাগিতেছে—This book *reads* like a novel.

ঐ ঘণ্টা বাজিতেছে ; চল আমরা দৌড়াই—There *goes* the bell ; let us run.

তুমি আকাশে একটি পাখি দেখিতেছ কি ?—Do you *see* a bird in the sky ?

Note : এইরূপে বাংলায় present progressive tense-সূচক verb থাকিলেও উহার অনুবাদে অনেক স্থলে ইংরেজীতে present indefinite tense ব্যবহার করিতে হয়।

(e)

আমি এখন মুশ্কিলে পড়িয়াছি—I *am* in a fix now.

সূর্য অস্ত গিয়াছে এবং চন্দ্র উদিত হইয়াছে—The sun *is set* and the moon *is up.*

আমি ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছি তুমি কেমন করিয়া সাঁতার দিয়া নদীটি পার হইলে—I *wonder* how you swam across the river.

বিপদ কাটিয়া গিয়াছে, এখন আর উহা লইয়া দুশ্চিন্তার কিছুই নাই—The danger *is* over and you need not worry any more.

Note : এইরূপে অনেক সময়ে বাংলার ক্রিয়াপদ present বা progressive perfect tense-এর আকারে থাকিলেও, ইংরেজীতে present indefinite tense-এ উহার অনুবাদ করা হইয়া থাকে।

B. The Present Progressive (Continuous) Tense

(a)

তিনি এখন চিঠি লিখিতেছেন—He *is writing* a letter now.

বীণা তাহার পিয়ানোটি বাজাইতেছে—Bina *is playing* on her piano.

তাহারা এখন সকালের চা খাইতেছে—They *are* now *having* their morning tea.

আমাদের দেশ দিন দিন উন্নতি করিতেছে—Our country *is progressing* day by day.

তিনি এই ব্যাপারটি লইয়া তুমুল আন্দোলন করিতেছেন—He *is agitating* hard over this matter.

Note : এইরূপে বর্তমানে যাহা হইতেছে বা ঘটিতেছে তাহা বুঝাইতে verb-এর present progressive বা continuous tense ব্যবহার করিতে হয়।

(b)

অমল কি এ বৎসর ফাইনাল পরীক্ষা দিবে ?—*Is* Amal *appearing* at the final examination this year ?

আগামী নির্বাচনে আমি তাহাকে সাহায্য করিব না—I *am* not *going* to support him at the next election.

সম্ভবতঃ বর্তমান প্রতিযোগিতায় হরিবাবু প্রথম পুরস্কার পাইবেন—Probably Hari Babu *is going* to get the first prize in the present competition.

শুনিলাম আজিকার চ্যারিটি ম্যাচে মোহনবাগানের পক্ষে শৈলেন মান্না খেলিবে না—They say Sailen Manna *is* not *playing* for Mohanbagan at today's charity match.

Note : এইরূপে নিকট ভবিষ্যৎ বুঝাইলে কখনও কখনও future tense-এর পরিবর্তে present progressive tense ব্যবহৃত হয়।

C. The Present Perfect Tense

(a)

বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে—The rains *have set in.*

আমি বইখানি পড়িয়া ফেলিয়াছি—I *have read* the book through.

তিনি তাঁহার কারবারে মোটা টাকা ফেলিয়াছেন—He *has invested a* big amount in his business.

আমাদের অঞ্চলে এবার খুব ভাল শস্য হইয়াছে—There *has been a* bumper crop in our part of the country this year.

তাহার এখন বড় দুঃসময় পড়িয়াছে—He *has fallen* on very bad days now.

তিনি জীবনে কখনও বিশেষ সুখী হন নাই—He *has* never *been* very happy in his life.

তাঁহাকে দেখিয়া এখন অনুমান করিবার উপায় নাই যে একদিন তাঁহারও সুসময় ছিল— From his ways none can now guess that he too *has seen* better days.

Note : কোন কাজ এইমাত্র শেষ হইয়াছে অথবা অতীত কালে সম্পন্ন হইলেও তাহার ফল এখনও বর্তমান আছে—এইরূপ বুঝাইলে verb-এর present perfect tense হয়।

(b)

আমি একখানা বাড়ি কিনিবার পূর্বে কোন টাকা খরচ করিতে পারি না—I cannot spare any money before I *have purchased* a house.

আমি আমার দাদার সহিত পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ে মন স্থির করিতে চাই—I want to make up my mind after I *have consulted* my brother about it.

জীবনে কৃতী হইয়া আমাকে ভুলিও না—Don't forget me when you *have achieved* success in life.

Note : Subordinate clause-এর পূর্বে *before, after, when* প্রভৃতি শব্দ বসিয়া ভবিষ্যতের কোন কার্য-সম্পাদন বুঝাইলে present perfect tense ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

D. The Present Perfect Progressive (Continuous) Tense

কাল হইতে বৃষ্টি হইতেছে—It *has been raining* since yesterday.

সে গত পাঁচ বৎসর যাবৎ এই স্কুলে পড়িতেছে—He *has been reading* in this school for the last five years.

আশু এক সপ্তাহের উপর জ্বরে ভুগিতেছে —Ashu *has been suffering* from fever for over a week.

তাহার পিতা তাহাকে অতি কষ্টে প্রতিপালন করিতেছেন—His father *has been bringing* him up with great difficulty.

স্ত্রীলোকটি তাঁহার স্বামীর জন্য সারাজীবন দুঃখ ভোগ করিয়া চলিয়াছে—The woman *has been suffering* all her life for the sake of her husband.

Note : পূর্ব হইতে কোন কাজ আরম্ভ হইয়া এখনও চলিতেছে এরূপ বুঝাইলে verb-এর present perfect continuous tense ব্যবহার করিতে হয়।

Exercise 1

Translate into English :—

(a) তিনি রোজ সকালে বেড়াইতে বাহির হন। আমি আজ অসুস্থ বোধ করিতেছি। সে আজকাল আর পড়াশুনা করে না। অতুল বাবু

আগামী সোমবার এখানে আসিতেছেন। পূজার জন্য আগামী কাল আমাদের স্কুল বন্ধ হইতেছে (close). জীবন একটি অলীক স্বপ্ন (empty dream) মাত্র। সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হইয়া পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতে (comply with) আমি অসমর্থ।

(b) আপনার এ বিষয়ে আর কিছু (anything else) বলিবার আছে ? লণ্ডন পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনবহুল (populous) শহর। চিঠিখানি খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না (is missing)। চাউলের দর আজকাল একটু সস্তা যাইতেছ (is selling a bit cheap)। তুমি কবে দিল্লী যাইতেছ (leave for) ? আকাশে এক টুকরা মেঘ (a speck of cloud) দেখিতেছ কি ?

(c) হরি অনেক দিন ধরিয়া পরিবার-সহ কলিকাতায় আছে। সে বাড়ি যায় না, কারণ তাহার ভাইরা অনেক দিন ধরিয়া বাড়ি আছে। তাহার মেজো ভাই সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছে এবং বিগত রবিবার হইতে তাহার সহিত আছে। হরি কলিকাতায় ব্যবসায় করে (carries on a business)।

(d) আগামী সোমবার আমাদের স্কুলের বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ (prize-distribution) হইবে (comes off)। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় এই অনুষ্ঠানে (function) সভাপতিত্ব করিতে (to preside over) স্বীকার করিয়াছেন (has consented)। এই উপলক্ষে (on this occasion) কলিকাতা হইতে কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি (distinguished men) এখানে আসিতেছেন ; আমরা এখন হইতে (from now) ঐ অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত হইতেছি।

(e) আমাদের ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন খুব সুন্দর আবৃত্তি করিতে (recite) পারে। কয়েকজন ভাল গান করিতেও পারে। ইহারা আমাদের বাংলার শিক্ষক অপূর্ব বাবুর নিকট আবৃত্তি ও গান শিখিতেছে। আমাদের স্কাউট্‌শিক্ষকও পিছাইয়া নাই (is not lagging behind)। তিনি তাঁহার দলকে (troop) মাননীয় অতিথিগণের উপযুক্ত সম্বর্ধনার জন্য (for the proper reception of) শিক্ষা দিতেছেন।

The Past Tense

A. The Past Indefinite Tense

(a)

স্যার আশুতোষ একজন মানুষের মত মানুষ ছিলেন—Sir Asutosh *was* a prince among men.

রাণা প্রতাপ তাঁহার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য সর্বস্ব পণ করিয়াছিলেন—Rana Pratap *staked* his all to get back his lost kingdom.

ছেলেটি সাহায্য চাহিলে আমি 'না' বলিতে পারিলাম না—When the boy *asked* for help, I *had* not the heart to say 'no'.

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জগতে তাঁহার প্রেমের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন—Lord Gauranga *preached* his message of love to the world.

Note : এইরূপে অতীত কালের কার্য অথবা ঘটনা বুঝাইতে verb-এর past indefinite tense ব্যবহৃত হয়।

(b)

আমি মাঝে মাঝে আমাদের স্কুল ম্যাগাজিনের জন্য লিখিতাম—I *would write* for our school magazine from time to time.

তিনি প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেন—He *used* to bathe in the Ganga every day.

Note : এইরূপে অতীত কালের কোন 'অভ্যাস' বুঝাইতে verb-এর past tense ব্যবহার না করিয়া, তাহার পূর্বে *would* বা *used to* ব্যবহার করা হয়। অনিয়মিত অভ্যাস বুঝাইতে *would* এবং নিয়মিত অভ্যাস বুঝাইতে *used to* ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

(c)

আমাকে দু'এক দিনের জন্য সামান্য কিছু ধার দিয়া সাহায্য করা যায় কি ?—*Could* you *help* me with a small loan for a day or two ?

আমার এই চিঠিখানা একটু ডাকে ফেলিয়া দিবে ?—*Would* you *mind* posting this letter for me ?

স্টেশনে যাইবার পথটি দয়া করিয়া দেখাইয়া দিবেন কি ?—*Would* you kindly *show* me the way to the station ?

আমি কি আপনার হইয়া তাহার সহিত কথা বলিতে পারি ?—*Might* I *be* permitted to speak to him on your behalf ?

Note : অনুরোধ অথবা প্রশ্নে বর্তমান কাল বুঝাইতেও কখনও কখনও present tense-এর পরিবর্তে verb-এর পূর্বে এইরূপে *could, would* বা *might* ব্যবহার করা হয়। তাহাতে ভদ্রতা প্রকাশ পায়।

B. The Past Progressive (Continuous) Tense

(a)

জোর ঝড় বহিতেছিল—It *was blowing* a hard gale.

ছেলে ক'টি সামান্য বিষয় লইয়া ঝগড়া করিতেছিল—The boys *were quarrelling* over a small thing.

তাহারা একটু উত্তেজিতভাবে রাজনীতি আলোচনা করিতেছিল—They *were discussing* politics rather heatedly.

বালিকাটি সম্মানিত অতিথির জন্য এক ছড়া ফুলের মালা গাঁথিতেছিল—The girl *was weaving* a garland of flowers for the respected guest.

Noee : অতীতে কোন কার্য চলিতেছিল, তখনও শেষ হয় নাই, এরূপ বুঝাইতে verb-এর past progressive (continuous) tense ব্যবহৃত হয়।

(b)

শত্রুপক্ষ দিনের পর দিন বোমাবর্ষণ করিতেছিল—The enemy *continued* bombing day after day.

তিনি ছেলেটিকে বরাবর সাহায্য করিতেছিলেন—He *kept* helping the boy all the time.

সভাস্থ সকলেই শ্রদ্ধার সহিত বক্তার কথা শুনিতেছিলেন—The whole meeting *listened* to the speaker with respect.

Note : এইরূপে কখনও কখনও past indefinite tense দ্বারা past continuous tense-এর অর্থ ভালভাবে প্রকাশ করা যায়।

C. The Past Perfect Tense

আমি আসিবার পূর্বেই সে চলিয়া গিয়াছিল—He *had gone away* before I came.

আমরা স্টেশনে পৌছিবার আধ ঘণ্টা পূর্বেই গাড়িটি ছাড়িয়া দিয়াছিল—The train *had left* half an hour before we reached the station.

বাড়িটা একেবারে পুড়িয়া যাইবার পর দমকল আসিয়া উপস্থিত হইল—The fire-brigade came after the house *had been* completely *burnt* down.

Note : এইরূপ দুইটি অতীত ঘটনার মধ্যে একটি যদি অপরটির পূর্বে ঘটিয়া থাকে বুঝায়, তাহা হইলে যে ঘটনাটি পূর্বে ঘটিয়াছে সেইটি বুঝাইতে verb-এর past perfect tense ব্যবহার করিতে হয়।

D. The Past Perfect Progressive Tense

তুমি বলিবার পূর্বেই আমি এই কথা চিন্তা করিতেছিলাম—I *had been thinking* of this before you spoke about it.

বাবা আসিবার পূর্বে আমরা আনন্দে গল্পগুজব করিতেছিলাম—We *had been chatting* merrily before father came.

ভাঙ্গিয়া যাইবার পূর্বে ঘড়িটি সুন্দর সময় দিতেছিল—The watch *had been keeping* good time before it broke.

ট্রেনখানি ধাক্কা খাইবার পূর্বে আমরা গভীরভাবে নিদ্রা যাইতেছিলাম—We *had been sleeping* soundly before the train collided.

Note : দুইটি অতীত ঘটনার মধ্যে একটি অপরটির পূর্বে 'ঘটিতেছিল' এইরূপ বুঝাইলে, যে ঘটনাটি পূর্বে ঘটিতেছিল তাহাকে ইংরেজীতে past progressive tense-এ অনুবাদ করিতে হয়।

Exercise 2

Translate into English :—

(a) একটি ভিখারী আমাদের দরজায় দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার সহিত এ বিষয়ে আমার কথা (talk) হইয়াছিল। গত বৎসর আমাদের গ্রামে কলেরার

প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল (broke out). তিনি প্রতিদিন গীতা পড়িতেন। সন্ধ্যার ছায়া (the shadow of the evening) ধীরে ধীরে পৃথিবীর উপর নামিয়া আসিতেছিল। দাঙ্গার সময়ে (during the riot) কেহই বাহিরে আসিতে সাহস করিত (dared) না। মহাত্মা গান্ধী সরল জীবন যাপন করিতেন। আমি তাহাকে কথা দিয়াছিলাম (gave word) যে আমি তাহাকে সাহায্য করিব। সে সকালে রওনা হইলে এতক্ষণে (by this time) সেখানে পৌঁছিত। আমরা স্টেশনে পৌঁছাইবার পূর্বেই গাড়িটি ছাড়িয়া দিয়াছিল (had left)। গরম কাপড়ের অভাবে (for want of) তাহারা শীতে কাঁপিতে লাগিল।

(b) প্রাচীন ভারতে (in ancient India) যে-সব বড় বড় রাজা রাজত্ব ক'রে গেছেন, চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন তাঁদেরই একজন। দাসীপুত্র ছিলেন বলে নন্দ রাজার ছেলেরা তাঁকে যখন-তখন অপমান করত (insulted him every now and then)। এইসব অপমান সহ্য করতে না পেরে চন্দ্রগুপ্ত মগধ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন পঞ্জাবে। পঞ্জাবে তখনও আলেকজাণ্ডারের এক সৈন্যবাহিনী (army) অবস্থান করছিল। চন্দ্রগুপ্ত তাদের কাছ থেকে তাদের যুদ্ধকৌশল (method of warfare) শিখতে আরম্ভ করলেন। কিছুদিন পরে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হল। চন্দ্রগুপ্ত এই সুযোগ নিয়ে (took this opportunity) তাঁর সৈন্যদের দিলেন পঞ্জাব থেকে তাড়িয়ে। এর পর তাঁর একমাত্র চিন্তা হ'ল (the thought uppermest in his mind) কেমন ক'রে মগধ জয় করা যায়।

The Future Tense

A. The Future Indefinite Tense

(a)

আমি তোমাকে সাহায্য করিতে পারিলে সুখী হইব—I *shall* be glad to help you.

কালে সে একজন ভাল বক্তা হইবে—He *will* turn out to be a good speaker in time.

তুমি তাঁহাকে বন্ধু ও শুভার্থী হিসাবেই পাইবে—You *will* find a friend and well-wisher in him.

আজ সমস্ত স্কুলই সকাল সকাল ছুটি হইবে—All the schools *will* close earlier today.

Note : সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল বুঝাইতে verb-এর পূর্বে first person-এ *shall* এবং second ও third person-এ *will* ব্যবহৃত হয় ;

(b)

যাহাই ঘটুক, আমি পূর্বের মত আমার কাজ চালাইব—Come what may, I *will* work on as before.

সে যত দিন এখানে আছে, তাহাকে আদেশ পালন করিতেই হইবে—He *shall* carry out orders, so long as he is here.

এমন একদিন আসিবে যেদিন আপনারা আমার কথা অবশ্যই শুনিবেন—The day will come when you *shall* hear me.

আমি তাহাকে ভালরকম শিক্ষা দিয়া ছাড়িব—I *will* teach him the lesson of his life.

Note : ভবিষ্যৎ কার্য বা ঘটনা সম্বন্ধে বক্তার প্রতিজ্ঞা, সংকল্প, আদেশ, প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি বুঝাইতে first person-এ *will* এবং second ও third person-এ *shall* ব্যবহৃত হয় ।

(c)

আমি কি এখন ডাক্তার ডাকিয়া পাঠাইব ?—*Shall* I send for a doctor now ?

আমি যদি সেখানে না যাই আপনি সুখী হইবেন কি ?—*Shall* you be happy if I do not go there ?

তাহারা কি তোমাকে পথে (গাড়িতে) তুলিয়া লইবে ?—*Will* they pick you up on the way

Note: Interrogative sentence-এ সাধারণ future-এর অর্থে first ও second person-এ *shall* এবং third peron-এ *will* বসে।

কিন্তু জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির 'ইচ্ছা' জানিতে হইলে second person-এ *will* এবং first ও third person-এ *shall* ব্যবহৃত হয়; যেমন—

(d)

তুমি কি আজ বিকালে ফুটবল ম্যাচ দেখিতে যাইবে?—*Will* you go to see the football match this afternoon?

আমি কি স্টেশনে আপনার জন্য অপেক্ষা করিব?—*Shall* I wait for you at the station?

কলিকাতায় গিয়া সে আপনার সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিবে কি?—*Shall* he contact you when he is in Calcutta?

তাহারা কাজটি চালাইয়া যাইবে কি?—*Shall* they proceed with the work?

(e)

নিয়মিত ভাবে ক্লাসে আসিবে—*Attend* your class regularly.

বাজে গল্পগুজবে সময়ের অপব্যবহার করিবে না—Do not waste your time over idle gossip.

খাদ্যমন্ত্রী আজ বর্ধমান যাইবেন—The Food Minister *is booked* for Burdwan today.

Note: এইরূপে কখনও কখনও বাংলায় ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া থাকিলেও উহাকে ইংরেজীতে present indefinite tense দ্বারা অনুবাদ করিতে হয়।

B. The Future Progressive (Continuous) Tense

আমি না পৌঁছান পর্যন্ত তাহারা আমার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকিবে—They *will be waiting* for me till I reach.

যতদিন পর্যন্ত ছেলেটি সাহায্য পাইবার যোগ্য থাকিবে, ততদিন আমরা তাহাকে সাহায্য করিতে থাকিব—We *shall be helping* the boy so long as he deserves it.

খুব সম্ভবতঃ নদীর জল আবার বাড়িতে থাকিবে—Most probably the river *will be rising* again.

আপনি কাল বাড়িতে পৌঁছাইয়া দেখিবেন আমরা ভাত খাইতেছি—We *shall be eating* when you reach home tomorrow.

Note : ভবিষ্যতে কোন কাজ চলিতে থাকিবে এইরূপ বুঝাইলে ইংরেজীতে verb-এর future progressive tense ব্যবহৃত হয়।

C. Future Perfect Tense

তিনি আসিবার পূর্বে আমরা সব ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখিব—We *shall have arranged* things completely before he comes.

আমরা বাড়িতে পৌঁছিবার পূর্বেই বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া যাইবে—The rain *will have started* before we reach home.

আগামী মাস শেষ হইবার পূর্বেই আমি বইখানি লিখিয়া ফেলিব—*I shall have written* the book by the end of the next month

Note : ভবিষ্যৎকালে শেষ হইবে এমন দুইটি কাজের মধ্যে যেটি আগে শেষ হইবে বুঝায়, তাহাকে ইংরেজীতে সাধারণতঃ future perfect tense-এ অনুবাদ করিতে হয়।

Exercise 3

Translate into English :—

(a) সে এম্. এ. পাস করিতে পারিলে একটি ভাল চাকুরী পাইবে। সে এখানে আসিলে আমি বাড়ি যাইব। তাহাকে পাঁচ টাকা জরিমানা দিতেই হইবে। যাহাই বল না কেন, সে তাহার খুশিমত চলিবেই (will go his own way)। আমি আপনাকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিব (see you home) কি? আপনি যতই চেষ্টা করুন, সে কিছুতেই রাজী হইবে না (agree by no means)। এই বিষয়টি লইয়া তোমরা আর বাড়াবাড়ি করিবে না (make no fuss over)। আমি এখন আরও কিছুক্ষণ পড়িতে থাকিব।

(b) আশা করি রাত্রে বৃষ্টি আসিবার পূর্বেই তাহারা সেখানে পৌঁছিবে। আমি তাহাকে দস্তুরমত শিক্ষা (a good lesson) দিবই দিব। আমি তোমাকে লিখিলেই তুমি তাহার সহিত দেখা করিবে। দিন শেষ হইবার পূর্বেই আমি কাজটি শেষ করিয়া ফেলিব। সদা সত্য কথা বলিবে।

CHAPTER II

PARTICIPLES AND GERUNDS

A

বাংলা আসিয়া, যাইয়া, পড়িয়া, খাইয়া প্রভৃতি 'ইয়া'-প্রত্যয়যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদগুলির ইংরেজীতে অনুবাদ participle ও gerund-এর সাহায্যে ও অন্য বিভিন্ন উপায়ে করা যাইতে পারে ; যেমন—

(i)

গয়ায় একদিন থামিয়া আমরা পরদিন সকালে কাশী রওনা হইলাম—*Halting* at Gaya for a day, we started for Varanasi the next morning.

অধিক রাত্রি পর্যন্ত খাটিয়া আমি ইহা শেষ করিয়া ফেলিব—I shall finish it, *working* late hours at night.

গাড়িখানি পূর্ণবেগে ছুটিয়া আসিয়া রাস্তার ধারের একটি গাছের সহিত ধাক্কা খাইল—*Running* at top speed, the car collided against a tree on the wayside.

Note : উপরের sentence-গুলিতে 'ইয়া'-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার অনুবাদে verb-এর present participle ব্যবহৃত হইয়াছে।

(ii)

(a)

কর্মময় জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া (অর্থাৎ করার পর) তিনি এখন পল্লীর নিভৃত কোণে বাস করিতেছেন—*Having retired* from a life full of activities, he is now living in the quiet nook of a village.

সমস্ত জীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া (অর্থাৎ করার ফলে) এখন তিনি একেবারেই অবসাদগ্রস্ত বোধ করিতেছেন—*Having struggled* against poverty all his life, he now feels fully spent up.

Note : উপরের sentence দুইটিতে 'ইয়া'-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার অনুবাদে verb-এর active voice-এর perfect participle ব্যবহৃত হইয়াছে।

(b)

এই সংবাদে ভীত হইয়া আমি তৎক্ষণাৎ থানায় দৌড়াইলাম—*Being alarmed* at the news, I ran to the police station at once.

আপনি যে অনুগ্রহ দেখাইয়াছেন তাহাতে সাহসী হইয়া, আমি আর একটি অনুগ্রহের আবেদন জানাইতেছি—*Being emblodened* by the favour you have shown, I beg to approach you for another.

ক্ষুধায় জর্জরিত হইয়া তিনি এখন পশু-পর্যায়ে নামিয়া আসিয়াছেন—*Driven* by hunger, he has now come down to the level of a beast.

সব দিক্ দিয়া হতাশ হইয়া এখন তিনি অদৃষ্টের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন—*Disappointed* from all sides, he has now resigned himself to his lot.

Note : উপরের sentenceগুলিতে 'ইয়া'-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার অনুবাদে verb-এর passive voice-এর participle ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এইরূপ participle-এর পূর্বে প্রযোজ্য *being* অথবা *have been* উহ্য রাখা হয়, যেমন তৃতীয় ও চতুর্থ sentence-এ হইয়াছে।

(iii)

দূর প্রবাসে তাঁহার বন্ধুর মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া তিনি শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন—On *hearing* of the death of his friend in a far-off land, he wept like a child.

দীর্ঘকাল দেশবাসীর উপর নেতৃত্ব করিয়া এখন তিনি নিজেই পরিত্যক্ত হইয়াছেন—After *leading* his countrymen for long years, he is himself forsaken now.

তাঁহার মহৎ দৃষ্টান্তগুলি অনুসরণ করিয়া আমরা তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিব—We shall pay our respects to him by *following* his noble example.

Note : উপরের sentence-গুলিতে gerund-এর পূর্বে preposition বসাইয়া 'ইয়া'-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াগুলির অনুবাদ করা হইয়াছে।

(iv)

বিরক্ত হইয়া তিনি সভা হইতে চলিয়া গেলেন—He walked out of the meeting *in disgust.*

লোকের চেহারা দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে বিচার করা উচিত নহে—We should not judge a man *by* his *looks.*

সে ভীত হইয়া পরীক্ষা দিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিল—*In* his *nervousness,* he dropped the idea of going in for the examination.

কেবলমাত্র জুয়াচুরি করিয়া সে বিত্তশালী হইয়াছে—He has made his fortune all *by fraud.*

Note : উপরের sentence-গুলিতে 'ইয়া'-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার অনুবাদে participle বা gerund ব্যবহার না করিয়া, abstract noun-এর পূর্বে preposition বসাইয়া উহার অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে।

(v)

পরীক্ষায় তোমার কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের কথা শুনিয়া আমি প্রকৃতই সুখী হইয়াছি—I am really happy *to hear* of your brilliant success in the examination.

আপনি শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন যে আমার সব আর্থিক অসুবিধাগুলি দূর হইয়াছে— You will be relieved *to know* that all my pecuniary difficulties are over.

তাহার বন্ধুরা এতদিন তাহাকে বড়লোক বলিয়া মনে করিত—His friends have so far taken him *to be* a rich man.

Note : উপরের sentence-গুলিতে infinitive-এর দ্বারা 'ইয়া'-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াগুলির অনুবাদ করা হইয়াছে।

(vi)

আমি বুঝি না সে কেমন করিয়া এই দুঃসাধ্য কাজ করিল—I cannot understand *how* he could perform this miracle.

আমি তাড়াতাড়ি করিয়া আমার জিনিসপত্র গুছাইয়া লইলাম—I packed up my things *in a hurry*.

সে একটু একটু করিয়া নিজের স্থান করিয়া লইতে পারিয়াছিল—He could get a footing for himself *slowly* but *steadily*.

Note : উপরের sentence-গুলিতে 'করিয়া' এই অসমাপিকা ক্রিয়াটি অন্য শব্দের সহযোগে ক্রিয়াবিশেষণের অর্থ প্রকাশ করায়, উহাদের অনুবাদে adverb অথবা adverbial phrase ব্যবহার করা হইয়াছে।

(vii)

ট্রেনটি স্টেশনে এক মিনিট থামিয়া পুনরায় ছাড়িয়া গেল—The train *stopped* at the station for a minute and *started* off again.

তিনি ভিড় ঠেলিয়া মঞ্চের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন—He *pushed* his way through the crowd and *came up* to the dais.

দীর্ঘদিন নীরবে কাজ করিয়া তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সুমহান্ ব্রতের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন—He *worked* quietly for long and *prepared* himself for the great task of his future life.

Note : উপরের sentence-গুলিতে 'ইয়া'-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার অনুবাদে participle-এর পরিবর্তে finite verb (সমাপিকা ক্রিয়া) ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ফলে পুরা sentence-টি compound হইয়াছে।

B

বাংলা 'ইতে'-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া এবং ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের ইংরেজীতে অনুবাদও উপরিলিখিত-রূপে বিভিন্ন উপায়ে করা যাইতে পারে ; যেমন—

(i)

আমি কবিতা পড়িতে ভালবাসি—I like to *read* poems. *Or*, I like *reading* poems.

সাঁতার দেওয়া উত্তম ব্যায়াম—To *swim* is a good exercise. *Or*, *Swimming* is a good exercise.

Note : Infinitive এবং gerund উভয়ই noun-এর মত ব্যবহৃত হইতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে উভয়ের অর্থ একই হয় ; কিন্তু কোন কোন শব্দের পর gerund বসাইতে হয়, infinitive বসানো চলে না, বসাইলে ভুল হয় ; যেমন—

ইহা আর একবার চেষ্টা করিতে ক্ষতি কি ?—What is the harm in *trying* it again.

তুমি যদি জিনিসটা কিনিতে চাও এরূপ দর-কষাকষি করিয়া লাভ হইবে না— If you want to buy the thing, it will be no use *higgling* like this.

তাহাকে সেখানে যাইবার জন্য আপনি জিদ করিতেছেন কেন ?—Why do you insist on his *going* there ?

আমি তাহার দুঃখে না কাঁদিয়া থাকিতে পারিলাম না—I could not help *shedding* tears in his grief.

Note : আবার কোন কোন ক্ষেত্রে gerund না বসাইয়া infinitive বসাইতে হয়। যেমন—

সে এমন একটি লোক যাহাকে খুশী করা খুব কঠিন—He is such a man as is very hard *to please.*

আমি তাহাকে এ কাজ করিতে বাধ্য করিতে পারি না—I cannot compel him *to do* it.

(ii)

সৈনিকেরা সারা পথ গান করিতে করিতে চলিল—The soldiers marched all the way *singing.*

ট্রেনটি হুস্ হুস্ করিতে করিতে স্টেশনে প্রবেশ করিল—The train came *puffing* into the station.

সে আপন মনে কি বলিতে বলিতে চলিয়া গেল—He left *muttering* something to himself.

Note : এইরূপ 'করিতে করিতে', 'বলিতে বলিতে' ইত্যাদি অসমাপিকা ক্রিয়ার অনুবাদে present participle ব্যবহৃত হয়।

(iii)

প্রতাপ চিতোর উদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই—Pratap did not succeed *in recovering* Chitore.

সে দিনের বেলা যখন তখন খেলিতে ভালবাসে—He is fond *of playing* at all hours of the day.

সভায় উপস্থিত হইতে তাঁহার এক ঘণ্টা দেরি হইয়াছিল—He was late by one hour *in attending* the meeting.

Note : উপরের sentence-গুলিতে প্রদত্ত 'ইতে'-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াগুলির অনুবাদে gerund-এর পূর্বে preposition বসানো হইয়াছে।

(iv)

আমার সেখানে পৌঁছাইতে রাত্রি হইয়া যাইবে—It will be night *before I reach there.*

ছেলেটি বাঁচিয়া থাকিতে বিধবাটি কোন দিনই কষ্ট পান নাই—The widow never suffered for a day, *so long as her son was alive.*

স্কুলে যাইতে যাইতে ছেলেগুলি ঝড়ে পড়িল—The boys were caught in a storm *on their way to school.*

Note : ক্ষেত্রবিশেষে এইরূপ adverbial phrase অথবা clause দ্বারাও 'ইতে'-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার অনুবাদ করা যায়।

C

Participle ও gerund-এর আরও কয়েকটি বিশেষ ব্যবহার নিম্নে দেওয়া হইল।

Absolute Phrase-এর ব্যবহার :

সূর্য অস্তমিত হওয়ায় কৃষকেরা মাঠে কাজ বন্ধ করিয়া গৃহে ফিরিল—The sun *having set*, the farmers stopped work in the field and came back home.

আবহাওয়া ভাল থাকিলে, আমাদের ভোজ আজ রাত্রেই হইবে—Weather *permitting*, we shall certainly have our feast tonight.

Impersonal absolute রূপে :

মোটামুটি হিসাব করিলে, তিনি এই বাড়ি নির্মাণের জন্য প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন—*Calculating* roughly, he has spent about fifty thousand rupees for the construction of this house.

সে অন্যায় করিয়াছে ইহা ধরিয়া লইলেও, তোমার তাহাকে ততটা শাস্তি দেওয়া উচিত হয় নাই—*Granting* that he was wrong, you should not have punished him so severely.

কোন দুর্ঘটনা না ঘটিলে, নির্দিষ্ট তারিখেই এ বিবাহ সম্পন্ন হইবে—*Barring* accidents, this marriage will be held on the day fixed.

মোকদ্দমাটির নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, তাঁহার এই সম্পত্তি বিক্রয় করিবার স্বাধীনতা নাই—*Pending* decision of the case, he is not free to dispose of the property.

Exercise 4

Translate into English :—

(a) আমি তাহাকে পুকুরের ধারে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। বালকটি ভয় পাইয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল (clung to me)। চিরকাল সুখে কাটাইয়া জীবনের শেষ বেলায় (at the fag end of life) তিনি নিদারুণ কষ্ট পাইতেছেন (has been suffering horribly)। তাঁহাকে এইভাবে অপমানিত হইতে দেখিয়া আমার রক্ত গরম হইয়া উঠিল (my blood boiled)। সে যে কেমন করিয়া পাস করিল, তাহা ভাবিয়া আমি অবাক্ হইয়া যাই।

(b) এই বলিয়া সে চাকরটিকে ধাক্কা দিয়া গাড়ি হইতে ফেলিয়া দিল (knocked down)। একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি ? তাহার হাবভাব দেখিয়া (form his manners) সকলেরই মনে হইয়াছিল সে দোষী। তুচ্ছ বিষয় লইয়া (over a trifle) তাহারা এত ঝগড়া করিতেছে

কেন? একথা সত্য হইলেও (supposing this to be true) আমি তাহাকে আর বিশ্বাস করিতে পারি না।

(c) চোরটি চলন্ত (running) গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িল। আধাআধি করিয়া কাজ করিলে (things done by halves), উহা কখনই ভাল হইতে পারে না। এইরূপ একটি অন্যায় কার্য করিয়া তিনি যথেষ্ট অনুতাপ করিয়াছিলেন (repent of)। নদীতে প্লাবন আসায় (the river being in spate) অনেকগুলি নৌকা ডুবিয়া গিয়াছিল। পরের অনিষ্ট করিয়া (by doing mischief to others) মজা দেখাই (enjoy fun) তাহার স্বভাব। মরিয়া হইয়া (in despair) সে আত্মহত্যা করিতে (to commit suicide) উদ্যত হইয়াছিল (prepared to)। মোটামুটি হিসাবে বলা যায় যে তাঁহার কন্যার বিবাহে তিনি আট হাজার টাকা খরচ করিয়াছিলেন। অনুষ্ঠানটি শেষ হইলে আমরা কয়েকজনে বসিয়া গল্প করিতে (chat) লাগিলাম।

(d) একবার তিন বন্ধুতে স্থির করিলাম (decided) একসঙ্গে রথ ও সমুদ্র দেখিতে পুরী যাইব। হাওড়া স্টেশনে গিয়া তিনখানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিলাম। কিন্তু গাড়ির মধ্যে উঁকি দিয়া (peep into) বুঝিলাম যে রীতিমত লড়াই না করিলে (unless we put up a regular fight) আমাদের গাড়ীর মধ্যে ঢোকা (to get into) সম্ভব হইবে না। বন্ধু সতীশ বলিল—ভয় পাইবার কিছুই নাই।

(e) তাহার কথায় উৎসাহিত হইয়া (encouraged by) আমরা যেই গাড়িতে উঠিতে যাইতেছি অমনি কে আমাদের পিছন হইতে (from behind) ধাক্কা দিল। আমরা তিনজনেই গাড়ির মধ্যে উঠিলাম বটে, কিন্তু অল্প-বিস্তর (more or less) জখম হইয়া (injured)। কিছু পরে সতীশ টের পাইল যে তাহার পকেটের সব টাকা ও টিকিটগুলি খোয়া গিয়াছে (lost)। আমাদের ইচ্ছা হইল চলন্ত (running) ট্রেন হইতে তখনই লাফাইয়া পড়ি। কিন্তু অদৃষ্টে ছিল কটকে পৌছিয়া রেল পুলিসের হাতে অপমানিত হওয়া। কাজেই নিরুপায় হইয়া বসিয়া রহিলাম।

CHAPTER III

SOME DEFECTIVE VERBS

1. May

তুমি দীর্ঘজীবী হও—*May* you live long !

আমি ভিতরে যাইতে পারি কি ?—*May* I come in ?

আমি আপনার বইখানা একটু দেখিতে পারি ?—*May* I have a look into your book ?

আজ রাত্রে বৃষ্টি হইতে পারে—It *may* rain tonight.

বাঁচিয়া থাকিলে সে একজন মস্ত বড়লোক হইতে পারিত—He *might* have become a big man if he had lived.

যদি পরলোকের একটু আভাস দেখিতে পাইতাম !—*Might* I get a glimpse of the world to come !

আমি আপনাকে এক পেয়ালা চা দিতে পারি কি ?—*Might* I serve you a cup of tea ?

Note : 'সম্ভাবনা', 'অনুমতি' ইত্যাদি অর্থে *may* ব্যবহৃত হয়। *May*-এর সাহায্যে 'ইচ্ছা' এবং 'উদ্দেশ্য'ও প্রকাশ করা যায়। ইহার past tense-এর রূপ *might*. 'কোন কিছু ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু ঘটে নাই' এইরূপ বুঝাইলে *might*-এর পর perfect infinitive ব্যবহার করিতে হয়। ভদ্রতাসূচক অনুরোধ প্রকাশের জন্য present বা future tense-এর অর্থেও *might* ব্যবহার করা চলে।

2. Can

তুমি ইচ্ছা করিলে নিজেই ভদ্রলোকটির সহিত কথা বলিতে পার—You *can speak* to the gentleman yourself, if you so like.

আমি এক দমে দশ মাইল দৌড়াইতে পারি—I *can* run ten miles at a stretch.

আপনি আজ সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে চা খাইতে আসিবেন কি ?—*Could* you come to tea at our house this evening ?

Note : 'সামর্থ্য' বুঝাইতে *can* ও তাহার past রূপ *could* ব্যবহৃত হয়। ভদ্রতাসূচক অনুরোধ প্রকাশের জন্য might-এর ন্যায় present বা future tense-এর অর্থে *could* ব্যবহার করাও চলে।

3. Must

তাহাকে যাইতেই হইবে—Go he *must.*

লোকটি নিশ্চয়ই বোকা—The man *must* be a fool.

আমি আগামী কালের মধ্যে কাজটি নিশ্চয়ই শেষ করিব—I *must* finish the work by tomorrow.

তিনি এতক্ষণে নিশ্চয়ই সেখানে পৌঁছিয়া গিয়াছেন—He *must have* reached there by this time.

যাহার প্রতিকার নাই তাহা অবশ্যই সহ্য করিতে হইবে—What cannot be cured *must* be endured.

Note : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে 'নিশ্চয়তা', 'অবশ্যকর্তব্যতা' প্রভৃতি বুঝাইতে *must* ব্যবহৃত হয়। 'অতীত নিশ্চয়তা' বুঝাইলে *must*-এর পর perfect infinitive ব্যবহার করিতে হয়।

4. Should, Would, Ought

সকলেরই গুরুজনদিগকে মান্য করা উচিত—All *should* (or, *ought to*) respect their superiors.

অনেক পূর্বেই তোমার তাহাকে সাহায্য করা উচিত ছিল—You *should* have helped him much earlier.

বৃষ্টি হইলে আমি আজ সেখানে যাইব না—If it *should* rain, I *would* not go there today.

একলা থাকিলে সে প্রায়ই তাহার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিত—Left alone, he *would* often brood over his misfortune.

তুমি যদি একবার আমার সহিত দেখা কর আমি খুব খুশী হইব—I *should* be much pleased if you see me once.

আমি যাহা স্থির করিয়াছি উহা হইতে একটুও নড়িব না—I *would* not budge an inch from the stand I have taken.

আপনি আমাকে সামান্য একটু সাহায্য করিবেন কি ?—*Would* you mind helping me a bit ?

Note : 'উচিত' অর্থে *should* বা *ought to* ব্যবহৃত হয়। 'কোন কিছু করা উচিত ছিল কিন্তু করা হয় নাই' এইরূপ বুঝাইলে *should have* বা *ought to have* ব্যবহৃত হয়। 'ইচ্ছা', 'অভ্যাস', 'সঙ্কল্প' প্রভৃতি বুঝাইলে first person-এ *would* ব্যবহৃত হয়। Interrogative sentence-এ ভদ্রতাসূচক অনুরোধ প্রকাশের জন্য present অথবা future tense-এর অর্থেও *should* বা *would* ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

5. Need

এ বিষয়টি লইয়া তোমার দুশ্চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই—You *need* not worry over the matter.

তাহার এখানে থাকিবার আর প্রয়োজন নাই—He *need* not stay here any longer.

ছেলেটির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিবার প্রয়োজন আছে—The boy *needs* special attention.

সে যাহা করিয়াছিল তাহার জন্য তাহাকে গালাগালি দিবার তোমার প্রয়োজন ছিল না—You *need* not *have* abused him for what he had done.

তাহার যতটুকু প্রয়োজন ছিল তাহার অনেক বেশি সে পাইয়াছিল—He got much more than he *needed.*

Note : 'আবশ্যক' অর্থে *need* ব্যবহৃত হয়। *Need*-এর পরে *not* থাকিলে present tense-এর third person singular number-এ '*s*' যোগ হয় না। *Need*-এর সহিত *have* যোগ করিয়া উহার অতীত কালের অর্থ প্রকাশ করিতে হয়। কিন্তু *need*-এর অর্থ যখন want বা require হয় তখন অন্যান্য verb-এর মত উহার বিভিন্ন tense-এ নিয়মিত conjugation হয়।

6. Dare

সে একলা অন্ধকারে বাহিরে যাইতে সাহস করে না—He *dare* not go out in the dark alone.

কে সাহস করিয়া একথা তাঁহাকে বলিবে ?—Who *dare* speak this out to him ?

আমি অবাক্ হইয়া যাই যে সে আমাকে অপমান করিতে সাহস করিয়াছিল—I wonder that he *dared* to insult me.

সোরাব রুস্তমকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিল—Sorab *dared* Rustom to a duel.

Note : 'সাহস করা' (venture) অর্থে *dare* verbটির পর সাধারণতঃ একটি infinitive ব্যবহৃত হয়। এই অর্থে negative sentence ও interrogative sentence-এ present tense-এর third person singular number-এ ইহার সঙ্গে 's' যোগ হয় না এবং ইহার পরে infinitive-এর 'to' বসে না ; কিন্তু affirmative statement-এ সাধারণতঃ 'to' ব্যবহৃত হয়।

যুদ্ধে আহ্বান করা (challenge) অর্থে অন্যান্য verb-এর ন্যায় উহার conjugation হয় এবং তখন উহার পর infinitive ব্যবহৃত হইলে তাহার 'to' উহ্য হয় না।

Exercise 5

Translate into English :—

(a) একজন মানুষ যাহা করিয়াছে, অন্য মানুষেও তাহা করিতে পারে। সে হয়ত এতক্ষণে স্টেশনে পৌঁছিয়া থাকিবে। আপনি কি দয়া করিয়া আগামীকল্য এখানে আসিতে পারিবেন ? লোকটি নিশ্চয়ই পাগল। তোমার সেখানে যাইবার প্রয়োজন ছিল না। সন্ধ্যার পূর্বেই তোমার বাড়িতে ফেরা উচিত ছিল। একদিন না একদিন (some day or other) আমাদের সকলকেই মরিতে হইবে। তুমি কিরূপে তাঁহাকে এইভাবে অপমান করিতে সাহস করিলে ?

(b) ইচ্ছা করিলে আপনি তাহাকে সাহায্য করিতে পারিতেন। তুমি এক লাফে (at one leap) এই খাদটি পার হইতে পার কি (clear the defile) ? তাহাকে অবশ্য আমার আদেশ পালন করিতে (carry out) হইবে। আমি তোমাকে যে উপদেশ দিয়াছিলাম, তোমার সেই অনুসারে কাজ করা (act up to) উচিত ছিল। আপাততঃ (for the present) আমার

কোন সাহায্যের প্রয়োজন নাই। আমার জন্য আপনি এই কষ্টটুকু স্বীকার করিবেন কি ?

(c) তোমাকে এক সপ্তাহের মধ্যে আমার সব টাকা চুকাইয়া দিতেই (pay up) হইবে। সে প্রতিশ্রুতি দিল যে সে আর কখনও কাহাকেও গালি দিবে (abuse) না। কাহারও অধিক রাত্রি জাগরণ করা (sit up late at night) উচিত নয়। তুমি একটু চেষ্টা করিলে হয়ত সব অঙ্কগুলিই কষিতে পারিতে। স্পষ্ট কথা বলিবার (to call a spade a spade) সাহস তাহার আছে। তুমি নিশ্চয়ই (must have) এতদিনে বইখানি পড়িয়া ফেলিয়াছ।

CHAPTER IV

SOME VERBS FOLLOWED BY APPROPRIATE PREPOSITIONS

যে অবস্থাই আসুক, আমি আপনার সিদ্ধান্ত মানিয়া লইব—I shall *abide by* your decision under any circumstances.

আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারায় আমি দুঃখিত—I am sorry that I cannot *accede* to your request.

তাহাকে যে টাকা দেওয়া হইয়াছিল সে তাহার হিসাব দিতে পারে নাই—He failed to *account for* the money given to him.

দু-এক দিনের জন্য আমাকে সামান্য কিছু ধার দিতে পারেন কি ?—Can you *accommodate* me *with* a small loan for a day or two ?

পুলিস লোকটিকে চৌর্য অপরাধে অভিযুক্ত করিয়াছিল, কিন্তু বিচারক তাহাকে সেই অভিযোগ হইতে মুক্তি দিয়াছেন—The police *accused* the man *of* theft, but the judge *acquitted* him *of* the charge.

ইহাতে তোমার বিপদ্ আরও বাড়িবে মাত্র—This will only *add to* your difficulties.

অনন্যোপায় হইয়া আমি তাঁহার নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়াছিলাম—Finding no other way, I *appealed to* him *for* help.

তিনি সারাজীবন ঐশ্বর্যের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুমাত্র লাভ করিতে পারেন নাই—He *aspired after* riches all his life but could get none.

তোমার এই-সমস্ত অপকর্মের জন্য তোমাকে একদিন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে—You will have to *atone* some day *for* these misdeeds of yours.

আমি একটু সুযোগ পাইলেই একবার তোমাদের ওখানে ঘুরিয়া আসিব—I shall *avail* myself *of* the earliest opportunity to pay a flying visit to your place.

তিনি বোধ হয় এখন আর তাঁহার চুক্তির শর্তগুলি পালন করিতে চাহেন না—Possibly he wants to *back out* of the terms of his contract.

ঐশ্বর্য ছাড়া অহঙ্কার করিবার মত কিছুই তাহার নাই—He has nothing other than wealth to *boast of*.

ইহাতে তাহার গর্ব অনেকখানি খর্ব হইবে—This will *bring down* his pride to a great extent.

আমি তাহাদের পুরাতন বিরোধের মীমাংসা ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছি—I am trying to *bring about* a settlement of their old dispute.

ভগবান্ আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন—May God *bestow* His blessings *upon* us all.

আমি এ বিষয়ে তোমার সহিত একমত হইতে পারি না—I cannot *concur with* you *on* this point.

সে আমার একজন শ্রেষ্ঠ বন্ধু হইলেও, আমি তাহার দোষ উপেক্ষা করিতে পারি না—I cannot *connive at* his fault though he happens to be one of my best friends.

বুদ্ধিতে সুধীরের সহিত কাহারও তুলনা চলে না—None can *compare with* Sudhir in intelligence.

জীবনকে অনেক সময়ে ছায়ার সহিত তুলনা করা হয়—Life is often *compared to* a shadow.

নেতাজীর নামে যেন যাদু আছে—Nataji's is a name to *conjure with*.

সচিবদের সহিত পরামর্শান্তে রাজা কবিকে উপাধি ভূষিত করিলেন—After *conferring with* his ministers, the king *conferred* a title *upon* the poet.

পৃথিবীর কোন মানুষের যে এত নিষ্ঠুরতা থাকিতে পারে তাহা আমি ভাবিতেই পারি নাই—I could not *conceive of* such cruelty in any man under the sun.

স্বাধীনতাকে স্বৈরাচার বলিয়া ভুল করিও না—Don't *confuse* liberty *with* licence.

জয় আমাদের সুনিশ্চিত—We are *confident of* victory.

তোমার সাফল্যের জন্য আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাইতেছি—I *congratulate* you *on* your success.

আমি তাহাকে সৎ পরামর্শ দিতে পারি, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইবে না—I can give him good advice, but it will *count for* nothing.

তিনি ঠিক সময়ে আমাকে আসন্ন বিপদ্ সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন—He *cautioned* me in time *against* the danger ahead.

আমার মাথায় একসঙ্গে অজস্র ভাব আসিয়া ভিড় করিল—A host of ideas *crowded upon* my mind.

এই টাকাটি আমার হিসাবে জমা দেও—*Credit* the amount *to* my account.

তোমার সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছে দেখিয়া আমি সুখী হইলাম—I am happy to find that good sense has *dawned on* you.

তিনি এখনও পর্যন্ত তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করিতে পারেন নাই—He has not yet been able to *decide upon* his future plan of action.

তিনি একজন বস্ত্র-ব্যবসায়ী—He *deals in* textile goods.

এই বইখানিতে বর্তমান যুগের সমাজনীতি আলোচিত হইয়াছে—This book *deals with* the sociology of the present age.

বদমায়েসকে কি করিয়া দুরস্ত করিতে হয় তাহা আমি জানি—I know how to *deal with* a rogue.

তিনি প্রচলিত প্রথাটি বর্জন করিবার পক্ষপাতী নন—He is not for *departing from* the prevailing practice.

তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায়, সে তাহার সাফল্য সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়িতেছে—As his health has broken, he *despairs of* success.

আমি চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়াছি—I have *desisted from* the pursuit.

সততার পথ হইতে ভ্রষ্ট হইও না—Never *deviate from* the path of honesty.

এ বিষয়ে তাহার মত আমার মত হইতে ভিন্ন—His view *differs from* mine in this matter. *Or*, He *differs with* me in this matter.

রাজস্থান ও এরিয়ান্স-এর মধ্যে খেলাটি অমীমাংসিত-ভাবে শেষ হইয়াছিল—The match between Rajasthan and Aryans *ended in* a draw.

মাত্র গ্রাজুয়েটরা এই পদ পাইবার যোগ্য—Only graduates are *eligible for* the post.

আর কিছুর জন্য না হইলেও বয়সের জন্য তিনি শ্রদ্ধার্হ—He is *entitled to* respect for his age, if not for anything else.

কাহারও দুর্ভাগ্য লইয়া আনন্দ প্রকাশ করিও না—Never *exult in* anybody's misfortune.

এই বৎসর পুরীর যাত্রীসংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে—The number of pilgrims to Puri has *fallen off* considerably this year.

তাঁহাকে সাহায্য না করিলে আমি কর্তব্যে বিচ্যুত হইব—I shall *fail in* my duty if I do not help him.

লিখিবার সময় বর্ণাশুদ্ধি হইতে সাবধান হইবে—While writing, you must *guard against* spelling mistakes.

এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা সর্বদাই তাহাদের অদৃষ্ট লইয়া অসন্তোষ প্রকাশ করে—There is a class of people who always *grumble at* their lot.

এক কথা বারবার বলিয়া লাভ নাই—It is no use *harping on* the same topic again and again.

মাঝে মাঝে তাহার চিঠি পাই—I *hear from* him from time to time.

সে চাকুরি খুঁজিতে সুদূর বম্বে গিয়াছে—He has gone to far off Bombay to *hunt out* a job for himself.

এই শিশুই এই বিরাট সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী—This child is the only *heir to* this vast estate.

পুলিসের লোকেরা আজ যে-কোন প্রকারে ডাকাতদের ধরিবে বলিয়া বাহির হইয়াছে—The police are out to *hunt down* the dacoits today at any cost.

এস, কিছু একটা কর্তব্য ঠিক করিয়া ফেলি—Let us *hit upon* a course of action.

এত বড় একটি কলঙ্কের কথা চাপা রাখা শক্ত—It is difficult to *hush up* a scandal like this.

গভর্ণমেণ্ট এ বৎসর জনসাধারণের উপর নূতন কোন কর ধার্য করিবেন না—Government will not *impose* any new tax *on* the people this year.

আমাদের গ্রামে একটি স্কুল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমি তাঁহাকে ভালরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম—I tried to *impress upon* him the necessity of starting a school in our village.

তিনি তাঁহার ছাত্রদিগের মনে নিঃস্বার্থ সেবার ভাব অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন—He *infused* a spirit of selfless service *into* his pupils.

আমি যাহাতে তাহার সহিত ছবিখানি দেখিতে যাই সেজন্য সে জিদ করিতে লাগিল—He *insisted on* my going to the picture with him.

ছেলেটিকে তাঁহার কিছু শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল—He should have *inflicted* some punishment *upon* the boy.

অতবড় লোকের সহিত কে তোমার পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন ?—Who *introduced* you *to* such a big man ?

তাহারা মারামারি করিতে উদ্যত হইতেছে এমন সময়ে আমি তাহাদের মাঝখানে আসিয়া বাধা দিলাম—As they were preparing for a fight, I *intervened between* them.

একটি বৃদ্ধ লোককে বিদ্রূপ করিবার মত হৃদয়হীন সে নয়—He is not so very heartless as to *jeer at* an old man.

বাহিরের চেহারা দেখিয়া কোন লোককে বিচার করিও না—Never *judge* a man *by* his appearance.

আমার কথা শুনিবার পূর্বেই তিনি তাঁহার সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া গেলেন—Before he heard me out, he *jumped to* his own conclusion.

এখন আর অতীতের জন্য অনুশোচনা করিয়া লাভ নাই—It is no good *lamenting for* (or, *over*) the past now.

আমি না চাহিলেও তিনি মুক্তহস্তে আমার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়াছেন—He has *showered* (or, *lavished*) favours *upon* me without my asking for them.

তাহার নিকট তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিলে সে উহা হাসিয়া উড়াইয়া দিল—When the proposal of his marriage was placed before him, he *laughed* it *off*.

তিনি অকারণ সন্দেহে কষ্ট পাইতেছেন বলিয়া মনে হয়—It seems that he is *labouring under* a groundless suspicion.

দেশের জন্য জীবন বিসর্জন দিতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন—He was always ready to *lay down* his life *for* his country.

ত্রিশ বৎসর অক্লান্ত কর্ম-তৎপরতার পর তিনি এখন বিশ্রাম কামনা করেন —After thirty years of ceaseless activities, he now *longs for* rest.

তাহার ব্যক্তিগত ব্যাপারে তোমার হস্তক্ষেপ করা উচিত হইবে না—It will not be proper for you to *meddle in* his personal affairs.

আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সম্বন্ধে আপনার এই মন্তব্য প্রকাশে আমি আপত্তি করি—I *object to* your making this remark about our respected teacher.

ব্যাপারটি যে এইভাবে শেষ হইতে পারে তাহা কখনও আমার মনে উদিত হয় নাই—It never *occurred to* me that the matter might end thus.

তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা রুচি-বিগর্হিত—What he has done *offends against* good taste.

এই গ্রামে স্কুল স্থাপনের চিন্তা সর্বপ্রথম পূর্ণবাবুর মনেই উদিত হয়—The idea of starting a school in this village *originated with* Purnababu.

সভাস্থ কেহ তখন আমার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন নাই—No one in the meeting *objected to* my proposal at that time.

আমার জীবনের অনেকখানি সাফল্যের জন্য আমি তাঁহার নিকট ঋণী—I *owe to* him for much of the success in my life.

তিনি জীবনের কার্য অর্ধসমাপ্ত রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন—He *passed away* with his life's work half-done.

তোমাদের অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে না পারায় আমি দুঃখিত—I am sorry that I could not *participate in* your function.

আমার অনুরোধ সত্ত্বেও সে আমাকে বিরক্ত করিতে লাগিল—In spite of my request, he *persisted in* disturbing me.

আমি তাহার জন্য তাহার ম্যানেজারকে অনেক বলিয়াছিলাম কিন্তু কোন ফল হয় নাই—I *pleaded* much *for* him *with* his manager but to no effect.

সে যাহাতে আবার পড়াশুনা করিতে রাজি হয় আমি সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম—I tried my best to *prevail upon* him to go back to his studies.

কতকগুলি দুর্ভাবনা তাহার মনকে ক্ষয় করিয়া দিতেছে—A number of anxieties are *preying upon* his mind.

আমি বুঝিতেছি না তাহার বিরুদ্ধে আমাকে আদালতে নালিশ করিতে হইবে কি না—I do not know if I shall have to *proceed against* him in a court of law.

গতবারের অভিজ্ঞতা হইতে তাহার শিক্ষা লাভ করা উচিত ছিল—He should have *profited by* his experience on the last occasion.

এই বিপদে আমাকে রক্ষা করিতে পারে এমন কেহ নাই—There is none who can *protect* me *from* this danger.

তিনি তোমাকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা তোমার ভালভাবে ভাবিয়া দেখা উচিত—You should *ponder* well *over* the instruction he has given you.

কাহারও গোপনীয় কিছু সম্বন্ধে অযথা কৌতূহল আমি পছন্দ করি না—I do not like *prying into* anybody's secrets.

তিনি এখনকার শ্রেষ্ঠ কবিগণের মধ্যে আসন লাভ করিবার যোগ্য—He *ranks with* the first-class poets of the day.

তোমার এই রূঢ়তার জন্য তোমাকে পরে অনুতাপ করিতে হইবে—You will have to *repent of* your rudeness hereafter.

ভগবানে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিজের কর্তব্য করিয়া যাও—*Repose* confidence *in* God and do your duty.

খুব কম লোকই আশা করিতে পারিয়াছিল যে তিনি রোগমুক্ত হইবেন—Very few could expect that he would *recover from* his illness.

যে অবিচার তুমি করিয়াছ উহার প্রতিক্রিয়া তোমার উপরে আসিবে—The injustice you have done will *recoil upon* you.

তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইলে সে ভাগ্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিল—Baffled in all his attempts, he *resigned* himself *to* his fate.

শত শত যুবক অগ্রসর হইয়া কংগ্রেসের আহ্বানে সাড়া দিল—Hundreds of young men came forward to *respond to* the call of the Congress.

এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব তাঁহার উপরেই নির্ভর করিতেছে—It *rests with* him to take the final decision in the matter.

চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহার বাকি দিনগুলি গ্রামের বাড়িতে কাটাইয়াছিলেন—Having *retired from* service, he passed the rest of his days in his village home.

উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সে যে-কোন নীচতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে—He can *resort to* any meanness to gain his end.

শেষ জীবনে তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ফিরাইয়া পাইয়াছিলেন—Late in life, he had all his properties *restored to* him.

আমি আপনাকে আপনার সদয় প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দিতে পারি কি ?—May I *remind* you *of* your kind promise ?

পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে আবর্তন করে ইহা এখন সকলেই জানে—Every one now knows that the earth *revolves round* the sun.

আলস্য পরিত্যাগ না করিলে তুমি কৃতকার্য হইতে পারিবে না—You cannot succeed so long as you do not *shake off* your idleness.

সুখের সন্ধান করিতে চাও কর, কিন্তু উহা না পাইলে অসুখী হইও না—*Seek after* happiness if you like, but don't be unhappy if you do not get it.

আমার বিপদে তুমি আমার পাশে দাঁড়াইবে, ইহাই তোমার নিকট প্রত্যাশা করি—What I expect of you is that you will *stand by* me in my difficulty.

আমি নীরবে এই অবিচার স্বীকার করিয়া লইতে পারি না—I cannot *submit to* this injustice quietly.

অবশেষে ভাগ্যদেবী তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন—Fortune *smiled on* him at length.

আমি আমার বন্ধুদের বিদায় দিবার জন্য স্টেশনে আসিয়াছি—I have come to the station to *see* my friends *off*.

তাঁহার বয়স যখন মাত্র বার বৎসর, তখনই তিনি তাঁহার পিতার বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন—When only twelve, he *succeeded to* the vast properties of his father.

আমি দুঃখিত যে এ-বিষয়ে আপনার মতে আমি মত দিতে পারি না—I am sorry I cannot *subscribe to* your views on this subject.

এই বিপদ্ যে কিরূপে অতিক্রম করিতে হইবে তাহা জানি না—I do not know how to *tide over* this difficulty.

তুমি একটি ভাল সুযোগ নষ্ট করিয়াছ—You have *thrown away* a good opportunity.

এই স্থানের জলবায়ুতে তোমার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইতে পারে—The climate of this place may *tell upon* your health.

কোন মানুষ বলিতে পারে কি যে সে কখনও দুঃখের আস্বাদ পায় নাই ? —Can any man say that he has never *tasted of* sorrow ?

ধর্ম শেষ-পর্যন্ত অধর্মের উপর জয়ী হয়—Virtue *triumphs over* vice in the long run.

এই গাড়িখানি সকল স্টেশনে থামে না—This train does not *touch at* all the stations.

আমরা ভোট দিয়া তাঁহাকে সভাপতি নির্বাচিত করিলাম—We *voted* him *to* the chair.

বন্যায় কতকগুলি বাড়িঘর ভাসিয়া গিয়াছে—Several houses have been *washed off* by the flood.

যখন এই মাননীয় অতিথি এখানে আসিবেন তখন কে তাঁহার পরিচর্যা করিবে ?—Who will *wait upon* the distinguished guest when he comes here ?

সে প্রকাশ্যভাবে ইহা বলিয়া যে বোকামি করিয়াছে তাহাতে আমি অবাক্ হইয়াছি—*I wonder at* his folly in speaking this out publicly.

প্রত্যেক মানুষই সুখ ও শান্তি চায়—Every man *yearns* for peace and happiness.

তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আর কাহারও অপেক্ষা কম বলিয়া আমি মনে করি না।—I *yield* to none in my respect for him.

Exercise 6

Translate into English (by using verbs with appropriate prepositions) :—

(*a*) তিনি আমাকে সামান্য কিছু টাকা ধার দিলে আমি আমার বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইতাম। এমন লোক খুব কমই আছেন, যাঁহারা পার্থিব

সুখ কামনা করেন না। কালিদাসের সহিত কোন কবির তুলনা হইতে পারে না। সে সেখানে যাইবার প্রস্তাবে লাফাইয়া উঠিল (jumped at the proposal)। আমি সংবাদটির সত্যতা সম্বন্ধে এখন নিশ্চিত হইয়াছি (have been convinced of)। পাড়াগাঁয়ের ছেলে কলিকাতায় আটকা পড়িয়া (confined in) হাঁপাইয়া উঠিল (panted for breath)।

(*b*) পল্লীর উন্মুক্ত আকাশ ও প্রান্তরের জন্য সে আকুলি-বিকুলি করিতে (pine for) লাগিল। আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তাহার মনে যেন সুবুদ্ধির উদয় হয়। আমি তাহাকে তাহার বিপদ্ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু সে আমার কথা শোনে নাই। তিনি প্রায়ই পেটে একটি ব্যথার কথা বলেন (complains of)। যে হঠাৎ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তাহাকে প্রায়ই উহা লইয়া অনুতাপ করিতে হয়। তাহাকে তাহার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে (has been relieved of)।

(*c*) তিনি যাহা উপার্জন করেন তাহার অর্ধেক ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দেন (lay by)। কথাটি অভিধানে খুঁজিয়া বাহির কর (look up)। এত সহজে যে এই জটিল প্রশ্নের (problem) সমাধান করিতে (work out) পারিব আমি তাহা ভাবি নাই। তিনি চিরদিন দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া (struggle with) আসিতেছেন। তিনি আমাকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা আমি অক্ষরে-অক্ষরে (to the letter) পালন করিব।

(*d*) তুমি যদি কোন কাজে লাগিয়া থাকিতে (stick to) না পার, তাহা হইলে কখনও উন্নতি লাভ করিবে না। তাহার আয় এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে (fall off)। স্বাধীনতা দিবসে (Independence Day) কলিকাতা উৎসবময়ী মূর্তি ধারণ করিয়াছিল (put on a festive appearance)। আলস্য ত্যাগ না করিলে কখনই তুমি কৃতকার্য হইবে না। ভগবানের উপর আমার এইটুকু বিশ্বাস আছে যে তিনি আমাকে সকল বিপদে রক্ষা করিবেন।

(*e*) কয়েদী (the convict) বিশপের সুন্দর বাতিদানগুলি (candle-sticks) দেখিয়া প্রলুব্ধ (tempted) হইল। সে সেগুলি খুশীমনে নাড়িয়া চাড়িয়া (toy with) উহার সম্ভাব্য মূল্য সম্বন্ধে একটি আন্দাজ করিবার

(guess at) চেষ্টা করিল। সে ভাবিল—"আমি এখনই এগুলি লইয়া চম্পট দিতে পারি (slip out)। এগুলি দামী জিনিস। কোন-রকমে এগুলি বিক্রয় করিতে পারিলে আমি যে-টাকা পাইব, উহা আমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে (will suffice for me)।"

(*f*) সে এইরূপ ভাবিতেছে এমন সময়ে আর একটি চিন্তা হঠাৎ তাহার মনের মধ্যে উপস্থিত হইল (flashed on his mind)। "আমি কী অকৃতজ্ঞ! যে ব্যক্তি মুক্তহস্তে আমার উপর তাঁহার অনুগ্রহ বর্ষণ করিলেন, আমি কিনা তাঁহাকেই আঘাত করিতে (hit) যাইতেছি। তিনি বলিয়াছেন তিনি তাঁহার মায়ের নিকট হইতে এই বাতিদানগুলি পাইয়াছেন (inherited from)। কাজেই তিনি এগুলোকে পরম পবিত্র বস্তু বলিয়া মনে করেন। আমি এখন ইহা চুরি করিলে তিনি হয়ত এই ব্যাপারে চুপচাপ করিয়া (keep quiet over) থাকিবেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রাণে খুবই আঘাত লাগিবে (take it seriously to heart)। আর আমাকেও হয়ত একদিন আমার এই দুষ্কৃতির জন্য অনুশোচনা ও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।"

CHAPTER VI

SEQUENCE OF TENSES

(a)

তিনি এমন সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা অমর হইয়া থাকিবে—He *has created* such a literature as *will live* for ever.

তিনি কেন যে তাঁহার সম্পত্তি তাঁহার ছেলেকে না দিয়া স্ত্রীকে দিয়াছিলেন তাহা কেহ বলিতে পারে না—None *can* say why he *gave* his properties to his wife and not to his son.

তুমি শীঘ্রই বুঝিবে তাহার উপর নির্ভর করিয়া তুমি কি ভুল করিয়াছিলে—You *will understand* soon what a mistake you *made* in relying on him.

তুমি হয়ত বলিতে পার যে এ-ব্যাপারে তাহার কোন দোষ ছিল না—You *may* possibly say that he *was* not to blame in the matter.

Note : Principal clause-এর verb যদি present অথবা future tense-এর হয় তাহা হইলে subordinate clause-এর verb-টিতে অর্থানুসারে যে-কোন tense ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(b)

অমরবাবু বলিলেন যে তিনি শীঘ্রই একখানি গাড়ি কিনিবেন—Amar Babu *said* that he *would* buy a car soon.

আমি ভাবিয়াছিলাম যে সে বোকা—I *thought* he *was* a fool.

মৃণাল বলিল যে সে পূর্বাপেক্ষা অনেক ভাল বোধ করিতেছে—Mrinal *said* that he *felt* much better than before.

যাহাতে সে কৃতকার্য হইতে পারে সেজন্য সে কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিল—He *worked* hard that he *might* succeed.

Note : Principal clause-এর verb past tense-এর হইলে, subordinate clause-এর verb-ও past tense-এর হইবে। (এই নিয়ম প্রধানতঃ কেবল noun clause ও উদ্দেশ্যবোধক adverb clause সম্বন্ধে প্রযোজ্য)।

(c)

কোপার্নিকস আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে পৃথিবী সূর্যের চারিধারে ঘুরে—Compernicus *discovered* that the earth *moves* round the sun.

বাবা বলিয়াছিলেন যে সততার পুরস্কার না হইয়া পারে না—Father *said* that honesty *can* never go unrewarded.

আমি জানিতাম না যে তিনি প্রত্যহ সকালে বেড়াতে যান—I did not *know* that he *goes* out for a walk every morning.

Note : Subordinate clause-এ কোন নিত্য সত্য (universal truth) অথবা অভ্যাসগত কার্য (habitual action) বুঝাইলে, principal clause-এ verb যে-কোন tense-এ থাকুক না কেন, subordinate clause-এর verb-এর present tense হইবে।

(d)

সে তোমারই মত সুন্দর খেলিতে পারিত—He *could* play as nicely as you *do.*

তিনি অতীনকে যতখানি পছন্দ করেন তাহার চেয়ে আমাকে বেশী পছন্দ করিতেন—He *liked* me better than he *likes* Atin.

আপনি যেমন বপন করিয়াছিলেন তেমনই ফল পাইবেন—As you *sowed*, so *will* you *reap.*

যে ছেলেটি বইখানি চুরি করিয়াছিল, তাহাকে দেখিলে আমি চিনিতে পারিব—I *shall be* able to recognise the boy who *stole* the book.

Note : Subordinate clause-এ তুলনা (comparison) বুঝাইলে অথবা উহা adjective clause হইলে অর্থানুসারে যে-কোন tense ব্যবহার করা চলে।

Exercise 7

Translate into English :—

(*a*) আমি জানিতাম না যে তাহার ভাই মারা গিয়াছে। সকলেই আশা করিয়াছিল সে পরীক্ষায় কৃতকার্য হইতে পারিবে। আমি শুনিয়াছি যে তিনি এই পথ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ন'ন। ডাক্তার আশা করেন যে তিনি খুব শীঘ্রই রোগীকে ভাল করিতে পারিবেন। তুমি কি জানিতে না সে কি প্রকৃতির লোক ? ভগবান যে অসহায়ের বন্ধু (a friend of the helpless) এ বিশ্বাস তাঁহার চিরদিন ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন যে প্রত্যহ প্রাতে তিনি গঙ্গাস্নান করিতে যা'ন।

(*b*) হেনা যেরূপ সুন্দর আবৃত্তি করিতে (recite) পারিত তাহার বোন লীনা সেরূপ পারে না। বিমলের একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে (had a son born to him) শুনিয়া তাহার বৃদ্ধ পিতামহ খুবই খুশি হইয়াছিলেন। তুমি কি জানিতে না যে খ্রীষ্টানরা মৃতদেহ দাহ না করিয়া কবর দেয় (bury) ? তিনি পূর্বে যতটা পরিশ্রম করিতে পারিতেন এখন ততটা পারেন না। তুমি যে কলমটি ব্যবহার করিতেছ উহা কে তোমাকে দিয়াছিল ?

CHAPTER VII

DIRECT AND INDIRECT NARRATION

(a)

সে বলে, "আমি আমার দেশের এক অযোগ্য সন্তান"—He says, "I am an unworthy son of my country."—*Direct*

সে বলে যে সে তাহার দেশের অযোগ্য সন্তান—He says that he is an unworthy son of his country.—*Indirect*

তিনি বলিলেন, "আমি এই বিষয়টি সম্বন্ধে কিছুই জানি না"—He said, "I know nothing about this matter".—*Direct*

তিনি বলিলেন যে তিনি এই বিষয়টি সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না—He said that he knew nothing about that matter.—*Indirect*

Note : Direct narration-এ বক্তার ঠিক ঠিক কথাগুলি (actual words) উদ্ধৃত হয় এবং indirect narration-এ ঐ কথাগুলি অবিকল উদ্ধৃত না করিয়া উহার সারমর্ম প্রকাশ করা হয়। বক্তার কথাগুলি inverted comma র (" ") মধ্যে থাকে এবং উহাকে direct speech বলা হয়। আবার, যখন inverted comma উঠাইয়া দিয়া কথাগুলির মর্ম প্রকাশ করা হয়, তখন তাহাকে indirect speech বলা হয়।

Free translation করিতে হইলে, বাংলায় যাহা direct narration-এ আছে, প্রয়োজন-মত তাহাকে ইংরেজীতে indirect narration-এ অনুবাদ করা যায়।

(b)

তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "আমি কলিকাতায় একখানি বাড়ি কিনিবার কথা ভাবিতেছি"—He said to me, "I am thinking of purchasing a house in Calcutta."—*Direct*

He told me that he was thinking of purchasing a house in Calcutta.—*Indirect*

সে বলিল, "আমি আজ সভায় উপস্থিত হইতে পারিব না"—He said "I shall not be able to attend the meeting today."—*Direct*

He said that he would not be able to attend the meeting that day.—*Indirect*

Note : Assertive sentence-কে indirect narration-এ প্রকাশ করিতে হইলে, যদি principal clause-এ reporting verb past tense-এ থাকে, তবে subordinate clause-এর verb-কে sequence of tense-এর নিয়ম অনুসারে পরিবর্তিত করিতে হয় এবং reporting verb-এর পর 'that' conjunctionটি বসাইতে হয়। তাহা ছাড়া personal pronoun-এর কিছু-কিছু পরিবর্তনও আবশ্যক হয়।

(c)

তিনি ছেলেটিকে বলিলেন, "তোমার বয়স কত ?"—He said to the boy, "How old are you ?"—*Direct*

He asked the boy how old he was.—*Indirect*

শিক্ষক মহাশয় অমলকে বলিলেন, "তুমি এই অঙ্কটি কষিতে পার কি ?"—The teacher said to Amal, "Can you work out the sum ?"—*Direct*

The teacher asked Amal if (*or*, whether) he could work out the sum.—*Indirect*

Note : Interrogative sentence-কে indirect form-এ প্রকাশ করিতে হইলে principal clause-এ reporting verb-এর স্থলে *ask, enquire* অথবা ঐরূপ একটি প্রশ্নসূচক verb ব্যবহার করিতে হয়। Conjunction *that*-এর পরিবর্তে *if* অথবা *whether* বসাইতে হয়, কিন্তু *who, which, what, how, when, where* প্রভৃতি প্রশ্নসূচক শব্দ দ্বারা reported speech আরম্ভ হইলে *if* বা *whether* ব্যবহার করা চলে না। Interrogative sentence-কে indirect narration-এ রূপান্তরিত করিলে উহা assertive sentence হইয়া যায়।

(d)

তিনি আমাকে বলিলেন, "সপ্তাহে একখানা করিয়া চিঠি লিখিও"—He said to me, "Write to me once every week."—*Direct*

He requested me to write to him once every week. —*Indirect*

শিক্ষক মহাশয় ছেলেদের বলিলেন, "ক্লাসে গোলমাল করিও না"—The teacher said to the boys, "Do not make a noise in the class." —*Direct*

The teacher ordered the boys not to make a noise in the class.—*Indirect*

ক্ষুধার্ত বালকটি আমার নিকট আসিয়া বলিল, "দয়া করিয়া আমাকে কিছু খাবার দিন"—The hungry boy came up to me and said, "Please give me some food."—*Direct*

The hungry boy came up to me and entreated me to give him some food.—*Indirect*

Note : Imperative sentence-কে indirect narration-এ রূপান্তরিত করিতে হইলে reporting verb-টির পরিবর্তে অর্থ বুঝিয়া *request*, *order*, *beg* প্রভৃতির কোন একটি verb ব্যবহার করিতে হয় এবং reported speech-এর যে verbটি imperative mood-এ থাকে উহাকে infinitive mood-এ পরিবর্তিত করিতে হয়।

(e)

সে বলিল, "হায়, আমার সর্বনাশ হইয়াছে !"—He said, "Alas ! I am done for."—*Direct*

He exclaimed with sorrow that he was done for. —*Indirect*

তিনি বলিলেন, "আহা, কি সুন্দর হরিণশিশুটি !"—He said, "Oh, how beautiful the fawn is !"—*Direct*

He exclaimed in delight that the fawn was really very beautiful.—*Indirect*

তিনি আমাকে বলিলেন, "তুমি দীর্ঘজীবী হও !"—He said to me, "May you live long !"—*Direct*

He wished that I might live long.—*Indirect*

Note : **Exclamatory অথবা optative sentence-এর indirect narration করিতে হইলে principal clause-এর reporting verb-এর পরিবর্তে** ***exclaim, cry out, wish, pray*****-প্রভৃতির কোন একটি verb অর্থানুসারে বসাইয়া reported speech-এর interjection-এর পরিবর্তে উহার ভাব-প্রকাশক কোন শব্দ ব্যবহার করিতে হয়।**

Exercise 8

Translate into English in both direct and indirect forms :—

(a) তিনি বলিলেন—"আমি দীর্ঘ দিন ধরিয়া এই অন্যায় সহ্য করিয়া (put up with) আসিতেছি, কিন্তু আর আমার ধৈর্য নাই।" তাঁহার সহিত দেখা হইলেই (whenever I met him) তিনি বলিতেন—"কর্তব্য করিয়া যাও—ফলের কথা ভাবিও না (don't worry about the result)।" ভদ্রলোকটি আমাকে বলিলেন—"তুমি কোন্ কলেজে পড় ?" আমার পিতা আমাকে লিখিয়াছেন—"হতাশ হইও (despair) না—পুনরায় চেষ্টা কর।"

(b) সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন—"যুবক, তুমি কি সত্যই সংসার (the world) ত্যাগ করিতে (to renounce) চাও ?" বৃদ্ধ বলিলেন—"বালকগণ, ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন (bless) !" তিনি চীৎকার করিয়া তাঁহার চাকরকে বলিলেন—"বেরোও।" লোকটি আমাকে প্রশ্ন করিল—"তোমাদের গ্রামে কোন ডাকঘর আছে কি ?" বৃদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"আহা, ছেলেটির কি কষ্ট !" সে বলিয়া উঠিল—"আমি কি বোকা !"

(c) আমি তাহাকে বলিলাম, "তুমি এখনই এই বাটী হইতে বাহির হও !" হরি বলিয়াছিল যে তাহার বাবা আগের শনিবার মারা গিয়াছেন। মতি বলিল যে তাহার দাদা কয়েক দিন জ্বরে শয্যাগত আছেন। সে দুঃখ করিয়া বলিল, "যদি বাল্যকালে বিদ্যা উপার্জন করিতাম, তবে এখন সুখে থাকিতে পারিতাম।" সন্ন্যাসী বলিলেন, "এই জগতে সবই অস্থায়ী, সবাই মরণশীল, নয় কি ?"

CHAPTER VIII

PASSAGES FULLY WORKED OUT

(1)

এক সরল গ্রাম্য লোক শহরে আসিয়া কোন দোকানে মিষ্টি খাবার কিনিতেছিল। দোকানী ধূর্ত, সে লোকটিকে ওজনে কম দিতেছিল। পাশে শহরের একটি লোক দাঁড়াইয়া ছিল। সে উহা লক্ষ্য করিয়া দোকানীকে বলিল—"ওহে, তুমি ত ইহাকে পুরা ওজনে জিনিস দিতেছ না।" দোকানী তাহার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল—"তা'তে কি, উহাকে বেশি বহিতে হইবে না।" শহরের লোকটি কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে গ্রামের লোকটি দোকানীর দাম মিটাইয়া দিতে গেলে, সে বাধা দিয়া বলিল—"দাঁড়াও, তোমার পুরা দাম দিবার প্রয়োজন নাই—কিছু কম দাও।" দোকানী তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিয়া বলিল—"না, না, আমার পুরা দামই চাই।" শহরের লোকটি বলিল—"ভয় কি ভাই, তোমাকে বেশি গণিতে হইবে না।"

A simple village man, who had come to a town, was buying sweetmeats, from a shop. The shopkeeper was a cheat and was giving the man short measure. A man of the town, who stood by, noticed it and said to the shopkeeper—"Hallo, you are not giving him full weight." The shopkeeper gave him a significant look and said—"Never mind, he will have the less to carry." The man of the town said nothing and kept quiet. Shortly after, when the village man prepared to pay up the shopkeeper, he intervened and said—"Wait, you need not pay the full price. Pay something less." The shopkeeper protested forthwith saying—"No, no, I must have my full amount." The man of the town retorted—"Don't get nervous, man, you will have the less to count."

(2)

একদিন প্রাতঃকালে দেশবন্ধু বসিবার ঘরে বসিয়া কার্য করিতেছেন, এমন সময়ে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ সজলনেত্রে বলিলেন—"আমার শিশু সন্তানগুলি অনাহারে আছে। আমি বহুলোকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বিফল হইয়াছি। আপনি উহাদিগকে বাঁচান—ভগবান্ আপনার মঙ্গল করিবেন।" দেশবন্ধু ব্রাহ্মণকে পাঁচটি টাকা দিয়া সন্ধ্যায় পুনরায় আসিতে বলিলেন। সন্ধ্যাবেলায় দেশবন্ধু কোর্ট হইতে ফিরিয়া দেখিলেন, সেই ব্রাহ্মণটি তাঁহার গৃহের সদর দরজায় অপেক্ষা করিতেছেন। দেশবন্ধু তাঁহাকে ভিতরে ডাকিয়া আনিয়া একখানি টেবিলের উপর তাঁহার সারা দিনের উপার্জন রাখিয়া বলিলেন—"এই নিন সামান্য কিছু।" ব্রাহ্মণ ত অবাক্! তিনি কিছু বলিবেন বলিয়া চোখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিলেন, দেশবন্ধু ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ টাকাটা গণিয়া দেখিলেন—পাঁচ শত পাঁচ টাকা। —ছেলেদের দেশবন্ধু

One morning when Deshabandhu was at work in his sitting-room, an old Brahman came in with tears in his eyes. The Brahman said—"My children are starving. I appealed to many for help but to no purpose. Do please save them. God will bless you." Deshabandhu gave five rupees to the Brahman and asked him to come again in the evening. In the evening, as Deshabandhu came back from the court, he found the Brahman waiting at the gate. He called him in, placed on a table all his earning of the day, and said —"Here's something for you." The Brahman was taken aback. As he looked up to say something, he found that Deshabandhu had left the room. He counted and found that it amounted to five hundred and five rupees.

(3)

পল্টু তাহার পিতার সহিত সার্কাস দেখিতে গিয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিয়াই তাহার বোনেদের একত্র ডাকিয়া বলিল—"শোন সব, আজ আমি

অনেক মজার জিনিস দেখেছি। একটা মস্ত বড় হাতী এসে ছোট্ট টুলের উপর বস্‌ল। তারপর যেই সে আমাদের নমস্কার করেছে, অমনি একটা দুষ্টু ছেলে একখানা বিস্কুট মারল তার দিকে ছুঁড়ে। হাতীটা তখনই সেটা তার শুঁড়ের আগা দিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে মুখের মধ্যে দিল পুরে। কিন্তু একটা ছোট বানর যা করল তা দেখে সবাই হেসেই অস্থির ; হাতে একটা চাবুক নিয়ে সে একটা গাধার পিঠে চড়ে এল। বেচারা গাধাটাকে সে প্রায় দশ মিনিট ধরে দৌড় করাল। কোন সময়ে যদি গাধাটা থামতে চায়, অমনিই পিঠের উপর বানরটা লাগায় তাকে জোরে চাবুক।"

Paltu had been to a circus show with his father. Back from it, he called his sisters together and said,—"Look here, I have seen lots of interesting things today. A very big elephant came and sat on a small stool. Then as it saluted us, a naughty boy threw a piece of biscuit at it. The elephant picked that up with the tip of its trunk and popped it into its mouth. But all burst out laughing when they saw what a small monkey did. With a whip in hand, it came riding a donkey. It made the donkey race for about ten minutes. If it wanted to stop at any time there was the monkey on its back to give it a sharp whip."

(4)

একবার এক ধনী বণিক্ দস্যুহস্তে পতিত হইলে এক দরিদ্র ব্যক্তি তাহাকে বাঁচাইয়া দেয়। বণিক্‌টি যাইবার পূর্বে দরিদ্র ব্যক্তিকে পুরস্কার-স্বরূপ একটি দামী ঘড়ি দিয়া গেল। লোকটি ঘড়িটি পাইয়া মহাখুশী—সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া ঘড়িটির টিক্‌টিক্ শব্দ শুনিতে থাকে। ঘড়িতে কি করিয়া দম দিতে হয়, তাহা তাহার জানা ছিল না। কাজেই পরের দিন ঘড়িটা বন্ধ হইয়া গেলে, সে মনে করিল উহা মরিয়া গিয়াছে। উহা আর তাহার কাজে লাগিবে না মনে করিয়া সে সামান্য টাকায় ঘড়িটিকে তাহার এক ধনী প্রতিবেশীর নিকট

বিক্রয় করিয়া দিল। কিন্তু কিছু পরেই সে ভাবিল, 'মরা ঘড়ি' বিক্রয় করা তাহার অন্যায় হইয়াছে। সে তাহার প্রতিবেশীর নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিল, —"এই যে, আপনার টাকা ফেরৎ নিন। আমি যে ঘড়িটি দিয়াছি, উহা 'মৃত'। আপনাকে ঠকানো আমার উচিত হয় নাই।"

Once a poor man saved a rich merchant from the hands of some robbers. The merchant, before going, gave a costly watch to the poor man as a reward. Highly pleased with the watch, the poor man kept listening to its ticking for hours together. He did not know how to wind it up. So when the watch stopped next day he thought that it must be dead. Thinking that it would no more be of any use to him, he sold it out to a rich neighbour for a small sum of money. But shortly after this, he thought that he had done wrong in selling 'a dead watch.' He came back to his neighbour, and said—"Here, take your money back. The watch I have given to you is dead. I should not have cheated you."

(5)

এক স্থূলকায় পালিত কুকুরের সহিত এক ক্ষুধার্ত শীর্ণকায় ব্যাঘ্রের সাক্ষাৎ হইল। প্রথম আলাপের পর ব্যাঘ্র কুকুরকে বলিল—"ভাল ভাই, জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি তুমি কেমন করিয়া এমন সবল স্থূলকায় হইলে? প্রতিদিন কিরূপ আহার কর এবং কিরূপেই বা প্রতিদিনের আহার পাও? আমি অহোরাত্র আহারের চেষ্টায় ফিরিয়াও উদরপূরণ করিয়া আহার করিতে পাই না, কোন কোন দিন উপবাস করিয়া থাকিতে হয়। এইরূপ আহারের কষ্টে এমন শীর্ণ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি।" কুকুর বলিল—"আমি যাহা করি, তুমি যদি তাহাই করিতে পার, তাহা হইলে আমার মত আহার পাইতে পার।"

A fat domestic dog happened to meet with a hungry and emaciated wolf. After the first greetings, the wolf said

to the dog—"Well brother, may I ask you how you could get so strong and fat ? What is your daily food and how do you get it ? I cannot get a full meal for myself though I look out for it all the day. I have even to starve on some days. This starvation has made me so lean and feeble." The dog replied—"If you agree to do what I do myself, you may also get your food as well as I do."

(6)

আজ আমরা এক বিচিত্র জগতে বাস করিতেছি। ইহার গৌরব অবশ্য বৈজ্ঞানিকগণের প্রাপ্য। তাঁহারা মানুষকে আকাশে উড়িতে শিখাইয়াছেন। তাঁহারা এমন সব জাহাজ তৈয়ারি করিয়াছেন যাহা সহজেই সমুদ্রের অতলে প্রবেশ করিতে পারে। তাঁহাদের জন্যই আমরা সিনেমার আনন্দ উপভোগ করিতে পারি—যেখানে ছায়া মানুষের মত চলাফেরা করে এবং কথাবার্তা বলে। আবার, তাঁহাদের জন্যই আমরা আমাদের সুদূরের বন্ধুবান্ধবের সহিত দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারি। বৈজ্ঞানিকেরা এমনই কত কি করিয়াছেন যাহা আমরা পূর্বে কখনও ভাবিতেও পারি নাই।

We live in a wonderful world today. The credit for this must go to the scientists. They have taught men to fly up in the air. They have built ships that can easily go deep into the seas. It is for them that we can get the delights of the cinema where shadows move and talk like human beings. It is for them again that we can get quickly in touch with our friends who live far away from us. Thus the scientists have done many things that we could never think of before.

(7)

একদিন মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রাসাদে বসিয়া রাজকার্য করিতেছেন এমন সময়ে এক কর্মচারী তাঁহার স্বাক্ষরের জন্য কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া

আসিলেন। ঐগুলির মধ্যে একখানিতে দেখা গেল যে একটি সৈনিকের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। মহারাণী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই লোকটির বিরুদ্ধে অভিযোগ কি?" কর্মচারী উত্তর করিলেন—"সে বিনা অনুমতিতে তিনবার তাহার দল ছাড়িয়া পলাইয়াছে।" মহারাণী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই লোকটির মধ্যে কোন ভাল গুণ নাই কি?" কর্মচারী বলিলেন—"হাঁ, মহারাণী, সে পূর্বে অনেকবার সাহসের পরিচয় দিয়াছে; এমন কি, আহত হইয়াও সে যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করে নাই।" মহারাণী এই কথায় প্রফুল্ল হইলেন এবং লিখিয়া দিলেন—"ক্ষমা করা গেল।"

—সাহিত্য-সোপান (৩য়)

One day when Queen Victoria was attending to certain affairs of the State in her palace, an officer brought in some papers for her signature. In one of these she found that a soldier had been sentenced to death. The Queen kept quiet for a while, and then asked—"What is the charge against this man?" The officer replied—"He deserted his regiment thrice without permission." The Queen asked again—"Has the man no virtue in him?" "Yes, Your Majesty," answered the officer, "he gave proof of his courage on several occasions. He did not leave the battle-field even when wounded." The Queen cheered up as she heard this and wrote out—"Pardoned."

(8)

বেদুইনদের মরুভূমির দস্যু বলা হয়। তাহারা প্রধানতঃ ডাকাতি ও লুটতরাজ করিয়া জীবনধারণ করে। এখানে যে সত্য ঘটনাটি বর্ণিত হইল তাহা হইতে তোমরা জানিতে পারিবে, উহারা কি দুঃসাহসী! একদিন এক বেদুইন কয়েকজন ইউরোপীয় পর্যটকের তাঁবুতে চুরি করিতে গিয়াছিল। সে অনেকক্ষণ চুপি চুপি চেষ্টা করিয়া তাঁহাদের তাঁবুর 'ক্যাম্বিসে' একটি গর্ত করিল তারপর সেই গর্তের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া একটি চামড়ার ব্যাগ ধরিতে গেল। পর্যটকদের মধ্যে একজন লক্ষ্য করিয়া তাহার হাতখানি ধরিয়া ফেলিলেন।

বেদুইন তাহার হাতখানি বাহিরে আনিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। মরিয়া হইয়া সে তাহার কুঠারখানি লইয়া, তাহার যে হাতখানি মুক্ত ছিল সেইখানি দ্বারা তাঁবুর মধ্যে ঢুকান হাতখানি কাটিয়া ফেলিল এবং সেখানে মুহূর্তমাত্র দেরি না করিয়া তাহার দলপতির উদ্দেশ্যে ছুটিয়া গেল।

—দেশে বিদেশে

The Bedouin are called the highwaymen of the desert. They live mostly by robbing and plundering. From a true incident narrated here, you will know how daring they are. Once a Bedouin came to steal from the camp of some European tourists. He worked quietly for long and cut a hole into the canvas of the camp. Then he pushed his hand in through the hole and was about to seize a leather box with it. One of the tourists noticed it and caught hold of the hand. The Bedouin tried hard to get his hand out but could not. In despair, he took his axe, and with the hand that was free, chopped off the other that was inside the camp. And without waiting there a moment he ran off to meet the chief of his gang.

(9)

ট্রেন আসিলে এক উচ্চ রাজকর্মচারী প্রথম শ্রেণীর একখানা কামরা হইতে অবতরণ করিয়া "কুলি কুলি" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে মাত্র একটি ছোট ব্যাগ। তিনি কুলির জন্য অপেক্ষা করিয়া কেহ আসিল না দেখিয়া ব্যাগটির কি করিবেন ভাবিয়া কিছু চঞ্চল হইলেন। এক ব্যক্তি দূর হইতে রাজকর্মচারীকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি কাছে আসিয়া বলিলেন—"আপনার জিনিসপত্রগুলি বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য কি কুলির প্রয়োজন?" কর্মচারী বলিলেন—"হাঁ, আমার এই ব্যাগটি মাত্র বহন করিতে হইবে। ইহার জন্য তোমার কি চাই?" লোকটি সে কথার জবাব না দিয়া সেই অতিশয় হাল্‌কা ব্যাগটি লইয়া কর্মচারীর বাসস্থানে পৌছাইয়া দিলেন। কর্মচারীটি তাঁহাকে কিছু দিতে উদ্যত হইলে তিনি বলিলেন—"না মহাশয়,

আমি কুলি নই। আমি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।" কর্মচারী এই কথা শুনিয়া চমকাইয়া উঠিলেন এবং লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন। —সাহিত্য-সুধা

As the train came, a high Government officer got down from a first-class compartment and called out—"Coolie, coolie." He had only a small bag with him. He waited for a coolie, but as none turned up, he looked worried to think what he would do with his bag. A man, who watched him from a distance, came up to him and said—"Do you want a coolie to carry your things?" "Yes," replied the officer; "you will have to carry this bag only. How much will you charge for it?" The man made no reply but took up the bag which was very light and carried it to the officer's place. As the officer prepared to pay him, the man said—"No sir, I am no coolie, I am Iswarchandra Vidyasagar." The officer started to hear this and hung down his head in shame.

(10)

শিবাজী—গুরুদেব, আপনি ভিক্ষা করছেন?

রামদাস—হাঁ বৎস, আমি রোজ ভিক্ষা করি।

শিবাজী—কিন্তু কেন—কেন তিনি ভিক্ষা করবেন—রাজা যাঁর পদানত? আপনার এমন কি অভাব থাকতে পারে, যা আমি পূরণ করতে পারি না?

রামদাস—অভাব আমার কিছুই নাই, বৎস। দিনে আমার একমুষ্টি তণ্ডুল মাত্র প্রয়োজন।

শিবাজী—কিন্তু সেই এক মুষ্টিই কেন আমার কাছে থেকে নেন না?

রামদাস—না রাজা, আমি তা পারি না। তা'হলে হয়ত তুমি ভাববে —তোমার গুরু লোভী। আমি কেন তোমাকে সে ভাববার সুযোগ দিব?

শিবাজী—ক্ষমা করবেন গুরুদেব! কিন্তু আপনার কথা শুনে আমি মর্মাহত হোলাম। আমি কেমন করে ভুলব—আমি কি ছিলাম, আর আমি কি হয়েছি

এবং কে আমাকে তা করেছে। দোহাই আপনার! আপনার যাহা ইচ্ছা চেয়ে নিন; কিন্তু এই লজ্জার ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করুন।

রামদাস—শিবাজী, আমাকে লোভ দেখিও না। তুমি এমন করে আমাকে উৎসাহ দিলে আমি হয়ত এমন কিছু চেয়ে বসব, যা তুমি আমাকে দিতে পারবে না।

Sivaji—Gurudev, you are begging ?

Ramdas—Yes, my son, I beg every day.

Sivaji—But why should he beg who has a king at his feet ? What wants may you have that I cannot meet ?

Ramdas—Wants I have none, my son. I need only one handful of rice a day.

Sivaji—But why not get that handful from me ?

Ramdas—No, King, I cannot do that ; for you may then think that your guru is a greedy fellow. Why should I give you an opportunity to think so ?

Sivaji—Pardon me, Gurudev, but I am shocked to hear what you say. How can I forget what I was and what I am today and who has made me so ? I implore you,—ask of me anything you like but stop this shameful begging.

Ramdas—Sivaji, don't tempt me. If you encourage me thus, I may possibly ask for something which it may be beyond you to give.

CHAPTER IX

PASSAGES FOR TRANSLATION

(With Hints)

(1)

একদা একটা শৃগাল একটি ফাঁদে পড়িয়াছিল। এক কৃষক তাহার নিজের জমিতে এই ফাঁদটি পাতিয়াছিল। কৃষক শৃগালটিকে প্রাণে না মারিয়া, তাহার লেজ কাটিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। শৃগালটি মনে মনে ভাবিল—"ইহা অপেক্ষা আমার মৃত্যু হইলে ভাল হইত। আমি এখন কেমন করিয়া আমার বন্ধুদের মুখ দেখাইব। তাহারা সকলেই আমাকে বিদ্রূপ করিবে এবং আমার নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকিবে।" ইহা ভাবিয়া সে এক জঙ্গলে গিয়া লুকাইয়া রহিল।

ফাঁদে পড়িয়াছিল—was caught in a trap. পাতিয়াছিল—laid. তাহাকে ছাড়িয়া দিল—let him go. মনে মনে ভাবিল—thought within himself. বিদ্রূপ করিবে—will laugh at. দূরে সরিয়া থাকিবে—will keep away from. লুকাইয়া রহিল—hid himself

(2)

একদা এক শৃগাল এক দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। দ্রাক্ষাফল অতি মধুর। সুপক্ক ফল দেখিয়া ঐ ফল খাইবার নিমিত্ত শৃগালের অতিশয় লোভ জন্মিল। কিন্তু ফল-সকল অতি উচ্চে ঝুলিতেছিল; সুতরাং ঐ ফল পাড়া শৃগালের পক্ষে সহজ নহে। লোভের বশীভূত হইয়া ফল পাড়িবার নিমিত্ত শৃগাল যথেষ্ট চেষ্টা করিল; কিন্তু কোনও ক্রমে কৃতকার্য হইতে পারিল না। অবশেষে ফল প্রাপ্তির বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়া এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেল, "দ্রাক্ষা ফল অতি বিস্বাদ ও অম্লরসে পরিপূর্ণ।"

—বিদ্যাসাগর (কথামালা)

দ্রাক্ষাক্ষেত্র—vineyard. দ্রাক্ষাফল—grapes. সুপক্ক ফল···জন্মিল—the sight of ripe grapes very much tempted the fox to taste

them. অতি উচ্চে ঝুলিতেছিল—hung very high above him. লোভের বশীভূত হইয়া—out of temptation. ফল পাড়িবার জন্য—to pluck the grapes. ফল প্রাপ্তির···হইয়া—being utterly disappointed of having the grapes. দ্রাক্ষাফল···পরিপূর্ণ—the grapes are very bad to the taste and very sour.

(3)

এক গর্দভ সিংহের চর্মে সর্বশরীর আবৃত করিয়া ভাবিল, অতঃপর সকলেই আমাকে সিংহ মনে করিবে, কেহই গর্দভ বলিয়া বুঝিতে পারিবে না। অতএব আজ অবধি আমি এই বনে সিংহের ন্যায় আধিপত্য করিব। এই স্থির করিয়া কোনও জন্তুকে সম্মুখে দেখিলেই, সে চীৎকার ও লম্ফঝম্ফ করিয়া ভয় দেখায়। নির্বোধ জন্তুরা তাহাকে সিংহ মনে করিয়া ভয়ে পলাইয়া যায়। এক দিবস এক শৃগালকে ঐরূপে ভয় দেখাইলে সে বলিল, "ওরে গর্দভ, আমার কাছে তোর চালাকি খাটিবে না। যদি আমি তোর স্বর না চিনিতাম, তাহা হইলে সিংহ ভাবিয়া ভয় পাইতাম।"

সকলেই ··পারিবে না—all will take me for a lion and no one will be able to recognise me as an ass. আধিপত্য করিব—lord it over. কোনও জন্তুকে···ভয় দেখায়—as soon as he meets any animal, he jumps and roars to frighten it away. শৃগালকে··· দেখাইলে—as he tried to frighten a fox. ওরে গর্দভ—you stupid ass. আমার কাছে···চলিবে না—your tricks will be of no avail to me.

(4)

রণজিৎ সিংহ এক শিখ সর্দারের পুত্র ছিলেন। তাঁহার বয়স যখন মাত্র দশ বৎসর তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। এই অল্প বয়সেই তাঁহাকে একটি রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিতে হয়। আকবর ও শিবাজীর মত তিনিও বাল্যে লেখাপড়ার সুযোগ পান নাই কিন্তু নিজের বাহুবলে ও বুদ্ধি-প্রভাবে তিনি এক বিশাল স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তখন

শিখদের মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না। কয়েকজন শিখ সর্দার পঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। রণজিৎ ঐ-সকল ক্ষুদ্র রাজ্য অধিকার করেন এবং শিখদিগকে একত্র করিয়া একটি শক্তিশালী জাতি গঠন করেন। —শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁহার বয়স…বৎসর—when he was only ten. এই অল্প বয়সেই—even at this tender age. রাজ্যের শাসন…করিতে—to take charge of the administration of a state. নিজের বাহুবলে—by the strength of his arms. ঐক্য—unity. স্বাধীনভাবে—independently. শিখদিগকে একত্র… করেন—united the Shikhs to build up a strong nation

(5)

এক ভিক্ষুক কয়েক বৎসর ভিক্ষা করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল। একদিন সে ভাবিল, সে যদি বোবা এই ভান করিতে পারে, তাহা হইলে আরও বেশি অর্থ পাইবে। এই ভাবিয়া সে একখানি ছোট বোর্ডে "বোবা" কথাটি লেখাইয়া, বোর্ডখানি নিজের গলায় ঝুলাইয়া দিল। সেই অঞ্চলে আর একটি ভিক্ষুক ছিল। সে ছিল প্রথম ভিক্ষুকটির শত্রু। প্রথম ভিক্ষুকটি যেখানেই ভিক্ষা করিতে যাইত, দ্বিতীয় ভিক্ষুকটি উহার অনুসরণ করিত। একদিন এক ভদ্রলোক প্রথম ভিক্ষুকটিকে একটি পয়সা দিতে গেলে দ্বিতীয় ভিক্ষুকটি বলিয়া উঠিল—"মহাশয়, উহাকে সাহায্য করিবেন না। ও একজন জুয়াচোর; ও একেবারেই বোবা নয়।" প্রথম ভিক্ষুকটি এই কথায় রাগিয়া গিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"না মহাশয়, ও মিথ্যাবাদী। উহার কথা বিশ্বাস করিবেন না। আমি বরাবরই বোবা, এবং এখনও কথা কহিতে পারি না।"

কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল—had made some money. সে যদি… পারে—if he could pretend that he was dumb. একখানি ছোট …লেখাইয়া—had the word "dumb" written on a small board. নিজের গলায়…দিল—hung it round his neck. সেই অঞ্চলে—in that locality. জুয়াচোর—rogue. এই কথায়…গিয়া—flared up at this

(6)

ভারতবর্ষের তিন দিকে সমুদ্র, আবার উত্তরে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশ্রেণী হিমালয়। এই সমুদ্র ও পর্বত লঙ্ঘন করিয়া পূর্বে এই দেশে আসা অত্যন্ত কঠিন ছিল। এজন্য তোমরা মনে করিতে পার যে, সেকালে অন্য দেশের সহিত আমাদের দেশের কোন যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু তোমাদের এইরূপ ধারণা থাকিলে তাহা ভুল। সমুদ্র ও পর্বত কোন কালেই ভারতবর্ষকে অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপের বাণিজ্য-সম্বন্ধ বর্তমান ছিল। দুই হাজার বৎসর পূর্বেও ভারতবর্ষে তৈয়ারী নানাবিধ জিনিস সুদূর রোমক সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইত। —শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পর্বতশ্রেণী—mountain range. অত্যন্ত···ছিল—it was a most risky job. যোগাযোগ—connection. তোমাদের·· ভুল—it would be a mistake if you think so. ভারতবর্ষকে·· পারে নাই—could not isolate India from other countries. অতি···হইতে—from very ancient times. বাণিজ্য···ছিল—trade relations existed. নানাবিধ জিনিস—varieties of things. সুদূর রোমকসাম্রাজ্য—far off Roman Empire

(7)

একদিন একটি মস্ত মোটাসোটা লোক এক হোটেলে আসিয়া ঢুকিল। সে সামনে একটি চাকরকে দেখিতে পাইয়া বলিল,—"ওহে, তিনজনের খাবার দিতে পার কি?" চাকরটি বলিল "হাঁ পারি। আপনি দয়া করিয়া একটু বসুন। আমি এখনই খাবার লইয়া আসিব।" প্রায় পনের মিনিট কাটিয়া গেল। কিন্তু কেহই খাবার লইয়া আসিল না। ইহাতে সে বিরক্ত হইয়া সোজা হোটেলের ম্যানেজারের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। বলিল—"কি আশ্চর্য, মহাশয়, আপনার চাকর আমাকে খাবার আনিয়া দিবে বলিয়া বহুক্ষণ বসাইয়া রাখিয়াছে। সে কি আমার সহিত তামাসা করিল?" ম্যানেজার তৎক্ষণাৎ চাকরটিকে ডাকিয়া কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন। চাকরটি

বলিল—"আমি ত কিছু অন্যায় করি নাই। উনি তিনজনের খাবার চাহিয়াছেন, কিন্তু এখনও উঁহার আর দুই বন্ধু আসিয়া পৌছান নাই।" চাকরের কথা শুনিয়া লোকটি বলিল, "কোন্ বন্ধু?" চাকর ভয়ে ভয়ে বলিল—"আপনি ত তিন জনের খাবার চাহিয়াছেন, তাহা হইলে আর দুইজন কোথায়?" লোকটি বজ্রকণ্ঠে উত্তর করিল—"আমি একাই তিনজন।"

মস্ত মোটাসোটা লোক—a big fat man. তিনজনের খাবার—meals for three persons. বিরক্ত হইয়া—felt disgusted. সোজা···হইল—walked straight up to the manager. বহুক্ষণ···রাখিয়াছে—have kept me waiting too long. তামাসা করা—jest with. বজ্রকণ্ঠে···করিল—thundered out. আমি···তিনজন—I am the three.

(8)

বৎসরের এই যে তারিখটার জন্যে জাপানের ছেলেমেয়েরা উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া থাকে। এই দিনটি তাহাদের ঘুড়ি-উড়ান উৎসবের দিন। এই দেশব্যাপী উৎসবে সারা দেশের লোকেরা যোগদান করিয়া ছোট ছেলেমেয়েদের মতই আনন্দ উপভোগ করেন; এমন কি, দেশের বড় বড় রাজকর্মচারীরাও সাধারণ লোকের মত ছুটাছুটি করিতে ইতস্তত করেন না। জাপানে মাছকে সৌভাগ্যের একটি লক্ষণ বলিয়া মনে করা হয়। সেইজন্য এই উৎসবের দিনে প্রতি বাড়ির সামনে কতকগুলি কাগজের মাছ একটি বাঁশের খুঁটির মাথায় উড়িতে দেখা যায়। এই-সব মাছ রঙিন কাগজে অতি সুন্দর করিয়া তৈয়ারী হয়। কি উৎসবে কি দৈনন্দিন জীবনে জাপানীদের ফুল না হইলে চলে না। এই ঘুড়ি উড়ান উৎসবে ত তাই চাই অজস্র ফুল। —পৃথিবীর ছেলেমেয়ে

উদ্‌গ্রীব···থাকে—look eagerly forward to. ঘুড়ি-উড়ান উৎসব—kite-flying festival. দেশব্যাপী—country-wide. বড় বড় রাজ-কর্মচারীরা—top-ranking officers of Government. ইতস্তত করা—hesitate. ছুটাছুটি করা—run about. সৌভাগ্যের···লক্ষণ—a symbol of good luck. একটি বাঁশের···যায়—are found flying on

the top of a bamboo pole. অতি সুন্দর করিয়া—most artistically. দৈনন্দিন জীবন—daily life. ফুল না···চলে না—cannot do without flowers.

(9)

এক জাহাজে দুইটি পোষা বানর ছিল। তাহারা নাবিকের পোশাক পরিয়া জাহাজের ডেকের উপর বেড়াইত এবং কাপ্তেনকে আসিতে দেখিলে নাবিকদের অনুকরণে হাত তুলিয়া সেলাম করিত। দুইজনে সর্বদা একসঙ্গে থাকিত এবং যাহা করিত, উভয়ে মিলিয়া করিত। কিন্তু তাহাদের প্রধান দোষ ছিল জাহাজের জিনিসপত্র চুরি করা এবং এক স্থানের জিনিস সরাইয়া অন্যস্থানে রাখিয়া মজা দেখা। একবার বড় বানরটি এক বোতল মদ চুরি করিয়া আনে এবং বন্ধুকে না দিয়া একলাই সমস্ত পান করে। অত মদ খাইয়া সে মাতাল হইয়া পড়ে এবং জাহাজের পাশে এক হাঙ্গরকে বেড়াইতে দেখিয়া তাহাকে নূতন বন্ধু মনে করিয়া আলিঙ্গন করিবার জন্য জলে ঝাঁপ দেয়। পতনমাত্র হাঙ্গর তাহাকে গিলিয়া ফেলে। —শিশুবোধ

নাবিকের···পরিয়া—dressed as sailors. ডেকের উপর বেড়াইত—would walk about on the deck. নাবিকদের অনুকরণে—in imitation of the sailors. একস্থানে···দেখা—to make fun by shifting things of one place to another. মাতাল···পড়ে—got intoxicated. নূতন···করিয়া—took him to be a new friend. তাহাকে···ফেলে—swallowed him up

(10)

ক্লাইভ মাত্র তিন হাজার সৈন্য লইয়া সিরাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। নবাবের সৈন্যসংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজারের বেশি। নদীয়া জেলার অন্তর্গত পলাশী নামক স্থানে দুই দলে যুদ্ধ হইল। নবাবের সেনাপতি মীরমদন ও মোহনলাল প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। কিন্তু মীরজাফরের আদেশে তাহার অধীন সৈন্যেরা যুদ্ধে যোগ না দিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

নবাবের প্রধান সেনাপতির এই বিশ্বাসঘাতকতায় ক্লাইভের জয় হইল। ইংরাজ-পক্ষের মাত্র ১৮ জন নিহত ও ৫৬ জন আহত হইয়াছিল। মীরজাফর নবাবের বিরুদ্ধে এইরূপ ষড়যন্ত্র না করিলে আমাদের এই সোনার দেশ কখনও ইংরাজের হাতে পড়িত না। —ইতিহাসের পড়া

বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন—marched against. আদেশে—at the bidding of. একপাশে ··রহিল—stood aloof. এই বিশ্বাসঘাতকতায়—at this betrayal of. ইংরাজ-পক্ষে—on the side of the English. এইরূপ···করিলে—but for this conspiracy. আমাদের···দেশ—this blessed land of ours

(11)

তখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। ইংরাজী যে কয়েকখানা বই পড়িয়াছিলাম—তাহার একখানাতে এক সাহেবের কথা লেখা ছিল। তিনি বাড়ি ছাড়িয়া বিদেশে গিয়াছিলেন। সেখানে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া শেষটায় টাকা করিয়াছিলেন। সাহেব যে-বয়সে বাড়ি ছাড়িয়াছিলেন, মিলাইয়া দেখিলাম আমারও এখন ঠিক সেই বয়স। ক্লাশের সতীশের সঙ্গে আমার বড় ভাব। আমি তাহার কাছে মনের কথাগুলি খুলিয়া বলিলাম। কথা শুনিয়া তখনই সে লাফাইয়া উঠিল। বোধ হইল বাড়ি হইতে বিদেশে গেলেই বড়লোক হওয়া যাইবে। সতীশ বলিল—"কালই চল।" কাল চলাটা তত সহজ বোধ হইল না। কিন্তু বেশি দেরি করা হইবে না, ইহাও ঠিক করা হইল।

ইংরাজীতে যে কয়েক···একখানাতে—in one of the few English books that I had read. অনেক···করিয়া—after suffering a lot. বহু টাকা···করিয়াছিলেন—made a great fortune. বড় ভাব—very intimate with. মনের কথা···বলিলাম—opened my heart to him. কথা শুনিয়া···উঠিল—he jumped at the idea. গেলেই—as soon as one goes. তত সহজ···না—it seemed to be no easy job. বেশি···না—not to put off the matter for long.

(12)

সিদ্ধার্থ বাল্যকাল হইতেই চিন্তাশীল ছিলেন। তাঁহার সমবয়স্ক ছেলেরা যখন খেলা করিত, তিনি দূরে দাঁড়াইয়া উহাদের খেলা দেখিতেন। কখনও কখনও তিনি কোন নির্জন স্থানে গিয়া বসিতেন এবং মানুষের দুঃখকষ্ট সম্বন্ধে চিন্তা করিতেন। যে-কোন আর্ত ব্যক্তির কষ্ট দেখিলে তিনি বিচলিত হইতেন এবং অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতেন না। একমাত্র পুত্রের এই উদাস ভাব দেখিয়া তাঁহার পিতা চিন্তিত হইলেন। তিনি পুত্রের জন্য বহুবিধ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু পুত্রের মন তাহাতে আকৃষ্ট হইল না। অবশেষে এক পরমা সুন্দরী বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু তাহাতেও সিদ্ধার্থের কোন পরিবর্তন ঘটিল না।

বাল্যকাল হইতেই—from early life. সমবয়স্ক ছেলেরা—boys of his age. উহাদের···দেখিতেন—watched them at play. নির্জন স্থান—solitary place. বিচলিত হইতেন—would be moved. অশ্রু··· না—could not help weeping. পুত্রের এই···দেখিয়া—at this indifference of his son. ব্যবস্থা করিলেন—provided for. আকৃষ্ট হইল না—was not attracted by

(13)

মাধব—আপনার ডাকঘরে ব্রহ্মানন্দ ঘোষের নামে কোন পত্রাদি আসিয়া থাকে ?

পোষ্টমাষ্টার—ডাকঘরের খবর আপনাদের বলিতে বারণ।

মাধব—ওহে বাবু, অমনি কথা বলিবে না তা জানি। সেজন্য কিছু সঙ্গেও আনিয়াছি,—কিছু দিয়াও যাইব। এখন যাহা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক ঠিক বল দেখি।

পোঃ মাঃ—কি ক'ন্ ?

মাধব—কই এই, ব্রহ্মানন্দের নামে কোন চিঠিপত্র ডাকঘরে আসিয়া থাকে ?

পোঃ মাঃ—আসে।

মাধব—কত দিন অন্তর ?

পোঃ মাঃ—যে কথাটি বলিয়াছি তাহার টাকা এখনও পাই নাই। আগে টাকা বাহির করুন, তবে নূতন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। —কৃষ্ণকান্তের উইল

নামে—in the name of. ডাকঘরের···বারণ—our instruction is not to disclose any postal secrets to you. অমনি—for nothing. ঠিক······দেখি—give me the correct answer. কই—I say. কতদিন অন্তর—at what intervals. আগে···করিবেন—money please and then ask for fresh information.

(14)

তোমরা সকলেই কলম্বসের নাম শুনিয়া থাকিবে। আমেরিকা বলিয়া যে মহাদেশ আছে, তাহা ইউরোপবাসীদের নিকট পূর্বে অবিদিত ছিল। কলম্বসই সর্বপ্রথম এই মহাদেশ আবিষ্কার করেন। দীর্ঘকাল বিপদ্-জনক সমুদ্রযাত্রার পর কলম্বস যখন আমেরিকায় পৌঁছিলেন, তখন সব খাদ্য ফুরাইয়া গিয়াছে। ক্ষুধায় তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গিগণের প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম। তাঁহারা স্থলে নামিবামাত্র ঐ দেশের অধিবাসিগণ দলে দলে তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের মাথায় পাখীর পালক, দেহে উল্কি। তাহারা কলম্বস ও তাঁহার সঙ্গিগণের পোশাক দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল, হয়ত বা একটু ভয়ও পাইল। কলম্বস তাহাদের কথাবার্তার এক বর্ণও বুঝিতে পারিলেন না।

শুনিয়া থাকিবে—may have heard of. মহাদেশ—continent. কলম্বসই—it was Columbus. আবিষ্কার করেন—discovered. দীর্ঘ-কাল···পর—after a long and dangerous voyage. খাদ্য—provisions. ফুরাইয়া গিয়াছে—were used up. প্রাণ···উপক্রম—were about to die of. পালক—feathers. উল্কি—tattoo marks. হয়ত···পাইল—possibly got a bit nervous. একবর্ণও বুঝিতে পারিলেন না—could not understand a syllable of it.

(13)

সর্দার—তুমি কাউকে কিছু না বলে চোরের মত শিবিরে ঢুকেছ কেন ?

আগন্তুক—আমায় মাপ করুন হুজুর। আমি যে বিপদে পড়েছি তা'তে এ-ছাড়া আমার উপায় ছিল না। তিন দিন আমার খাওয়া হয়নি। এক মুহূর্তের জন্যেও আমি বিশ্রাম পাইনি। আমি হয়ত খেতে বসেছি, তক্ষুনি দেখতে পেয়েছি—শত্রুদল ছুটে আসছে, মুখের গ্রাস ফেলে আমাকে প্রাণভয়ে পালাতে হয়েছে। আর আমার শক্তি নেই হুজুর। দয়া করে শুধু আজকের রাত্রির মত আপনার শিবিরে আমাকে আশ্রয় দিন। কাল ভোরেই আমি আবার চলে যাবো। ভগবানের দোহাই আপনি আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না। এই আমি নতজানু হয়ে আপনার কাছে আমার মিনতি জানাই। —আলোকমালা

চোরের···কেন ?—why did you steal into my camp ? আমি যে···না—in my present difficulty, I could do nothing else. এক ···জন্যও—even for a moment. ছুটে আসছে—rushing towards me. আর···নেই—I have no more strength left in me. ভগবানের দোহাই—for Heaven's sake. এই···জানাই—down on my knees here, I implore you.

CHAPTER X

PASSAGES FOR TRANSLATION

(Without Hints)

(1)

এক রাজপুত্র আর এক রাখাল, দুইজনে বন্ধু। রাজপুত্র প্রতিজ্ঞা করিলেন যখন তিনি রাজা হইবেন, রাখাল বন্ধুকে তাঁহার মন্ত্রী করিবেন।

রাখাল বলিল—"আচ্ছা।"

দুইজনে মনের সুখে থাকেন। রাখাল মাঠে গরু চরাইয়া আসে, দুই বন্ধুতে গলাগলি হইয়া গাছতলে বসেন। রাখাল বাঁশী বাজায়, রাজপুত্র শোনেন এইরূপে দিন যায়।

রাজপুত্র রাজা হইলেন। রাজার কাঞ্চনমালা রাণী, ভাণ্ডার ভরা মাণিক। রাখালের কথা রাজার মনেই রহিল না।

একদিন রাখাল রাজদুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইল। দুয়ারী তাঁহাকে "দূর দূর" করিয়া তাড়াইয়া দিল। মনের কষ্টে রাখাল কোথায় গেল, কেহই জানিল না।

—দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (ঈষৎ পরিবর্তিত)

(2)

আমি অতিশয় লাজুক ছিলাম। স্কুলে গিয়া লেখাপড়া ব্যতীত অন্য কাজ ছিল না। ঘণ্টা বাজার সময়ে পৌঁছিতাম আর স্কুল ছুটি হইলেই ঘরে পালাইতাম।

হাই স্কুলের প্রথম বৎসরেই এমন একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহা উল্লেখ করার যোগ্য। শিক্ষা বিভাগের ইন্‌স্পেক্টার সাহেব স্কুল দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে আমাদিগকে পাঁচটি শব্দের বানান লিখিতে দিলেন। এই শব্দগুলির মধ্যে আমি একটি শব্দের বানান ভুল লিখি। পাঁচটি শব্দই সমস্ত ছেলে ঠিক ঠিক বানান করিল, আমি একাই কেবল বোকা বনিয়া গেলাম। আমি ইচ্ছা করিলে অন্য ছেলের লেখা দেখিয়া শব্দটি শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পারিতাম। কিন্তু আমি নকল করি নাই, কারণ আমি অপর ছেলেদের নিকট হইতে নকল করিয়া লিখিতে কখনও শিখি নাই।

—মহাত্মা গান্ধীর 'আত্মকথা' (শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত কর্তৃক অনূদিত)

(3)

এক তৃষ্ণার্ত কাক দূর হইতে একটি জলের কলসী দেখিতে পাইল। আহ্লাদিত হইয়া সে ঐ কলসীর নিকটে উপস্থিত হইল এবং জলপান করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া কলসীর ভিতর ঠোঁট প্রবেশ করাইয়া দিল। কিন্তু কলসীতে জল অনেক নীচে ছিল। এজন্য সে কোনও মতে জল পান করিতে পারিল না। তখন সে প্রথমতঃ কলসী ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা পাইল, পরে কলসী উল্টাইয়া দিয়া জলপান করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার কোন

চেষ্টাই সফল হইল না। অবশেষে দূরে কতকগুলি নুড়ি পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পাইয়া সে একটি একটি করিয়া সমুদয় নুড়ি আনিয়া কলসীর ভিতর ফেলিল। তাহার পর কলসীর জল মুখে উঠিলে, কাক ইচ্ছামত জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিল। —কথামালা

(4)

প্রাচীনকালে গৌতম নামে একজন ঋষি ছিলেন। শিষ্যেরা তাঁহার গৃহে থাকিয়া বিদ্যালাভ করিত। তিনি তাহাদিগকে পুত্রের মতন প্রতিপালন করিতেন এবং নানা বিদ্যা শিখাইতেন। শিক্ষা শেষ হইলে গুরু ও গুরু-মাকে প্রণাম করিয়া তাহারা আপন গৃহে ফিরিত।

গৌতমের সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য ছিল উতঙ্ক। একদিন উতঙ্কেরও পাঠ শেষ হইল; তাহার গৃহে ফিরিবার সময় হইয়া আসিল। গৌতম তাহাকে অনুমতি দিয়া বলিলেন, "তুমি আমার অনেক সেবা করেছ; তোমার পাঠ সমাপ্ত হয়েছে। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি, তোমার বাসনা পূর্ণ হবে। এবার তুমি বাড়ি ফিরতে পার।" —আনন্দ-পাঠ

(5)

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জননীর নাম ভগবতী দেবী। তাঁহার মত দয়াবতী মহিলা কমই দেখা যায়। শৈশবে তিনি মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। স্নেহ ও যত্নের ভিতর দিয়া তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার প্রাণ গরীব দুঃখীদের জন্য কাঁদিত এবং সাধ্যমত তিনি তাহাদের দুঃখের প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিতেন।

ভগবতী দেবীর বয়স তখন মাত্র নয় বৎসর। শোনা যায়, সেই সময় এক গরিব স্ত্রীলোক আসিয়া নিজের দুঃখের কাহিনী বলে এবং বস্ত্রাভাবের কথা জানায়। ভগবতী দেবীরও বেশি কাপড় ছিল না। তবুও তিনি নিজের দুইখানা ভাল কাপড় সেই স্ত্রীলোকটিকে দিয়া দিলেন, আর নিজে একটা ছেঁড়া কাপড় পরিয়া রহিলেন। তাঁহার এইপ্রকার কোমল হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া সবাই মুগ্ধ হইয়া গেল। —কিশলয় (দ্বিতীয় ভাগ)

(6)

বিহার প্রদেশে চম্পকারণ্য নামে এক বন ছিল। সেই বনে পরম প্রীতির সহিত এক কাক ও হরিণ বাস করিত। একদা এক শৃগাল হরিণটিকে দেখিতে পাইয়া চিন্তা করিল, "যদি আমি ইহার কোমল মাংস ভোজন করিতে পাইতাম!" এইরূপ চিন্তা করিয়া সে হরিণটির কাছে অগ্রসর হইল। সে হরিণটিকে নমস্কার করিয়া কহিল, "বন্ধো হরিণ, তোমার মঙ্গল হউক!" হরিণ কহিল, "তুমি কে?" শৃগাল কহিল, "আমি অল্পবুদ্ধি শৃগাল, আমি নিকটের বনে বাস করি। আমার বন্ধুবান্ধব কেহ নাই। এখন তোমার মত বন্ধু পাইয়া জীবন ধন্য মনে করিতেছি।" সেই দিন হইতে তাহারা বন্ধুভাবে বাস করিতে লাগিল। একদিবস শৃগাল হরিণকে একান্তে নিয়া চুপি চুপি বলিল, "বন্ধো, এই বনের এক কোণে একটি ধানের ক্ষেত আছে, চল আমি তোমাকে উহা দেখাইয়া দিতেছি।" —হিতোপদেশ

(7)

এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তা'তে ছিল বড় বড় বট, সারি সারি তাল তমাল, পাহাড় পর্বত, আর ছিল—ছোট্ট নদী মালিনী।

মালিনীর জল বড় স্থির—আয়নার মতো। তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া—সকলই দেখা যেত। আর দেখা যেত গাছের তলায় কতকগুলি কুটিরের ছায়া।

নদীতীরে নিবিড় বন ছিল, তা'তে অনেক জীবজন্তু ছিল। কত হাঁস, কত বক সারাদিন খালের ধারে, বিলের জলে ঘুরে বেড়াত। কত ছোট ছোট পাখি, কত টিয়াপাখির ঝাঁক গাছের ডালে ডালে গান গাইত, কোটরে কোটরে বাসা বাঁধত। দলে দলে হরিণ, ছোট ছোট হরিণ-শিশু কুশের বনে, ধানের ক্ষেতে, কচি ঘাসের মাঠে খেলা করত। বসন্তে কোকিল গাইত; বর্ষায় ময়ূর নাচত। —অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(8)

আকবর শাহ দিল্লীর সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার মত ন্যায়পরায়ণ সম্রাট্ জগতে বেশি জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার রাজ্যে হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রীষ্টান সকলেরই সমান অধিকার ছিল।

আকবর শাহের পূর্ববর্তী মুসলমান রাজারা তাঁহাদের হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদের সমান চক্ষে দেখিতেন না। তাঁহারা হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর বসাইয়াছিলেন। তাছাড়া তীর্থস্থানে তীর্থ করিতে গেলেও প্রত্যেক হিন্দুকেই কর দিতে হইত—নহিলে তীর্থস্থানে যাইতে দেওয়া হইত না। সম্রাট্ আকবর জিজিয়া ও তীর্থকর দুই-ই উঠাইয়া দিয়াছিলেন।

আকবর শাহ অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। একসময়ে তাঁহার মা পালকি চড়িয়া লাহোর হইতে আগ্রায় যাইতেছিলেন। কথিত আছে, আকবর শাহ নিজের কাঁধে পালকি লইয়া তাঁহাকে নদী পার করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি মায়ের আদেশ সব সময়েই পালন করিয়া চলিতেন, কিন্তু একবার পালন করেন নাই। —কিশলয় (দ্বিতীয় ভাগ)

(9)

তৃণজীবী জন্তুরা মানুষের অনেক উপকারে আসে। গরুর মত মানুষের উপকারী জীব পৃথিবীতে আর নাই। দুগ্ধে পুষ্টিসাধন হয়, এবং ক্ষীর, দধি, নবনী প্রভৃতি নানা উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হয়। ইহার খুর হইতে শিরিষ প্রস্তুত হইয়া থাকে। শৃঙ্গ ও খুর গলাইয়া চিরুণী প্রস্তুত করে; অস্থিতে ছুরির বাঁট এবং গোময় হইতে উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভূমিকর্ষণ, শকটচালন প্রভৃতি কর্মেও গরুকে নিযুক্ত করা হয়। অতএব সকল মনুষ্যেরই গরুকে যত্ন ও আদর করা কর্তব্য। গরু রোমন্থন করে। গরুর পক্ষে উত্তম খাদ্য আবশ্যক।

মেষও অতি শান্ত জন্তু। ইহার শরীর পশমে আবৃত। এই পশম ইহার শরীর গরম রাখে। মেষসকল একত্র দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। ইহারা ঢুষাঢুষি করিয়া লড়াই করে। মেষের পশম হইতে আমাদের জন্য শীতবস্ত্র প্রস্তুত হয়। মেষের মাংস খাইতে ভাল। --বোধোদয় (ঈষৎ পরিবর্তিত)

(10)

রাজার আজ্ঞায় রাজমন্ত্রী জাহাজ সাজাতে গেলেন। সাতখান জাহাজ সাজাতে সাতমাস গেল। ছ'খানা জাহাজে চাকর-বাকর যাবে, আর সোনার চাঁদোয়া-ঢাকা সোনার জাহাজে রাজা নিজে যাবেন। মন্ত্রী এসে খবর দিলেন—মহারাজ, জাহাজ প্রস্তুত। রাজা বললেন—কাল যাব। মন্ত্রী ঘরে গেলেন। ছোটরাণী—সুও-রাণী রাজ-অন্তঃপুরে সোনার পালঙ্কে শুয়ে ছিলেন ; সাত সখী সেবা করছিল। রাজা সেখানে গেলেন। সোনার পালঙ্কে মাথার শিয়রে বসে আদরের ছোট রাণীকে বললেন—দেশ-বিদেশে বেড়াতে যাব, তোমার জন্য কি আনব ? —অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(11)

একদিন পূর্ণিমার রাত্রে ছোট রাণী হঠাৎ স্বপ্ন দেখেন—রাজবাড়ীর অন্দর-মহলে দুধপুকুরের মাঝখানে সাদা ধব্‌ধবে একটা পদ্মফুল ফুটিয়া আছে ; সেই ফুল তুলিয়া আনিয়া তিনি বাঁটিয়া খাইয়াছেন, আর কোলে পাইয়াছেন দিব্য ফুটফুটে একটি রাজকন্যা। স্বপ্ন দেখিয়াই রাণী বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর কাহাকেও কিছু না বলিয়া খিড়কির দরজা খুলিয়া দুধপুকুরের ধারে ছুটিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া দেখেন, সত্য সত্যই দুধপুকুরের মাঝখানে সাদা ধব্‌ধবে একটা পদ্মফুল। দেখিয়া ছোটরাণীর আর তর সয় না—জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুধপুকুরের মাঝখানে গিয়া পদ্মফুল তুলিয়া আনিলেন। —শিশুভারতী

(12)

যখন ভিক্টর হিউগো ও তাঁহার পুত্র দ্বাদশ বর্ষের জন্য নির্জন সমুদ্রতটে নির্বাসিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"এই দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ তুমি কিভাবে অতিবাহিত করিবে ?" পুত্র উত্তরে বলিয়াছিলেন—"আমি এই সময়ে শেক্সপীয়রের গ্রন্থরাজি পাঠ করিব। কিন্তু পিতঃ, আপনি এ সময়টা কি করিয়া অতিবাহিত করিবেন ?" ভিক্টর হিউগো বলিয়াছিলেন—

"আমি এই দ্বাদশ বৎসর সমুদ্র দেখিয়া অতিবাহিত করিব।" বস্তুতঃ দুই-এর ফল এক। ভিক্টর হিউগো লিখিয়াছেন—জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের চরিত্র সমুদ্রের মতই গূঢ় ও বিরাট। স্যার আশুতোষের জীবন-চরিত যতই হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা পাই, ততই বিস্ময়ে মন পূর্ণ হইয়া উঠে। এ যেন সত্যই সমুদ্রদর্শন।

(13)

ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ অতি সরল, অনাড়ম্বর ও পবিত্র জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার যেমন ছিল বীরত্ব, তেমনই ছিল ধর্মে মতি। প্রতিদিন প্রত্যুষে শয্যাত্যাগের পর স্নান সমাপন করিয়া তিনি পূজা-অর্চনা করিতেন। অতঃপর তিনি তাঁহার মন্ত্রিগণের সহযোগিতায় রাজকার্য দেখিতেন। বলা বাহুল্য, যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়েও তিনি তাঁহার দৈনন্দিন করণীয় পূজা-অর্চনাদি যথারীতি সম্পন্ন করিতে কখনও বিস্মৃত হইতেন না। এরূপ আদর্শ বীর নারী জগতে বিরল।

রাণী লক্ষ্মীবাঈ দেশকে—জাতিকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন। দেশের ও জাতির কল্যাণে তিনি স্বীয় জীবনকে অকিঞ্চিৎকর মনে করিতেন। তিনি দেশবাসীর অন্তরে যে দেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা প্রায় শত বর্ষ পরে ভারতের মুক্তি আনয়ন করিয়াছে। রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর জীবনের স্বপ্ন আজ সফল হইয়াছে।

(14)

ঢাকায় তৈয়ারী মসলিনের মত সূক্ষ্ম বস্ত্র অন্য কোনো দেশে প্রস্তুত হইত না। সৌন্দর্যের জন্য ইহা সমগ্র পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিল। বাঙ্গালা দেশ হইতে কার্পাস ও রেশম-নির্মিত বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হইত। ইংলণ্ডের জনসাধারণ ভারতীয় বস্ত্র পাইলে স্বদেশজাত বস্ত্র ব্যবহার করিত না। ইহাতে ইংলণ্ডের বস্ত্রব্যবসায় বিপন্ন হইল। ফলে ইংলণ্ডে আইনের সাহায্যে ভারতীয় বস্ত্র ব্যবহার বন্ধ করা হইয়াছিল। তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় উৎপন্ন বস্ত্র কিনিয়া ইংলণ্ড ব্যতীত ইউরোপের

অন্যান্য দেশে চালান দিত। ইংরেজ বণিকেরা বুঝিয়াছিল যে বাঙ্গালার শাসনভার হাতে পাইলে তাহারা বাঙ্গালার বয়নশিল্প ধ্বংস করিয়া বাঙ্গালীর কাছে বিলাতী কাপড় বিক্রয়ের সুযোগ পাইবে। বস্তুতঃ বাঙ্গালায় ইংরেজ-শাসন স্থাপনের পর ৫০ বৎসরের মধ্যেই বাঙ্গালার বয়নশিল্প ইংরেজের অত্যাচারে নষ্ট হইয়া গেল। —শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(15)

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর, কলিকাতার এক রাস্তার ধারে এক বিধবা ব্রাহ্মণরমণী নিজের বাড়ীর সম্মুখে বসিয়া কাহার জন্য যেন অপেক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় দেখিলেন—একটি ব্রাহ্মণ ঐ পথে আসিতেছেন। বোধ হইল যেন কোন পুরোহিত ঠাকুর গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেছেন। তিনি ঐ ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"ঠাকুর মহাশয়, আমার বাড়ীতে আজ ষষ্ঠীপূজা। বেলা হ'য়ে গেল। পূজার সময় অতীতপ্রায়—এখনও আমার পুরোহিত আসেন নি। আপনি দয়া ক'রে যদি পূজাটা ক'রে দেন তবে বড় উপকার হয়।" হিন্দুর বাড়ী পূজা বাদ যাইবে—ব্রাহ্মণ কি করেন! পূজা শেষ হইলে ব্রাহ্মণ যাইতে উদ্যত হইলেন। বৃদ্ধা বলিলেন—"দয়া করে কিছু ফলমূল নিয়ে যান।" এই বলিয়া বৃদ্ধা একখানি গামছায় কিছু চালকলা বাঁধিয়া দিলেন—ব্রাহ্মণ পুঁটুলি কাঁধে রাস্তায় চলিতে লাগিলেন। তোমরা জান—এই ব্রাহ্মণ কে? ইনি হাইকোর্টের সুবিখ্যাত জজ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। —চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(16)

নাইটিঙ্গেলের খ্যাতি ইংলণ্ডের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহার মহৎ দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া মহিলাগণ দলে দলে ক্রিমিয়ায় গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া তিনি এক সুবৃহৎ শুশ্রূষাকারিণী দল গঠন করিলেন। নাইটিঙ্গেল দেশে প্রত্যাবর্তন করিলে দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করা হয়। সেই অর্থ তিনি নিজে গ্রহণ না করিয়া শুশ্রূষাকারিণীদের জন্য এক বিরাট শিক্ষা-ভবন প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রিমিয়ায় থাকিতে তিনি একটি প্রদীপ হস্তে আহত সৈনিকদের শিবিরে ঘুরিয়া

বেড়াইতেন। সৈনিকদিগের যাহার যাহা কিছু অভিযোগ সকলেই অকপটে তাঁহার নিকট বলিত। এবং তিনিও সকলকে মিষ্ট বাক্য বলিয়া উৎসাহিত করিতেন।

—পাঠমঞ্জুষা

(17)

শশিভূষণের সম্পত্তি যে ব্যক্তি খরিদ করিয়াছিল সে ব্যবসায়ী লোক—জমিদারির কাজে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সম্মানের প্রত্যাশায় কিনিয়াছিল, কিন্তু ঘর হইতে সদর খাজনা দিতে হইত—কোন মুনাফা পাইত না। অল্প দিনেই সে জমিদারির নানা ঝঞ্ঝাট ঝাড়িয়া ফেলার জন্য উৎসুক হইল। সামান্য মূল্যে রাধামুকুন্দ উহা পুনর্বার কিনিয়া লইলেন। পৈতৃক সম্পত্তি যখন ফিরাইয়া পাইলেন, তখন রাধামুকুন্দ কি জানি কেন, আর তেমন প্রফুল্ল হইতে পারিলেন না। গ্রামের লোকেরা বিস্তর আনন্দ প্রকাশ করিল। তাহারা একটা ভোজের জন্য শশিভূষণকে গিয়া ধরিল। শশিভূষণ রাধামুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বলো ভাই।" রাধামুকুন্দ বলিলেন—"অবশ্য শুভদিনে আনন্দ করিতে হইবে বই কি?"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(18)

আমাদের মোটর গাড়ি যখন খাজুরী মাঠ পার হইয়া পাহাড়ের সরু পথে হামাগুড়ি দিয়া উঠিতে লাগিল, তখন প্রথমেই মনে হইল, আমরা ভারতবর্ষ পার হইয়া আসিয়াছি। এখানে আকাশের চেহারা পর্যন্ত যেন বদলাইয়া গিয়াছে। পাহাড়গুলির গায়ে কোথাও গাছপালার চিহ্নমাত্র নাই। পথের নীচে জলশূন্য শুষ্ক নদীর রেখা। সে নদী যেন ভুলিয়া গিয়াছে—কোন্ দিন তাহার বুকে স্রোত বহিয়াছিল। যে দিকেই চাও, দেখিবে শুধু পাহাড়ের পর পাহাড়। কোথাও শস্য নাই, জল নাই, আশ্রয় নাই—মানুষের চিহ্ন নাই। ইহার মধ্য দিয়া খাইবার গিরিপথ চলিয়া গিয়াছে। এই গিরিপথটি মানুষের দ্বারা নির্মিত নয়। মানুষকে যিনি গড়িয়াছেন, ইহা তাঁহারই সৃষ্টি। এই পথ দিয়াই প্রাচীনকালে বিদেশীরা ভারতবর্ষে আসিত। এবং এই পথ দিয়া তাহারা লুণ্ঠিত ধনরত্ন লইয়া বিদেশে চলিয়া যাইত।

—প্রবোধকুমার সান্যাল।

(19)

১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হইল—লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব* কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায়-গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান ধরিল। কৃষকপত্নী আবার রূপার পৈঁছার জন্য স্বামীর কাছে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কার্তিকে বিন্দুমাত্রও বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্যসকল শুকাইয়া খড় হইয়া গেল। লোকে খাইতে পাইল না। প্রথম এক সন্ধ্যা উপবাস করিল, তারপর দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। —বঙ্কিমচন্দ্র

(20)

তেজপুরে এক বিশাল জনসভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে প্রধান-মন্ত্রী শ্রীনেহেরু বলেন—হিমালয় ও ব্রহ্মপুত্র লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া আছে। আসাম উপত্যকা-বাসিগণ অতীতে উপর্যুপরি বন্যায় প্রপীড়িত হইয়া কেবলমাত্র তাহাদের ভাগ্যের উপর দোষারোপ করিয়াছে। কিন্তু আজ স্বাধীনতা-লাভের পর তাহারা তাহাদের সঙ্কট-মোচনের জন্য সরকারের উপর নির্ভর করিতেছে। বন্যা নিবারণের কাজের জন্য বৎসরে মাত্র পাঁচ মাস সময় পাওয়া যায়। তাঁহার বিশ্বাস আছে এই সময়ের মধ্যেই সরকারের ইঞ্জিনিয়ারগণ ভবিষ্যতের বন্যা প্রতিরোধকল্পে কার্যকর উপায় অবলম্বনে সমর্থ হইবেন। ভারতের কোটি কোটি নরনারীর অবস্থার উন্নতির জন্য সরকারকে আরও বহুবিধ কার্যে হাত দিতে হইয়াছে। কেন না স্বাধীনতার সুখ-সুবিধাগুলি দেশের সমস্ত লোকের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে হইবে। —যুগান্তর

(21)

দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার সমুদয় বিষয়-সম্পত্তির তালিকা পাওনাদারদিগের হাতে দিলেন। ইহাতে বাড়িতে কান্নাকাটি পড়িল, কিন্তু তিনি কিছুতেই ফিরিলেন না। তিনি যে সত্য কথা বলিতে সাহস করিয়াছিলেন, তাহাতে ফল শেষ

পর্যন্ত ভালই হইল। তাঁহার সাধুতা দেখিয়া পাওনাদারেরা অবাক্ হইয়া গেলেন। অবশেষে তাঁহারা স্থির করিলেন যে, সেই সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া তাঁহারা দেবেন্দ্রনাথকে ফকির করিবেন না। তাঁহারা উহা নিজেদের তত্ত্বাবধানে রাখিবেন—এবং যতদিন না ঋণশোধ হয় ততদিন নিজেরা উহা দেখিবেন। পাওনাদারগণ দুই বৎসর কাল তাঁহার সম্পত্তি হাতে রাখিয়াছিলেন। এই দুই বৎসর দেবেন্দ্রনাথ পরিবারের ব্যয় চালাইবার জন্য তাঁহাদের নিকট হইতে সামান্য মাসহারা পাইতেন। —শিবনাথ শাস্ত্রী

(22)

হৃষীকেশের উত্তরে গঙ্গাতীরে তপোবন। এই তপোবনে মহামুনি ব্যাস সশিষ্য বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। এখানে অন্যান্য বড় বড় মুনি-ঋষিরও আশ্রম ছিল। আমি যে সময়ে এখানে আসি, তাহার অল্পদিন পরেই হরিদ্বারে সুপ্রসিদ্ধ কুম্ভমেলা বসিয়াছিল। এই উপলক্ষে এখানে অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম দেখিলাম। বৎসরের অধিকাংশ কালই হৃষীকেশে গঙ্গাতীরে সহস্রাধিক সন্ন্যাসী বাস করেন। এখানে গঙ্গা খুব প্রশস্তা নয়, কিন্তু খুব গভীরা ও স্বচ্ছ-সলিলা। নানাদেশের ধনবান্ লোকে এখানে গ্রীষ্ম ও বর্ষার কয়েক মাস সদাব্রত খুলিয়া দেন। সুতরাং সাধুগণের আহারের কোন অসুবিধা হয় না। প্রতিদিন দুই প্রহরের সময়ে সদাব্রত হইতে দুই-তিনখানি রুটি ও একটু ডাল, কোথাও বা একটু শাক প্রত্যেককে দেওয়া হয়। —জলধর সেন

(23)

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন সামান্য দিনমজুরের কাজ করিতেন। উত্তরকালে এই দরিদ্র শ্রমজীবী আপনার চরিত্র, প্রতিভা ও যোগ্যতার জন্য যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রীয় মহাসভার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কায়িক শ্রম উপেক্ষা অথবা অবজ্ঞার বস্তু হইলে লিঙ্কন সমগ্র দেশের কর্তৃত্ব লাভের কল্পনাও করিতে পারিতেন না। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব প্রধান-মন্ত্রী গ্লাডস্টোন্ নিজেই বড় বড় মোট বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। ইহাতে তাঁহার

প্রতি তাঁহার দেশবাসীর শ্রদ্ধার অণুমাত্র অপচয় ঘটে নাই। সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ডিকেন্স বাল্যকালে উদরান্নের জন্য কারখানায় মজুরি করিতেন। ভবিষ্যতে তিনি পৃথিবীর বিদ্বজ্জন-সমাজের প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন।

—সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত

(24)

ছিনাথের বাড়ি বারাসতে। সে প্রতি বৎসর এই সময়টায় একবার করিয়া রোজগার করিতে আসে। কালও এ বাড়িতে সে নারদ সাজিয়া গান করিয়া গিয়াছিল। সে একবার ভট্টাচার্য মহাশয়ের, একবার পিসে মহাশয়ের পায়ে পড়িতে লাগিল। কহিল—ছেলেরা অমন করিয়া ভয় পাইয়া মহামারী কাণ্ড বাধাইয়া তোলায় সে নিজেও ভয়ে লুকাইয়াছিল। ভাবিয়াছিল, একটু ঠাণ্ডা হইলেই বাহির হইয়া তাহার কাজ দেখাইয়া যাইবে। কিন্তু ব্যাপার উত্তরোত্তর এমন হইয়া উঠিল যে তাহার আর সাহসে কুলাইল না। ছিনাথ কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল, কিন্তু পিসে মহাশয়ের রাগ আর পড়ে না। পিসীমা উপর হইতে বলিলেন—তোমাদের ভাগ্যি ভাল যে সত্যিকারের বাঘ-ভালুক বার হয়নি। যে বীরপুরুষ তোমরা—আর তোমাদের দারোয়ানেরা। ছেড়ে দাও বেচারাকে, আর দূর করে দাও দেউড়ির ঐ খোট্টাগুলোকে। একটা ছোট ছেলের যা সাহস, একবাড়ি লোকের তা নেই। —শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(25)

মানুষ বহুকাল হইতে আকাশে উড়িবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। সে ভূপৃষ্ঠে আপনা হইতে বিচরণ করিতে পারে এবং বহু প্রকারে যানবাহনের সাহায্যে যথা ইচ্ছা যাইতে পারে। জলযাত্রার জন্যও মানুষ জাহাজ, স্টীমার প্রভৃতি নির্মাণ করিয়াছেন। আকাশে বিচরণ করিতে পারিলেই তাহার জল, স্থল ও অন্তরীক্ষ জয় সম্পূর্ণ হয়।

আমাদের রামায়ণে পুষ্পক রথের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পুষ্পকরথে রামচন্দ্র সীতাকে লইয়া সমুদ্র পার হইয়াছিলেন। অনেকে বলেন—ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, রামায়ণের যুগে ব্যোমযানের প্রচলন ছিল। আবার অনেকের মতে ইহা কবিকল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। সে যাহাই হউক, ইহা

হইতে অন্ততঃ এইটুকু প্রমাণিত হয় যে, আকাশে বিচরণ করিবার আকাঙ্ক্ষা বহুযুগ পূর্বে মানুষের মনে জাগিয়াছিল। —আহরণী

(26)

সে ছিল আমার সঙ্গের সাথী—তাহাকে লইয়া নানাস্থানে গিয়াছি—নানা দেশবিদেশে ঘুরিয়াছি। সে ছিল সরল, কর্মপটু, নির্ভীক; তাহার ভয়ে কোন দুষ্ট কুকুর, কি কোন দুষ্ট লোক আমার কাছে ঘেঁষিতে পারিত না। একদিন তাহাকে লইয়া ভরা নদীর কূলে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। কুক্ষণে খেয়াল হইল, পরীক্ষা করিয়া দেখি নদীর কূলের নিকট জল কত গভীর। সে কাজে তাহাকেই জলে নামাইলাম। কিন্তু আমি তাহাকে ধরিয়া ছিলাম। হঠাৎ আমার হাত ফস্কাইল—আর সে জলের স্রোতে ভাসিয়া গেল। আমি গভীর দুঃখে কাতর হইয়া কূলে দাঁড়াইয়া আছি—এক বন্ধু কাছে আসিয়া বলিলেন, "দুঃখ করিও না, আমি আসাম থেকে একগাছি বেতের মোটা লাঠি আনিয়া দিব।" আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলাম—যেটি গেল, তেমনি কি আর পাইব? —বিজয়রত্ন মজুমদার

(27)

আমাদের দেশ এই ভারতবর্ষ—আমাদের পিতৃভূমি, আমাদের মাতৃ-স্বরূপিণী। এই দেশে আমাদের পিতৃপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই দেশেই তাঁহারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের চিন্তা ও উদ্ভাবনীশক্তিতে আমাদের এই বিরাট ভারতীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে; ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, এ-সমস্তের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা যে গৌরব অর্জন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বংশধর বলিয়া আমরাও সেই গৌরবের অংশীদার। কিন্তু কেবল ভারতবর্ষের মধ্যেই তাঁহাদের কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল না। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষের বাহিরেও তাঁহারা যাইতেন এবং ভারতের বাহিরের নানা দেশে তাঁহাদের কীর্তিকলাপ আমরা এখন দেখিতে পাই। —শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

SECTION II

ANSWERING QUESTIONS FROM A PASSAGE

Instructions for answering questions

কোনও passage সম্বন্ধে প্রশ্নসমূহের উত্তর সুষ্ঠুভাবে দিবার জন্য নিম্নোক্ত নির্দেশগুলি অবশ্য মানিয়া চলিতে হইবে :—

১। উদ্ধৃত passageটি পড়িয়া উহার মধ্যে যে অপরিচিত শব্দ বা বাক্যাংশ আছে তাহার যথাযথ অর্থ বুঝিতে হইবে।

২। তাহার পর passageটি বার বার পড়িয়া তাহার সারমর্ম গ্রহণ করিতে হইবে।

৩। প্রশ্নের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আবার passageটিকে পড়িতে হইবে।

৪। প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর আলাদা করিয়া লিখিয়া আবার passageটি পড়িয়া নিজেকে বিচার করিতে হইবে প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর দেওয়া হইয়াছে কিনা।

৫। উত্তরে অবান্তর কথার অবকাশ নাই। প্রশ্নে যাহা চায় উত্তরে তাহার অধিক কিছু লেখা চলিবে না।

৬। Passage-এর ভাষা যথাসম্ভব বাদ দিয়া নিজের ইংরেজীতে উত্তর সরলভাবে প্রকাশ করিতে হইবে।

৭। উত্তরে মূলে প্রদত্ত বিষয়ের বেশি অদলবদল করা চলিবে না।

৮। বর্ণাশুদ্ধি ও ব্যাকরণগত ভুল এড়াইয়া চলিতে হইবে।

৯। প্রত্যেকটি উত্তর আলাদা paragraph-এ লিখিতে হইবে।

PART I

Model Answers

I

A gentleman who had lived alone always had two plates placed on the table at dinner time. One plate was for himself and the other was for his favourite cat. During dinner

he used to give Puss a bit of fish or meat from his own plate. One day, just as he sat down to dine, the cat rushed into the room and sprang on to her chair. Before anyone could prevent her, she dropped a mouse into her own plate, and another into her master's plate. In this way Puss showed her gratitude to her master. The master had often shared his dinner with her, and now she was sharing hers with him. She seemed to think that one good turn deserved another.

Questions :

(1) Why were two plates placed on the table ?
(2) What did the gentleman do during dinner ?
(3) What did Puss drop into the plates ?
(4) Why did she do so ?
(5) What did Puss think ?

Answers :

(1) Two plates were placed on the table—one for the gentleman's food and the other for his favourite cat's.

(2) During dinner the gentleman gave a share of his food to Puss.

(3) Puss dropped a mouse into her own plate and another into her master's.

(4) Puss did so in order to repay her master's kindness.

(5) Puss seemed to think that she should do what her master did for her. Her master gave her a share of his food ; so she should give him a share of hers.

II

A milkman in Spain fell ill and was not able to go his usual rounds. This was a very serious matter. His customers

could not do without milk, and it would be a loss to him if it was not delivered while it was fresh and sweet. Having no one to send with his donkey, he put the bottles into the large bags that hung at the animal's sides and sent off his faithful helper alone. The donkey at once trotted off to the town. Stopping at the houses where her master daily delivered milk, she pulled the door bells and then waited until the people had helped themselves and returned the empty bottles. She did not miss a single customer and when all the bottles were emptied, she set off for home again. The milkman saw her coming along the road. When she arrived, he found that the milk was all gone and there was not a single bottle either broken or missing.

Questions :

(1) Why was not the milkman able to go his usual rounds ?

(2) Why was it a serious matter ?

(3) How was the milk delivered ?

(4) What did the milkman find when the donkey returned ?

Answers :

(1) The milkman could not go his usual rounds to deliver milk because he was ill.

(2) His customers needed milk. So they would be in difficulty if they did not get it. Besides, the undelivered milk would be a loss to him.

(3) There was nobody to go with his donkey. So he sent the donkey by herself with the milk. The animal went from door to door with the bottles of milk and delivered them to every house without a single miss or omission.

(4) When the donkey returned, the milkman found that

all the bottles were brought back empty and not a single one was broken or lost.

III

Once upon a time, when a river suddenly overflowed its banks, the bridge on it was carried away, with the exception of the central arch on which stood a house. The inhabitants of the house supplicated help from the windows while the foundations were visibly giving way. "I will give a hundred French louis," said the rich Count who stood by, "to any person who will venture to deliver those unfortunate people." A young peasant came forth from the crowd, seized a boat and pushed into the stream. He gained the pier, received the whole family into the boat and made for the shore, where he landed them in safety. "Here is your money, my brave young fellow," said the Count. "No," was the answer of the young man, "I do not sell my life. Give the money to this poor family who have need of it."

Questions :

(1) Where did the house stand ?
(2) Why did the inmates of the house pray for help ?
(3) What was the reward declared by the Count ?
(4) Who was it that came forward to help ?
(5) How did he rescue the family ?
(6) How did he desire the money of reward to be spent ?

Answers :

(1) The house stood on the central arch of the bridge.

(2) The inmates of the house prayed for help because they felt they were in the grave danger of being washed away.

(3) The Count declared a reward of a hundred French louis for one who would save the family from the danger.

(4) A young peasant who was there in the crowd came fosward.

(5) The young peasant took a boat, and brought the whole family in the boat safely to the shore.

(6) He did not accept the money but wished it to be given to the distressed family.

IV

A man had one of his cows stolen. The cow was recovered. Several suspected persons were caught, but it was very difficult to identify the thief. The owner of the cow tried a trick. He put the cow in a dark shed, and ordered the suspected men to go in one by one and take hold of its tail. "As soon as the thief touches its tail, the cow will tell me his name," he said. They went in one by one, but the cow said nothing. After they had all come out the owner smelled their hands, and seizing one man said, "You are the thief." He had put aniseed on the cow's tail, and the hands of all but one smelt of aniseed. The real thief had been afraid to touch the cow's tail. His hands alone had no smell of aniseed.

Questions :

(1) What step was taken immediately after the recovery of his cow ?

(2) How were the suspected persons tried ?

(3) What did the owner do after they had come out of the dark shed ?

(4) How was the real thief found out ?

Answers :

(1) When the cow was recovered a number of persons were caught on suspicion. That was the first step.

(2) The man wanted to find the real thief from among the suspected men. So he put the cow in a dark shed and asked them to go in and touch the tail of the cow. He said that when the thief touched the tail of the cow, it would tell him his name. This was a trick.

(3) After the persons had come out of the shed, the owner of the cow smelt their hands.

(4) He found that the hands of all except one smelt of aniseed. He had put aniseed on the cow's tail. All the innocent men touched the cow's tail without any fear. But the thief did not dare to touch it and was thus found out.

V

An elephant at Calcutta had a disease in his eyes. For three days he was completely blind. His owner asked an English doctor if he could do anything to relieve the poor animal. The doctor said he would try the same remedy as was commonly applied to similar diseases of the human eye. The large animal was made to lie down, and at first, on the application of the remedy he raised an extraordinary roar at the acute pain which it occasioned. The effect, however, was wonderful. The next day, when he was brought and heard the doctor's voice, he lay down himself, placed his head on one side, drew in his breath just like a man about to undergo a surgical operation, gave a sigh of relief when it was over, and then by gesture signified that he wished to express his gratitude.

Questions :

(1) What was the occasion for the owner to approach the doctor ?

(2) What did he ask the doctor ?

(3) What step did the doctor take ?
(4) Why did the elephant give out a roar ?
(5) What did the elephant do next day ?
(6) Why was he grateful to the doctor ?

Answers :

(1) The owner had to approach the doctor because his elephant was having a serious trouble in his eyes.

(2) The owner asked the doctor if he could give any relief to the elephant.

(3) The doctor tried the same medicine as was applied to diseased human eyes.

(4) The elephant gave out a roar because it felt a great pain when the medicine was applied.

(5) The next day when the elephant was brought before the doctor, he lay down on hearing the doctor's voice just like a man getting ready for a surgical operation.

(6) The elephant was grateful for the relief that the doctor had given him.

VI

What is there to glory about the ancient Indians ? Where lies the depth and sublimity in their Epics ? It lies in the rock-like truthfulness of Yudhisthir and the sacrifice of Ram to save his father from an untruth or broken promise. It is truthfulness primarily that made her people great in ancient history.

What is there in truthfulness that makes it so powerful ? It is because truthfulness alone gives dependability and trustworthiness to a man's character. You cannot trust a liar even with such a little thing as the key of your house. How can you then trust him with the management of a society or a State ?

The funny thing is that the more a man is given to lies the more respect he has for a truthful man. He does not fear other liars but he stands in great moral dread of a truthful man. A liar is never sure of himself, because he knows that he won't be trusted even when he speaks the truth.

Questions :

(1) Wherein lies the glory of ancient India ?

(2) What does truthfulness give to man ?

(3) Why don't we believe a liar ?

(4) What is his moral fear ?

Answers :

(1) The glory of ancient India lies in the truthfulness of her people.

(2) Truthfulness makes a man dependable and trustworthy.

(3) We do not believe a liar because we know that he may not do what he says he will. He has nothing in his character to make him worthy of trust. We cannot depend on him.

(4) A liar has a moral dread of a truthful man. He has greater respect for a truthful man than for any of his own kind.

VII

A painter of eminence once rosolved to finish a piece which should please the whole world. When, therefore, he had drawn a picture in which his utmost skill was exhausted, it was exposed in the public market-place, with directions at the bottom for every spectator to mark with a brush, which lay by, every limb and feature which seemed

erroneous. The spectators came, and in general admired; but each willing to show his talent at criticism, marked whatever he thought proper. At evening, when the painter came, he was grieved to find the whole picture one universal blot—not a single stroke that was not stained with marks of disapproval. Not satisfied with this trial, the next day he was resolved to try them in a different manner; and exposing his picture as before, desired that every spectator would mark those beauties he approved or admired. The people complied and the artist returning found his picture full of marks of beauty, every stroke that had been yesterday condemned, now received praise. "Well," cried that painter "I now find that the best way to please one half of the world, is not to mind what the other half says ; since what are faults in the eyes of these, shall be by those regarded as beauties."

Questions :

(1) What did the painter aim at in drawing his picture ?
(2) What did he do with the picture ?
(3) What was his first experience ?
(4) What was his second experience ?
(5) What was the lesson he learnt ?

Answers :

(1) The painter aimed at drawing a picture that would please everybody.

(2) The painter kept the picture at an open place in the market so that everybody could see it. He left certain directions at the bottom of the picture. The parts which would appear to be wrongly drawn were to be marked with a brush which was placed nearby.

(3) The first experience of the painter was that almost every part of the picture was marked as erroneous.

(4) His second experience was that the picture was full of marks of beauty ; all the portions of the picture which were marked as wrong the previous day, were now praised.

(5) The painter learnt the lesson that nothing could please everybody. People differed in their judgement. To please some, one should ignore what others say.

VIII

Swami Vivekananda, speaking in America, told a somewhat graphic story, in order to impress upon his hearers how little, as a rule, people really longed after God. He told of a young man who came to a religious teacher and said that he wanted to find God. The sage smiled and said nothing. The young man returned, time after time, ever repeating the intensity of his desire, his longing for God. After many days the sage told him to accompany him, as he went to the river to take his morning bath ; and when both were in the river, the sage took hold of the young man and plunged him under the surface of the water and held him there. The young man struggled and struggled to shake off his hold. Finally he raised him out of the water and said to him, "My son, what did you long for most when you were under the water ?" "A breath of air," gasped the youth. "Thus must the would-be disciple long after God, if he would find him. If you have this longing after God, verily He shall be found by you."

—*Annie Besant*

Questions :

(1) About whom did Vivekananda relate a story ?
(2) Why did the young man go to the sage ?
(3) What did the saint do to teach him a great lesson ?

(4) What lesson did he teach him ?

(5) Why did Vivekananda tell this story ?

Answers :

(1) Vivekananda related a story about a young man.

(2) The young man went to the sage to find God.

(3) The saint took the young man with him to the river, ducked him under water and held him there.

(4) The saint taught the young man that in order to find God he must have as strong a longing for Him as he had for a breath of air when under water.

(5) Vivekananda told this story to make it clear to the audience that people's longing for God is not really sincere.

IX

A gentleman advertised for an office-boy and quickly chose one from the fifty who applied. "I should like to know," said a friend, "on what grounds you chose the boy. He has not a single recommendation with him." "You are mistaken," answered the gentleman ; "he had a great many. He wiped his feet before he came in and closed the door after him, showing that he was orderly and tidy. He gave his seat instantly to that lame old man, showing that he was courteous. He lifted up the book which was lying on the floor, and placed it on the table while all the others stepped over it or shoved it aside. When I talked with him, I noticed that his clothes were carefully brushed, his hair in nice order and his teeth as white as milk. When he wrote his name I noticed that his finger nails were clean. And he waited patiently for his turn, instead of pushing others aside. Don't you call these letters of recommendation ?"

Questions :

(1) How many were the applicants ?

(2) What question did the friend ask the gentleman ?

(3) What showed that the boy was neat and tidy ?

(4) What did he do with the book lying on the floor ?

(5) When did he appear for an interview ?

Answers :

(1) The applicants were fifty in number.

(2) His friend asked him why he had chosen the boy in preference to the other applicants even though the former had not a single letter of recommendation with him.

(3) Before the boy came in he had wiped his feet and closed the door after entering the room. This showed that he was tidy and orderly.

(4) The boy picked up the book lying on the floor and placed it on the table while others had either trodden upon it or pushed it away.

(5) Instead of pushing his way, he patiently waited for his turn to come and entered only when it was his turn.

X

Pliny tells us of one Cressin, who so tilled and manured a piece of ground that it yielded him fruits in abundance, while the lands around him remained extremely poor and barren. His simple neighbours could not account for this wonderful difference on any other supposition than that of his working by enchantment, and they actually proceeded to accuse him of his supposed sorcery before the justiciary. "How is it," said they, "that he can contrive to draw such a revenue from his inheritance, while we with equal lands, are wretched and miserable ?" Cressin was his own advocate : his case was one which required no ability to expound or language to recommend. "Behold," said he, "this comely damsel ; she is my daughter, my fellow labourer ; behold,

too, these implements of husbandry, these carts, and oxen! Go with me, moreover, to my fields, and behold there how they are tilled, how manured, how weeded, how watered, how fenced in." "And when," added he raising his voice, "you have beheld all these things, you will have beheld all the art, the charms, the magic, which Cressin had used."

Questions :

(1) What did Cressin do as a farmer ?

(2) What did his neighbours think ?

(3) What did they do against him ?

(4) How did Cressin defend himself ?

Answers :

(1) As a farmer Cressin ploughed his land and manured it so well that it yielded him plenty of fruits.

(2) When the neighbours found the yield of Cressin's land and compared it with their own, they thought that he must have exercised some magic charm.

(3) They accused him of sorcery.

(4) In answer to the charge brought against him Cressin pointed to his daughter, his fellow-labourer, and the implements which he had used for his work of agriculture and said that he used no other charm but hard labour and those implements.

EXERCISE

1. Just entering the room, Banabir asked Panna, "Where is Uday ?" Panna who was anxious to save the Prince even at the sacrifice of her own son's life stood speechless and pointed her finger at her child. Taking Panna's child for Uday himself, Banabir severed his head with one stroke of the sword. Though Panna had the misfortune of seeing her own son's decapitated head in the bed, she had little time to

weep. It was necessary to screen from Banabir's sight the little Prince for the sake of whose life she had sacrificed her own child. Amidst the tears and wailing of the royal palace Panna slipped out and hurried to the barber, who was standing on the road with Udaysing concealed in a basket of fruits; and taking the Prince in her arms she wandered about from one kingdom to another, seeking shelter for the Prince.

Questions:

(1) What did Banabir ask Panna ?
(2) What did Panna do in response ?
(3) Whom did Banabir mistake for Uday ?
(4) What did Banabir do ?
(5) How did his act affect the peolpe of the palace ?
(6) What did Panna do later to save Uday ?

2. The Rathajatra is celebrated with great pomp by the Hindus. The road through which the car passes is crowded with thousands of people. Most of them wait there for hours together to have a glimpse of God Jagannath on the top of the car. As soon as the huge car approaches, many people, old and young, run to touch the sacred rope of the car. Sometimes many lose their lives or are badly injured in the great rush of crowds. Shopkeepers, petty dealers and hawkers set up temporary stalls on both sides of the road and have a good sale of their articles. Nowhere in India is the celebration of the festival grander than at Puri.

Questions :

(1) Why do people gather on the road ?
(2) What else are there on both sides of the road ?
(3) What do the people run to touch ?
(4) Where is God Jagannath seated ?

(5) Where is the festival celebrated in the grandest manner ?

(6) Why do some people lose their lives or get injured ?

3. A friend of Dean Swift one day sent him a fish as a present by a servant who had frequently been on similar errands but had never received the most trifling mark of the Dean's generosity. Having gained admittance, he opened the door of the study and abruptly putting down his charge at the floor cried out rudely, "Master has sent you a fish." The Dean said, "Young man, let me teach you better manners. Sit down in my chair ; we will change situations and I will show you how to behave in future." The boy at once sat down and the Dean came up to the table respectfully and making a low bow said, "Sir, my master presents his compliments, hopes you are well and requests your kind acceptance of the present."

Questions :

(1) Who sent a fish to Dean Swift ?

(2) Through whom was it sent ?

(3) Was the man received warmly by Swift ?

(4) What did the Dean want to teach the servant ?

4. Two friends were travelling together along the same road when a bear chanced to appear there. One of the friends much alarmed at the sight of the bear got up a tree nearby, but did not care to give a thought to what would befall his friend. The second person, finding no alternative and thinking it out of the question to fight the bear, lay down on the ground like one dead, for he had heard that a bear did not touch a dead man.

The bear came on, examined his nose, ears, mouth, eyes and breast and left the place, taking him for a dead man. When the bear was gone, the first man came down from the tree and going up to is friend asked him, "Friend, what had the bear told you before it left ? I noticed that he held his mouth close to your ears for quite a long while." The second man said, "While leaving, the bear told me this. 'Never have anything to do with a man who leaves you in the lurch'."

Questions :

(1) What did the friends come across when travelling together ?

(2) What did they do then ?

(3) What did the bear do and decide ?

(4) What did the first man ask the second ?

(5) What did the second man say in reply ?

5. Frederick, king of Prussia, once found the page fast asleep upon a chair. Drawing near he observed a piece of paper in his pocket. He pulled it out and found that it was a letter from the mother who had thanked him for the money he had sent. She had further advised him to serve the king faithfully. The king then left and went slowly into his chamber and having fetched a number of coins put them into his pocket along with the letter. He then rang the bell and when the page went to him, he said, "You have been asleep, I suppose ?" The boy turned pale, when he found the money in his pocket. The king said, "What God bestows He bestows in sleep. Send the money to your mother and give my respects to her."

Questions :

(1) Why did the mother of the page thank him ?

(2) What was his mother's advice to him ?

(3) What did the king ask the boy ?
(4) When and why did the boy turn pale ?
(5) What did the king ask the boy to do ?

6. A shoe-maker was once very much troubled by the mischievous tricks of a monkey who lived in the trees near his shop. His great delight was to watch the shoe-maker at work, and when the shoe-maker was away, to come down and enter the shop and work with the tools like the shoe-maker. Thus the tools were bent and blunted, leather spoiled, and customers' shoes damaged. These annoyed the shoe-maker beyond all measure. At last a bright idea struck him. "This will be your last attempt to imitate me," said he and he brought a razor from his inner room. He sat down in full view of the monkey, and pretended to draw the razor across his throat several times. Then he left the shop, leaving the razor lying open. When he returned, he found the monkey lying dead in the shop with the throat cut from ear to ear.

Questions :
(1) Who caused trouble to the shoe-maker ?
(2) How was he annoyed ?
(3) What did he do to get rid of the trouble ?
(4) What did he find on return ?

7. One day Columbus was at a dinner given in his honour. Many Spanish nobles of high rank were present. Very soon these nobles began to try to make Columbus uncomfortable. "You have discovered strange lands across the sea," they said, "but what of that ? We do not see why there should be so much said about it. Anybody can sail across the ocean ; and anybody can coast along the islands on the other side, just as you have done. It is the simplest thing in the world."

Columbus made no answer ; but taking an egg from a dish said to the company. "Who amongst you, gentlemen,

can make the egg stand on end ?" One by one, those at the table tried the experiment but none succeeded. When the egg had gone entirely round the table, all said that this could not be done. Then Columbus took the egg and tapping at its small end gently upon the table so as to break the shell a little, left it standing upright beside his plate.

Questions :

(1) Who were present at the dinner ?

(2) What did they say to belittle the discovery of Columbus ?

(3) What did Columbus ask them to do ?

(4) What did they say ?

(5) What did Columbus do then ?

8. A wolf dwelt in a forest, where no one could find him. At night he came out and carried off sheep from the fold. The shepherd did all he could to prevent the wolf's ravages but failed. A dog watched the flock and often chased the fierce wolf, but could never do him any harm. One day the dog met the wolf in his den, and asked him not to kill the sheep; they were poor, weak and innocent creatures. Besides, as he was strong, he should prey upon bigger and stronger animals such as the boar. That would be worthy of him. "Quite so," replied the wolf, "but we are by nature beasts of prey. When we feel hungry, we cannot make any distinction. If you feel so much for the sheep, why do you not try to prevent men from killing them ? Surely they kill many more than we do. And I am an open foe, but they pretend to be friends while, in fact, they are great enemies."

Questions :

(1) What did the shepherd try to prevent ?

(2) Where did the dog meet the wolf ?

(3) What did the dog say to the wolf ?

(4) Why did the wolf describe men as the great enemies of the sheep ?

9. The wreck of the Birkenhead off the coast of Africa in 1852 affords a memorable illustration of the chivalrous spirit of common men. At two o'clock in the morning, while all were asleep below, the ship struck with violence upon a hidden rock, which penetrated her bottom; and it was at once felt that she must go down. The roll of drums called the soldiers to arms on the upper deck, and the men mustered as if on parade. The word was passed to save the women and children; and the helpless creatures were brought from below, mostly undressed, and handed silently into the boats. They had all left the ship's side and there was no boat remaining, no hope of safety; but not a heart quailed, no one flinched from duty at that trying moment. Down went the ship and down went the heroic band.

Questions :

(1) How was the Birkenhead wrecked ?
(2) What were the soldiers ordered to do ?
(3) What did they do ?
(4) What was the fate of the soldiers ?
(5) What does the wreck of the Birkenhead speak of the soldiers ?

10. A poor boy was employed at the house of a lady of rank as a menial servant. One day, finding himself in the lady's dressing room and perceiving no one there, he waited a moment to take a view of the beautiful things in the apartment. A gold watch, richly set with diamonds caught his attention, and he could not forbear taking it in his hand. Immediately a wish arose in his mind. 'Ah ! if I had such a one !' After a pause he said to himself, 'But if I take it, I shall be a thief'. 'And yet,' continued he, 'nobody sees me. Nobody, but does not God who is present everywhere see me ?' Overcome by these thoughts and laying down the

watch, he said, 'No! I had rather be poor and keep my good conscience than be rich and become a rogue.'

Questions :

(1) What, in the room, attracted the notice of the boy most ?

(2) What did the boy do next ?

(3) What were his thoughts ?

(4) What was his final decision ?

(5) Why did he decide like that ?

11. A merchant was riding home from the fair having behind him a knapsack filled with money. It rained heavily and the good man was wet through and through. He was discontented and complained greatly that God had given him such a bad weather for his journey. His road led him through a dense forest. Here he saw with horror, a robber, who raising his gun to his shoulder, attempted to fire at him. He would have been killed, had not the robber's powder become so moist by the rain that his gun would not go off. The merchant gave the horse the spur and safely escaped the danger.

Questions :

(1) What did the merchant have with him ?

(2) Why did he complain ?

(3) Whom did he see in the forest ?

(4) How did he escape death ? What saved him ?

12. One night Abou Ben Adhem (may his tribe increase) awoke from a deep dream of peace and saw, within the moonlight in his room, an Angel writing something in a book of gold. Exceeding peace had emboldened Ben Adhem and he said to the presence in the room, "What writest *thou ?" The vision raised its* head and answered with a look made of all sweet accord, "The names of those who love the

Lord." "And is mine one?" asked Abou. "Nay, not so," replied the Angel. Abou humbly but cheerfully said, "I pray thee, then, write me as one that loves his fellow men." The Angel wrote and vanished. The next night it came again with a great awakening light and showed the names whom love of the Lord had blessed. Lo ! Ben Adhem's name led all the rest

Questions :

(1) What did Abou see on waking ?
(2) What gave Abou courage ?
(3) What was his first question ?
(4) What was the reply ?
(5) What was Abou's request ?
(o) What did Abou find the next night ?

13. Two women quarrelled over a child, each claiming it as her own, but neither had a witness. Both of them went to the judge and asked for justice. The judge summoned the executioner and ordered, "Cut the child into halves and give one part to each of the women." One of the woman, when she heard this order, remained silent, but the other began to weep saying, "For God's sake do not cut my child." The judge then gave the child to her and having flogged the other woman, sent her away. Everyone praised the judge for his impartial judgement.

Questions :

(1) What was the women's quarrel over ?
(2) Whom did they approach for a decision ?
(3) What was the order given ?
(4) What did the women do at the order ?
(5) To whom was the child made over ?
(6) How was the other woman dealt with ?

14. A conjuror and a tailor once happened to converse together—"Alas !" cried the tailor, "what an unhappy poor creature am I ! If people should ever take it into their heads

to live without clothes, I am undone ; I have no other trade to have recourse to." "Indeed, friend, I pity you sincerely," replied the conjuror; "but thank Heaven, things are not quite so bad with me ; for if one trick should fail, I have a hundred tricks more for them yet. However, if at any time you are reduced to beggary, apply to me and I will relieve you." A famine overspread the land, the tailor made a shift to live, because his customers could not do without clothes ; but the poor conjuror, with all his hundred tricks, could find none that had any money to throw away. It was in vain that he promised to eat fire, or to vomit pins ; no single creature could relieve him, till he was at last obliged to beg from the very tailor whose calling he had formerly despised.

Questions :

(1) What was the tailor's anxiety ?

(2) Why did the conjuror feel secure ?

(3) How did the conjuror console the tailor ?

(4) How did the tailor's anxiety prove baseless ?

(5) What was the condition of the conjuror in the end ?

15. Nelson, as a child, was not of a strong body. Yet he gave proof of the resolute heart and nobleness of mind which, during the whole of his glorious career, so eminently distinguished him. One day he strayed from his grandmother's house in company of a cow-boy. The dinner hour passed ; he was absent and could not be found. The alarm of the family became very great, for they feared that he might have been carried off by the Gypsies. At length after search had been made for him in various directions, he was discovered sitting alone calmly by the side of the brook which he could not get over. "I wonder, child," said the old lady when she saw him, "that hunger and fear did not drive you home."

"Fear ?" replied the future hero, "I never saw fear, what is it ?"

Questions ;

(1) What caused alarm in Nelson's family ?

(2) What did they fear ?

(3) Where was Nelson found ?

(4) What did the old lady tell him ?

(5) What was Nelson's reply ?

(6) What made Nelson famous ?

16. A Chinese emperor was told that his enemies had raised a revolt against him in one of his distant provinces. "Come then, my friends," said he to his men,"follow me and I will quickly destroy them." He marched against his rebellious subjects, but they submitted on his approach. All now expected that he would take the most signal revenge upon them. Instead of doing so, however, the captives were treated with mildness and humanity. "How !" exclaimed the chief Minister, "is this the way you destroy your enemies ? You gave your royal word that your enemies would be destroyed ; and behold, you pardoned them all, and even bestowed favours upon some of them !" "I promised," replied the emperor, "to destroy my enemies and I have kept my word ; for, see they are enemies no longer, I have made friends of them." Like this emperor, let us learn to overcome evil with good, and turn our enemies into friends by kindness.

Questions :

(1) What was the Chinese emperor told ?

(2) What was the expectation of all ?

(3) What did the emperor do ?

(4) How did the emperor justify his action ?

(5) What should we learn from the emperor's example ?

17. Diogenes used to roll in burning sand in summer, and embrace marble statues in winter, and his dwelling was a huge earthen tub. All these extravagances were, of course, a protest against the over-refinement and elegance, the softness and polish in which the cities were losing their freedom and courage. Alexander was struck with the stories of the fearlessness and sharp sayings of Diogenes, now nearly eighty years of age, and went to see him. The old philosopher was basking in the sunshine before his tub, and as he took no notice of the princely youth who stood before him, his visitor introduced himself, "I am Alexander, the King." "And I am Diogenes, the Cynic," was the answer in a tone of perfect equality. Alexander, on taking leave, asked what he could do for the philosopher. "Only stand out of my sunshine," was the famous reply.

Questions :

(1) What were the habits of Diogenes ?
(2) Why did Alexander go to see him ?
(3) How did he receive Alexander ?
(4) What did he say when the visitor introduced himself ?
(5) What did he say when Alexander offered him help ?

18. Education is of primary importance for a citizen. Without it he will not understand what his duties and obligatons as a citizen are. Some of these obligations are that he must be law-abiding, that he must not interfere with the right of others and that he must be loyal to the State. As a good citizen he must take an active interest in public affairs. There is a tendency that makes us think that public affairs are the concern of everybody, and so of nobody in particular. This tendency makes us neglect our share of public duties. We must be on guard against being influenced by the tendency, which is just another name for apathy.

Questions :

(1) Why is education of primary importance for a citizen ?

(2 What should a good citizen be like ?

(3) What should he do ?

(4) What makes us neglect our public duties ?

(5) What is the other name for apathy ?

19. A student should learn to think for himself. No one has ever been great by following others blindly. When the teacher says something to the class, the student should try to understand it for himself. He should think about it in his own way. If he does not agree with the teacher, he should boldly say so to the teacher. The good teacher will not be vexed at it. He will rather be glad to find such an intelligent student in his class. When the student will read a book, he will not get by heart what is written in the book. He will not be a mere parrot. He will think and understand and then commit to memory, if necessary.

Questions :

(1) What should a student learn to do ?

(2) What has helped men to become great ?

(3) What should a student do when the teacher teaches?

(4) What should he do if he differs with the teacher ?

(5) How does a good teacher teach a student ?

(6) When should a student get something by heart ?

20. Parliament consists of many parties, each with a leader. The leader of the majority party which runs the Government, is called the leader of the House, and it is he who takes a leading part in all important matters coming before the House. All the business of the House is arranged by the Speaker in consultation with him. Usually the leader

of the next largest party is called the leader of the Opposition. The main function of this opposition party is to criticise the Government's actions and keep a watch over them, so that the Government may not act against the interests of the people. This party should also be strong enough to take over the Government, if and when the majority party loses the confidence of the House or when the Government resigns. If any Member wants the House to discuss any matter of urgent public importance, such as a railway accident or a riot somewhere, which has not been included for consideration in the ordinary business of the day, he may ask for an adjournment of the House in the evening to discuss the matter. He must ask for this permission for adjournment just after Question Time. If the House grants permission, the ordinary business for the day will be cut short, and the matter he has proposed will be taken up for discussion.

Questions :

(1) Who is the Leader of the House ?

(2) What is the function of the Leader of the House ?

(3) What is the office or duty of the Speaker ?

(4) What is the main function of the Opposition ?

(5) When is the Opposition party to take over the Government ?

(6) What is an adjournment motion and when is it taken up for discussion ?

SECTION III

PRE´CIS-WRITING

INTRODUCTION

Pre´cis একটি ফরাসী শব্দ। উহার অর্থ সংক্ষিপ্তসার—summary বা abridgement. কোনও passage-এর pre´cis বলিলে বুঝায় যত কম কথায় সম্ভব উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। Substance ও pre´cis-তে অর্থগত কোনও পার্থক্য নাই। তবে প্রকৃতপক্ষে pre´cis সাধারণতঃ substance অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত হয়; substance-এ সমগ্র বিষয়টির সংক্ষিপ্ত মর্ম দেওয়া হয়, কিন্তু pre´cis-তে মূল বক্তব্যের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় সব কিছুই বর্জন করা হয়। Pre´cis-কে substance-এর substance বলা হয়। Pre´cis এমন হইবে যে উহা পড়িলেই মূল passageটির বক্তব্য স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

কোন Passage-এর pre´cis করিতে হইলে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করিবে :—

1. প্রথমে একবার passage-টি পড়িয়া সাধারণভাবে উহার বক্তব্য অবধারণ করিবে।

2. Passage-টি পুনরায় (দরকার হইলে একাধিক বার) পড়িয়া উহার মূল বিষয়বস্তু এবং উহা প্রকাশ করিতে কি কি মূল কথা বলা হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিবে।

3 Passage-টি পুনরায় পড়িয়া উহার সমস্ত details বুঝিয়া লইবে। তাহার পর পরীক্ষা করিয়া দেখিবে মূল বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করিতে উহার মধ্যে কোন্গুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং কোন্গুলি অপ্রয়োজনীয়।

4. এখন passage-টির মূল বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া সমগ্র passage-টির একটি সুসঙ্গত আখ্যা বা নাম (title) স্থির করিবে। ঐ আখ্যা বা নাম যেন বর্ণিত বিষয়ের প্রকাশক হয়। মূল কথা কোন্গুলি তাহা ঐ আখ্যাটি নির্দেশ করিবে।

5. এইরূপে যাহা অবধারিত হইল তাহা লিখিয়া ফেলিবে। আখ্যা, প্রধান বিষয়বস্তু এবং উহা প্রকাশ করিতে প্রধান প্রধান যে-সমস্ত কথা বলা হইয়াছে উহা লিখিবে এবং অপ্রয়োজনীয় কথাগুলি বাদ দিবে। এইরূপে pre´cis-এর একটি খসড়া তৈয়ারী হইবে।

6. এখন আসল précis লিখিবে। প্রথমেই মাথায় আখ্যা (title) লিখিবে। তাহার পর প্রয়োজনীয় কথাগুলি সুসম্বদ্ধযুক্ত করিয়া একটি স্বতন্ত্র রচনার আকারে লিখিবে। ইহাতে একটিও অপ্রয়োজনীয় কথা বা শব্দ থাকিবে না বটে, তবু ইহা কোনক্রমেই কাটা-কাটা বা ছাড়া-ছাড়া হইবে না। সমগ্রটি একটি মূল বক্তব্যের প্রকাশক সুসম্বদ্ধান্বিত রচনা হইবে।

7. অনেক সময় précis আকারে কত বড় হইবে, তাহা প্রশ্নেই উল্লিখিত থাকে। উহার উল্লেখ থাকিলে, উল্লিখিত সীমার মধ্যে তোমার précis লিখিবে। প্রশ্নে সীমার উল্লেখ না থাকিলেও উহা মূল passage-এর এক-তৃতীয়াংশের বেশি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। Substance মূল passage-এর অর্ধেক হইবে এবং précis এক-তৃতীয়াংশ হইবে, ইহাই সাধারণ আদর্শ। তবে এ-বিষয়ে কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম করা চলে না; প্রয়োজনবোধে précis ইহার কম বা বেশিও হইতে পারে। মোটের উপর কথা, উহা যত কম শব্দে সম্ভব প্রকাশিত হইবে।

নিম্নে précis লিখিবার আদর্শ প্রকাশিত হইল।

MODELS FOR PRÉCIS-WRITING

I

Original: One day, when Isaac was fifty years old, and had been hard at work for more than twenty years for studying the theory of light, he went out of his chamber, leaving his little dog asleep before the fire. On the table lay a heap of manuscript papers containing all the discoveries which Isaac Newton had made during those twenty years. When his master was gone, up rose little Diamond, jumped upon the table, and overthrew the lighted candle. The papers immediately caught fire. Just as the destruction was completed, Newton opened the chamber door, and perceived that the labours of twenty years were reduced to a heap of

ashes. There stood little Diamond, the author of all the mischief. Almost any other man would have sentenced the dog to immediate death. But Newton patted him on the head with his usual kindness, although grief was at his heart.

Title : Newton's sweetness of temper

Pre´cis : One day, while Newton was away from his study his dog jumped upon the table and overturned a lighted candle. His research papers, results of twenty years of hard labour, caught fire and were reduced to ashes. It was for him a severe blow, but he was not angry with the dog but was kind to him. Such sweetness of temper is rare.

II

Original : Born the son of a small *jaigirdar* in a remote corner in the Deccan, Sivaji carved out a kingdom for himself by the sheer force of his genius. But he did something more. He united the Marhatta people and turned them into a nation ; he endowed them with a share of his own genius and energy ; and he made them so great and strong that they continued for many years to be the chief power in India. In the course of his fighting Sivaji had many ups and downs. He was often defeated and routed by his foes ; sometimes he fell a captive into their hands, and sometimes his very life was in danger. But, in the end he won success and this he did, not simply by his valour in fighting, but also, to a very large degree, by the keenness of his intelligence.

Title : Sivaji's genius and achievements

Pre´cis : Though the son of a small *jaigirdar*, Sivaji became an independent king and organised the Marhattas into a powerful nation. He had to pass through all sorts of difficulties and was defeated in a good many battles but was successful in the end by dint of his bravery and the sharpness of his intelligence.

III

Original : A miser to make sure of his property, sold all that he had and converted it to a great lump of gold, which he concealed in a hole in the ground and went continually to visit and inspect it. This roused the curiosity of one of his servants, who suspecting that there was a treasure went to the spot in the absence of his master, and stole it away. When the miser went to the place and found the hole empty, he wept and tore his hair. But a neighbour who saw him in this extravagant grief, and learnt the cause of it, said, "Fret thyself no longer ; but take a stone and put it in the same place and think that it is your lump of gold ; for as you never meant to use it, the one will do as much good as the other."

Title : Value of money lies in its use and not in mere possession.

Pre'cis : A miser having converted his all to a lump of gold hoarded it underground for safety and often inspected the place. One of his servants made away with the treasure. Finding the miser wailing over the loss, a neighbour advised him to keep a stone there and regard it as his gold.

IV

Original : A painter had a long-cherished desire to paint a beautiful portrait. One day seeing a beautiful child in the street, he painted the child's portrait with a cheerful heart. All were charmed and praised it highly. Long after, the painter desired to paint another portrait in direct contrast to this one. After a long search he found in a prison an image of sin and painted it. The spectators were amazed and frightened when they saw the two pictures side by side. Enquiry disclosed that the second portrait was also of the same child now grown into a youth, the portrait of

whose childhood, the painter had drawn in his first picture. The unfortunate boy falling in bad company went astray.

Title : The degrading effect of bad company.

Pre'cis : A painter portrayed a beautiful boy to the appreciation of every spectator. Years later he portrayed a criminal for contrast and every spectator was horrified to see the image of sin. An enquiry revealed that evil company had turned the handsome boy into that vile criminal.

V

Original : Many stories are told of Mr. Lee, sometime District Judge of Murshidabad. Once he was going on foot to Kandi—a distance of nineteen miles from Murshidabad. He had not travelled very far when he saw an old woman groaning under the load of brinjals she was carrying. He took so great a pity on the old woman, that he not only carried the load himself some distance for the woman, but gave her a four anna bit. The old woman was so much overwhelmed with Mr. Lee's kindness that she went away blessing him from the bottom of her heart and praying the Giver of all good for his long life and prosperity.

Title : A good soul knows no distinction.

Pre'cis : Mr. Lee, a District Judge of Murshidabad, once on his way to Kandi, relieved a struggling old woman of her burden by carrying it for some distance and gave her some money too. The grateful woman thanked him for his kindness and went her way.

VI

Original : There once lived a contented cobbler who passed his time in working and singing from morning to night. A neighbour of his, a wealthy merchant, said to him one day, "How much a year do you earn, my good friend ?"

The cobbler laughing replied, "How much a year, Sir! I never reckon in that way, living as I do from hand to mouth; and somehow each day brings its meal and I am happy." The merchant then said, "Take these hundred crowns, preserve them carefully and use them in time of need." The cobbler who had never seen so much money at a time in his life before, hurried home and buried his treasure in the earth for safety; but alas! he buried his happiness with it, too. There was no more singing; his mirth fled the moment he acquired riches, for he was continually haunted by the fear of losing them. At length, unable to bear the distracting anxieties of wealth any longer, the poor man went to the merchant's house. "Give me back," cried he, "the unbroken slumbers and quiet contentment of my former life and take your money." So saying he returned the hundred crowns to the merchant with many thanks.

Title: Wealth is not worth the care it brings.

Précis: On seeing a poor but hard-working and contented cobbler, a rich merchant gave him some money to provide against a rainy day. The cobbler got the money but lost the cheer of heart. He returned the money with thanks and regained his cheerfulness.

VII

Original: All the great religious teachers of mankind have insisted on this that men ought not to live for themselves alone. We ought not, they have said, to spend all our time and energy in getting just what we want for ourselves, power and money and importance in the world. We ought to serve something greater than ourselves, whether a good cause or our fellowmen. It is by serving this something greater that men will forget themselves and so achieve

happiness. This or something like it is what the great religions have taught, and it is one of the most important of the things that civilization means. It is also the hardest to learn and practise; in fact most people have found it very hard.

Title : The teaching of the great religions

Pre'cis : Civilization means rising above self-interest and serving mankind or a noble cause. The great religions also point to the same way which is the surest road to happiness, though an extremely hard one.

VIII

Original : The city of Troy having been captured by the Greeks, the conquerors, after the first excitement of plunder had abated, began to feel pity for the misfortunes of the vanquished, and caused a proclamation to be made that every free-born citizen should be permitted to take away with him any one thing which he valued more highly than all else which had belonged to him. Upon this Aeneas surrendered everything else to have possession of his household gods. This conduct, however, excited in the minds of the Greeks so high an admiration of his piety that they gave him further leave to take away what he now valued most highly of all the things that remained. Immediately he took upon his shoulder and carried out of the burning city his aged father who was so infirm as to be unable to escape without assistance. This evidence of filial affection raised still more highly the admiration of the victors, and they allowed him to take everything which he had possessed. They declared that it would be unnatural in them to be enemies to men who gave such proofs of piety to the gods and of dutiful affection for parents.

Title : The magnanimity of the Greek conquerors

Précis : After their conquest of Troy, the Greeks permitted every citizen to leave with one single thing which he valued most. At this Aeneas preferred to take his household gods. Pleased with his piety, the Greeks gave him permission to carry what he next valued most, and he carried off his aged father. The admiring Greeks then allowed him to carry his all out of the burning city.

IX

Original : Speech is a great blessing, but it can also be a great curse ; for, while it helps us to make our intentions and desires known to our fellows, it can also, if we use it carelessly, make our attitude completely misunderstood. A slip of the tongue, the use of an unusual word, or of an ambiguous word, and so on, may create an enemy where we had hoped to win a friend. Again, different classes of people use different vocabularies, and the ordinary speech of an educated man may strike an uneducated listener as showing pride ; unwittingly we may use a word which bears a different meaning to our listener from what it does to men of our class. Thus speech is not a gift to use lightly without thought, but one which demands careful handling ; only a fool will express himself alike to all kinds and conditions of men.

Title : The right use of speech

Précis : Speech is a valuable gift ; but to make ourselves understood we must use it carefully. We may lead others to misunderstand us not only by the careless use of words but also by ignoring the fact that words do not always mean the same thing to different people.

X

Original : The student must persevere. Of course, he will meet with difficulties, not one or two or half a dozen

but with a legion; only as he advances, he will find each one easier to conquer than the last, and his continual success will give him a spirit of easy confidence. Of course, he will meet with difficulties; or where would be the glory and utility of study? We do not shower stars and laurels upon a general who marches across an undefended country, and meets with no opposition. Knowledge would lose half its beauty and much of its usefulness, if we could acquire it without a strenuous and incessant effort. The rapture lies in the struggle and not in the prize. It is the struggle that carries on that education of the soul and the development of character, that teaches patience and calmness, moderation and decision.

Title: The value of struggle

Précis: To struggle with difficulties has an educative value, besides having a joy of its own. It is the difficulties that make good things so valuable. So it is all for their good that students have to persevere and struggle with difficulties for the acquirement of knowledge.

EXERCISE

1. Shylock, the Jew, lived at Venice. He was a usurer, who had amassed an immense fortune by lending money at great interest to Christian merchants. Shylock being a hard-hearted man, exacted the payment of the money he lent with such severity that he was much disliked by all good men, and particularly by Antonio, a young merchant of Venice; and Shylock as much hated Antonio because he used to lend money to people in distress, and would never take any interest for the money he lent; therefore, there was great enmity between this covetous Jew and the generous merchant Antonio. Whenever Antonio met Shylock on the Rialto, he used to reproach him with his usuries and bad

dealings, which the Jew would bear with seeming patience while he secretly meditated revenge.

2. Towards the east of the ancient Kosala kingdom, the Sakya clan had a small semi-independent kingdom with their King Suddhodana of the Gautama family, and his son, the future Buddha, was born in 557 B. C. At the age of twenty he was married to Yasodhara, and ten years after this he had a son. The town of Kapilavastu resounded with notes of joy at the birth of this future heir to the throne Gautama, however, was of a contemplative turn of mind; he constantly pondered on human sufferings and sins, and wished to discover a remedy for these evils. These thoughts filled his heart; his wealth, his royal position, his beloved wife, and his newborn babe, could not prevent him from pursuing the great mission of his life.

3. A poor woman once came to Buddha to ask him whether he could give her any medicine to restore her dead child to life. The holy man, touched by the great sorrow of the woman, told her that there was only one medicine which could revive her son. He bade her bring him a handful of mustard seed from a house where death had never occurred. The sorrowing mother went from door to door seeking the mustard seed, but at every door she met with sad replies. One said, 'I have lost my husband.' Another said, 'Our youngest child died last year.' She returned with a heavy heart to the teacher and told him the result of her quest. Then Buddha told her that she must not think much of her grief, since death is common to all.

4. Once a great officer, with a view to testing the truthfulness of his subordinates, said to them that he could see the stars in the sky during the day time. On his so addressing them the whole crowd, except one, began to say at once, "Certainly, sir, we also can see them distinctly

shining in the sky." The other man kept silent during this time. The officer then turned towards him and asked whether he could see the stars. The man quietly replied, "Sir, I can hardly see anything in the blazing rays of the sun. I wonder whether I have had my eyes spoilt or whether you all have." The officer was greatly pleased with the man for his plain-speaking and truthfulness.

5. Once upon a time there were two brothers, one poor and the other rich. The rich one, who was a goldsmith, had a wicked heart; but the other brother was good and honest and gained his livelihood by making brooms. The poor fellow had twin children who were as much alike as one drop of water is to another; and the two boys often used to go to the rich brother's house, where they now and then got spare scraps of food to eat. It happened one day, when the poor man went to the forest to cut wood, he saw a bird which was all of gold and finer than any he had ever before seen. Then he took up a stone and threw it and by good chance he hit the bird; but only a golden feather fell from its wing and it flew away.

6. When night came, I lay down upon the grass, but I could not sleep an hour at a time, my mind was so filled with the fear of being alone in so lonely a place. After spending a great part of the night in anxiety, I got up and walked among the trees but not without fear of danger. When I had gone a little farther into the island, I saw an old man, who to me seemed very weak and feeble. I asked him what he did there, but instead of answering me he made a sign for me to take him upon my back and carry him over the stream. I thought he was really in need of my help, so I took him upon my back, and having carried him over, bade him get down.

7. Health is the most valuable of all earthly possessions. Without it all the rest are worth nothing. To enjoy good health we should refrain from excess in eating. We should eat moderately and not devour whatever we get. When you sit among many for a dinner, do not reach your hand out first of all. A little food is sufficient for us. Sound sleep comes of a light stomach. Such a man rises early in the morning and is at ease with himself. He lives long in health to do his duty.

8. When a young man would choose a career, he must not be alarmed by poverty. Want is a painful thing, but poverty does not always mean want. Often a man can live as satisfactorily as he does at present on half of his present income, or even a third. We waste a good deal of our money on useless luxuries. Little money is required by a man for his own contentment and happiness. But he has to spend much on social rivalry. One family is noted for its excellent dinners, the other for its costly furniture and another for its pictures or dress. I, who perhaps care for none of these things, am yet called upon to spend money on them all, simply because others do. But is not this ridiculous ?

9. Man is the architect of his own fate. If he makes a proper division of his time and does his duties accordingly he is sure to prosper and improve in life ; but if he does otherwise, he is sure to repent when it is too late and he will have to drag a miserable existence from day to day. To kill time is as culpable as to commit suicide, for our life is nothing but the sum-total of hours, days and years. Youth is the golden season of life. In youth, the mind is pliable and soft, and can be moulded into any shape we like. If we lose the morning hours of life, we shall have to repent afterwards. It is called the 'seed time' of life. If we sow good seeds, we shall reap a good harvest when we grow up.

10. Most birds cannot brave cold weather, but migrate to warmer climates to spend the winter. In the spring they return to their old haunts. These long journeys are possible because the bird has a sense of direction that shows it the way. A tiny humming bird flees hundreds of miles through the air with nothing to guide it but its homing instinct. Birds' legs have sometimes been marked with aluminium rings, and many facts of birds' migration have been proved by observing birds so marked. It is certain that some return year after year to the same neighbourhood and sometimes to the same nest. Birds have been taken from their nests and carried in cages hundreds of miles away from regions where they live, and yet they have returned.

11. One of Napoleon's favourite maxims was—"The truest wisdom is a resolute determination." His life, beyond most others, vividly showed what a powerful will could accomplish. He threw the whole force of body and mind direct upon his work. Imbecile rulers and the nations they governed went down before him in succession. He was told that the Alps stood in the way of his armies. "There shall be no Alps," he said, and the road across the Simplon was constructed through a district formerly inaccessible. "Impossible," said he, "is a word only to be found in the dictionary of fools." He was a man who toiled terribly with resolute determination.

12. Our ancestors had great difficulty in procuring books. Ours now is what to select. We must be careful what we read. There are, indeed, books and books; and there are books to which one may apply the sarcastic remark of Lord Beaconsfield made to an unfortunate author, 'I will lose no time in reading your book.' Others are more than useless and poison the mind with suggestions of evil. Few

perhaps realise how much the happiness of life and the formation of character depends on a wise selection of books we read. It is one thing to own a library ; it is quite another thing to use it wisely.

13. Trees give shade for the benefit of others, and while they themselves stand in the sun and endure scorching heat, they produce the fruit by which others profit. The character of good men is like that of trees. What is the use of this perishable body if no use is made of it for the benefit of mankind ? Sandalwood,—the more it is rubbed, the more scent does it yield. Sugarcane,—the more it is pressed, the more juice does it produce. The men who are noble at heart do not lose their qualities even in losing their lives. What matters it whether men praise them or not ? Happen what may, those who tread in the right path will not set foot in any other. To live for the mere sake of living our life is to live the life of dogs or cows. Those who lay down their lives for the sake of others will surely dwell for ever in the world of bliss.

14. There is no surer method of becoming good and, it may be, great also, than an early familiarity with the lives of great and good men. So far my experience goes, there is no kind of sermon so effective as the example of a great man. Here we see the thing done before us,—actually done —a thing of which we were not dreaming,—and the voice speaks to us with a potency as of many waters, 'Go thou and do likewise,' why not ? No doubt not every man is a hero ; and heroic opportunities are not given every day ; but if you cannot do the same thing, you may do something like it ; if you are not planted on as high or as large a stage, you can show as much manhood, and manifest as much virtuous persistence on a small scale. Every man may profit

by the example of truly great men, if he is bent on making the most of himself and his circumstances.

15. The Spartans were a very strange people—strange because they put honesty before cleverness, health before wealth, courage before cunning, and strength before all. They lived in the south of Greece over twenty centuries ago, but their fame is known throughout the west today. This is because they wanted to be fine men and not rich men, because they wanted to do things and not have things, because they wanted what was good for mind, body and soul, and not what was pleasant. To this day we call a man Spartan if we wish to say that he knows how to deny himself what he wants, that he is strong in character and that he 'eats to live' rather than lives to eat. The Spartans were better than the other Greeks because they had better aims. When the rest of Greece was trying to get rich and to live in luxury and splendour, Sparta was trying to get strong and to live it in such a way as should be the very best for mind, body and soul.

16. In large towns there are professional beggars. These persons are not worthy objects of our charity. Only those that cannot work for food have claims on our help. Hungry people, who in the course of their journey from one place to another, have no place where to stop and cook food for themselves, have also claims on our hospitality. Formerly, even respectable men used to call for breakfast or dinner at the house of a rich person well-known for his charities. These guests used to be very kindly treated; they were well fed and comfortably lodged. Nowadays this kind of hospitality is fast disappeariug particularly in prosperous towns.

17. An important part, too, of a schoolboy's life is the social life of the school. He has to mix up with the other boys of his school in the class-room, the playground and the hostel. A boy who is brought up and taught all along at home, especially if he is an only child, is likely to become selfish, shy and awkward in company; but in a school where he is one amongst many, he soon gets his corners rubbed off, and learns the important lesson of give-and-take, easy social manners, and thought for others. In him grows the spirit of fellow-feeling, co-operation. And very often he contacts friendship which will last him for life. This social life in the school, however, has its dangers as well; because there are bad boys in every school and these bad boys, unless caution is taken in time, may lead an innocent boy astray and bring him on the verge of ruin.

18 Nowadays much stress is being laid on games, for, in games the moral character is trained as well as the body, and the two act and react on each other. Games teach the players to act together, thus rousing a feeling of cooperation and duty to comrades. The member of a team who plays for himself only, who thinks only of showing off his own skill, his own strength, is of no use to the team; the boy who plays for his side, for the common object, who co-operates with the rest of the team, is a good player. What do you think of the goal-keeper who to show his fleetness of foot or strength of kick, runs out among the forwards and leaves the goal unguarded? He should soon be thrown out of the team and there should be put a player in his place who thinks first of his side and not of himself. In life this sense of being part of a whole means success of the country and lifting of it up in the scale of nations.

19. Labour is indeed the price set upon everything which is worth having in life. Nothing can be accomplished without it. The greatest of men have risen to distinction by unwearied fndustry and patient application. They may have inborn genius, their natures may be quick and agile, but they cannot avoid the penalty. Persevering labour, however, is not penalty ; work with hope is a pleasure. There is nothing so laborious', said St. Augustin, 'as not to labour.' Blessed is he, who devotes his life to great and noble ends, and who forms his well-considered plans with deliberate wisdom. It is not, however, in the noblest plans of life, but in the humblest, that labour avails most. Idleness wastes a fortune in half the time that industry makes. 'Fortune,' says the Sanskrit proverb, 'attendeth the Lion among men who exerts himself ; they are weak men who declare Fate to be the sole cause.'

20. There are books which are no books at all, and to read which is mere waste of time ; while there are others so bad that we cannot read them without great harm, which if they were men, we should kick into the street. It is no doubt good to be warned against temptations and dangers of life ; but anything that familiarizes us with evil is in itself an evil. So also there are others, happily many others, which no one can read without being the better for them. By useful literature we do not mean only what will help man in his business or profession. That is useful no doubt, but by no means the highest use of books. The best books raise us into a region of selfless thought where the troubles and anxieties of the world are almost forgotten.

SECTION IV
IDIOMATIC PHRASES

কয়েকটি word মিলিয়া বাক্যের মধ্যে একটি পদের অর্থ প্রকাশ করিলে তাহাকে phrase বলে। Phrase-এ subject ও finite verb থাকে না এবং উহা একটি part of speech এর ন্যায় ব্যবহৃত হয়।

বাক্য রচনায় আমরা অনেক সময় প্রয়োজনবশতঃ এইরূপ phrase গঠন করিয়া থাকি। কিন্তু প্রত্যেক ভাষার বাগ্‌ধারায় কতকগুলি বাঁধাধরা phrase আছে; বিশেষ অর্থ প্রকাশ করিতে উহার প্রয়োগ করিতে হয়। এইগুলিকে **idiomatic phrase** বলে।

ইংরেজী ভাষায় idiomatic phrase অসংখ্য। এই-সমস্ত phrase-এর সুষ্ঠু ব্যবহারের উপর ভাষার সৌন্দর্য্য অনেকাংশে নির্ভর করে। সেইজন্য যে-সমস্ত idiomatic phrase সচরাচর ব্যবহৃত হয় তাহাদের সহিত ছাত্রগণের পরিচয় থাকা দরকার। এই-সমস্ত phrase-এর গঠন প্রায়শঃ অপরিবর্তনীয়; উহাদের এক word-এর পরিবর্তে সমার্থক অন্য word ব্যবহার করা চলে না।

নিম্নে সাধারণতঃ ব্যবহৃত কতকগুলি idiomatic phrase-এর ব্যবহার-প্রণালী প্রদর্শিত হইল।

Noun Phrases

যে phrase একটি noun-এর ন্যায় ব্যবহৃত হয়, তাহাকে **noun phrase** বলে; যথা—

Apple of one's eye (নয়নের মণি, অত্যন্ত প্রিয়জন)—The child was the *apple of its mother's eye.*

Bed of roses (সুখময় জীবন, আরামপ্রদ অবস্থা)—Life is not a *bed of roses.*

Bed of thorns (উদ্বেগপূর্ণ জীবন বা অবস্থা)—The post proved to be *a bed of thorns* to him.

Birds of a feather (সমপ্রকৃতির লোকসমূহ)—*Birds of a* (or, *of the same*) *feather* flock together.

Bolt from the blue (বিনামেঘে বজ্রাঘাত)—The news of the death of Deshabandhu came upon the country as a *bolt from the blue.*

Bosom friend (প্রাণের সখা)—He is my *bosom friend.*

Burning question (জনসাধারণ কর্তৃক উত্তেজনার সহিত আলোচিত বিষয়)—Unemployment is the *burning question* of the day.

Capital punishment (প্রাণদণ্ড)—The murderer was awarded *capital punishment* by the judge.

Child's play (ছেলেখেলা)—It is no *child's play* to walk twenty miles a day.

Close-fisted man (কৃপণ লোক)—You cannot expect any charity from a *close-fisted man.*

Dead language (অপ্রচলিত ভাষা)—Latin is a *dead language.*

Dead letter (অপ্রচলিত নিয়ম)—That law is a *dead letter* now.

Flesh and blood (রক্তমাংসের দেহ ; মনুষ্য-প্রকৃতি ; স্বজন)—*Flesh and blood* cannot bear such an insult. The Indians in South Africa are our *flesh and blood.*

High time (উপযুক্ত সময়)—It is *high time* for us to learn Hindi.

Hue and cry (পালাল পালাল, ধর ধর, এই জাতীয় সোরগোল)—They raised a *hue and cry* after the thief.

Jack-of-all-trades (যে ব্যক্তি সকল কাজই কিছু কিছু জানে)—A *jack-of-all-trades* is a master of none.

Life and soul (প্রধান অবলম্বন, জীবনস্বরূপ)—Jawaharlal is the *life and soul* of the Congress.

Nick of time (ঠিক সময়)—You have come in the *nick of time.*

Red-letter day (কোন বিশেষ সৌভাগ্য বা আনন্দজনক ঘটনার তারিখ)—August 15 will ever remain a *red-letter day* in our country.

Stone's throw (অতি নিকটে)—He lives at a *stone's throw* from here.

Ups and downs (উত্থান-পতন)—There are *ups and downs* in life.

Adjective Phrases

যে phrase কোনও noun বা pronoun কে সোজাসুজি attributively অথবা predicate-এর অংশ হইয়া predicatively, qualify করে, তাহাকে adjective phrase বলে ; যথা—

All in all (সর্বেসর্বা)—The Prime Minister is *all in all* in the State.

At a loss (কিংকর্তব্যবিমূঢ়)—I was quite *at a loss* in the face of the danger.

At home (স্বচ্ছন্দচিত্ত)—I am quite *at home* here.

At sixes and sevens (বিশৃঙ্খল, বিপর্যস্ত)—All our affairs are *at sixes and sevens* now.

Fair and square (ন্যায়সঙ্গত)—His dealings are *fair and square.*

First and foremost (সর্বপ্রধান)—Education should be our *first and foremost* concern.

Hard and fast (ধরাবাঁধা)—This has no *hard and fast* rule.

In fault (অপরাধী)—One who is really *in fault* must be punished.

In one's good books (সুনজরে স্থিত)—I am not *in my master's good books.*

In vogue (প্রচলিত)--This style is much *in vogue* now.

Null and void (বাতিল)—The law has become *null and void.*

Of no account (কোন কাজের নহে)—He is a man *of no account.*

Out of date (সেকেলে)—That fashion is now *out of date.*

Out of sight (চক্ষুর অগোচর)—What is *out of sight* is soon out of mind.

Penny-wise and pound-foolish (বুদ্ধিকৃপণ, বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো [illegible])—Do not follow a *penny-wise and pound-foolish* policy.

Verb Phrases

কোন verb ও তাহার সহিত এক বা একাধিক শব্দযোগে একটি বিশেষ verb-এর অর্থ প্রকাশিত হইলে ঐ শব্দসমষ্টিকে verb phrase বলা যায়; যথা :—

Account for (কোন কিছুর জন্য কৈফিয়ৎ দেওয়া, কারণ নির্দেশ করা)—You will have to *account for* your conduct. I cannot *account for* his defeat.

Beat black and blue (গুরুতর প্রহার করা)—The thief was *beaten black and blue.*

Bell the cat (ঝুঁকি লওয়া, জেদ ধরা)—We have many good plans, but none *to bell the cat.*

Break in (বলপূর্বক ভিতরে প্রবেশ করা; শিখাইয়া বশ করা)—The dacoits *broke in* at night. A horse-breaker *will break in* the new horse.

Break open (ভাঙ্গিয়া খোলা)—The thief *broke open* the box.

Break out (প্রাদুর্ভূত হওয়া)—Cholera *has broken out* in the city of Calcutta.

Break the ice (নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করা)—Everybody was silent, and at last I had *to break the ice.*

Break up (বন্ধ হওয়া)—The school *breaks up* at 4 p. m.

Bring to light (প্রকাশ করা)—The secrets *have been brought to light.*

Build castles in the air (আকাশ-কুসুম রচনা করা)—A poor man will often *build castles in the air.*

Burst out crying or laughing (হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বা হাসিয়া উঠা)—He *burst out* crying or laughing like a mad man.

Call at (কোন স্থানে সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া)—I *shall call* at your **house tomorrow.**

Call for (চীৎকার করিয়া চাওয়া)—The patient *called for* water.

Call in question (সন্দেহ বা অবিশ্বাস করা)—His honesty cannot be *called in question.*

Carry away (লইয়া যাওয়া ; বিমুগ্ধ করা)—A jackal *carried away* the child. His eloquence *carried away* the audience.

Carry coals to Newcastle (তেলামাথায় তেল ঢালা)—It is not in my nature to *carry coals to Newcastle.*

Carry on (চালানো)—I cannot *carry on* my studies further.

Carry out (পালন করা)—You must *carry out* your father's orders.

Catch red-handed (হাতেনাতে ধরা)—The thief *has been caught red handed.*

Come across (সাক্ষাৎ পাওয়া)—I *came across* an old friend there.

Come down (নামা, কমা)—The price of rice *will* not *come down* soon.

Come round (আরোগ্য লাভ করা)—Take the medicine, and you *will* soon *come round.*

Come to light (প্রকাশ হইয়া পড়া)—The conspiracy *came to light.*

Come to terms (গোলযোগ মিটমাট করিয়া ফেলা)—The contending parties *came to terms.*

Come true (সত্যে পরিণত হওয়া)—What I said *has come true.*

Cut jokes (রসিকতা বা ঠাট্টাতামাসা করা)—Do not *cut jokes* with a person in distress.

Cut one's coat according to one's cloth (আয় বুঝিয়া ব্যয় করা বা অবস্থানুসারে চলা)—If you *do not cut your coat according to your cloth*, you will never prosper.

Cut short (হঠাৎ শেষ করা)—An accident *cut short* his life.

Dispose of (বিক্রয় করিয়া ফেলা)—He *has disposed of* his property.

Do one good (কাহারও উপকার করা)—Daily exercise *will* surely *do you good.*

Eat one's salt (কাহারও নিমক খাওয়া)—Some who once *ate our salt* have proved treacherous.

End in smoke (নিষ্ফল হওয়া)—My attempts *ended in smoke.*

Fall flat (ফলপ্রসূ হইতে অসমর্থ হওয়া)—His speech *fell flat* on the audience.

Fall short of (কোন কিছুর অপেক্ষা কম হওয়া)—The supply *fell short of* our need.

Fight shy of (অবিশ্বাস বা সন্দেহবশতঃ পরিহার করা)—People generally *fight shy of* the police.

Find fault with (কাহারও দোষ ধরা)—He seldom *finds fault with* others.

Get abroad (প্রচারিত হওয়া)—Many rumours about Netaji *have* now *got abroad.*

Get ahead of (অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রবর্তী হওয়া)—My brother *has got ahead* of me.

Get behind (পিছনে পড়া)—You are *getting behind* in studies.

Get out (বাহির হওয়া ; বাহির করা ; মুক্ত হওয়া ; প্রকাশিত হওয়া)—He was ordered *to get out* of the room. I *shall get out* the truth from him. I am trying *to get out* of the debt. The secret *will get out* some day.

Get through (আরোগ্য লাভ করা ; উত্তীর্ণ হওয়া ; সমাধা করা)—The patient will soon *get through.* He *got through* the examination creditably. I *shall get through* the work soon.

Give up (একেবারে পরিত্যাগ করা)—The boy *has given up* his studies.

Go abroad (বিদেশে যাওয়া ; প্রচার হইয়া পড়া) He *went abroad* to study science. The news soon *went abroad.*

Go after (অনুসরণ করা)—The police *went after* the thief.

Go ahead (অগ্রবর্তী হওয়া)—We must *go ahead* and must not look back.

Go mad (পাগল হইয়া যাওয়া)—The woman *has gone mad.*

Hold good (ঠিক খাটা)—The rule *holds good* here.

Hold one's tongue (চুপ করিয়া থাকা)—The teacher asked the impudent boy *to hold his tongue.*

Hope against hope (আশা প্রায় না থাকিলেও আশা করা)—We *hoped against hope* in that crisis.

Keep an eye on (কাহারও উপর নজর রাখা)—The police *kept an eye* on the old offender.

Keep comp.ny with (মেশামেশি করা)—Do not *keep company* with bad boys.

Laugh at (উপহাস করা)—Do not *laugh at* a lame man.

Lay down (পরিত্যাগ করা ; নির্ধারণ করা)—He *has laid down* his office. Father *has laid down* these rules.

Lave no stone unturned (চেষ্টার ত্রুটি না করা)—I shall *leave no stone unturned* to achieve my object.

Let loose (বন্ধনমুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া)—He *let loose* the bird from the cage.

Look after (তত্ত্বাবধান করা)—There is none *to look after* the orphan.

Look through (পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা)—I *have looked through* the book.

Lose one's temper (হঠাৎ রাগিয়া উঠা)—He often *loses his temper* over trifling matters.

Make common cause with (অন্যের সহিত একযোগে কাজ করা)—Peasants must *make common cause with* labourers to protect their own interests.

Make sure of (কোন বিষয়ে সুনিশ্চিত বা নিঃসন্দেহ হওয়া)—One must *make sure of* one's grounds before proceeding.

Make up—(পূরণ করা ; মিটাইয়া ফেলা ; পূর্ণ করা)—He must *make up* the loss incurred through him. *Make up* your quarrel at once. A little more is required *to make up* the amount.

Open one's mind to (নিজের মনের কথা কাহাকেও খুলিয়া বলা)—She *opend her mind to* her mother.

Pass away (তিরোহিত হওয়া ; পরলোকগমন করা)—Your difficulties *will* soon *pass away.* Rabindranath *passed away* at the age of eighty.

Pass on (হস্তান্তর করা ; অগ্রসর হওয়া)—*Pass on* the *book* to the next boy. We *passed on* without stopping.

Pass over (ছাড়িয়া যাওয়া)–I *passed over* the point by mistake.

Pay off (পরিশোধ করা ; পাওনা শোধ করিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া)—I can now easily *pay off* the debt. He *paid off* the servant for misbehaviour.

Put an end to (সমাপ্ত করা বা শেষ করা ; বিনষ্ট করা)—This will *put an end to* all your sufferings. The woman *put an end to* her own life.

Put off (খুলিয়া ফেলা ; স্থগিত রাখা)—He has *put off* his coat. The exmination has been *put off* for a month.

Put on (পরিধান করা ; আরোপ করা)—Children like to *put on* new clothes. He *put* blame *on* me for nothing.

Rain cats and doga (মুষলধারে বৃষ্টি হওয়া)—It *rained cats and dogs* for an hour this morning.

Rise in arms (সশস্ত্র অভ্যুত্থান করা)—They *rose in arms* against the tyrant.

Run across (হঠাৎ ধাক্কা লাগা)—The ship *ran across* a rock and was broken to pieces.

Run short (ফুরাইয়া আসা, কম পড়া)—Our provisions *ran short.*

Set free (অবরোধ হইতে মুক্তি দেওয়া)—I *set* the birds in the cage *free.*

Set out (রওয়ানা হওয়া ; প্রদর্শনের জন্য বিস্তৃত করা)—He has *set out* on a long journey. The hawker *set out* all his goods before me.

Set up (স্থাপিত করা বা খোলা ; খাড়া করা)—He has *set up* a school in his own village. A statue has been *set up* there.

Sit down (বিরত হওয়া বা সন্তুষ্ট হইয়া বসিয়া পড়া)—We cannot *sit down*; we must proceed in our search.

Stand in good stead (সাতিশয় উপকার-সাধক হওয়া, কাজে লাগা)—His friendship *stood* me *in good stead* when my business collapsed.

Take care (কোন কিছুর বা কাহারও যত্ন করা)—*Take care of* the minutes. and the hours *will take care of* themselves.

Take off (খুলিয়া ফেলা ; বিনষ্ট করা)—*Take off* your shoes. Cholera *took off* many lives last year.

Take one to task (তিরস্কার করা)—The teacher *took him to task* for neglect of duty.

Take pity on *or* **upon** (কাহারও দুঃখে দুঃখ বোধ করা)—He *took pity on* the poor beggar.

Take pride in (কোন কিছুর জন্য গর্ব বোধ করা)—We *take pride in* being Indians.

Talk big (লম্বা-চওড়া কথা বলা)—He always *talks big* but does nothing.

Throw dust in the eyes of (কাহারও চোখে ধূলা দেওয়া অর্থাৎ প্রতারিত করা)—You cannot *throw dust in the eyes of* a cautious man like him.

Turn a deaf ear to (কর্ণপাত না করা)—Men in power often *turn a deaf ear to* the wailings of the poor.

Turn over a new leaf (চরিত্র সংশোধন করিয়া নবভাবে জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করা)—Coming out from jail the man *turned over a new leaf*.

Turn up (উপস্থিত হওয়া ; ঘটা)—He *turned up* very late yesterday. Nobody knows what *will turn up* tomorrow.

Work out—(সমাধান করা ; কষা ; ফুরাইয়া ফেলা)—I *worked out* the problem. He *worked out* all the materials.

4. Adverbial Phrases

যে phrase কোন বাক্যে adverb-এর কার্য্য করে তাহাকে *Adverbial phraes* বলে ; যথা—

Above all (সর্ব্বোপরি)—Rabindranath was *above all* a poet.

After all (যাহা কিছু বলা, করা বা আশা করা হইয়াছে সমস্ত সত্ত্বেও)—The hero is *after all* a mortal being.

Again and again, over and over again, time and again (পুনঃ পুনঃ)—The Headmaster warned us *again and again* (or, *over and over again*, or, *time and again*) not to violate the rules.

As usual (সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে)—I shall go to bed at ten *as usual*.

Note : এটি প্রকৃতপক্ষে একটি clause, কারণ ইহা *as is usual* এই clause-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

At a stretch (একক্রমে)—I can walk ten miles *at a stretch*.

At all (আদৌ, বিন্দুমাত্র)—I am not *at all* afraid of sufferings.

At last (পরিশেষে)—He was successful *at last*.

At least (অন্ততঃ)—One should *at least* try to perform one's duties.

At one's finger-ends (নখদর্পণে)—He has grammar *at his finger-ends.*

At present (বর্তমানে)—There is *at present* no famine here.

Bag and baggage (তল্পিতল্পা-সমেত)—He left the place *bag and baggage.*

By all means—(সর্বপ্রকারেই, নিশ্চয়ই)—I shall help you *by all means.*

By hook or by crook (যেরূপ করিয়াই হউক)—A wicked man will gain his object *by hook or by crook.*

Every now and then (প্রায়ই)—He comes here *every now and then.*

Far and near, far and wide (সর্বত্র)—Gandhiji's name has spread *far and near* (or, *far and wide*).

For ever (চিরকালের জন্য)—Such things cannot go on *for ever* (or, *for ever and a day*).

For good (চিরকালের জন্য)—They left home *for good* (or, *for good and all*).

From time immemorial (স্মরণাতীত কাল হইতে)—The custom has been in vogue *from time immemorial.*

Here and there (এখানে সেখানে)—I travelled *here and there.*

In a word (এক কথায়, সংক্ষেপতঃ)—I shall tell you *in a word* what my intentions are.

In full (পুরোপুরি)—I shall pay you *in full.*

In time (যথাসময়ে ; পরিণামে)—You should come to dinner *in time.* The offender is sure to be punished *in time.*

Now and then (মাঝে মাঝে)—He writes to me *now and then* (or, *every now and then.*)

On foot (পদব্রজে)—He has travelled twenty miles *on foot* today.

Out of doors (ঘরের বাহিরে)—Do not go *out of doors* in the rain.

Safe and sound (নিরাপদ ও ভাল অবস্থায়)—He has returned home *safe and sound.*

To the last (শেষ পর্য্যন্ত)—I shall stand by you *to the last.*

Under lock and key (তালাচাবি বন্ধ করিয়া)—The document is kept *under lock and key.*

With one voice (সমস্বরে)—People praised him *with one voice.*

5 Prepositional Phrases

যে phrase কোন sentence-এ preposition-এর মত ব্যবহৃত হয় তাহাকে *prepositional phrase* বলে ; যথা—

At home in (সম্পূর্ণ দক্ষ)—The boy is quite *at home in* arithmetic.

At the top of (চূড়ায় ; উচ্চতম সীমায়)—He was always *at the top of* his class. He shouted *at the top of* his voice.

By dint of (শক্তিতে, সহায়তায়)—He earned his position *by dint of* industry.

By means of (উপায়ে)—He achieved his object *by means of* cunning.

For the purpose of (উদ্দেশ্যে)—He went home *for the purpose of* getting married.

In addition to (ছাড়াও)—He gave me some books *in addition to* the money.

In consideration of (বিবেচনায়)—He was granted a pension *in consideration of* his long service.

In course of (কোন কিছু চলিবার অবস্থায়)—I came to know of many new things *in course of* my travels.

In front of (সম্মুখে)—He stood *in front of* his house.

In honour of (সম্মানার্থে)—Meetings were held everywhere *in honour of* the President.

In quest of (অনুসন্ধানে)—He has gone to Delhi *in quest of* (or, *in search of*) some employment.

In respect of (বিষয়ে)—He is my senior *in respect of* age.

Instead of (পরিবর্তে)—*Instead of* me, my brother will do it.

In the midst of (মধ্যে)—He was calm *in the midst of* dangers.

With a view to (উদ্দেশ্যে)—He flattered the rich man *with a view to* gaining his favour.

6. Conjunctional Phrases

Conjunction-এর ন্যায় ব্যবহৃত শব্দসমষ্টিকে *conjunctional phrase* বলে ; যথা—

As if (যেন)—He looked *as if* he were really sorry.

As long as (যে পর্যন্ত)—I shall be here *as long as* he is here.

As soon as (যে মুহূর্তে)—He came in, *as soon as* his brother left.

As well as (এবং)—He was honest *as well as* simple.

In case (যদি এরূপ হয় যে)—*In case* we fail, we must make another attempt.

In order that (এই অভিপ্রায়ে যে, যাহাতে)—I laboured hard, *in order that* I might stand first.

7. Interjectional Phrases

For shame (ধিক্)—*For shame* ! You have told a lie.

Good heavens (কি আশ্চর্য, হায় ভগবান্)—*Good heavens* ! Your own son went against you.

Dear me (হায় হায়)—*Dear me* ! I have failed this year too.

Well done (সাবাস)—*Well done* ! You have won the prize.

8. Miscellaneous Phrases

Sick of something (কোন কিছুতে বিরক্ত)—She has now become *sick of life.*

Taken aback (বিস্ময়াবিষ্ট)—I am *taken aback* to hear of his defeat.

Well off (সচ্ছল)—He is very *well off* now.

Be beside oneself (আত্মহারা হওয়া)—He was *beside himself* with joy to hear of his good fortune.

Bid fair (কোন কিছু ঘটিবার সম্ভাবনা থাকা)—Our friendship *bids fair* to be lasting.

Beggar description (বর্ণনাতীত হওয়া)—The condition of the refugees *beggars description.*

Bring to light (প্রকাশ করা)—Your secrets will soon be *brought to light.*

Call a spade a spade (উচিত কথা বলা)—I do not fear *to call a spade a spade.*

Catch a Tartar (শক্ত লোকের পাল্লায় পড়া)—I found that I had *caught a Tartar* in him.

Come to grief (কষ্টে বা বিপদে পতিত হওয়া)—The impudent man soon *came to grief.*

Die a dog's death (অবহেলিতভাবে মরা)—The poet *died a dog's death* in his old age.

Lose ground (পিছুহটা)—As we advanced, the enemy began *to lose ground*

Take heart (or, courage) (সাহস অবলম্বন করা)—You must *take heart* (*or, courage*) and face every danger.

Take offence (বিরক্ত হওয়া)—*He took offence* at everything I said.

Exercise

1. *Make sentences with the following* :—

(*a*) A burning question, bosom friend, flesh and blood, life and soul, red-letter day, stone's throw, at home, at sixes and sevens, in vogue, in fault, out of date, break out, build castles in the air, call at, come to light, cut jokes, hold good, hard and fast, fall flat, give up, hold good, leave no stone unturned, look through, stand in good stead, account for, open one's mind to, put an end to, set out, take off, take pride in, turn a deaf ear to.

(*b*) As usual, at a stretch, at all, by hook or by crook, far and near, in a word, at one's finger ends, bag and baggage, in time, from time immemorial, for good, at home in, in consideration of, in front of, in addition to, in respect of, with a view to, as if, as well as, in case.

(*c*) In order that, as soon as, by dint of, with one voice, on foot, by hook or by crook, capital punishment, life and soul, beat black and blue, hard and fast, at a loss, bring to light, in order that, well done.

2. *Make illustrative sentences with the following* :—

(*a*) Carry out, come across, let off, make up, put off, turn up, pass away, set out. (B.S.E. 1953)

(*b*) Come round, deal in, draw up, fall through, hold up, lay by, put out, stand by, tell upon. (B.S.E. 1958)

3. *Illustrate the difference in meaning between* :—

(*a*) (i) take up, take off ; (ii) give in, give up ; sit out, sit for ; (iv) make for, make out. (B.S.E. 1955)

(*b*) (i) break in, break in upon ;
(ii) call at, call in ;
(iii) carry on, carry out ;
(iv) look upon, look down upon ;
(v) put up, put up with ;
(vi) set in, set up ;
(vii) break in, break in upon ;
(viii) turn aside, turn away ;
(ix) come up, come up to ;
(x) come of, come off ;
(xi) pass by, pass through.

PART II

FOR CLASS X

SECTION I

FREE TRANSLATION

CHAPTER I

IDIOMATIC USES OF SOME BENGALI NOUNS

কথা

তিনি এক কথার লোক—He is a man of his word.

তাহার সহিত আমি কথা বলি না—I am not on speaking terms with him.

তাহাকে একবার যখন কথা দিয়াছি আর তাহা ফিরাইতে পারি না—Once I have given him my word, I cannot go back upon it.

সে নিজের কাজে এত ব্যস্ত যে তাহার পরের কথায় থাকিবার সময় নাই—He is so busy with himself that he has no time to bother about others.

ওসব বাজে কথা ছাড়িয়া কাজের কথা বল—Drop that nonsense and come to the point.

এখন কথাটা এই যে কে এবিষয়ে নেতৃত্ব করিবে—Now the question is who will take the lead in the matter.

তিনি কেমন করিয়া সর্বস্বান্ত হইলেন, সে অনেক কথার কথা—It is a long story how he came to lose his all.

ভাল কথা, তোমাদের স্কুলটি চলেছে কেমন?—By the by, how is your school going on?

তাঁহার আজ সন্ধ্যায় এখানে আসিবার কথা আছে—He is expected here this evening.

এ ত ভাল কথা—This is a good idea, to be sure.

টাকার কথা তুলিলে সকলেই চুপ করিয়া রহিল—When the question of money was raised, all kept quiet over it.

তাঁহার সহিত এ বিষয়ে আমার কোন কথা হয় নাই—I had no talk with him on this subject.

দশ হাজার টাকা কি কথার কথা?—Is ten thousand rupees a matter of joke?

আসল কথা, তিনি লোকটাকে আদৌ পছন্দ করেন না—The truth (*or*, fact) is that he does not like the man at all.

কাজ

এই কলমেই আমার কাজ চলিবে—This pen will do for me.

কিন্তু এইটি কোন কাজেই লাগিবে না—But this one will be of no use at all.

এসব কথায় তোমার কাজ কি ?—What have you got to do with all this ?

তিনি যে কোন কাজের ন'ন একথা সকলেই জানে—Everybody knows that he is good for nothing.

তোমার সহিত আমার একটি জরুরী কাজের কথা আছে—I have a very important talk with you.

সে আগাগোড়া মূর্খের মত কাজ করিয়াছিল—He acted the fool all through.

দুই বৎসরের উপর তাঁহার কোন কাজ ছিল না—He was out of employment for over two years.

ঔষধটির দ্রুত কাজ দেখিয়া আমরা আশ্চর্য হইয়াছিলাম—We wondered at the quick action of the medicine.

তাহার পক্ষে ইহা খুব সহজ কাজ হইবে না—It will be no easy job for him.

মাথা

বালিকাটির মাথায় প্রচুর চুল—The girl has a fine head of hair.

আমি ভাবিতেছি তাহার মাথা খারাপ হইল কি না—I wonder if he is off his head.

অঙ্কে ছেলেটির একেবারেই মাথা নেই—The boy has no brains at all for mathematics.

এককালে আইনজীবিগণই আমাদের দেশের মাথা ছিলেন—The lawyers were once the leaders in our country.

মাতা আদর দিয়া ছেলেটির মাথা খাইয়াছেন—The mother has spoiled her son by over-indulgence.

প্রত্যহ নিয়মিতভাবে মাথা আঁচড়াইও—Comb your hair regularly every day.

সে কি মনে করে যে সে আমার মাথা কিনিয়াছে ?—Does he think that I have sold myself to him ?

মন

আমি বক্তৃতাটি আগাগোড়া মন দিয়া শুনিয়াছিলাম—I attended to the lecture from start ro finish.

আমি তাহাকে আমার নিজের ভাইয়ের মত মনে করি—I look upon him as my own brother.

মনের মত চাকর আমার কখনও জুটিল না—I could never find a servant after my heart.

যাহাই কিছু কর না কেন দেখিবে তাঁহার মন পাইবার উপায় নাই—Whatever you may do, you will find that he is very hard to please.

তাহার নামটি আমার মনে পড়িতেছে না—I cannot call up his name.

ঘটনাটি আমার আদৌ মনে নাই—The incident has slipped out of my memory altogether.

মুখ

ছেলেটি বড় মুখচোরা—The boy is very shy.

ফোঁড়াটি মুখ লইয়া উঠিতেছে—The boil is coming to a head.

আমাদের কাছে পুনরায় আসিবার মুখ কি তাহার আছে?—Has he the cheek to approach us again?

অবশেষে ভাগ্যদেবী তাহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন—Fortune has at last smiled on him

মুখের জোর না থাকিলে কেহ ভাল উকিল হইতে পারে না—One cannot be a good pleader if one lacks the gift of the gab.

তাহার অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া সকলে মুখ টিপিয়া হাসিয়াছিল—All laughed in their sleeve to see his queer manners.

তুমি অমন মুখ ভার করিয়া আছ কেন?—Why do you look so gloomy?

হাত

অতুলবাবু হাতভারী লোক—Atul Babu is a close-fisted man.

চোরটি হাতে-নাতে ধরা পড়িয়াছে—The thief has been caught red-handed.

তিনি হাত নাগাদ সব হিসাব চুকাইয়া দিয়াছেন—He has settled all accounts up to date.

ডাক্তার রোগীর হাত দেখিয়া বলিলেন তাহার জ্বর নাই—The doctor felt the pulse of the patient and said that his fever was off.

ছবি আঁকায় তাঁহার হাত খুব পাকা—He is a good hand at painting.

আমি শুনিলাম চাকুরিটি সম্পূর্ণ তাহার হাতেই আছে—I understand that the job is lying entirely at his disposal.

পা, পদ

অনেক জন্তু আছে যারা চারি পায়ে হাঁটে—There are many animals that walk on all fours.

তাহাকে প্রায় প্রতিপদেই বিপদের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল—He had to struggle with difficulty almost at evey step.

অফিসে কোন পদ খালি নাই—There is no post vacant in office.

আর এক পা বাড়াইলে বিপদে পড়িবে—Take one step forward and you court danger.

Exercise 1

Translate into English :—

(a) ডাক্তার রোগীর হাত দেখিয়া বলিলেন তাহার জ্বর হইয়াছে। সুশীল বাবুর মাথা যে খারাপ হইয়াছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। সাবধানে না চলিলে তোমাকে পদে পদে ঠকিতে হইবে। তাহাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া (by the sweat of his brow) টাকা উপার্জন করিতে হয়। কাজের লোকের আদর (comes to be appreciated) সর্বত্র। সে ত বেশ ভাল কথাই বলিয়াছে। তিনি আমাকে তাঁহার পুত্রের মতই মনে করিতেন। রোগের জীবাণু (germs) চর্মচক্ষে দেখা যায় না (not visible to)।

(b) আমি এই ব্যাপার লইয়া আদৌ মাথা ঘামাইতে প্রস্তুত নহি। চোরটি আমাদের চোখে ধূলা দিয়া পলাইয়া গেল। তুমি যদি পরিশ্রম কর, ভগবান্ তোমার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবেন। এ বিষয়ে সম্ভবতঃ তাঁহার কোন হাত ছিল না (had no hand in)। তিনি যে উপদেশ দিলেন, উহা সর্বদা মনে রাখিও। তাহার বীরোচিত কাজ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। চোরেরা পূর্ব হইতেই বাড়ির চাকরটাকে হাত করিয়া (win over) লইয়াছিল।

CHAPTER II

IDIOMATIC USES OF SOME BENGALI ADJECTIVES

ভাল

ঈশ্বর তোমার ভাল করুন—May God bless you.

সে অঙ্কে খুব ভাল—He is very strong in mathematics.

তাহার অসুখ ভাল হইয়াছে—He has recovered from illness.

এ কাজ করলে তোমার ভাল হবে না—It will go hard with you if you do this.

কাল রাত্রিতে আমার ভাল ঘুম হয় নাই—I had no sound sleep last night.

ভাল দিন—an auspicious day. ভাল খবর—good news. ভাল কাপড়-চোপড়—fine clothes. ভাল মানুষ—a good-natured man

মন্দ

এ আমোদ মন্দ নয়—This is pretty good fun.

সে বড় মন্দ কথা বলে নাই—He has made a rather good suggestion.

তাহার কপাল মন্দ তাই অসময়ে তাহার বাবা মারা গেলেন—Unluckily for him, his father died before his time.

আজকাল পাটের বাজার বড় মন্দা—The jute market is very dull nowadays.

যদি নিতান্তই মন্দ ঘটে, আমি আর কি করিতে পারি—If the worst comes to the worst, I cannot help it.

মন্দ ভাগ্য—bad luck. মন্দ গতি—slow movement. মন্দ মন্দ বায়ু—a gentle breeze

বড়

মদন সর্বদাই বড় বড় কথা বলে—Madan always talks big.

বড়বাবু মোটা মাহিনা পান—The head clerk gets a fat salary.

আমি বড় লোকদের সংস্রব এড়িয়ে চলি—I keep away from big people.

বড় ভাই—an elder brother. বড় দিন—Christmas. বড় বংশ—a high family. বড় রাস্তা—a big road. বড় গোলমাল—a great noise. বড় বিপদ্—a great danger

ছোট

তুমি এসব ছোট কথায় থাক কেন ?—Why do you bother about these small matters ?

এসব ছোটখাট জিনিস লইয়া তোমাদের ঝগড়া করা উচিত নয়—You should not quarrel over these trifles.

ছোট লোক—a mean fellow. ছোট বাড়ি—a small house. ছোট ভাই—a younger brother. ছোট শিশু—a little child

মোটা

ঐ লোকটির বুদ্ধি একেবারে মোটা—That man is a blockhead.

তিনি একটি মোটা দাঁও মারিবার চেষ্টায় আছেন—He is trying for a big hunt.

আমি মোটা চালচলনই পছন্দ করি—I like a plain style of living.

মোটা ভাত মোটা কাপড়ের জোগাড় করিতে পারিলে আমি আর কিছু চাই না—If I can get the barest necessaries of life, I shall want nothing else.

মোটা চাউল—coarse rice. মোটা বেতন—a fat salary. মোটা কাগজ—thick paper. মোটা বুদ্ধি—dull understanding

সরু

সরু চাউল—fine rice. সরু সুতা—fine yarn. সরু গলা—a low voice. সরু কলম—a pointed pen. সরু গলি—a narrow lane. সরু কোমর—a slender waist

পাকা

ছেলেটি ইচড়ে পাকা—The boy is precocious.

আমি তাহাকে আমার পাকা কথা দিয়াছি—I have given him my final word.

কাজটি গ্রহণ করিবার পূর্বে তাহার সহিত কথা পাকাপাকি করিয়া লইও—Have all terms settled with him before you take up the work.

পরীক্ষা অন্তে দেখা গিয়াছে তিনি পাকা সোনা—He has been tested and found to be pure gold.

পাকা বাড়ি -a brick-built house. পাকা রাস্তা—a metalled road. পাকা কাঠ—seasoned wood. পাকা চোর—a confirmed thief. পাকা মাতাল—a dead drunkard. পাকা চুল—grey hair. পাকা রং—a fast colour. পাকা খবর—an authentic news. পাকা বদমায়েস—a hardened criminal

কাঁচা

সে ইংরেজীতে কাঁচা—He is very weak in English.

তাহার হাতের লেখা কাঁচা—His handwriting is immature.

অফিসের কাজে সে কাঁচা লোক—He is a raw hand in office work.

কাঁচা মাংস—raw meat. কাঁচা আম -a green mango. কাঁচা বাড়ি —mud-built house. কাঁচা রুটি—unbaked bread. কাঁচা দুধ—unboiled milk. কাঁচা বয়স—tender age. কাঁচা লোক—an inexperienced man

নরম

নরম মেজাজ—a mild temper. নরম মাটি—soft soil. নরম বাজার —a dull market. নরম বিছানা—a soft bed. নরম ভাষা—mild language. নরম মাছ—slightly rotten fish

গরম

তিনি এক গরম বক্তৃতা দিলেন—He made an exciting speech.

এই দৃশ্য দেখিয়া তাহার রক্ত গরম হইয়া উঠিল—His blood was up as he saw the sight.

টাকার গরমে একদিন তিনি দুনিয়াকে গ্রাহ্য করিতেন না—Once he defied the world for his pride of purse.

গরম দুধ—hot milk. গরম কাপড়—warm clothes. গরম নাড়ী—rapid pulse. গরম মেজাজ—hot temper. গরম গরম খবর—latest news. গরম খাদ্য—rich food. মাথা-গরম লোক—a hot-headed fellow. গরম কথা—hot words

শক্ত

হরিবাবু বড় শক্ত লোক—Hari Babu is a hard man to deal with.

আমি তাহাকে বেশ শক্ত দুকথা শুনাইয়া দিলাম—I gave him a bit of my mind.

শক্ত প্রশ্ন—a stiff question. শক্ত সমস্যা—a hard problem. শক্ত অসুখ—a serious disease. শক্ত মাংস—tough meat. শক্ত কাজ—a hard task. শক্ত মাটি—hard soil. শক্ত লোক—a strict man

ঠিক

তুমি ঠিক চারটায় আসিবে—You will come just at four.

আমি ঠিক জানি যে তিনি এখন আর চাকুরি করেন না—I know it for certain that he is no longer in service.

তাহার কথার কোন ঠিক নাই—He is not a man of his word.

ঠিক সময়ে—in time. ঠিক উত্তরে—due north

ঘন

ঘন চুল—thick hair. ঘন কুয়াসা—dense fog. ঘন দুধ—condensed milk. ঘন শ্বাস—quick breathing. ঘন বসতি—thick population. ঘন অন্ধকার—deep darkness. ঘন বন—a dense forest. ঘনবসতিপূর্ণ স্থান—a congested area. ঘন পদার্থ—solid matter

ভয়ানক

সে একজন ভয়ানক লোক—He is a dangerous man.
আজ ভয়ানক শীত পড়েছে—It is awfully cold today.

ভয়ানক দৃশ্য --a horrible sight. ভয়ানক শব্দ—a dreadful sound. ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড—a terrible fire. ভয়ানক হত্যাকাণ্ড—an atrocious murder

Exercise 2

Translate into English :—

(a) তাহার শরীর ভাল যাইতেছে না (not keeping good health)। আমি সোজা পাকা রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইলাম। এ ধরনের কাজে সে একেবারেই পাকা নয়। বন্যায় অসংখ্য কাঁচা বাড়ি ভাসিয়া গিয়াছে (have been washed off)। সে বড় বড় লোকের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায় (in high circles)। তাহার মত ছোটলোক তুমি কম দেখিতে পাইবে। "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় করে নে রে ভাই।"

(b) আমি ঠিক সময়ে স্টেশনে পৌছাইতে না পারায় গাড়িটি পাইলাম না (missed)। তাহার বিবাহের কথা পাকা হইয়া গিয়াছে। কোন কোন অসভ্য জাতি এখনও কাঁচা মাংস খায়। সম্প্রতি আমাদের শহরে একটি ভয়ানক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। বিমলের অসুখ এখনও ভাল হয় নাই। আজকাল সরু চাউলের দাম খুব বেশি। এবারকার পরীক্ষার প্রশ্নগুলি খুব সহজ হইয়াছে। আজ সমস্ত দিন আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া আছে।

CHAPTER III

IDIOMATIC USES OF SOME BENGALI VERBS

উঠা

এখনও রৌদ্র উঠে নাই—The sun is not up as yet.

আমাদের গ্রামের স্কুলটি উঠিয়া গিয়াছে—The school in our village has been abolished.

তাহার মাথার চুল উঠিয়া যাইতেছে—The hair of his head is falling off.

একটি গুজব উঠিয়াছে যে রামবাবু আবার বিবাহ করিবেন—There is a rumour in the air that Ram Babu will marry again.

আমরা বৃদ্ধ লোকটিকে আমাদের গাড়িতে উঠাইয়া লইলাম—We gave the old man a lift in our car.

এই কথা শুনিয়া সে রাগিয়া উঠিল—He flew into a rage as he heard this.

আমরা আগামী রবিবার এই বাড়ি হইতে উঠিয়া যাইব—We shall shift from this house on Sunday next.

উত্তীর্ণ ছাত্রদের তালিকায় তাহার নাম উঠে নাই—His name does not appear in the list of successful candidates.

গাছে উঠা—to climb a tree. দোকান উঠাইয়া দেওয়া—to close down a shop. দাঁত উঠা—to cut a tooth. সকালে উঠা—to get up early. গাড়িতে উঠা—to get into a carriage

কাটা

তুমি সুতা কাটিতে জান কি ?—Do you know how to spin ?

শেষের এই কথাটি কাটিয়া দাও —Scratch out this last word.

আমার সময় কাটিতে চাহে না—Time hangs heavy on me.

তিনি বড় কষ্টে দিন কাটাইতেছেন—He is having a very hard time of it.

তাহার বইখানি হু হু করিয়া কাটিতেছে—His book is selling like hot cakes.

পোকায় আমার কয়েকখানি দামী কাপড়-চোপড় কাটিয়া দিয়াছে—Moths have eaten into some of my costly garments.

স্কুলের বেতন না দেওয়ায় তাহার নাম কাটা গিয়াছে—His name has been struck off the rolls for non-payment of school fees.

একটি ভিক্ষুক আজ ট্রেনের নীচে কাটা পড়িয়াছে—A beggar has been run over by a train today.

শস্য কাটা—to reap corn, কাঠ কাটা—to hew wood. পেন্সিল কাটা—to sharpen a pencil. গাছ কাটা—to fell a tree. আঙুল কাটা—to cut a finger. চুল কাটা—to clip hair

খাওয়া

এখানকার কয়েকজন কর্মচারী যখন-তখন ঘুষ খায়—Some of the employees here take bribe right and left.

তিনি হীরেন বাবুর চাকুরি খাওয়ার মতলব করিতেছেন—He is planning to get Hiren Babu sacked.

তিনি যে শেষ মুহূর্তে ডিগবাজী খাইবেন কে জানিত?—Who knew that he would take a somersault at the last moment ?

তোমাকে আজ বেশ একচোট বকুনি খাইতে হইবে—You are in for a good scolding today.

ভাত খাওয়া—to have one's meals. চুরুট খাওয়া—to smoke cigars. হোঁচট খাওয়া—to stumble. বেত খাওয়া—to get a caning. পান খাওয়া—to chew betel leaves. দুধ খাওয়া—to drink milk

খাটা, খাটানো

এ ক্ষেত্রে এ নিয়ম খাটে না—This rule does not hold good here.

তিনি তাঁহার ব্যবসায়ে অনেক টাকা খাটাইয়াছেন—He has invested a big amount in his business.

তাহার কাছে তোমার এসব চালাকি খাটিবে না—You will not be able to outwit him by all these tricks.

লোককে কি করিয়া খাটাইতে হয় তাহা তিনি জানেন—He knows how to make people work.

মশারি খাটানো—to put up a mosquito curtain. তাঁবু খাটানো—to pitch a tent. সুদে টাকা খাটানো—to lend money at interest

খোলা

ভিতরে যাইবার পূর্বে জুতা খুলিয়া ফেল—Put off your shoes before you go in.

আমাদের গ্রামে শীঘ্রই একটি স্কুল খোলা হইবে—A school will soon be started in our village.

আগামী সোমবার আমাদের স্কুল খুলিবে—Our school will reopen on Monday next.

আমি তাঁহার সহিত মন খুলিয়া কথা বলিয়াছিলাম—I opened my heart to him.

সে সব কথা খুলিয়া বলিল না বলিয়া আমি বিরক্ত হইলাম—I felt disgusted as he minced matters.

এই বন্দীর শৃঙ্খল খুলিয়া দাও—Take off the chains of this prisoner.

নৌকা খোলা—to unfasten a boat. দরজার তালা খোলা—to unlock a door. টুপি খোলা—to take off a hat. গেরো খোলা—to untie a knot. (জামা, কাপড়) খোলা—to put off

চলা, চলানো, চালানো, চালান

আমার ভজুয়া চাকরটি না হইলে চলে না—I cannot do without my servant Bhajua.

তোমার পড়াশুনা কেমন চলিতেছে ?—How are you getting on with your studies ?

এই নিয়মটি আগামী ১লা অক্টোবর হইতে চলিতে থাকিবে—This rule will come into force from 1st October next.

তাঁহার বিরুদ্ধে একটি বড়যন্ত্র চলিতেছিল—A conspiracy was being hatched up against him.

এই অল্প আয়ে আমার সংসার চালানো দায়—It is difficult for me to maintain my family with this small income.

ইহাতে আমার কাজ চলিবে না—This will not serve my purpose.

এই কুপ্রথাটি এখনও চলিতেছে—This evil custom is still in vogue.

পুলিস দশজন লোককে বিচারের জন্য চালান দিয়াছে—The police have sent up ten men for trial.

সে প্রায় ছয়মাস ধরিয়া জোর ব্যবসায় চালাইতেছে—He has been carrying on a brisk business for about six months.

এই ঘড়িটি ঠিক চলিতেছে না—This watch is not keeping good time.

পাখাটা চালাইয়া দাও—Please start the fan.

তিনি নিজেকে একজন নেতা বলিয়া চালাইতে চান—He wants to pass for a leader.

বিদেশে মাল চালান দিবার উদ্দেশ্যে তাহারা একটি কোম্পানি গঠন করিয়াছে—They have formed a company to export goods to foreign countries.

ছাড়া, ছাড়ানো

সিদ্ধার্থ অল্প বয়সে সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন—Siddhartha renounced the world at an early age and became an ascetic.

আমার মনে হয় এখন তাহার জ্বর ছাড়িয়াছে—I think his fever is off now.

কোন মতেই তোমার এই সুযোগ ছাড়া উচিত নয়—You should not let slip this opportunity on any account.

কবিতাটি আবৃত্তি করিবার সময় সে কয়েকটি লাইন ছাড়িয়া গেল—While reciting the poem, he skipped over a few lines.

রোগীটির নাড়ী ক্রমশঃ ছাড়িয়া যাইতেছে—The pulse of the patient is sinking gradually.

একবার যদি কোন কু-অভ্যাস কর, উহা ছাড়িতে কষ্ট হইবে—Once you get into a bad habit, it will be hard for you to break it off.

আমি আমার চাকরটিকে ছাড়াইয়া দিয়াছি—I have dismissed my servant.

ম্যাজিষ্ট্রেট ছেলেটিকে ধমক দিয়া ছাড়িয়া দিলেন—The magistrate let the boy off with a warning.

সে রোজ রাত্রে তাহার কুকুরটিকে ছাড়িয়া দেয়—He lets his dog loose every night.

লোকটি এখন আমার হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে—The man is out of my control now.

মা আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না—Mother cannot live away from me.

তোলা

তিনি পতাকাটি তুলিলে আমরা সকলে উহাকে নমস্কার করিলাম—As he hoisted the flag, we all saluted it.

সে আমাকে প্রায় পাগল করিয়া তুলিয়াছে—He has driven me almost mad.

মতিবাবু তাঁহার কারবারটি তুলিয়া দিয়াছেন—Mati Babu has wound up his business.

ডাক্তার আমাকে একটি দাঁত তুলিয়া ফেলিতে পরামর্শ দিয়াছেন—The doctor has advised me to get one of my teeth extracted.

জল তুলিবার জন্য তোমার একটি লোক নিযুক্ত করা উচিত—You should engage a man for drawing water.

সভায় হাত তুলিয়া ভোট গ্রহণ করা হইয়াছিল—Votes were taken at the meeting by show of hands.

দেওয়া

এ বৎসর সে পরীক্ষা দিবে না—He will not appear at the examination this year.

তোমাকে ইহা করিতে দেওয়া হইবে না—You will not be permitted to do it.

আমি একদিন তাঁহার সহিত তোমার পরিচয় করাইয়া দিব—I shall introduce you to him some day.

যে কাজ ফাঁকি দেয়, আমি তাহাকে পছন্দ করি না—I do not like a man who shirks his duty.

সে আমাকে কষ্ট দিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই—He tried to put me to trouble but could not do so.

ভাল আবৃত্তির জন্য অশোককে একটি পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল—Ashok was awarded a prize for good recitation.

তিনি আমাকে সাহস দিয়া বলিলেন যে আমার ভয় পাইবার কিছুই নাই—He cheered me up and said that I had nothing to be afraid of.

এই বাড়ি ভাড়া দেওয়া যাইবে—This house is to let.

অনর্থক কাহারও দোষ দিও না—Do not find fault with a man for nothing.

গালি দেওয়া তাহার অনেকটা স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে—It has become a part of his nature to vilify others.

তুমি এতদিন গা-ঢাকা দিয়া ছিলে কেন?—Why did you make yourself scarce so long?

ধরা

গাছটিতে ফুল ধরিয়াছে—The tree is in flower.

তাঁহার চুলে পাক ধরিয়াছে—His hair is growing grey.

একথা আমার মনে ধরে না—This does not appeal to my mind.

গাছটিতে এখনও ফল ধরে নাই—The tree has not yet borne fruit.

আমি সকালের গাড়িটা ধরিতে পারি নাই—I missed the morning train.

এই হলঘরে প্রায় এক হাজার লোক ধরে—This hall can accommodate about one thousand people.

একটি বালক অন্ধ লোকটির হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল—A boy was leading the blind man by the hand.

লোকটি সব জিনিসেরই দোষ ধরে—The man finds fault with everything.

এতদিন লোককে ঠকাইয়া আসিয়া এবার তাহার চাতুরী ধরা পড়িয়াছে—He cheated people so long but now he has been found out.

নূতন জামা-কাপড় পরিয়া মেয়েটির আনন্দ আর ধরে না—With her new clothes on, the girl is beside herself with joy.

তিনি আমাকে গোটাকয়েক টাকা ধার দিবার জন্য খুবই ধরিয়াছেন—He is pressing me hard for a small loan.

তিনিই আমার ভুলটি ধরিয়া দিলেন—It was he who pointed out my mistake.

ধর তোমাকে সর্বময় কর্তৃত্বের ক্ষমতা দেওয়া হইল, তাহা হইলে তুমি কি করিবে?—Suppose, you are given the powers of a dictator, what will you do then?

পড়া

তাহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িয়াছে—His health has broken down.

লোকটি আমার ঘড়িটি লইয়া সরিয়া পড়িল—The man slipped off with my watch.

এই জমিখানি বহুদিন পড়িয়া আছে—This plot of land has been lying fallow for a pretty long time.

ঝড়ে, অনেকগুলি বাড়ি পড়িয়া গিয়াছে—Many houses have been blown down by the storm.

এক বৃদ্ধ ভিক্ষুক গাড়ি চাপা পড়িয়াছে—An old beggar has been run over.

তিনি আবার এক নূতন ফ্যাসাদে পড়িয়াছেন—He has got into a fresh trouble.

পুত্রের মৃতদেহ দেখিয়া মাতা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন—The mother fainted away (*or* fell into a swoon) as she saw the dead body of her son.

তাহার রাগ কিছুটা পড়িয়া আসিয়াছে—He has cooled down to some extent.

এই বাড়িখানি তৈয়ারী করিতে আপনার কত টাকা পড়িয়াছে?—How much has it cost you to build this house?

বর্ষা পড়িলেই তিনি এখানে আসিবেন—He will come here as soon as the rains have set in.

লাগা

আমার সর্দি লাগিয়াছে—I have caught cold.

এই আমটি টক লাগছে—This mango tastes sour.

সে লিখিয়াছে তাহার আরও টাকা লাগিবে—He has written to say that he requires more money.

এই কৃত্রিম শহুরে জীবন আমার ভাল লাগে না—I am tired of this artificial life in the city.

তাহার হাতের কব্জিতে খুব লাগিয়াছে—He has been badly hurt in the wrist.

ভুক্তভোগী জানে জুতায় কোথায় লাগে—The wearer knows where the shoe pinches.

তাঁহার মন্তব্যগুলি আমার প্রাণে বড় লাগিয়াছিল—His remarks cut me to the quick.

একবার কোন কাজ করিতে আরম্ভ করিলে উহাতে লাগিয়া থাকিও—Stick to a work, once you begin it.

এই সামান্য বিষয় লইয়া এত হৈ-চৈ লাগাইবার কোন অর্থ হয় না—There is no point in making such a fuss over this small affair.

ঠিক মধ্যরাত্রিতে বাড়িখানায় আগুন লাগিয়াছিল—The house caught fire just at midnight.

তাহার ভাব-সাব আমার আদৌ ভাল লাগে নাই—I did not like his attitude at all.

সে সর্বদাই আমার পিছনে লাগিয়া আছে—He is always at me.

চাবিটি তালায় লাগিতেছে না—The key does not fit the lock.

এখান হইতে স্টেশনে পৌঁছাইতে কত সময় লাগে ?—How long does it take to reach the station from here ?

তোমার এখন হইতে উঠিয়া পড়িয়া লাগা উচিত—You should be up and doing from now on.

গায়ে রৌদ্র লাগাইও না—Do not expose yourself to the sun.

রাখা

এ প্রস্তাব এখন রেখে দাও—Drop this proposal now.

আমি আপনার অনুরোধ রাখিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত—I am sorry I could not comply with your request.

ছেলেটির কি নাম রাখা হইয়াছে ?—What name has been given to the child ?

আমাকে শীঘ্রই একটি চাকর রাখিতে হইবে—I shall have to engage a servant soon.

বিদ্যাসাগরের নাম অনুসারে এই স্কুলটির নাম রাখা হইয়াছে—This school has been named after Vidyasagar.

আমি আমার উদ্বৃত্ত টাকা সাধারণতঃ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে রাখি—Generally I deposit my savings in the Imperial Bank.

তিনি তাঁহার পুত্রদের জন্য বিশাল সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন—He has left behind vast properties for his sons.

খুঁটিনাটি বিবরণ আমি মনে রাখিতে পারি না—I have a bad memory for details.

বাঁধা

তিনি তাঁহার কন্যার বিবাহের ব্যয়ের জন্য সমস্ত সম্পত্তি বাঁধা দিয়াছেন—He has mortgaged all his properties to meet the expenses of his daughter's marriage.

তুমি তোমার কুকুরটিকে বাঁধিয়া রাখ না কেন?—Why don't you chain your dog?

কন্‌স্টেবল গুণ্ডাটিকে হাতকড়ি দিয়া বাঁধিয়া ফেলিল—The constable secured the goonda (ruffian) with hand-cuffs.

তিনি আজকাল বাঁধা মাহিনা ছাড়া আর কিছুই পান না—He gets nothing more than a fixed salary nowadays.

বাধা, বাধানো

নৌকাখানি চড়ায় বাধিয়া গেল—The boat ran aground.

তাহার কথায় আমার মনে একটা খটকা বাধিয়াছে—I have had a misgiving at his words.

প্রথম মহাসমর কবে বাধিয়াছিল বলিতে পার কি?—Can you say when the First Great War broke out?

লোকের মধ্যে ঝগড়া বাধাইতে সে ওস্তাদ—He is an expert in setting people by the ears.

তুমি তাহার সহিত প্রায়ই ঝগড়া বাধাও কেন?—Why do you pick a quarrel with him so often?

সহা

আমি এখানকার এই কন্‌কনে শীত সহিতে পারিতেছি না—I cannot stand the biting cold of this place.

জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহিয়া এখন তিনি অদৃষ্টের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন—Suffering much in his life he has now resigned himself to his lot.

এখানকার জলবায়ু আমার সহে না—The climate of this place does not suit me.

ভাঙা

আমাকে এই নারিকেলটি ভাঙিয়া দাও—Please crack this cocoanut for me.

অতিরিক্ত খাটুনিতে তাহার শরীর ভাঙিয়া গিয়াছে—He has broken down under excessive labour.

এই দশটাকার নোটখানি ভাঙাইয়া দিতে পার ?—Can you cash this ten-rupee note ?

উপর্যুপরি বিপদে তাহার সাহস ভাঙিয়া গেল—Successive troubles crushed all spirit in him.

আমার ঘুম ভাঙিয়া গেলে আমি আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না—When I woke up, I could no more find him.

তিনি চিৎকার করিয়া গলা ভাঙিয়াছেন—He has cried himself hoarse.

টাকা ভাঙিবার অপরাধে তাহার বিচার চলিতেছে—He is being tried on a charge of misappropriation of money.

সে বুঝিয়াছিল যে তাহার কপাল ভাঙিয়াছে—He realised that he was doomed.

Exercise 3

Translate into English :—

(a) জলের কলটি খুলিয়া দাও (turn on)। বাজারে আজ অনেক ইলিশ মাছের আমদানি ছিল। কিন্তু দুঘণ্টার মধ্যে সবই উঠিয়া গেল (sold out)। তাহার কারবার আজকাল ভাল চলিতেছে না। কাল আমার চুল কাটিতেই হইবে। আমার সামান্য আয়ে আমার দিন চলে না (cannot make both ends meet)। তাঁহার কাছে এরূপ মিথ্যা ওজর (such a lame excuse) খাটিবে না। তোমার যখন দেখা পাইয়াছি, আজ আর তোমাকে ছাড়িব না। প্রথম লিস্টে তাহার নাম উঠে নাই।

(b) এরূপ করিলে তোমাকে পুনরায় বেত খাইতে হইবে। সম্প্রতি আমাদের গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় (a charitable dispensary) খোলা হইয়াছে। সে সুযোগ ছাড়িয়া দিয়া মস্ত ভুল করিয়াছে। ভ্রমণকারীর (tourists) দল একটি মাঠের মধ্যে তাঁবু খাটাইয়া আছে। কর্মচারীটি ঘুষ খাইত বলিয়া তাহার চাকুরী গিয়াছে। ছেলেটির জ্বর এখনও ছাড়ে নাই বলিয়া তাহার পিতা খুব চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন।

(c) সে যে এত শীঘ্র লেখাপড়া ছাড়িয়া দিবে তাহা আমি কখনও ভাবিতে পারি নাই। যে কাজে ফাঁকি দেয়, সে কখনও জীবনে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। সে আমার চাকুরিটি খাইবার চেষ্টায় আছে। আরও জোরে না গেলে ট্রেনটি ধরিতে পারিবে না। আমি আমার ভাইয়ের চাকুরির জন্ত তাঁহাকে বিশেষভাবে ধরিয়াছি। তিনি বহু ঋণ রাখিয়া মারা গিয়াছেন। সে কোন কথা গোপন রাখিতে (keep anything to himself) পারে না, তাহা ত তুমি জান।

(d) ধর তোমাকে যদি পাঁচ হাজার টাকা দিই, তবে তুমি উহা লইয়া কি কর? সে তাহার স্ত্রীর গহনা বাঁধা দিয়া (to pawn) কিছু টাকার যোগাড় করিয়াছে। আমাদের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়া দিয়া সে সরিয়া পড়িল। অনেক অপমান চুপ করিয়া সহিয়া অবশেষে সে বিদ্রোহী হইল (revolted)। স্বাধীনতা দিবসে (on the Independence Day) আমরা আমাদের স্কুলে জাতীয় পতাকা তুলিয়াছিলাম। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে তিনি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন।

CHAPTER IV

MISCELLANEOUS IDIOMATIC AND COLLOQUIAL EXPRESSIONS

তাহার যে কথা সেই কাজ—He is *as good as his word.*

তুমি সব কথায় ঠোকর দাও কেন?—Why do you *carp at* everything said?

একথাটা কখনও আমার মনে আসে নাই—This idea *never crossed my mind.*

এ সবই বাজে কথা—This is all *stuff and nonsense.*

তুমি কি চুপি চুপি কথা বলিতে পার না ?—Can't you *speak under your breath ?*

তাহার লম্বা-চওড়া কথা শুনিয়া আমি আর পারি না—I feel bored by his *tall talks.*

তুমি বেশ একটি মজার গল্প বানাইয়াছ দেখিতেছি—You have *cooked up* a nice story, I see.

সে যখনই পারে আমার নিন্দা করে—He *runs me down* whenever he can.

তিনি আমাকে প্রশংসা করিয়া আকাশে তুলিলেন—He *lauded me up to the skies.*

সে আমাকে সাধারণের চক্ষে হেয় করিবার সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতেছে —He is trying by all means to *drag me down* in public estimate.

কে জানে তাহার কি গুপ্ত অভিসন্ধি আছে—Who knows what motive he may have *up his sleeve* !

আমি আমার সকল কথা খুলিয়া বলিয়াছি—I have *placed all my cards on the table.*

আমার কাছে ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নাই- I can *call a spade a spade.*

আমি তাহার কথা নির্বিচারে বিশ্বাস করিয়া লইলাম—I *took him at* [illegible]

সে যাহা বলে তাহার কিছুটা বাদসাদ দিয়া লইও—Take what he [illegible]

আমরা ইহা ধরিয়াই লইয়াছিলাম যে তাহার কোন দোষ নাই—We *took it for granted* that he was innocent.

সে বেশ ফেনিয়ে ফেনিয়ে গল্প বলতে পারে—He can *spin out* nice stories.

কে এই গাঁজাখুরি গল্প বিশ্বাস করিবে?—Who will believe this *cock and bull story*?

আমি তার মত চুনোপুঁটির তোয়াক্কা করি না—I do not care for *small fry* like him.

তিনি কেমন ক্যাবলা গোছের লোক—He is a *goody-goody* fellow.

তাহার মাথায় কেমন যেন একটু ছিট আছে—He seems to have *a screw loose* in his head.

তিনি হিন্দু-মহাসভার একজন মস্ত বড় চাঁই—He is *a big gun* of the Hindu Mahasabha.

লোকে বলে তিনি একটি বকধার্মিক—People say that he is a *wolf in sheep's clothing.*

আমি তাহার চরিত্রের নাড়ী-নক্ষত্র জানি—I know the *ins and outs* of his character.

তাঁহার হাত দিয়া জল গলে না—He is a *close-fisted* man.

তিনি বড় শক্ত লোক—He is a very *hard nut to crack.*

আজকাল আমাদের নেতাদের কতক চাকুরি-বাকুরির ভাগ-বাটোয়ারা লইয়া ব্যস্ত—Some of our leaders are now after *the loaves and fishes of office.*

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন বাপের বেটা—Dr. Shyamaprasad was a *chip of the old block.*

তিনি একাই একশ—He is *a host in himself.*

ধনীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া সে আলালের ঘরের দুলাল হইয়াছে—*Born with a silver spoon in his mouth* he has been spoiled altogether.

তাহার মত ঝুনো লোককে মিষ্ট কথায় ভোলানো চলে না—He is *too old a bird to be caught with chaff.*

তাহাদের মধ্যে অহি-নকুল সম্বন্ধ—They are *at daggers drawn* with each other.

তাঁহার তিনকাল গিয়া এককালে ঠেকিয়াছে—He has now *one foot in the grave.*

তাহারা সব ব্যাপারেই তাঁহাকে নাকে দড়ি দিয়া চালনা করে—They *lead him by the nose* in all affairs.

তিনি সমস্ত দায়িত্ব এড়াইয়া দূরে সরিয়া থাকিলেন—He *washed his hands clean* of all responsibilities and stood aloof.

সে আড়ালে থাকিয়া এই লোকগুলিকে যেমন খুশি নাচাইয়াছিল—He *pulled the wire* from behind and made these people *dance to his tune.*

অক্ষয়বাবু জীবনে কখনও কাহারও পোঁ ধরিয়া চলেন নাই—Akshay Babu never *played the second fiddle* to anybody in his life.

আশুবাবু স্কুলের সম্পাদক মহাশয়কে খোসামোদ করিয়া অনুগ্রহ লাভের চেষ্টায় আছেন—Ashu Babu is *currying favour* with the secretary of the school.

ভণ্ডামি তাহার যেন মজ্জাগত—Hypocrisy seems to have been *bred in his bone.*

তাহার পেটে কথা থাকে না—He can't *keep anything to himself.*

জুয়াচোরটি আমাকে ফাঁকি দিয়া চম্পট দিল—The cheat *gave me the slip.*

সে আমাকে বোকা বানাইয়া দিল—He *made a fool of* me.

তাহার সবতাতেই গদাইলস্করী ভাব—He is a confirmed *slow-coach.*

তিনি ভাব-জগতের লোক—He *lives in a world of imagination.*

আশুতোষ ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না—Ashutosh was not the man *to give way.*

বোকা বলিয়া যাহার যাহা খুশি তাহাকে দিয়া করাইয়া লইতে পারে —Being foolish, he may be *made a cat's paw of* by anybody.

বয়স কম হইলেও তাহার বুদ্ধি পাকা—He has *an old head on young shoulders.*

তাহার মগজে কিছু নাই—He has *no brains in his head.*

সম্প্রতি আমার সব কিছুই গোলমাল হইয়া যাইতেছে—Of late, everything is *going wrong with me.*

আমি তাহার সহিত একটা বোঝাপড়া করিতে চাই—I want to *have it out with him.*

সে যদি মনে করিয়া থাকে যে আমি তাহার চালাকি ধরিতে পারি নাই, তবে সে মহামূর্খ—He must be *living in a fool's paradise,* if he thinks that I cannot *see through his game.*

এই ভয়ানক লোকটিকে দূরে রাখিও, সে টাকার জন্য সব কিছু করিতে পারে—*Keep* this dangerous man *at arm's length*; he is *up to anything* for money.

এখান থেকে সরে পড় বলছি, নইলে অদৃষ্টে বেশ কিছু আছে—*Pack up* at once, or things will *go very hard with you.*

তাহাকে মুখ বুজিয়া এই অপমানটি সহ্য করিতে হইল—He had to *swallow up* this insult quietly.

তুমি যেভাবে তাহাকে ঠকাইয়াছিলে সেও সেইভাবে তোমাকে ঠকাইল —He has *paid you back in your own coin.*

সে সব কাজই একটু-আধটু জানে কিন্তু কোনটাই ভাল জানে না—He is a *jack of all trades but master of none.*

একমুখে দুই কথা বলিতে সে একটুও দ্বিধা বোধ করে না—He feels no scruple whatsoever in *blowing hot and cold with the same breath.*

সে আমার উপহারটি ভাল মনে গ্রহণ করে নাই—He did not accept my gift *with a good grace.*

সে যে শেষ পর্যন্ত পাশ করিয়াছে, ইহাই তাহার বাহাদুরি—That he has passed after all *redounds to his credit.*

তাহাদের গতিবিধি দেখিয়া তোমার সন্দেহ করা উচিত ছিল—You should have *suspected foul play* after you had watched them.

দুঃখ কি, আমাদের সকলেরই এক অবস্থা—Don't grieve, we all *sail in the same boat.*

তিনি ভয় খাইবার লোক নন—He is not the man *to yield to threats.*

তাহার সহিত দেখা হইলে আমি তাহাকে বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিলাম —When I met him, I *gave him a bit of my mind.*

ইহাই আজকালকার নিয়ম—This is the *go of the day.*

আমি অপরের নিকট হইতে এই সংবাদ পাইয়াছি—I have got this information *at second hand.*

সে বিবাহ করিয়া বড়লোক হইয়াছে—He has *married a fortune.*

যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহা লইয়া অনুশোচনা করিয়া লাভ নাই—It is no use *crying over spilt milk.*

তাহাকে দেখিয়া তাহার বয়স অনুমান করা যায় না—He does not *look his age.*

তিনি যে এইরূপ যা-তা কাণ্ড করিয়া বসিবেন, তাহা আমার ধারণা ছিল না—I could never think that he would *create a scene* like this.

তাঁহার কার্যে বিন্দুমাত্র স্বার্থের গন্ধ নাই—His conduct does not *smack of* the least selfishness.

তিলকে তাল করিবার তাহার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে—He has a wonderful knack of *making a mountain of a molehill.*

তাঁহার বক্তৃতায় প্রবল উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছিল—His speech was full of *fire and fury.*

অত বড় বড় লোকের দলে পড়িয়া আমার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল—I felt like a *fish out of water* in the midst of so many big men.

গল্পটি শুনিয়া ভয়ে আমার গায়ের রক্ত জল হইয়া গেল—My blood *ran cold* with fear as I heard the story.

তাহার ভাগ্য এখন ভাল বলতে হবে—His *star* seems *to be in the ascendant* now.

সে দুঃখে পড়িতেই তাহার সুসময়ের বন্ধুরা উধাও হইল—His *summer friends* melted away as soon as he *came to grief* himself.

আপনার নিকট হইতে আমরা ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারই প্রত্যাশা করি—It is only *fair deal* that we expect from you.

পুরানো কথা খোঁচাইয়া তুলিয়া তোমার কোন লাভ হইবে না—You will gain nothing by *raking up the past now.*

ফাঁকতালে সে কিছু লাভ করিয়া লইতে চায়--He wants to make a bargain *by a fluke.*

প্রয়োজন উপস্থিত হইলে আমাদের মধ্যে কেহ কেহ গরীবের দুঃখে কপট অশ্রু বিসর্জন করে—Some of us shed *crocodile tears* for the poor whenever it *suits their purpose.*

সেখানে অল্প সময় থাকার কালে আমি স্থানটি মোটামুটি ভাবে দেখিয়াছিলাম মাত্র—I could only have a *bird's eye view of* the place during my short stay there.

লেখাপড়া শিখিবার কোন সহজ পন্থা আমার জানা নাই—I do not know of any *royal road to* learning.

পুরানো বন্ধুর সহিত তোমার শিষ্টাচারের প্রয়োজন নাই—You need not *stand on ceremony* with an old friend.

যে অসৎ সে তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সব কিছুই করিতে পারে—A dishonest man *sticks at nothing* to gain his object.

আমি কাহারও হইয়া ওকালতি করিতেছি না—I do not *hold brief* for anybody.

এই আইন আর চলে না—This law is now a *dead letter*.

ইহা অদৃষ্টের ফের ছাড়া আর কিছুই নয়—This is nothing short of *irony of fate*.

তিনি অতিথিদের উপযুক্ত আদর-অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন—He was *all attention* to his guests.

বড়ই দুঃখের বিষয় যে তাহার মত পালোয়ান একেবারে অস্থিচর্মসার হইয়া পড়িয়াছে—It is much to be regretted that a stalwart like him has become *all skin and bone* now.

নিজের স্বার্থ না থাকিলে তিনি কখনও এ বিষয়ে মাথা ঘামাইতেন না—He would never have *bothered* about it, if he had no *axe of his own to grind*.

সৈনিকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাহারা, তাহারাই সেই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল—The *flower* of the army fell in that fight.

Exercise 4

Translate into English :—

(a) আসলে সে আমাদের ন্যায় একজন চুনোপুঁটি ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সে আজকাল কংগ্রেসের একজন বড় চাঁই হইয়া উঠিয়াছে। সে কখনও তাহার সকল কথা খুলিয়া বলে না। আমার মনে হয় তাহার কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে। লোকে বলে—সে একটি বকধার্মিক, তাহাকে নির্বিচারে

বিশ্বাস করা উচিত নহে। লম্বা-চওড়া কথা বলা তাহার বাতিক বিশেষ। সে বেশ মজার মজার গল্প বানাইতে পারে। তাহার মাথায় যেন একটু ছিট আছে বলিয়া মনে হয়।

(b) আমি জীবনে কখনও কাহারও পোঁ ধরিয়া চলি নাই এবং আমার কাছে ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নাই। তাহাকে মুখের উপর বেশ দুই কথা শুনাইয়া দিয়াছি। ভণ্ডামি তাহার মজ্জাগত এবং তাহার ধর্মকর্ম সবই লোক দেখানো। সে এখন একজন বড়লোককে খোসামোদ করিয়া অনুগ্রহ লাভের চেষ্টায় আছে। তাহার বয়স বেশী নয় কিন্তু বুদ্ধিতে সে পাকা। নিজের ঢাক নিজে পিঠাইতেও তাহার জুড়ি নাই। আমি আমার বন্ধুবান্ধবকে এই ভয়ানক লোকটিকে দূরে রাখিতে পরামর্শ দিয়া থাকি।

(c) লোকটি একেবারে বোকা, তাহার মগজে কিছুই নাই। সে এখন বিবাহ করিয়া বড়লোক হইবার কল্পনা করিতেছে। সে জানে না লোকে দুঃখে পড়িলে তাহার সুসময়ের বন্ধুরা উধাও হয়। দুষ্ট বন্ধুরা একমুখে দুইকথা বলিতে কোনও দ্বিধা করে না। কিন্তু সে কল্পনাও করিতে পারে না যে তাহার বন্ধুরা তাহার চক্ষে ধূলা দিতেছে। সে বোকা বলিয়া তাহার বন্ধুরা তাহাকে দিয়া যাহা খুশি করাইয়া লয়। তাহাকে সদুপদেশ দিলে সে তাহা কানে তুলে না (does not pay heed to)। তাহার কপালে ভবিষ্যতে আরও দুঃখ আছে।

(d) তোমার মত নামজাদা লোকের নিকট হইতে লোকে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারই প্রত্যাশা করে। কেন বৃথা পুরানো কথা খোঁচাইয়া তুলিতেছ ? উহাতে কোনও লাভ হইবে না। একথা বলায় আমার নিজের কোন স্বার্থ নাই। তোমাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনিতে শুনিতে আমার ঘেন্না ধরিয়া গিয়াছে। তুমি যাহা করিয়াছ এবং যাহা বলিলে তাহাতে তোমার মনের জোরের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা অদৃষ্টের ফের ভিন্ন কিছুই নয় যে, দেশের শ্রেষ্ঠ লোকেরা সকলেই এখন গত হইয়াছেন। নিষ্ঠুরতায় লোকটা কংসকেও হার মানাইয়াছে (has out-Heroded Herod).

CHAPTER V

PROVERBIAL EXPRESSIONS

অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী—A little learning is a dangerous thing.

আয় বুঝে ব্যয় কর—Cut your coat according to your cloth.

ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়—Where there is a will, there is a way.

কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না—No pains, no gains.

গতস্য শোচনা নাস্তি—Let bygones be bygones.

অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট—Too many cooks spoil the broth.

জোর যার মুল্লুক তার – Might is right.

না আঁচালে বিশ্বাস নাই—There is many a slip between the cup and the lip.

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয়—Danger often comes where danger is feared.

যার জ্বালা সেই জানে—The wearer knows where the shoe pinches.

যেমন কর্ম তেমনই ফল—As you sow so you reap.

পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়—Ill-got, ill-spent.

মুনিগণেরও মতিভ্রম হয়—To err is human.

বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো—Penny wise, pound foolish.

ফলেন পরিচীয়তে—A tree is known by its fruit.

জলেই জল বাধে—Nothing succeeds like success.

গরজ বড় বালাই—Necessity knows no law.

এক হাতে তালি বাজে না—It takes two to make a quarrel.

এক মাঘে শীত যায় না—One swallow does not make a summer.

টাকায় টাকা আনে—Money begets money.

তেলা মাথায় তেল ঢালা—To carry coal to Newcastle.

দশের লাঠি একের বোঝা—Many a little makes a mickle.

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা (কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা)—To add insult to injury.

গাছে কাঁটাল গোঁফে তেল—To count one's chickens before they are hatched.

চোরে চোরে মাসতুত ভাই—Birds of the same feather flock together.

নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা—To cut off one's nose to spite one's face.

নিজের চরকায় তেল দাও—Oil your own machine.

নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল—Something is better than nothing. *Or*, Half a loaf is better than no bread.

ক্ষিধে থাকলে নুন দিয়ে খাওয়া যায়—Hunger is the best sauce.

ঝোপ বুঝে কোপ মার—Strike the iron while it is hot.

ঢিলটি মারলেই পাটকেলটি খেতে হয়—Tit for tat. *Or*, If you sow the wind, you must be prepared to reap the whirlwind.

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা—To set a thief, to catch a thief.

গরু মেরে জুতো দান—To rob Peter to pay Paul.

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন—To do or die.

নানা মুনির নানা মত—Many men many minds.

দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষা—To cherish a serpent in one's bosom.

মারি ত গণ্ডার, লুটি ত ভাণ্ডার—Either Caesar or none,

ভাগের মা গঙ্গা পায় না—Everybody's business is nobody's business.

উলুবনে মুক্তা ছড়ানো—To cast pearls before the swine.

যস্মিন্ দেশে যদাচার—When you live in Rome, be a Roman.

মরা হাতী লাখ টাকা—The very ruins of greatness are great.

মৌনং সম্মতিলক্ষণম্—Silence means consent.

ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া—Beggars must not be choosers.

সস্তার তিন অবস্থা—Cheap goods are dear in the long run.

সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই—O the times, O the manners.

নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা—A bad workman quarrels with his tools.

বিনামেঘে বজ্রাঘাত—A bolt from the blue.

বিপদ্ কখনও একা আসে না—Misfortunes never come alone.

বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া—Much cry, little wool.

অতিভক্তি চোরের লক্ষণ—Full of courtesy, full of craft.

শফরী ফর্ফরায়তে—An empty vessel sounds much.

গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল—Fool to others, himself a sage.

সমুদ্রে পাদ্য-অর্ঘ্য—A drop in the ocean.

এক ঢিলে দুই পাখী মারা—To kill two birds with one stone.

গেঁয়ো ফকির ভিখ পায় না—Familiarity breeds contempt.

ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পায়—A burnt child dreads the fire.

সাবধানের মার নাই—Forewarned is forearmed.

মাথা নাই তার মাথাব্যথা—A beggar can never be a bankrupt.

যাহা বাহান্ন, তাহা তিপ্পান্ন—In for a penny, in for a pound.

বিধাতার লিখন না যায় খণ্ডন—What is lotted cannot be blotted.

চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী—The devil will not listen to the scripture.

যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা—Faults are thick where love is thin.

দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল—Better an empty house than a bad tenant.

শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ—With foxes we must play the fox.

সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়—A stitch in time saves nine.

অতি দর্পে হতা লঙ্কা—Pride goeth before fall.

অতি লোভে তাঁতি নষ্ট—Grasp all, lose all.

আপ ভাল ত জগৎ ভাল—To the pure all are pure.

কাহারও পৌষমাস কাহারও সর্বনাশ—What is sport to one is death to another.

উঠন্তি মূলো পত্তনে চেনা যায়—Morning shows the day.

রাখে কেষ্ট মারে কে—Whom God protects, who can kill ?

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে—After death comes the doctor.

CHAPTER VI

PASSAGES FULLY WORKED OUT

(1)

বিধুভূষণ শ্যামাকে ডাকিলেন। শ্যামা অন্য সময় এক ডাকে তিন উত্তর দিত। আজ কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে আসিল। শ্যামার চক্ষু লাল, মুখ ভার।

বিধুভূষণ কহিলেন, "শ্যামা, আমরা বিবেচনা ক'রে স্থির করলাম তোমার আর আমাদের কাছে থেকে কষ্ট পাওয়া উচিত নয়, তোমার মাহিনা পাওয়ার কথা দূরে থাকুক, দুসন্ধ্যা খেতেও পাও না। অতএব তুমি অন্য কোন স্থানে যাও। যদি পরমেশ্বর দিন দেন, তখন আবার এস।" বিধুভূষণ আর কথা কহিতে পারিলেন না; কণ্ঠরোধ হইয়া, তিনি অধোবদনে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

শ্যামা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "আমি কি মাহিনা চেয়েছি, না মাহিনা নেব বলে এসেছি? আমার টাকার দরকার কি? আমাকে যাই বল, আমি গোপালকে ছেড়ে যেতে পারব না। আমি তার বোঝা হইয়া থাকি, আমি তোমাদের এখানে খাব না, কিন্তু গোপালকে ছেড়ে আমায় থাকতে বলো না।"

Bidhubhushan called to Shyama. At other times Shyama would give three answers to one call. But today she came slowly, without uttering a word. Her eyes were red and she was down in the mouth.

Bidhubhushan said, "Shyama, we have decided after reflection that it is not proper that you should suffer any more by living with us. Far from getting wages, you do not even have two meals here. So better go elsewhere, now; come back if God brings better days." Bidhubhushan could speak no more, his voice was almost choked with emotion, and he began to shed tears with a downcast face.

Shyama replied weeping, "Have I asked for wages, or have

I come to earn wages? What need have I of money? Whatever you may say to me, I connot go and leave Gopal. If I be a burden on you, I will not have my meals here with you; but do not ask me to live away from Gopal."

(2)

এক সময়ে এক বণিক্ এই বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন যে, তাঁহার কার্যালয়ে কাজকর্ম বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার একটি কর্মচারীর প্রয়োজন আছে। বিজ্ঞাপন-দৃষ্টে প্রায় পঞ্চাশ জন আবেদনকারী উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদিগের মধ্য হইতে একজনকে মনোনীত করিয়া অবশিষ্ট সকলকে ফিরাইয়া দিলেন। তাঁহার এক বন্ধু কহিলেন—"আমার জানিতে ইচ্ছা হইতেছে কি কারণে তুমি ঐ বালকটিকে মনোনীত করিলে? তাহার ত তোমাকে দেখাইবার জন্য একখানিও প্রশংসাপত্র ছিল না।" বণিক বলিলেন—"সেটা তোমার ভুল। সে অনেকগুলি দেখাইয়াছে—তবে সেগুলি লিপিবদ্ধ নহে। সে যখন গৃহে প্রবেশ করিল, তখন সে পা-পোশের উপর তাহার পাদুকা পরিষ্কার করিয়া লইল এবং প্রবেশের পর দরজাটি বন্ধ করিয়া দিল। আমি ইচ্ছাপূর্বক ঘরের মেজেতে একখানি বই ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। ঐ বালকটি কাহারও আদেশ ব্যতিরেকে বইখানি উঠাইয়া লইয়া পুস্তকাধারে তুলিয়া রাখিল। আমার সহিত কথা বলিবার সময়ে আমি লক্ষ্য করিলাম, সে আমার সবগুলি প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে করিল এবং যাহা জিজ্ঞাসা করি নাই এমন কিছু সে আমাকে জানাইতে চাহিল না। একশত লিপিবদ্ধ প্রশংসাপত্র দেখিয়া যাহা জানা যায়, তদপেক্ষা স্বচক্ষে দেখিয়া যাহা অবগত হই, আমি তাহার মূল্য অধিক বলিয়া মনে করি।"

Once a merchant advertised to the effect that he wanted an assistant to help him in his office work. This advertisement brought in about fifty applicants. He selected one of them and dismissed the rest. One of his friends said—"I should like to know why you selected that boy. He had not even one testimonial to show to you." The merchant replied

—"You are mistaken there. He has shown many—though these are not written ones. When he came in, he cleaned his shoes on the door-mat and shut the door behind him. I had purposefully left one book on the floor; that boy picked it up, unasked, and put it in the shelf. When he was speaking to me, I noticed that he answered all my questions to the point and did not attempt to say anyting beyond what I asked. I value what I see with my own eyes more than what can be known from a hundred testimonials in writing.'

(3)

পৃথিবী হইতে চন্দ্রকে একটি রূপার থালার মত দেখায়, কিন্তু বাস্তবিক উহা পৃথিবীর সদৃশ এক প্রকাণ্ড গোলাকার বস্তু। উহার ব্যাস ন্যূনাধিক ৯৫০ ক্রোশ এবং উহার আয়তন পৃথিবীর আয়তনের উনপঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ। চন্দ্র পৃথিবী হইতে ১,৯৫,৬০০ মাইল অন্তরে অবস্থিত আছে এই নিমিত্ত ক্ষুদ্র বোধ হয়। চন্দ্র নিজে তেজোময় নহে—উহার উপর সূর্যের আলোক পতিত হয়, এ কারণ তেজোময় দেখায়।

চন্দ্রমণ্ডলের উপরিভাগ সমান নয়, ভূমণ্ডলের ন্যায় কোন স্থান উচ্চ, কোন স্থান নিম্ন। বরং চন্দ্রে যেমন বৃহৎ বৃহৎ গহ্বর আছে, পৃথিবীতে সেরূপ নাই। উহার উপর যে-সকল কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্ক দেখা যায়, তাহা কিছুই নয়, কেবল বৃহৎ গহ্বর ও প্রশস্ত নিম্ন স্থান মাত্র। উহার মধ্যে সূর্যের কিরণ প্রবেশ করিতে না পারাতে, ঐ-সকল গহ্বর ও নিম্নস্থান দীপ্তি পায় না। ঐ সকল গহ্বরাদি উত্তর ও পূর্বভাগেই অধিক। —C. U., 1910

From the earth the moon looks like a silver plate; but, in fact, it is a huge round body like the earth. Its diameter is about 1900 miles, and it is one forty-ninth part of the earth in dimension. It is about 1,95,600 miles away from the earth, and hence it appears so small. The moon is not luminous itself—the rays of the sun fall on it, so it looks bright.

The surface of the lunar orb is not even—there are elevations in some parts and depressions in others as on the earth. In fact, there are no such big cavities on the earth as there are on the moon. The dark spots visible on it are nothing but enormous cavities and extensive depressions. The rays of the sun cannot penetrate into them, and so these cavities and low lands are not illuminated. These cavities and depressions abound in the northern and eastern parts.

(4)

শিক্ষার্থীদিগের স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করা উচিত। তাঁহারা প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিবেন, প্রত্যূষে ভ্রমণ করিবেন, এতদ্ব্যতীত শরীর সুস্থ রাখিবার নিমিত্ত অন্য যে-সকল কার্যের অনুষ্ঠান করিতে হয় তৎসমুদায়ের সম্পাদনেও সবিশেষ মনোযোগী হইবেন। পূর্বকালে আমাদের দেশে যে সকল শিক্ষার্থী গুরুর গৃহে অবস্থিতি করিতেন, তাঁহাদিগের গুরুর পরিচর্যা করিতে হইত; তাঁহারা রাত্রিশেষে শয্যা হইতে উঠিতেন, প্রত্যূষে গুরুর জন্য নানাদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, এবং দিবানিদ্রা পরিহার করিয়া সংযতচিত্তে শাস্ত্রালোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। প্রত্যূষে স্নান, প্রত্যূষে ভ্রমণ ও শ্রমসাধ্য কার্য সম্পাদন করাতে তাঁহাদের শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ হইত। তাঁহারা সুস্থদেহে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া লোকসমাজের উপকার-সাধনে মনোযোগী হইতেন। এইরূপে অতি প্রাচীন কালেও শিক্ষার্থীদিগের শরীর সুস্থ রাখিবার নিয়ম ছিল।

—C. U., 1911

Students should observe the laws of health. They should get up early in the morning and take a walk; they should, besides, attend carefully to the performance of all other things which are necessary for the preservation of health. In ancient times, the students of our country who lived in the houses of their preceptors, had to serve them. They used to get up from bed before daybreak, collected

various things for their preceptors and avoiding sleep at daytime and practising self-control occupied themselves with the study of the shastras. Thus rising and walking early in the morning and performing duties requiring labour, they grew up to be healthy and physically strong. Having acquired knowledge with a healthy body, they would attend to the welfare of mankind. Thus, even in olden times there were rules for the students to keep their body healthy.

(5)

প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একদিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে একখানি নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল। জলদস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল; কিন্তু এই নৌকারোহীরা সঙ্গিহীন। তাহার কারণ এই যে রাত্রিশেষে কুজ্ঝটিকা চতুর্দিক্ ব্যাপ্ত করিয়াছিল। নাবিকেরা দিক্ ঠিক করিতে না পারিয়া দলভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে কোন্‌দিকে কোথায় যাইতেছে তাহার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। নৌকারোহিগণ অনেকেই নিদ্রা যাইতেছিলেন। একজন প্রাচীন ও একজন যুবাপুরুষ এই দুইজন মাত্র জাগ্রত ছিলেন। তাঁহারা কথোপকথন করিতেছিলেন। বারেক কথাবার্তা স্থগিত করিয়া বৃদ্ধ নাবিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝি আজ কতদূর যেতে পারবি?" মাঝি ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বলিতে পারিলাম না।"

—C. U., 1923

About 250 years ago, one day in the month of Magh, during the small hours of the morning, a boat was returning from the Sagar island. In those days it was the practice for passenger boats to move about in a fleet, for fear of pirates. But the passengers on this boat were without companions. The reason was that, towards the close of the night, fog spread on all sides. The boatmen, being unable to ascertain the right direction, were separated from the fleet. There was no certainty as to where and in which

direction they were now drifting. Most of the passengers were asleep. Only an old man and a youth were awake. They were engaged in conversation. Stopping their conversation for a while the old man asked the boatmen how far they would be able to go that day. The helmsman replied with hesitation, "I cannot say that."

(6)

ইংরেজীতে একটি কথা আছে: 'জননীর যে হস্ত শিশুর দোলনা ঠেলে, সেই হস্তই জগৎ শাসন করিতেছে।' বস্তুত সন্তানদের উপর জননীদের প্রভাব এতই বেশি যে তাঁহারা যেরূপভাবে শিশুদের মানুষ করিবেন, শিশুরা বড় হইয়া জগৎসংসার সেইরূপভাবেই গড়িবে। সুতরাং ভবিষ্যৎ জগতের নির্মাণভার জননীদের হস্তেই ন্যস্ত আছে। শৈশবে মানুষের চিত্ত কোমল থাকে। এই সময়ে তাহার চিত্তে যে ছাপ অঙ্কিত হইয়া যায়, জীবনে কখনও তাহা মুছিতে পারে না। জীবনের এই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ সময়টি আমরা জননীর সহবাসে অতিবাহিত করি। এইখানেই আমাদের জীবন-গঠনকার্য অনেকখানি সমাধা হইয়া যায়। পিতার নিকট হইতে আমরা কঠোর কর্তব্য-নিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণগুলি শিক্ষা করি। ইহাতে আমাদের চরিত্রের বাহিরের দিক্টা গঠিত হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু জননীর শিক্ষা আমাদের চিত্তকে ফুটাইয়া তুলে। এই শিক্ষার মূল্য নাই—ইহা জগতের সকল শিক্ষার সেরা।

There is a saying in English: 'The hand that rocks the cradle rules the world.' In fact, mothers exercise such a great influence over their children that when they grow up, they shape the world exactly in the same way in which they themselves are shaped. So it lies entirely with the mothers to build up the future world. Man's heart remains soft in his boyhood. The impression which it receives at that time can never be effaced. We pass the most valuable period of our life in close touch with our mothers. And it is exactly

here that our lives are mostly built up. We learn from our fathers manly virtues like stern devotion to duty, firmness and patience. These no doubt go to the making of the exterior of our character. But the lessons we learn from our mothers unfold our heart. These are priceless lesssons—the best that we can get in the world.

(7)

রামায়ণে যদি কোন চরিত্র আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যায়—তবে তাহা একমাত্র ভরতের চরিত্র। সীতা লক্ষ্মণকে যে কটূক্তি করিয়াছিলেন তাহা ক্ষমার্হ নহে। রামচন্দ্রেরও বালিবধ ইত্যাদি অনেক কার্যই সমর্থন করা যায় না। লক্ষ্মণের কথা অনেক সময়ে রুক্ষ ও দুর্বিনীত হইয়াছে। কৌশল্যা দশরথকে বলিয়াছিলেন—"কোন কোন জলজন্তু যেমন স্বীয় সন্তানকে ভক্ষণ করে, তুমিও সেইরূপ করিয়াছ।" কিন্তু ভরতের চরিত্রে কোন খুঁত নাই। ভ্রাতার পাদুকার উপর হেমছত্রধর এই রাজর্ষির চিত্র রামায়ণে এক অদ্বিতীয় সৌন্দর্যপাত করিয়াছে। "ধর্মবলে ভরত রাম অপেক্ষা অধিক বলীয়ান্ বলিলে অত্যুক্তি হয় না"—এ কথা দশরথ যথার্থই বলিয়াছিলেন। কৈকেয়ীর সহস্র দোষ আমরা ক্ষমার্হ মনে করি, যখন মনে হয় তিনি এরূপ সুপুত্রের গর্ভধারিণী।

—দীনেশচন্দ্র সেন

If one single character in the Ramayana may be accepted as ideal, that is Bharat's. The harsh words with which Sita rebuked Lakshman cannot be pardoned. Neither can we justify some of even Ramchandra's actions—such as the one of his killing Bali. Lakshman at times proved to be rude and insolent. Kaushalya happened to say to Dasharath—"Some aquatic animals devour their own offspring and you have done exactly like that." But Bharat's character is absolutely spotless. This saintly king holding a golden umbrella over the sandals of his brother sheds an uncommon lustre over the Ramayana. Truly had Dasharath remarked—"It would be no exaggeration to say that Bharat excels Ram in

virtue." We can pardon a thousand faults of Kaikeyi, when we remember that she was the mother of this worthy son.

(৪)

পৌষ মাসের দিন। অপু সকালে লেপ মুড়ি দিয়া রৌদ্র উঠিবার অপেক্ষায় বিছানায় শুইয়া ছিল। মা আসিয়া ডাকিল—"অপু, ওঠো, শীগ্‌গির করে, আজ তুমি যে পাঠশালায় পড়তে যাবে। কেমন সব বই আনা হবে তোমার জন্যে, শেলেট! হাঁ ওঠো, মুখ ধুয়ে নাও।"

পাঠশালার নাম শুনিয়া অপু সদ্যনিদ্রোত্থিত চোখ দুটি তুলিয়া অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ধারণা ছিল যে, যাহারা দুষ্টু ছেলে, মার কথা শুনে না, ভাইবোনদের সঙ্গে মারামারি করে, তাহাদের শুধু পাঠশালায় পাঠান হইয়া থাকে। কিন্তু সে ত কোন দিন ওরূপ করে না—তবে সে কেন পাঠশালায় যাইবে?

খানিক পরে মা আসিয়া বলিল—"ওঠো অপু, তোমায় অনেক করে মুড়ি বেঁধে দেবো এখন, পাঠশালায় বসে বসে খেয়ো, এখন ওঠো, লক্ষ্মী মাণিক।" মায়ের কথার উত্তরে সে অবিশ্বাসের সুরে বলিল—"ইঃ!" পরে সে মায়ের দিকে চাহিয়া জিভ বাহির করিয়া চোখ বুজিয়া একপ্রকার মুখভঙ্গী করিয়া রহিল, উঠিবার কোন লক্ষণই দেখাইল না। —বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

It was a day in the month of Paush. Apu was lying in bed, wrapped all over in a quilt, and was waiting for the sun to rise. His mother came in and said—"Get up Apu, be quick. Don't you know that you will be going to school today? What nice books will be brought for you, and a slate too! Yes, my boy, get up and have your morning wash."

As he heard of school, Apu, who was just awake, raised his eyes with looks of distrust in them and kept gazing at her. His idea was that only such boys as were wicked and as disobeyed their mothers and quarrelled with their

brothers and sisters were sent to school. He did nothing of the sort, why should he then go to it ?

After a time, the mother came again, and again she called out—"Get up, Apu, I shall tie up enough of *mudi* (fried rice) for you and you will eat that at school. Now get up, my darling." Apu would believe none of it, and he simply said "Eh". Then he looked at his mother with his tongue out but closed his eyes forthwith and made a wry face at her. He seemed to be in no mood to get up.

(9)

পাঁচ-সাত দিন পরে একদিন গফুর চিন্তিত-মুখে দাওয়ায় বসিয়া ছিল, তাহার মহেশ কাল হইতে এখনও পর্যন্ত ঘরে ফিরে নাই। নিজে সে শক্তিহীন তাই আমিনা সারাদিন সর্বত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। পড়ন্ত বেলায় সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—শুনেছ বাবা, মাণিক ঘোষেরা আমাদের মহেশকে থানায় দিয়েছে।

গফুর কহিল—দূর পাগ্‌লি।

হাঁ বাবা, সত্যি। তাদের চাকর বললে তোর বাপকে বলগে যা দরিয়াপুর খোঁয়াড়ে খুঁজতে।

কি করেছিল সে ?

তাদের বাগানে ঢুকে গাছপালা নষ্ট করেছে, বাবা। গফুর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। মহেশের সম্বন্ধে সে মনে মনে বহুপ্রকার দুর্ঘটনা কল্পনা করিতেছিল, কিন্তু এ আশঙ্কা ছিল না—সে যেমন নিরীহ তেমনি গরীব। সুতরাং প্রতিবেশী কেহ তাহাকে যে এতবড় শাস্তি দিতে পারে, এ ভয় তাহার নাই। বিশেষতঃ মাণিক ঘোষ—গো-ব্রাহ্মণে ভক্তি তাহার এ অঞ্চলে বিখ্যাত। —শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

A few days after this, Gafur, seated on the verandah of his hut, looked worried as he thought of his Mahesh, who had not come home since the previous day. He was

too weak himself, and so Amina was looking for Mahesh all the day. She came back late in the afternoon, and said—"Look, father, Manik Ghosh and his men have sent our Mahesh to the police station." Gafur remarked—"That's absurd, silly girl."

"Yes, father, they have. Their servant said—'Go and ask your father to knock at the pound of Dariapur'."

"What had he done?"

"He had been into their garden and spoiled trees and plants."

Gafur sat speechless. He had already been thinking of all sorts of mishaps for Mahesh; but he could have no misgiving this way. He was as harmless as he was poor. So he could never think that any of his neighbours would punish him in this way. This could be least expected from Manik Ghosh, who was noted in that locality for his regard for cows and Brahmins.

(10)

চাণক্য—এই যে এসেছ, বন্ধু ?

-ব্যঙ্গের প্রয়োজন কি, চাণক্য ? আমি তোমার বন্দী, অন্যায় করেছি, শাস্তি দাও।

চাণক্য—বন্ধন উন্মোচন করে দাও প্রহরী।

(প্রহরী বন্ধন উন্মোচন করিয়া দিল

চাণক্য—এখন আর তুমি আমার বন্দী নও। আর আমাদের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই।

কাত্যায়ন—প্রভেদ নেই বটে ! আমার চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী।

চাণক্য—তোমরা বাইরে যাও।

(প্রহরিগণ চলিয়া গেল)

চাণক্য—আর আমাদের প্রভেদ নেই, বন্ধু।

কাত্যায়ন—প্রভেদ নেই! তোমার এক ইঙ্গিতে এই মুহূর্তই আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত হতে পারে। তুমি একটা বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা।

চাণক্য—এই ছোরা লও, আমার বক্ষে আমূল বসিয়ে দাও। তোমার মন্ত্রিত্বের পথ পরিষ্কার কর।

কাত্যায়ন—তোমার অভিপ্রায় কি চাণক্য? তুমি কুটিল, তোমার অভিসন্ধি বোঝা আমার অসাধ্য। —দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

Chanakya—So you have come. I welcome you, friend.

Katyayan—What is the necessity of taunting, Chanakya? I am your captive, I stand guilty—punish me.

Chanakya—Take off his chains, guard.

(The guard does it)

Chanakya—You are no longer my captive. There is no more any difference between you and me.

Katyayan—No difference indeed! There are armed guards all around me.

Chanakya—Go out, all of you.

(The guards walk out)

Chanakya—So, friend, both of us are equal now.

Katyayan—Equal indeed! One small hint from you can end my life this very moment. You are an all-powerful man over a vast empire.

Chanakya—Take this knife and plunge it right into my heart. Clear out the thorn that lies in your way to ministership.

Katyayan—What do you mean, Chanakya? You are a scheming fellow. I can't understand what you are driving at.

CHAPTER VII

PASSAGES FOR TRANSLATION

(With Hints)

(1)

আকবরের সময় পারস্যে এক গরীব মুসলমান ছিলেন। তখন ঐ-সকল স্থানের গরীব মুসলমানেরা হঠাৎ বড়লোক হইবার জন্য ভারতবর্ষে আসিতেন। এই ভদ্রলোকটি তাহাই করিলেন। তিনি সস্ত্রীক দিল্লী আসিবার পথে তাঁহার এক কন্যা হইল। কন্যাকে খাওয়াইয়া বাঁচান, তাঁহার এমন সঙ্গতি ছিল না। কি করেন, অগত্যা মেয়েটিকে পথের মাঝে ফেলিয়া গেলেন। এই সময় এক ধনী সওদাগর ঐ পথ দিয়া আসিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন একটা পরমা সুন্দরী মেয়ে পথের ধারে পড়িয়া আছে। তিনি মেয়েটিকে কুড়াইয়া লইলেন। দুধ দিয়া বাঁচায়, এমন একটি ধাইও শীঘ্র জুটিল। সে আর কেহ নহে মেয়ের মাতা নিজেই।

দিল্লী আসিয়া সওদাগরটি আকবরের অধীনে মেয়ের পিতার একটি চাকরি করিয়া দিলেন। মেয়ের নাম রাখা হইল মেহের উন্নিসা; মেহের উন্নিসা বড় হইয়া প্রায়ই তাঁহার মাতার সহিত আকবরের প্রাসাদে যাইতেন। একদিন সেলিম মেহের উন্নিসাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে বিবাহ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। —C. U., 1932

আকবরের সময়ে—in Akbar's time. হঠাৎ বড়লোক হইবার জন্য—to get rich quickly. তাঁহার এক কন্যা হইল—a daughter was born to him. খাওয়াইয়া...ছিল না—had not the means to provide food for the child and keep her alive. অগত্যা—having no other course. ফেলিয়া গেলেন—abandoned. পরমা সুন্দরী—of exquisite beauty. কুড়াইয়া লইলেন—picked her up. দুধ দিয়া...ধাই—a wet-nurse to give her milk. চাকরি দিলেন—secured a job for. মুগ্ধ হইলেন—became charmed. তাঁহাকে বিবাহ...লাগিলেন—sought to marry her.

(2)

শীতকালে একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতা সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহকর্ম করিতেছেন, এমন সময়ে এক অনাথা ছিন্নবস্ত্রাবৃতা রমণী শিশু-সন্তান ক্রোড়ে করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ব্যাকুলভাবে বলিল "মা, আমার ছেলেটি শীতে বড় কষ্ট পাইতেছে, যদি একখানি ছেঁড়া কাপড় দেন ত ইহার প্রাণ বাঁচে।" বিদ্যাসাগর-জননীর চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল। তিনি বলিয়া ফেলিলেন, "যেরূপ শীত পড়িয়াছে, তাহাতে কি কাপড়ে শীত ভাঙ্গিবে? একখানি লেপ লইবি?" অনাথা রমণী বলিল—"মা, এ শীতে লেপ গায়ে দিতে পাইব, এমন কি কপাল করিয়াছি?" বিদ্যাসাগর-জননী সত্বর নিজগৃহে প্রবেশ করিয়া আপনার গায়ের লেপখানি তাহাকে প্রদান করিলেন। অনাথা আনন্দে বিভোর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আশীর্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিল। এ ব্যাপার বাড়ির আর কেহ জানিতে পারিল না। সুতরাং তাঁহার নিজের শীত নিবারণের কোন উপায় রহিল না। বিদ্যাসাগর-জননী রন্ধনগৃহে চুল্লীর পার্শ্বে বসিয়া সমস্ত রাত্রি কাটাইতে লাগিলেন। —বঙ্গের রত্নমালা

সন্ধ্যার প্রাক্কালে—just before evening. ছিন্ন…রমণী—a woman clad in rags. ছল…আসিল—softened with tears. শীত ভাঙ্গিবে—to protect it from cold. এমন কি...করিয়াছি—am I so very fortunate? আনন্দে…হইয়া—in an ecstasy of joy.

(3)

একদা একটি পরিচিত ভদ্রলোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কাতরভাবে বলিলেন—"বড় দায়গ্রস্ত হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। পাঁচ হাজার টাকা না হইলে উপস্থিত দায় হইতে মুক্ত হইতে পারি না। আমি এই টাকা সত্বর ফিরাইয়া দিব।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট তখন বেশি টাকা ছিল না। তথাপি তিনি ভদ্রলোকের কাতরতা দর্শনে ব্যথিত হইয়া অন্য স্থান হইতে টাকা আনিয়া দিলেন এবং বলিলেন—"এই টাকা অন্যের নিকট হইতে

আনিয়া দিলাম। তোমার সুবিধামত দিয়া যাইও।” ভদ্রলোক টাকা লইয়া চলিয়া গেলেন। পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ টাকার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, “আমি দান গ্রহণ করিয়াছি। টাকা যে দিতে হইবে, তাহা আমি ভাবি নাই।” বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া বলিলেন—“লোকটা আমাকে ঠকাইল দেখিতেছি।” আর তিনি টাকার জন্য লোক পাঠান নাই।

পরিচিত ভদ্রলোক—gentleman known to him. কাতরভাবে তাঁহার নিকট বলিলেন—said imploringly to him. বড় দায়গ্রস্ত হইয়া—it is in an extreme difficulty that. উপস্থিত…পারি না—I cannot get out of this present trouble. ভদ্রলোকের…হইয়া—moved by the distress of the gentleman. আমি দান…করিয়াছি—I accepted it as a gift.

(4)

মুর্শিদাবাদের প্রতিষ্ঠাতা নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ অত্যন্ত তেজস্বী ও প্রতাপশালী ছিলেন। ইতিহাসে তিনি একজন গোঁড়া মুসলমান বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহার জন্ম হয় এক দীন ব্রাহ্মণের ঘরে। এই ব্রাহ্মণ পুত্রকে উপযুক্তভাবে লালন-পালন করিতে অক্ষম হইয়া শৈশবেই তাহাকে এক পারসিক বণিকের নিকট বিক্রয় করেন। এই বণিক ঐ ব্রাহ্মণবালককে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং সে যে কোনদিন হিন্দু ছিল একথা তাহাকে জানিতে দেন না। বালকের নূতন পরিবেশে নাম হইল জাফর খাঁ। তিনি বাল্যকাল হইতেই অতি ধীর ও চিন্তাশীল ছিলেন। একবার এক গণৎকার তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই বালক ভবিষ্যতে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি হইবেন। উত্তরকালে এই ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হইয়াছিল। তিনি প্রথমে বাঙ্গালার দেওয়ান এবং পরে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার শাসনকর্তা হইয়াছিলেন। নামে মুঘল সম্রাটের অধীন হইলেও কার্যতঃ তিনি দীর্ঘকাল স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিয়াছিলেন। —সরল সাহিত্য-পাঠ (৩য়)

তেজস্বী—spirited. একজন ..হইলেও—though known as an orthodox Musalman. উপযুক্ত···করিতে—to bring him up properly. মুসলমান ধর্মে ..করেন—converted him to Islam. নূতন পরিবেশে—in his new surroundings. গণৎকার—soothsayer. খ্যাতনামা ব্যক্তি—a renowned man. এই ভবিষ্যদ্বাণী···হইল—this prophecy proved true. নামে···হইলেন—though under the Moghul Emperor in name. কার্যতঃ—practically

(5)

এমন সময় এক সাধু আসিলেন। রুইদাস তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। রুইদাসের দুঃখ দেখিয়া সাধুর মনে করুণা হইল। তিনি কহিলেন—"রুইদাস, তোমার দুঃখে আমি ব্যথিত হইয়াছি। কি করিলে তোমার দুঃখ দূর করিতে পারি বল।" রুইদাস বলিল—"প্রভু, কোন দুঃখ নাই। একমাত্র দুঃখ এই যে, আমি অস্পৃশ্য, তোমার সেবা করিতে পারিলাম না।" সাধু বলিলেন—"আমি তোমার সেবায় পরিতুষ্ট হইয়াছি। তুমি বর গ্রহণ কর।" রুইদাস নিবেদন করিল—"প্রভু আমার প্রতি রঘুবরের কৃপা হউক এই বর প্রদান করুন। অন্য কিছু প্রার্থনা করি না।" সাধু বলিলেন—"তথাস্তু। কিন্তু তুমি এই প্রস্তরখানি গ্রহণ কর। ইহাতে তোমার অভাব মোচন হইবে।" সাধু তাঁহার কথার সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য রুইদাসের হাতুড়িতে প্রস্তরখণ্ড ঠেকাইলেন। হাতুড়ি দেখিতে দেখিতে স্বর্ণ হইয়া গেল।

—খগেন্দ্রনাথ মিত্র

এমন সময়ে—at this stage. দূরে...রহিল—stood aside. অস্পৃশ্য—untouchable. সেবা করিতে—wait upon. তুমি···কর—ask for a boon. তথাস্তু—let it be so. ইহাতে...হইবে—this will remove all your wants. তাহার কথার···জন্য—to prove the truth of what he said. হাতুড়ি—hammer. দেখিতে দেখিতে—in no time. [স্বর্ণ...গেল—turned into gold

(6)

দীর্ঘদিন ধরিয়া আমি গলা ভাঙ্গিয়া চিৎকার করিয়া আসিতেছি যে অন্ন-সমস্যার সমাধান করিতে না পারিলে বাঙ্গালী জাতি বাঁচিবে না। বাঙ্গালী যুবকের শোচনীয় শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা দেখিয়া আমার কান্না পায়। বাঙ্গলার যুবকেরা উচ্চশিক্ষার খাতিরে নিজেদের স্বাস্থ্য ও যৌবন বলি দিয়া অকালে বৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। তাহারা সামান্য বেতনে চাকুরির খোঁজে জীবনের অর্ধেক সময়ের অপব্যয় করিতেছেন। যাহা কিছু একটা জুটাইয়া স্থিতি লাভ করিতে পারিলে তাঁহারা সোয়াস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচেন। ব্যবসায়-বাণিজ্যের কথা খুব কম বাঙ্গালীই চিন্তা করেন। পরের দাসত্ব করার এই যে মনোবৃত্তি ইহাই বাঙ্গালীর অবনতির মূল কারণ।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (পরিবর্তিত)

আমি...আসিতেছি—I have been crying myself hoarse. অন্ন-সমস্যার···পারিলে—unless we can solve our bread-problem. আমার কান্না পায়—feel like weeping. খাতিরে—for the sake of. বলি দেওয়া—to sacrifice. অকালে...উঠিতেছেন—are growing old before their time. যাহা কিছু···পারিলে—to get stationed in life somehow and somewhere. সোয়াস্তির···ছাড়িয়া—heave a sigh of relief. পরের....মনোবৃত্তি—this mentality to serve others. মূল কারণ—lies at the bottom of

(7)

স্কুল হইতে ফিরিয়া রাম সর্বাগ্রে তাহার গাছটি দেখিতে দিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিল। বই খাতা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"বৌদি! আমার গাছ?" নারায়ণী রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—"বলছি, এ দিকে আয়।"

"না, যাব না, কই আমার গাছ?"

"এদিকে আয় না, বলছি।"

রাম কাছে আসিতেই তিনি হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গিয়া কোলের উপর বসাইয়া মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন—"মঙ্গলবারে কি অশ্বত্থ গাছ পুততে আছে রে?"

রাম শান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন, কি হয়?"

নারায়ণী হাসিয়া বলিলেন—"তাহলে বাড়ীর বড় বৌ মরে যায় যে।"

রাম এক মুহূর্তে ম্লান হইয়া গিয়া বলিল—"যাঃ, মিছে কথা।"

নারায়ণী হাসিমুখে বললেন—"নারে মিছে কথা নয়, পাঁজিতে লেখা আছে।"

"কই পাঁজি দেখি।" —শরৎ চট্টোপাধ্যায়

একেবারে...উঠিল—sprang to his feet. ছুঁড়িয়া...দিয়া—flinging aside. তিনি...গিয়া—she caught him by the hand and dragged him in. মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন—stroked his head and said. শান্ত হইয়া—cooled down. এক মুহূর্তে—in a momennt. ম্লান হইয়া—turned pale

(8)

গতকল্য বেহালায় কোন ভদ্র পরিবারে একটি নিদারুণ দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। একটি বালিকাবধূ অজ্ঞাত কারণে আগুনে পুড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। জানা গিয়াছে যে, ভোরের দিকে বাড়ীর অন্যান্য সকলে যখন নিদ্রামগ্ন, ঐ বধূটি তখন একটি ঘরে গিয়া ভিতর হইতে উহার দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। তারপরে তাহার পরিধেয় বস্ত্র কেরোসিন তৈলে সিক্ত করিয়া উহাতে আগুন ধরাইয়া দেয়। কিছুক্ষণ পরে সে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতে আরম্ভ করিলে বাড়ির লোকদের নিদ্রাভঙ্গ হয়। তাহারা ছুটিয়া গিয়া দেখে—ঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। দরজা ভাঙিয়া ভিতরে ঢুকিতেই তাহারা দেখিল যে মেয়েটি অর্ধমৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে, এবং তাহার সর্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়; কিন্তু হাসপাতালে পৌছিবার পূর্বেই তাহার মৃত্যু ঘটে।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

নিদারুণ দুর্ঘটনা—a tragic incident. বালিকাবধূ—married woman of tender age. অজ্ঞাত কারণে—for reasons unknown. আগুনে…করিয়াছে—burnt herself to death. জানা গিয়াছে—it is reported. ভিতরে…দেয়—bolted the door from within. বস্ত্র… করিয়া—soaking her cloth in kerosene oil. আগুন…দেয়—set fire to it. যন্ত্রণায়…করিলে—when she began to groan in agony অর্ধমৃত……আছে—was lying half dead. ব্যবস্থা করা হয়—arrangements were made

(9)

গুরু নানক যখন মক্কায় আসিয়া পৌঁছিলেন তখন তিনি পথশ্রমে একান্ত ক্লান্ত। বিশ্রামার্থে তিনি এক মসজিদের প্রাঙ্গণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি জানিতেন না যে ইহাই মক্কার সুবিখ্যাত কাবা মসজিদ। যাহা হউক, রাত্রে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলে মসজিদের এক মোল্লা দেখিতে পাইলেন যে নানক মসজিদের দিকে তাঁহার পা রাখিয়া নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছেন। মোল্লা এই দৃশ্য সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি নানককে পদাঘাত করিয়া জাগাইয়া তুলিলেন এবং রাগতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তুই কাফের? আল্লাহ্‌র দিকে পা রাখিয়া ঘুমাইয়া আছিস?" তদুত্তরে নানক বলিলেন—"বেশ ত, আল্লাহ্ যে দিকে নাই সেই দিকে আমার পা ঘুরাইয়া দাও।" মোল্লা তাহাই করিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে মসজিদটিও ঘুরিয়া সেইদিকে চলিয়া গেল। গল্পটির তাৎপর্য বোধ হয় ইহাই যে গুরু নানক মোল্লাকে বুঝাইয়া দিলেন যে ভগবান্ সকল স্থানেই আছেন। কোন একটি বিশেষ স্থানে তাঁহাকে অধিষ্ঠিত মনে করা ভ্রমাত্মক।

বিশ্রামার্থ—for rest. মসজিদের…ঘুমাইতেছেন—was sleeping soundly with his feet placed towards the mosque. এই দৃশ্য…না —could not bear to see this. কে…কাফের—what infidel are you! কি আশ্চর্য—what wonder! মসজিদটি গেল—the mosque too revolved that way. গল্পটির তাৎপর্য—the significance of the story. কোন…ভ্রমাত্মক—it is a mistake to think that He is fixed at any particular place.

(10)

প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিলেন গান্ধীজী—নাতালের বন্দর ডারবানে যাবেন বলে। ট্রেন এসে দাঁড়ালে গান্ধীজী একখানা প্রথম শ্রেণীর কামরায় ঢুকলেন। কিন্তু সেই সঙ্গেই এসে পড়লেন গার্ড সাহেব। রাগে তার দেহের রক্ত ফুটছে—মুখভার রক্তবর্ণ। একজন 'কালা' ভারতবাসী ট্রেনের প্রথম শ্রেণীতে উঠে বসেছে! কি ধৃষ্টতা! বললেন—"ওহে, নেমে এস ওখান থেকে। প্রথম শ্রেণীর কামরা সাহেবদের জন্য—তোমাদের জন্য নয়। তোমরা ভারতবাসী—তোমাদের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর কামরা—যাও, নেমে যাও।" গান্ধীজী ভদ্র অথচ দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করে বললেন—"আমি প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনেছি। কাজেই প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করিবার অধিকার আমার আছে।" একজন ভারতীয়ের এই ঔদ্ধত্যে ইংরেজ গার্ড সাহেব অপমানিত বোধ করিলেন। তিনি একজন সিপাহী ডেকে তাকে হুকুম দিলেন গান্ধীজীকে ধাক্কা দিয়ে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিতে। সিপাহী হুকুম পালন করল। শুধু তাই নয়। সে গান্ধীজীর জিনিষপত্তর পর্যন্ত নীচে টেনে ফেলে দিল। —আমাদের বাপুজী

ঢুকলেন—got into. প্রথম শ্রেণীর কামরা—a first class compartment. সঙ্গে সঙ্গেই—forthwith. রাগে…ফুটছে—he was boiling with rage. কি ধৃষ্টতা—what insolence! নেমে যাও—get down. ভদ্র…স্বরে—in gentle yet firm voice. প্রতিবাদ করা—to protest. ভ্রমণ করিবার অধিকার…আছে—I have the right to travel. ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিতে—to knock him down. শুধু…নয়—but this was not all জিনিসপত্তর—belongings

(11)

উকিল—তোমার বয়স কত?

কমলাকান্ত—আমার বয়স ৫১ বৎসর দুই মাস তের দিন চার ঘণ্টা পাঁচ মিনিট।

উকিল—কি জ্বালা! তোমার ঘণ্টা মিনিট কে চায়?

কমলাকান্ত—কেন, এইমাত্র প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন যে কোন কথা গোপন করিব না।

উকিল—তোমার যা ইচ্ছা হয় কর, আমি তোমার সঙ্গে পারিব না। তোমার নিবাস কোথায়?

কমলাকান্ত—আমার নিবাস নাই।

উকিল—বলি, বাড়ী কোথায়?

কমলাকান্ত—বাড়ী দূরে থাক্, আমার একটা কুঠরিও নাই।

উকিল—তবে থাক কোথায়?

কমলাকান্ত—যেখানে সেখানে।

উকিল—এখন আছ কোথায়?

কমলাকান্ত—কেন, এই আদালতে। —কমলাকান্তের দপ্তর

কি জ্বালা—what nonsense! তোমার...চায়—who asked you about hours and minutes? প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন—you made me swear. কোন.. না—shall conceal nothing. আমি...পারিব না—you are too hard a nut for me to crack. নিবাস—residence. বাড়ী দূরে থাক—far from having a house. যেখানে সেখানে—here, there and everywhere

(12)

একদিন পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন। আসিবার পথে দেখিলেন দুইজন গোরা সৈনিক উত্তেজিত অবস্থায় পরস্পর কলহ করিতেছে। উহারা কতকগুলি জোর জোর কথা বিনিময়ের পর ঘুষাঘুষি আরম্ভ করিল। তর্কপঞ্চানন মহাশয় আর সেখানে অপেক্ষা না করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন তিনি পুলিশ কোর্ট হইতে এক সমন পাইলেন। জানিলেন তাঁহাকে ঐ দুই সৈনিকের কলহ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে হইবে। যথা সময়ে কোর্টে উপস্থিত হইলে হাকিম তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন—"আপনি এ ব্যাপারের কি জানেন?" তর্কপঞ্চানন

বলিলেন—"আমি ঘটনা-স্থলে কিছুক্ষণ উপস্থিত ছিলাম বটে—কিন্তু উহাদের কথাবার্তা আদৌ বুঝিতে পারি নাই। তবে আপনি অনুমতি করিলে আমি স্মৃতি হইতে উহাদের কথাগুলি উদ্ধৃত করিতে চেষ্টা করিতে পারি।" হাকিম অনুমতি দিলে তর্কপঞ্চানন মহাশয় সৈনিকদ্বয়ের কথাগুলি হুবহু বলিয়া গেলেন। সকলেই তাঁহার স্মৃতিশক্তির আশ্চর্য ক্ষমতা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন।

—বঙ্গবাণী (২য় ভাগ)

উত্তেজিত...কলহ করিতেছে—were quarrelling in a mood of excitement. কতকগুলি ..করিল—after an exchange of some hot words they came to blows. ঘটনা—incident. সমন—summons. সাক্ষ্য দেওয়া—give evidence. আমি স্মৃতি...করিতে পারি—I can try to reproduce what they said from my memory. হুবহু—verbatim. স্মৃতিশক্তির ক্ষমতা—amazing feat of his memory

(13)

আমি আমার লিখিবার ঘরে বসিয়া হিসাব দেখিতেছি এমন সময়ে রহমত আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে ঝুলি নাই। তাহার সে লম্বা চুল নাই। তাহার শরীরে পূর্বের মত সে তেজ নাই। অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম। কহিলাম—"কিরে রহমত, কবে আসিলি?" সে কহিল—"কাল সন্ধ্যাবেলায় জেল হইতে খালাস পাইয়াছি।" কোন খুনীকে প্রত্যক্ষ দেখি নাই। ইহাকে দেখিয়া সমস্ত অন্তঃকরণ যেন সঙ্কুচিত হইয়া গেল। আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল আজকার এ শুভদিনে এ লোকটা গেলেই ভাল হয়। আমি তাহাকে বলিলাম—"আজ আমাদের বাড়ীতে একটা কাজ আছে, আমি একটু ব্যস্ত আছি, আজ তুমি যাও।" কথাটা শুনিয়াই সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। অবশেষে দরজার কাছে গিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "খোঁখীকে একবার দেখিতে পাইব না?" —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লিখিবার ঘরে— in my study. হিসাব দেখিতেছি—was looking over the accounts. তাহাকে চিনিতে পারিলাম না—could not

recognise him. তাহার শরীরে···তেজ নাই—neither that old vigour in him. খালাস পাইয়াছি—was released from. সমস্ত···গেল—my whole heart shrank within me. এ শুভদিনে—on this auspicious day. কাজ—function. চলিয়া...হইল—prepared to go. একবার দেখিতে পাওয়া—just have a look at

(14)

হরিদ্বারে কয়েক দিন অবস্থান করিয়া আমরা ব্রহ্মকুণ্ড, কুশাবর্ত ও কনখল প্রভৃতি হিন্দুতীর্থ-সকল দর্শন করিলাম। কনখলের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। রামকৃষ্ণের শিষ্যগণ কর্তৃক উহা স্থাপিত হইয়াছে। পীড়িত ও আর্তজনগণের সেবা করাই এই আশ্রমের প্রধান কাজ। সুদূর হিমালয়ের ক্রোড়ে বাঙ্গালীর কীর্তি দেখিয়া গর্বানুভব করিলাম।

হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ চৌদ্দ মাইল। হৃষীকেশ খুব প্রসিদ্ধ স্থান,—এখানে অনেক সাধু মহাত্মা বাস করেন। এইখানে গঙ্গা, চন্দ্রভাগা ও সরস্বতী—এই তিনটি নদী মিলিত হইয়াছে। এইজন্য হিন্দুরা এই স্থানকে ত্রিবেণী তীর্থ বলেন। এই পুণ্যতীর্থদর্শনে হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। হৃষীকেশে গঙ্গার দৃশ্য অতি মনোরম। গঙ্গা যেন চঞ্চলা বালিকার ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছে। —জলধর সেন

কয়েক দিন অবস্থান করিয়া—after a short stay. জনহিতকর প্রতিষ্ঠান—a philanthropic institution. শিষ্যগণ—disciples. প্রধান কাজ—principal work. সুদূর হিমালয়ের ক্রোড়ে—at the lap of the far off Himalayas. কীর্তি—achievement. মিলিত হইয়াছে—have united. মনোরম—delightful. চঞ্চলা বালিকার ন্যায়—like a restless girl

(15)

গ্রামের শেষে মাঠের ধারে গফুর জোলার বাড়ী। একখানা ঘর আর দাওয়া। বাড়ীর মাটির পাঁচিল পড়িয়া গিয়াছে, চালে খড় নাই। সেইখানে কোন মতে গফুর আর তার মেয়ে মাথা গুঁজিয়া দিন কাটায়। এই ঘরটুকুই

গফুরের সম্বল। আর আছে একটা বুড়ো ষাঁড়। গফুর বড় আদরে তার নাম রাখিয়াছিল মহেশ। মহেশ তার ছেলের মত। উপরি উপরি দু'সন অজন্মা, মাঠের ধান শুকাইয়া গিয়াছে। দিন-মজুরিও জোটে না। বাপ-বেটীতে দু'বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। মহেশের বড় দুর্দশা। গ্রীষ্মের রৌদ্রে সব ঘাস শুকাইয়া পুড়িয়া গিয়াছে। আর চরিবার জায়গাই বা কই? শ্মশানের ধারে গাঁয়ের যে গোচরটুকু ছিল, পয়সার লোভে জমিদার তাহা বিলি করিয়া দিয়াছেন। এত দুঃখেও গফুরের কারও প্রতি রাগ নাই। সে বড় নিরীহ ও বড় অসহায়। —শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গ্রামের...ধারে—by the side of a field at one end of the village. জোলা—weaver. একখানা...দাওয়া—a small hut with a verandah in front of it. মাথা গুঁজিয়া—lay their heads in. এই ঘর...সম্বল—this hut was all that Gafur had. বড় আদরে—very fondly. উপরি...অজন্মা—crops had failed for two successive years. শুকাইয়া গিয়াছে—had dried up. দুবেলা...পায় না—could not get two square meals a day. গোচর—pasture-land. বিলি...দিয়াছেন—had leased that out. রাগ নাই—had no malice against. নিরীহ—harmless

(16)

ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে আসিবার জলপথ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যেই কলম্বস স্পেন দেশ হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে তিনি এক নূতন মহাদেশে গিয়া পৌঁছিলেন। আমেরিকার আবিষ্কারক-রূপে তাঁহার নাম পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কার করিলেন ভাস্কো-ডা-গামা নামে পর্তুগালের এক নাবিক। আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া ভারত মহাসাগরের মধ্য দিয়া তিনি ভারতবর্ষের কালিকট বন্দরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখন ইউরোপীয় জাহাজ আমাদের দেশে আসে সুয়েজ খালের মধ্য দিয়া। কিন্তু ভাস্কো-ডা-গামার সময়ে সুয়েজ খালের অস্তিত্বই ছিল না।

ভাস্কো-ডা-গামা পথ দেখাইলে ইউরোপের অন্যান্য দেশের লোকেরাও বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আসিতে আরম্ভ করিল এবং কালক্রমে ভারতবর্ষের বাজারগুলি বিদেশীয় পণ্যে ছাইয়া গেল।

—শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ…জলপথ—a sea-route to India. ঘটনাচক্রে—as fate would have it. চিরস্মরণীয়…আছে—has become immortal. নাবিক—a sailor. উত্তমাশা অন্তরীপ—Cape of Good Hope. অস্তিত্বই ছিল না—did not exist at all. বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে—for the purpose of trade. কালক্রমে—in course of time. ভারতবর্ষের বাজারগুলি…গেল—the Indain markets came to be flooded with foreign goods

(17)

প্রিয়তমা পত্নী মমতাজমহলের স্মৃতিরক্ষার্থে সম্রাট্ শাহ্‌জাহান আগ্রায় যে অপূর্ব সৌধ নির্মাণ করেন, উহাই তাজমহল নামে পরিচিত। এই সৌধ-নির্মাণের অভিপ্রায়ে সম্রাট্ দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থপতিগণকে নিযুক্ত করেন। এমন কি সুদূর আরব, পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের প্রসিদ্ধ শিল্পীর পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছিল। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রচুর অর্থব্যয়ে ভারতের নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে তাজমহলের নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়। দৈনিক ন্যূনাধিক বিংশতি সহস্র কর্মী এই কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ক্রমাগত সতের বৎসর পূর্ণোদ্যমে কার্য চলিবার পর এই অতুলনীয় স্মৃতিসৌধের নির্মাণকার্য শেষ হয়। শ্বেত প্রস্তরে নির্মিত এই স্মৃতিসৌধের অপরূপ রূপ দর্শন করিলে স্বতঃই মন আনন্দে ও প্রশংসায় ভরিয়া যায়। আর আমরা বুঝিতে পারি কেন ইহাকে পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের মধ্যে অন্যতম বলা হয়।

—সরল সাহিত্যসুধা (পরিবর্তিত)

স্মৃতিরক্ষার্থে—to preserve the memory of. এই…অভিপ্রায়ে—for the purpose of constructing this building. সর্বশ্রেষ্ঠ……গণকে—the best sculptors. প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি—the necessary

materials. ন্যূনাধিক—more or less, ক্রমাগত……পর—after the work of construction went on in full swing for seventeen years. মন…ভরিয়া যায়—our mind comes to be filled with joy and admiration. অপরূপ……দর্শনে—when we see the matchless beauty of. কেন……বলা হয়—why it is called one of the seven wonders of the world

(18)

যুবক তাহার মানচিত্রাদি সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। অঙ্ক কষিয়া সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার আবিষ্কৃত পর্বতচূড়াটির উচ্চতা সত্য সত্যই উনত্রিশ হাজার দু'ফুট। সাহেব যুবকের মানচিত্রাদি দেখিয়া খুব খুশী হইলেন এবং স্বীকার করিলেন যে, এই যুবকই সর্বপ্রথম পৃথিবীর এই উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গটির সন্ধান পাইয়াছেন। সেই সময়ে সার জর্জ এভারেস্ট ছিলেন ভারতীয় জরিপ-বিভাগের কর্তা। তাই, তাঁহারই নামানুসারে পৃথিবীর এই সর্বোচ্চ পর্বতচূড়াটির নাম হইল এভারেস্ট শৃঙ্গ। এই বাঙ্গালী যুবক যিনি বহু দিন গবেষণা করিয়া, বহু অজানা অচেনা পাহাড়ে ঘুরিয়া পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু গিরিচূড়াটির আবিষ্কার করিয়া গেলেন—তাঁহার নাম রাধানাথ শিকদার। ইনি ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। নূতন কিছু আবিষ্কারের ব্যাপারে বাঙ্গালী ছেলে যে কম নয় রাধানাথ তাহাই প্রমাণ করিয়া গেলেন।

মানচিত্রাদি—maps and charts. উপস্থিত করিলেন—placed before. অঙ্ক……দিলেন—convinced the officer by mathematical calculations. স্বীকার করিলেন—admitted. জরিপ-বিভাগ—survey department. তাঁহারই নামানুসারে—it was after him. এভারেস্ট শৃঙ্গ—Mount Everest. বহু…করিয়া—after long researches. সবচেয়ে…গেলেন—discovered the highest mountain-peak. নূতন…কম নয়—does not lag behind in the field of new discoveries

(19)

রমেশ শহরে থাকিতে এ সম্বন্ধে বই পড়িয়া যাহা জানিয়াছিল, গ্রামে আসিয়া তাহাই চোখে দেখিয়া, প্রথমটা একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার অনেক টাকা ব্যাঙ্কে পড়িয়া ছিল। এই টাকা এবং আরও কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া এই-সকল দুর্ভাগাদিগকে মহাজনের কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল। কিন্তু দুই-একটি কার্য করিয়াই ধাক্কা খাইয়া দেখিল যে, এই-সকল দরিদ্রদিগকে যতটা নিরীহ এবং কৃপাপাত্র বলিয়া ভাবিয়াছিল, অনেক সময়েই তাহা ঠিক নয়। ইহারা দরিদ্র, নিরুপায় এবং অল্পবুদ্ধি বটে কিন্তু বজ্জাতি বুদ্ধিতে ইহারা কম নয়; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরলও নয়, সাধুও নয়, মিথ্যা বলিতেও অধোবদন হয় না এবং ফাঁকি দিতে বেশ জানে। ধার করিয়া শোধ না দিবার প্রবৃত্তি ইহাদের যথেষ্ট প্রবল। অথচ ইহারা এমন উৎপীড়িত, এত দুর্বল, এমন নিঃস্ব যে ইহাদের উপর রাগ করিয়া বসিয়া থাকাও অসম্ভব। বিদ্রোহী বিপথগামী সন্তানের প্রতি পিতার মনোভাব যাহা হয়, রমেশের অন্তরটি ঠিক তেমনই করিতেছিল।

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

একবার...পড়িল—felt completely upset. কবল......জন্য—to free them from the clutches of. সে…গেল—he started work in right earnest. ধাক্কা খাইয়া দেখিল—the shocks he received revealed to him. অল্পবুদ্ধি—small-witted. বজ্জাতি বুদ্ধিতে কম—lag behind in making mischief. মিথ্যা…না—feel no scruples in telling lies. উৎপীড়িত—tortured. বিদ্রোহী......করিতেছিল—Ramesh had the same feeling that a father has towards his rebel son who has gone astary.

(20)

মানসিংহ ঈশাখাঁর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। দুর্গের বাহিরে দুই জনে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হঠাৎ ঈশাখাঁর তরবারির আঘাতে মানসিংহের তরবারি ভাঙিয়া গেল। ঈশাখাঁ তখন অনায়াসে মানসিংহকে নিধন করিতে পারিতেন।

কিন্তু নিরস্ত্র শত্রুর দেহে আঘাত করিতে বীর ঈশাখাঁর অন্তর চাহিল না, নিজের তরবারি মানসিংহের হাতে দিয়া বলিলেন—"আপনি আমার অস্ত্র গ্রহণ করুন। আমি আর একখানা আনাইয়া লইতেছি।" ঈশাখাঁর মহত্বে মানসিংহ মুগ্ধ হইয়া গেলেন। বলিলেন—"ঈশাখাঁ, তুমি বীর। তোমাকে বিদ্রূপ করিয়াছিলাম, সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আকবর শাহের সহিত তোমার বিরোধ যাহাতে শেষ হয়, আমি সেই ব্যবস্থা করিব। আমি আর তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিব না।" —পাঠমঞ্জুষা

সম্মত হইলেন—**agreed to.** নিরস্ত্র…না—**he had not the heart to strike an unarmed foe.** আনাইয়া লইতেছি—**I am going to get.** মহত্বে…গেলেন—**was charmed with the greatness of.** বিদ্রূপ—**taunts.** আমি…করিব—**I shall see to it that**

CHAPTER VIII

PASSAGES FOR TRANSLATION

(Without Hints)

(1)

শিক্ষার্থীকে ব্যবসায়ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন স্তর হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। হীনতা স্বীকার করিয়া, সর্বপ্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া, কৃতিত্ব অর্জনের প্রয়াস আমাদের যুবকগণের মধ্যে দেখা যায় না। ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া আমাদের যুবকগণ একমাস বা দেড়মাস সকল দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলেন—"সব শিখে নিয়েছি; এইবার টেবিল, চেয়ার ও বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়া দিয়ে আমাকে একটা বিভাগের কর্তা করে দিন।" এই ধৈর্যহীনতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম সকলেই কল্পনা করিতে পারেন। আমরা দোকান করিয়া 'ফেল' মারি। কেহ কাহারও অংশীদার হইয়া ব্যবসায় করিতে জানি না। এইরূপ ব্যবসায় আরম্ভ করিলেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করি। —আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

(2)

সাজাহান—বুঝেছি মা, এ দারার বিজয় ঘোষণা নয়. এ এক নূতন দুঃসংবাদ, তাই কি?

জাহানারা—হাঁ বাবা।

সাজাহান—জানি দুর্ভাগ্য একা আসে না। যখন আরম্ভ হয়েছে—সে তার পালা শেষ না করে যাবে না। বল, কি দুঃসংবাদ কন্যা। ও কিসের শব্দ?

জাহানারা—ঔরংজীব আজ সম্রাট্ হয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসেছে। আগ্রায় এ তারই উৎসবধ্বনি।

সাজাহান—কি? ঔরংজীব কি হয়েছে?

জাহানারা—আজ দিল্লীর সিংহাসনে বসেছে।

সাজাহান—জাহানারা, কি বলছো? আমি জীবিত আছি না মরে গিয়েছি? না, এ অসম্ভব। ঔরংজীব এ কাজ কর্তে পারে না। তার পিতা এখনও জীবিত—একটা বিবেক ত আছে।

জাহানারা—যে ব্যক্তি বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী ক'রে জীবন্তে এই গোর দিতে পারে, সে কি না কর্তে পারে, বাবা! —দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

(3)

যখন পালামৌ আমার যাওয়া একান্তই স্থির হইল তখন জানি না যে, সে স্থান কোন্ দিকে, কতদূর? অতএব ম্যাপ দেখিয়া স্থানটি বাহির করিলাম। হাজারিবাগ হইয়া যাইতে হইবে এই বিবেচনায় ডাক গাড়ি ভাড়া করিয়া রাত্রি দেড় প্রহরের সময় রানীগঞ্জ হইতে যাত্রা করিলাম। প্রাতে বরাকর নদীর পূর্বপারে গাড়ি থামিল। বরাকর হইতে দুই একটি ক্ষুদ্র পাহাড় দেখা যায়। বঙ্গবাসীদের কেবল মাঠ দেখা অভ্যাস, মৃত্তিকার সামান্য স্তূপ দেখিলেই তাহাদের আনন্দ হয়। অতএব সেই পাহাড়গুলি দেখিয়া যে তৎকালে আমার যথেষ্ট আনন্দ হইবে, ইহা আর আশ্চর্য কি? পরদিন দুই প্রহরের সময়ে হাজারিবাগ পৌঁছিলাম। তথায় গিয়া শুনিলাম, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়িতে আমার আহারের আয়োজন হইতেছে। প্রায় দুই দিবস আহার হয় নাই,

অতএব আহার সম্বন্ধীয় কথা শুনিবামাত্র ক্ষুধা অধিকতর প্রদীপ্ত হইল। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাটীতে গাড়ি লইয়া যাইতে অনুমতি করিলাম।

—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(4)

তীরোপরি আরোহণ করিয়া নবকুমার দেখিলেন যে যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর কোথাও বসতির লক্ষণ নাই। কেবল বনমাত্র। কিন্তু সে বন দীর্ঘবৃক্ষাবলীশোভিত বা নিবিড় বন নহে—কেবল স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ মণ্ডলাকারে কোন কোন ভূমিখণ্ড ব্যাপিয়াছে। নবকুমার তাহার মধ্যে আহরণযোগ্য কাষ্ঠ দেখিতে পাইলেন না। সুতরাং উপযুক্ত বৃক্ষের সন্ধানে নদীতট হইতে অধিকদূর গমন করিতে হইল। পরিশেষে ছেদন-যোগ্য একটি বৃক্ষ পাইয়া তাহা হইতে প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ সমাহরণ করিলেন। কাষ্ঠ বহন করিয়া আনা আর এক বিষম কঠিন ব্যাপার বোধ হইল; নবকুমার দরিদ্রের সন্তান ছিলেন না, এসকল কর্মের অভ্যাস ছিল না। সম্যক্ বিবেচনা না করিয়াই কাষ্ঠ আহরণে আসিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে কাষ্ঠভারবহন ক্লেশকর হইল। যাহা হউক, যে কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহাতে ক্ষান্ত হওয়া নবকুমারের স্বভাব ছিল না।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(5)

চন্দ্রগুপ্ত একবার চাণক্যের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন—আমি বাহুবলে বিপুল সাম্রাজ্য জয় করিয়াছি—অতএব রাজ্য রক্ষা করিবার সামর্থ্যও আমার আছে। কিন্তু চাণক্য চলিয়া গেলেই তিনি তাঁহার নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন চাণক্য পশ্চাতে না থাকিলে বিশাল মগধ-সাম্রাজ্য রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে দুরাশা মাত্র। চন্দ্রগুপ্ত বিশেষ অনুরোধ করিয়া চাণক্যকে পুনর্বার মন্ত্রিপদ গ্রহণ করিতে স্বীকার করাইলেন। তাহার রাজ্যরক্ষা হইল। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই চাণক্যকে ফিরিয়া পাওয়া যায় না। অনেক সময় আমাদের অবহেলায় যাহা যায়, পরে প্রাণ দিলেও তাহা আর ফিরিয়া

আসে না। যে মরিয়া যায়, তাহাকে পাইবার উপায় নাই। ভগ্নস্বাস্থ্য সকল সময়ে ফিরিয়া পাওয়া যায় না। সময় একবার চলিয়া গেলে, উহা আর ফিরিয়া আসে না।

(6)

সরলহৃদয় তরুণেরা চায় দেশের কল্যাণ সাধন করিতে। কিন্তু কোন্ উপায়ে দেশের কল্যাণসাধন হইবে—তাহাদের অনেকেই গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখে না। মনে হয় তাহারা চিন্তাশক্তি একেবারেই যেন হারাইয়া ফেলিয়াছে; দৃষ্টিশক্তিও যেন তাহাদের আর নাই। কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া তাহারা অন্ধকারে ঝাঁপাইয়া পড়ে, অন্ধকারেই জীবনের অবসান ঘটায়। এরূপ অবস্থায় কে আশা করিতে পারে যে দেশের সৌভাগ্য ও গৌরব ফিরিয়া আসিবে—সমস্ত দুঃখের অবসান ঘটিবে। উচ্চাভিলাষী তরুণদিগকে আজ স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে যে, আলোকের পথই প্রকৃত কল্যাণের পথ—কারে শুধু পাপ, কেবল অশান্তি, অবশেষে মরণ।

(7)

অল্প কয়েক বছর আগে ইউরোপে এক ভীষণ যুদ্ধ হয়ে গেছে। পৃথিবীর অনেক জাতিই এই যুদ্ধে নেমেছিলেন—আর প্রত্যেকেরই চেষ্টা ছিল অপর পক্ষের কত লোককে হত্যা করতে পারা যায়। লক্ষ লক্ষ লোক এই যুদ্ধে হত হয়েছে এবং বহু সহস্র লোক চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছে। এরকম ভাবে পরস্পরকে হত্যা করার মধ্যে কোন্ সভ্যতা ও বুদ্ধির প্রকাশ পেয়েছিল? রাস্তায় দাঁড়িয়ে দু'জন ঝগড়া করলে পুলিস এসে তাহাদের ছাড়িয়ে দেয়; লোকেও তাদের মনে করে মূর্খ। কিন্তু ভেবে দেখ গোটা দেশ আর জাতির পক্ষে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লড়াই করা আর লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বধ করা আরো কত বড় বোকামি, আরো কত বড় মূর্খতা। এ যেন জঙ্গলের ভিতর দুটো বুনো লোকের লড়াই।

(8)

এত বেলা পর্যন্ত শিবুর নাওয়া-খাওয়া নাই। জমিদারের কাছেও সুবিচার হয় নাই ; তাহাতে বাড়িতে পা দিতে না দিতেই এই কাণ্ড, তাহার আর হিতাহিত জ্ঞান রহিল না। সে প্রচণ্ড এক শপথ করিয়া বলিয়া উঠিল—এই আমি চললুম, থানার দারোগার কাছে। এর বিহিত যদি না করতে পারি ত আমি সামন্তের ছেলে নই।

তাহার শালা লেখাপড়া-জানা লোক, বিশেষতঃ তাহার গয়ার উপর আগে হইতেই আক্রোশ ছিল। সে কহিল, আইনমতে এর নাম—অনধিকার-প্রবেশ। লাঠি নিয়ে বাড়ি চড়াও হওয়া, জিনিসপত্র ভাঙ্গা, মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলা—এর শাস্তি ছ'মাস জেল। সামন্ত মশাই, তুমি কোমর বেঁধে দাঁড়াও দেখি, আমি কেমন না বাপ-বেটাকে একসঙ্গে জেলে পুরতে পারি।

শিবু আর দ্বিরুক্তি করিল না, সম্বন্ধীর হাত ধরিয়া দরোগার উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল। —শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(9)

আমাদের বাড়ির নিম্নেই গঙ্গা প্রবাহিত। বাল্যকাল হইতেই নদীর সহিত আমার সখ্য জন্মিয়াছিল। বৎসরের এক সময় কূল প্লাবিত করিয়া জলস্রোত বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইত ; আবার হেমন্তের শেষে ক্ষীণ কলেবর ধারণ করিত। প্রতিদিন জোয়ার-ভাঁটায় বারি-প্রবাহের পরিবর্তন লক্ষ্য করিতাম। নদীকে আমার একটি গতি-পরিবর্তনশীল জীব বলিয়া মনে হইত। সন্ধ্যায় একাকী নদীতীরে আসিয়া বসিতাম। ছোট ছোট তরঙ্গগুলি তীরভূমিতে প্রতিহত হইয়া কুলু কুলু গীত গাহিয়া অবিশ্রান্ত চলিয়া যাইত। যখন অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিত এবং বাহিরের কোলাহল একে একে নীরব হইয়া যাইত, তখন নদীর সেই কুলু কুলু ধ্বনির মধ্যে কত কথাই শুনিতে পাইতাম। কখনো মনে হইত এই অজস্র জলধারা প্রতিদিন চলিয়া যাইতেছে—ইহা হয়ত কখনও ফিরে না। তবে এই অনন্ত জলধারা কোথা হইতে আসিতেছে? ইহার কি শেষ নাই?

—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

(10)

দূরে, ঐ নদীর পারে, ঐ বনানী ও পর্বতের পারে, আমাদের বাঞ্ছিত ভূমি—ঐ দেশ আমাদের জন্মভূমি। আমরা ঐ দেশেই ফিরে যাচ্ছি। শোন! ভারতভূমি আমাদের আহ্বান জানাচ্ছে—রাজধানী দিল্লী আমাদের ডাকছে। ৩৮ কোটী স্বদেশবাসী আমাদের আহ্বান করছে। ওঠ, আর নষ্ট করবার সময় নাই, হাতে হাতে অস্ত্র নাও। সম্মুখে তোমার দীর্ঘ পথ। শত্রুসেনার মধ্য দিয়ে আমাদের পথ করে যেতে হবে। ঈশ্বরের অভিপ্রেত হলে শহীদের মত মৃত্যুবরণেও আমরা কুণ্ঠিত নই। এই শেষশয্যায় আমরা সেই পথকে চুম্বন করব—যে পথে দিল্লীতে উপনীত হবে আমাদের বীর সেনার দল। দিল্লীর পথই স্বাধীনতার পথ।

—সুভাষচন্দ্র বসু

(11)

ছবির দেশ কাশ্মীর যে কত সুন্দর, তাহা নিজে না দেখিলে কাহাকেও বোঝানো যায় না। কেন যে মানুষ উহাকে ভূস্বর্গ বলে তাহা আমি নিজের চোখে দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম। ফলে ফুলে ভরা কাশ্মীর রাজ্য। এখানে সর্বত্রই পাহাড়। কাশ্মীরীদের তৈয়ারী বাড়িগুলি দেখিতে খুবই সুন্দর। বাড়িগুলি অবশ্য সংখ্যায় খুব বেশি নয়। হ্রদে ভাসমান নৌকায় অনেক লোক বাস করে। এই সাজানো নৌকাগুলিতেই একটি জমকালো ভাসমান শহরের সৃষ্টি হইয়াছে। কাশ্মীর রাজার প্রাসাদটি সত্যই খুব চমৎকার। বহু পর্যটক প্রতিবৎসর কাশ্মীরভ্রমণে যান।

(12)

বিলাত হইতে ফিরিয়া গান্ধীজি প্রথম বোম্বেতে ব্যারিস্টারি করিতে শুরু করিলেন। কিন্তু পরে যাঁহার বক্তৃতা সহস্র সহস্র মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিত, সেদিন তিনি প্রকাশ্যে আদালতে বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইয়া একটি কথাও বলিতে পারিলেন না। একটা অকারণ লজ্জা এমনভাবে তাঁহার কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিল যে তিনি অধোবদন হইয়া মোকদ্দমার ভার অপরের উপরে দিয়া একরকম ছুটিয়াই বাহির হইয়া আসিলেন। আপাতদৃষ্টিতে যাহাকে ব্যর্থতা

বলিয়া মনে হয়, অধিকাংশ সময়ে মানুষের জীবনে তাহাই বৃহত্তর সার্থকতা বহিয়া আনে। গান্ধীজি যদি সেদিন সুচারুভাবে সে মোকদ্দমা চালাইতে পারিতেন, তাহা হইলে ভারতের ইতিহাস আজ অন্যরূপ দাঁড়াইত। গান্ধীজি হয়ত ধনকুবের হইতে পারিতেন, কিন্তু 'মহাত্মা' হওয়া সম্ভব হইত না।

—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

(13)

চাণক্য—না, যাও! ভিক্ষুক! আমিই সেই ব্রাহ্মণ। এ কন্যা আমার।

ভিক্ষুক—আমার মেয়েটি কেড়ে নিও না, বাবা! এ আমার অন্ধের নড়ি। খেতে পাবো না।

চাণক্য—তোমায় এক রাজ্যখণ্ড দেবো। দস্যু, তুমি আমায় পথের ভিখারী করেছ, তুমি আমায় সম্রাট্ করেছ। তুমি আমায় নরকে নিক্ষেপ করে আবার স্বর্গে উঠিয়েছ। আমি তোমায় বধ করে তোমার মূর্তি গড়ে পূজা করব। না না—এ কি! আনন্দ, না দুঃখ?

কাত্যায়ন—চাণক্য! চাণক্য!

চাণক্য—না, এ সম্ভব না। এ ছলনা, প্রতারণা, ষড়্‌যন্ত্র—তোমার ষড়্‌যন্ত্র কাত্যায়ন! কাত্যায়ন, নাড়ী দেখতে জান? দেখ (হাত বাড়াইলেন) আমি বেঁচে আছি কিনা।

কাত্যায়ন—চাণক্য, প্রকৃতিস্থ হও।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

(14)

যখনকার কথা বলিতেছি, রাবেয়ার ধর্মজীবনের অদ্ভুত কাহিনী তখন দেশে দেশে প্রচারিত হইয়াছে। পুরুষের যাহা অসাধ্য—একজন নারী তাহা সাধন করিয়াছেন, এই কথা তখন সকলের মুখে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে এবং দলে দলে লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিতেছেন। একবার এইরূপ দুইজন লোক আসিয়াছিলেন। তাঁহারা তখন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, নিজেদের মধ্যে আলাপ করিতেছিলেন যে রাবেয়া যদি তাঁহাদিগকে কিছু খাইতে দিতেন,

তবে বড় ভাল হইত। রাবেয়ার নিকট তখন মাত্র দুইখানি রুটি ছিল। তিনি তাহা বাহির করিয়া কিরূপে যে উক্ত দুইখানি রুটি দিয়া অতিথিসেবা করিবেন, তাহা ভাবিতে লাগিলেন। ঠিক এমনি সময়ে এক ভিক্ষুক বাহির হইতে ডাকিয়া বলিল, "মা, আমি দরিদ্র ভিক্ষুক, ক্ষুধায় বড় কাতর হইয়াছি। কিছু খাদ্যদ্রব্য পাইতে পারি কি?" রাবেয়া ক্ষুধার্তের প্রার্থনা শ্রবণমাত্র রুটি দুইখানি তাহাকে প্রদান করিলেন—নিজের জন্য বা অতিথিদের জন্য কিছুই রাখিলেন না।

—সৈয়দ এমদাদ আলি

(15)

ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়া সৈয়দ আহ্‌মদ মুসলমানদিগের জন্য একটি উচ্চশ্রেণীর কলেজ স্থাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু অর্ধশিক্ষিত মৌলবিগণ এই সাধু সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে বিস্তর বাধা প্রদান করিলেন। তাঁহারা প্রচার করিতে লাগিলেন ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞানের চর্চা মুসলমানদিগের পক্ষে ধর্মবিরুদ্ধ কার্য। কিন্তু সৈয়দ আহ্‌মদ সঙ্কল্পসাধনের জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন—তিনি কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইলেন না। বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি নিজের উদ্দেশ্য সাধন করেন; তিনি ভারতের নানাস্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করেন; হায়দরাবাদের নিজাম, রামপুরের নবাব, সার সালার জঙ্গ প্রভৃতি মুসলমান নেতৃগণ তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। অবশেষে সৈয়দ আহ্‌মদের সাধু সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হইল। তিনি ১৮৭৭ খ্রীঃ আলিগড়ে মুসলমানদিগের শিক্ষার জন্য একটি উচ্চশ্রেণীর কলেজ স্থাপন করিলেন। এই কলেজই সৈয়দ আহ্‌মদের জীবনের সর্বপ্রধান কীর্তি।

—শ্রীঅবনীমোহন রায়

(16)

মহারাজ খাপ হইতে তরবারি খুলিলেন। নক্ষত্ররায়ের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন—"ভাই, এখানে লোক নাই, সাক্ষী নাই, কেহ নাই। ভাইয়ের বক্ষে ভাই যদি ছুরি মারিতে চাও, তবে তাহার স্থান এই, সময় এই। এখানে কেহ তোমাকে নিবারণ করিবে না, কেহ তোমাকে নিন্দা করিবে না। তোমার

শিরায় আর আমার শিরায় একই রক্ত বহিতেছে—তুমি সেই রক্তপাত করিতে চাও; কিন্তু মানুষের আবাসস্থলে করিও না। কারণ যেখানে এই রক্তের এক বিন্দু পড়িবে, সেইখানেই অলক্ষ্যে ভ্রাতৃত্বের পবিত্র বন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে। অতএব নগরে, গ্রামে, যেখানে নিশ্চিন্তচিত্তে পরমস্নেহে ভাইয়ে ভাইয়ে গলাগলি করিয়া আছে সেই ভাইদের নীড়ের মধ্যে ভাইয়ের রক্তপাত করিও না। এইজন্যই আজ তোমাকে অরণ্যে ডাকিয়া আনিয়াছি।" এই বলিয়া রাজা নক্ষত্ররায়ের হাতে তরবারি দিলেন। নক্ষত্ররায়ের হাত হইতে তরবারি ভূমিতে পড়িয়া গেল। নক্ষত্ররায় দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া রুদ্ধ-কণ্ঠে কহিলেন, "দাদা, আমি দোষী নই। একথা আমার মনে কখনও উদয় হয় নাই।" —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(17)

প্রাচীন ভারতের ঋষির মত আচার্য জগদীশচন্দ্র আজীবন বৈজ্ঞানিক সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। কোন দিন কোনও কারণে তিনি এই সাধনা হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত হন নাই। যখন তিনি বিজ্ঞানসাধনায় নিমগ্ন হইতেন, তখন তিনি আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যাইতেন। তাঁহার মত একনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সাধক বড়ই বিরল—তাই তিনি ভারতের গৌরবস্বরূপ। তিনি উদ্ভিদ্-জীবনের যেসব নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞানজগতে যুগান্তর আনিয়াছে। তিনি যে শত বাধা-বিপত্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। নিজের অসীম উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের ফলে বিজয়ী হইয়া তিনি সমগ্র জগৎ কর্তৃক সাদরে অভিনন্দিত হইয়াছেন। যে বাধা ও বিপত্তির মধ্য দিয়া তিনি 'বসু-বিজ্ঞানমন্দির' স্থাপন করিয়া দেশমাতাকে উৎসর্গ করিয়াছেন—তাহা ভারতের জাতীয় ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আচার্য জগদীশচন্দ্রের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে এই বিজ্ঞানমন্দিরটি নানাদেশীয় বৈজ্ঞানিকদের তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। —ফণীন্দ্রনাথ বসু

(18)

শেরশাহ্ দিল্লীর সম্রাট থাকাকালে আমাদের দেশে পত্র-প্রেরণের প্রথম সুব্যবস্থা হয়। তৎপরে মুঘল সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে এদেশে চারি সহস্র ডাক-হরকরা নিযুক্ত হইয়াছিল। ইহারা প্রত্যেকে পাঁচক্রোশ অন্তর অপর ডাক-হরকরার নিকট পত্রাদি পৌঁছাইয়া দিত। ইহার ফলে পঞ্চাশ ক্রোশ দূরের চিঠি চব্বিশ ঘণ্টা বা এক দিনে পৌঁছিত। এই সময়ে সরকারী পত্রের সহিত জনসাধারণের পত্রাদিও প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। অতঃপর ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ কেবলমাত্র সরকারী পত্রাদি প্রেরণের সুবিধার জন্য ভারতবর্ষের ডাক-বিভাগ স্থাপন করেন। এই ব্যবস্থাতে জনসাধারণের কোনও সুবিধা হয় নাই। অবশেষে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস সরকারী ডাকের সহিত অপর লোকের চিঠিপত্র প্রেরণের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু তিনিও সে সম্বন্ধে কোন স্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই। —C. U., 1944

(19)

অপুদের বাড়ী হইতে কিছু দূরে একটি বড় অশ্বত্থ গাছ ছিল। কেবল তাহার মাথাটি উহাদের জানালা বা রোয়াক হইতে দেখা যায়। অপু মাঝে মাঝে সেদিকে চাহিয়া দেখিত। যতবার সে চাহিয়া দেখে, ততবার তাহার যেন অনেক—অনেক—অনেক দূরের কোন দেশের কথা মনে হয়—কোন্ দেশ এ তাহা ঠিক ধারণা হইত না—কোথায় যেন কোথাকার দেশ—মার মুখে ঐসব দেশের রাজপুত্তুরদের কথাই সে শোনে। অনেক দূরের কথায় তাহার শিশুমনে একটি বিস্ময়-মাখানো আনন্দের ভাবের সৃষ্টি করিত।

—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(20)

ভারতবর্ষ এক, অখণ্ড। হোক প্রদেশে-প্রদেশে ভাষার তফাৎ, আচারের তফাৎ, তবুও কাশ্মীর থেকে কুমারিকা পর্যন্ত এই ভারতবর্ষ এক দেশ, এক জাতি, এক রাষ্ট্র, এক দেহ। দেহের এক জায়গায় আঘাত লাগলে যেমন

সারা দেহেই আঘাত লাগে, তেমনি ভারতের এক প্রদেশে যদি বিপদ্ আসে, সারা ভারতবর্ষেই সেই বিপদের অনুভূতি জাগবে। এই হলো ভারতবর্ষের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা। প্রত্যেক কিশোর-কিশোরীকে, প্রত্যেক তরুণ-তরুণীকে বুঝতে হবে—মন-প্রাণ দিয়ে বুঝতে হবে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা একমাত্র এই সত্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই সত্য ভুলে গিয়েছিল বলে ভারতবর্ষের এই দুর্গতি।

(21)

একবার এক রাজা কয়েকজন অপরিচিত ব্যক্তিকে ঘোড়া কিনিবার জন্য প্রচুর অর্থ দিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে রাজার মনে হইল যে, রাজ্যের সমস্ত নির্বোধ লোকের নামের তিনি একটি তালিকা করিবেন। তিনি তাঁহার প্রধান মন্ত্রীকে ইহার ভার দিলেন। মন্ত্রী তালিকা লইয়া আসিলে তিনি দেখিলেন, ইহার প্রথমেই তাহার নাম আছে। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মন্ত্রী বলিলেন—"মহারাজ, যিনি অপরিচিত লোককে অর্থ দেন তাঁহাকে আমি সর্বাপেক্ষা নির্বোধ বলিয়া মনে করি।" রাজা কহিলেন, "যদি তাহারা ঘোড়া লইয়া আসে তবে আপনি কি করিবেন?" মন্ত্রী উত্তর দিলেন, "আমি আপনার নাম কাটিয়া সেই স্থানে তাহাদের নাম লিখিয়া দিব।"

(22)

গ্রামের একান্তে গরুড় নদীর তীরে শ্মশান। সেখানে পূর্বাহ্নেই কাঠের ভার, চন্দনের টুকরা, ঘৃত, মধু, ধূপ, প্রভৃতি উপকরণ সঞ্চিত হইয়াছিল। কাঙ্গালীর মা ছোটজাত, ছোটজাতের মেয়ে বলিয়া কাছে যাইতে সাহস পাইল না। তফাতে একটা উঁচু ঢিপির উপর দাঁড়াইয়া সমস্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উৎসুক আগ্রহে চোখ মেলিয়া দেখিতে লাগিল। প্রশস্ত চিতার উপরে যখন শব স্থাপিত করা হইল, তখন মৃতের রাঙা পা দুখানি দেখিয়া তাহার চক্ষু জুড়াইয়া গেল, ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া এক বিন্দু আলতা মুছিয়া লইয়া মাথায় দেয়। —শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(23)

বায়ু ও জল আমাদের যেরূপ প্রয়োজনীয়, অন্ন ও বস্ত্রও সেইরূপ। অন্নবস্ত্রের অভাব মোচনের নিমিত্ত কৃষিকার্যের প্রবর্তন হইয়াছে। কৃষকগণ কৃষিকার্য দ্বারা নানাবিধ উদ্ভিদ্ জন্মাইয়া আমাদের আহার্য ও পরিধেয় সংস্থান করিয়া থাকে। সুতরাং কৃষিকার্যই অন্নবস্ত্রের মূল। এই কারণে ইহা অতীব সম্মানের কার্য এবং কৃষকগণ সবিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। পৃথিবীর কোন স্থানে গো-মহিষ, কোন স্থানে অশ্ব, কোন স্থানে বা বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে কৃষিক্ষেত্র কর্ষিত হয়। আমাদের দেশে গো-মহিষই ভূমিকর্ষণের প্রধান সহায়। অতএব, এই সকল প্রাণীর পোষণ ও প্রতিপালনের সুব্যবস্থা করা উচিত। কখন কখন উহারা সহসা সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহার আশু প্রতিকার না হইলে কৃষকগণের ও কৃষিকার্যের প্রচুর ক্ষতি হয়।

—C. U., 1940

(24)

বর্ধমান হইতে কাটোয়া পর্যন্ত যে সুন্দর পথ গিয়াছে সেই পথের অনতিদূরে একটি বড় পুষ্করিণী আছে। অনুমান শত বৎসর পূর্বে কোন ধনবান্ জমিদার প্রজাদিগের হিতার্থে এবং আপনার কীর্তি স্থাপনের জন্য সেই সুন্দর পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। সেকালে অনেক ধনবান্ লোকেই এইরূপ হিতকর কার্য করিতেন; তাহার নিদর্শন অদ্যাবধি অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। পুষ্করিণীর চারিদিকে উচ্চ পাড় ঘন তালগাছবেষ্টিত; এত ঘন যে, দিবাভাগেও পুষ্করিণীতে ছায়া পড়ে, সন্ধ্যার সময়ে পুষ্করিণী প্রায় অন্ধকারপূর্ণ হয়। নিকটে কোন নগর নাই, কেবল একটি সামান্য পল্লী আছে; তাহা গ্রামের লোকের সামান্য খাদ্যদ্রব্যাদি যোগায় ও তাহা হইতে এক ক্রোশ দূরে সপ্তাহে দুইবার করিয়া একটি হাট বসে, বস্ত্রাদি আবশ্যক হইলে গ্রামের লোকে সেই হাটে যায়।

—C. U., 1940

(25)

হিন্দু কলেজ হইতে প্রথম যে যুবকদল বহির্গত হয়েন, তাঁহারা প্রাচীন হিন্দুধর্মে ও হিন্দু রীতিনীতিতে অনেক দোষ অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার প্রধান কারণ হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও সাহেবের উপদেশ। ডিরোজিও সাহেব একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছিলেন। তাঁহার পিতা একজন ইটালীয়ান ও মাতা একজন এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি কলেজের চতুর্থ শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু ছাত্রেরা তাঁহাকেই অধিক চিনিত, প্রধানশিক্ষককে তত চিনিত না। তিনি প্রগাঢ় বিদ্যা ও অকৃত্রিম স্নেহদ্বারা ছাত্রদিগের এমন বশীভূত করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে তাহারা ছাড়িতে চাহিত না। তাঁহার এই দেশে জন্ম। কিন্তু তাঁহার মত অন্যান্য লোক যেমন বলে "মোদের বিলাত" তিনি সেরূপ বলিতেন না। এই দেশকে তিনি স্বদেশ জ্ঞান করিয়া ইহার প্রতি যথেষ্ট মমতা করিতেন। তাঁহার একটি কবিতাতে তাঁহার স্বদেশানুরাগের অত্যুৎকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। —C. U., 1941

(26)

প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন, আমার পিতা ও পিতামহ বড় বলবান্ ছিলেন। সেকালের লোকের সহিত তুলনা করিলে বর্তমান লোকদিগের কিছুই বল নাই বলিলে হয়। আমি জানি কলিকাতার নিকটস্থ কোন গ্রামে একটা বাঘ আসিয়াছিল। সেই গ্রামের একজন ভদ্রলোক তাঁহারই মত বলবান্ একজন নাপিতকে সঙ্গে লইয়া লাঠি হাতে বাঘ মারিতে বেরুলেন। বিবেচনা করুন, লাঠি দ্বারা বাঘ মারা কত বড় সাহসের কর্ম! তিনি কৃতকার্য হয়ে ফিরে এলেন। একশত বৎসর পূর্বে যে-সকল লোক জীবিত ছিলেন তাঁহারা যদি ফিরিয়া আইসেন, তাহা হইলে আমাদিগকে খর্বকায় দেখিয়া আশ্চর্য হইবেন সন্দেহ নাই। সেকালের স্ত্রীলোক কর্তৃক ডাকাইত তাড়ানোর গল্প শুনা যাইত। এক্ষণে স্ত্রীলোকের কথা দূরে থাকুক, পুরুষের এরূপ সাহসের কথা শুনা যায় না। এক্ষণকার পুরুষরা একটা শিয়াল তাড়াইতেও সক্ষম নহে। —C. U., 1914

(27)

একশত বৎসর পূর্বে ইতালি দেশে গ্যালভানি নামক একজন অধ্যাপক দেখিতে পাইলেন যে লোহা ও তামার তার দিয়া একটা মরা ব্যাঙকে স্পর্শ করিলে ব্যাঙ্ নড়িয়া উঠে। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া এই ঘটনাটির কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এরূপ সামান্য বিষয় লইয়া এত সময় অপব্যয় করিতে দেখিয়া, লোকে তাঁহাকে উপহাস করিত। বন্ধুরা আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "মরা ব্যাঙ্ যেন নড়িল, কিন্তু ইহাতে লাভ কি ?"

কি লাভ ? সেই যৎসামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া বিদ্যুতের বিবিধ গুণ সম্বন্ধে নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়া হইতে আরম্ভ হইল। একশত বৎসরের মধ্যে বিদ্যুৎশক্তির দ্বারা পৃথিবীর ইতিহাস যেন পরিবর্তিত হইয়াছে। বিদ্যুৎ দ্বারা পথঘাট আলোকিত হইতেছে, গাড়ি চালতেছে। মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্তের সংবাদ অন্য প্রান্তে পৌছিতেছে। সমস্ত পৃথিবীটি যেন আমাদের ঘরের কোণে আসিয়াছে, দূর আর দূর নাই। —C. U., 1942

(28)

মধ্যযুগে লোকের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে এক সহস্র খ্রীষ্টীয় শকে জগতের নিশ্চিত অবসান ঘটিবে। খ্রীষ্টান-সমাজ এই বিশ্বাস লইয়াই জীবন-নির্বাহ করিত এবং যে ব্যক্তি ইহাতে সন্দেহ করিত, সে শাস্ত্রদ্রোহী বলিয়া গণ্য হইত ; মধ্যযুগের অধিকাংশ আইন ও রাজদত্ত দলিল "জগতের আসন্ন দিনান্ত-কালে" এই বাক্যের দ্বারা আরম্ভ করা হইত। দশম শতাব্দীর সমাপ্তি যখন নিকটতম হইয়া আসিল, তখন ভয়ের পরিমাণও বাড়িয়া উঠিল। য়ুরোপ যেন তখন তাহার শেষ উইল লিখিয়া সারিল। লোকেরা তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা করিল। তাহারা চার্চকে আপন সম্পত্তি দিয়া ফেলিল। বস্তুতঃ সে সম্পত্তিতে তাহাদের আর অধিক প্রয়োজন থাকার কথা ছিল না। সেই একই কারণে সরকারী সম্পত্তির অধিকাংশ পুরোহিত সম্প্রদায়ের অধিকারে আসিল। কিন্তু এক হাজার সালও কাটিয়া গেল এবং

আমাদের ভূমণ্ডল তাহার কক্ষের চতুর্দিকে আবর্তন বন্ধ করিল না। তখন হইতে জগতের অন্ত সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করিতে অল্প লোকই সাহস করিয়াছে। —C. U., 1943

(29)

শান্তনু ছেলেটিকে যত্ন করিয়াই পালন করিতে লাগিলেন। ছেলেটির নাম হইল দেবব্রত। তাহার চরিত্র যেমন দৃঢ়, সেই রকম মিষ্ট তাহার স্বভাব। লেখাপড়া ও অস্ত্রচালনা সে মনোযোগ দিয়া শিখিল, স্বয়ং পরশুরাম তাহাকে যুদ্ধকৌশল শিখাইয়া অজেয় করিয়া তুলিলেন।

এদিকে গঙ্গাদেবীর স্বর্গে যাইবার কয়েক বৎসর পরে শান্তনুর আবার ইচ্ছা হইল যে তিনি বিবাহ করেন। সত্যবতী নামে একটি মেয়েকে তিনি পছন্দও করিলেন, কিন্তু মেয়ের পিতা শান্তনুকে কন্যাদান করিতে রাজি হইলেন না। তিনি বলিলেন, "আপনাকে মেয়ে দিয়ে লাভ কি? আপনার যে পুত্র আছে পরে সে-ই সিংহাসন লাভ করিবে। আমার দৌহিত্র জন্মিলে সে তাহার অধীন হইয়া থাকিবে? আপনি যদি এমন কথা দেন যে আপনার মৃত্যুর পরে সিংহাসন আমার দৌহিত্রই পাইবে, তাহা হইলে আপনার প্রস্তাব আমি বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারি।" কিন্তু শান্তনু এ কথায় কি করিয়া রাজী হন? তাঁহার এমন পুত্র রহিয়াছে! সিংহাসনের সে-ই অধিকারী এবং রাজ্য-শাসনের সে সম্পূর্ণই যোগ্য। তিনি মলিনমুখে রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।

কথাটা কিন্তু দেবব্রতের কানে পৌছিল। পিতার ম্লান মুখ দেখিয়া তাহার বড়ই কষ্ট হইল। সে সোজা সত্যবতীর পিতার কাছে গিয়া বলিল, "আপনি আমার পিতার সহিত স্বচ্ছন্দে আপনার কন্যার বিবাহ দিতে পারেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি সিংহাসনের দাবী করিব না। আপনার কন্যার যে পুত্র হইবে, সে-ই হস্তিনার সিংহাসনে বসিবে।" —C.U., 1944

Section II

ANSWERING QUESTIONS FROM A PASSAGE

MODEL ANSWERS

I

A traveller crossing the Alps in 1849 was so overcome by fatigue and cold, that he could no longer resist the powerful impulse of lying down, although he was fully conscious that a sleep would be fatal to him. Just at this moment he heared a groan, and, rising to see whence it proceeded, found a fellow traveller lying on the snow, overcome like himself by the intense cold. He was instantly stimulated with desire to save the dying man, and proceeded to rub with snow the frozen limbs, till he glowed with the exertion. After a time he saw the eyes of the dying man open, he saw the sign of returning animation. He renewed his labour with greater vigour, felt excited and strong, and had ultimately the unspeakable pleasure of accompanying the fellow traveller to his journey's end. The Scripture says, "He that watereth shall be watered himself;" so was it in this case.

Questions:

(1) Why did the traveller feel compelled to lie down ?

(2) Of what was he conscious ?

(3) What did he hear and see ?

(4) What did he feel inspired to do ?

(5) What did he do to the man ?

(6) What was the result of the steps taken by him ?

Answers:

(1) The traveller felt compelled to lie down because he was too cold and tired to walk any further.

(2) He was conscious that if he slept, he would be inviting death.

(3) The traveller heard a cry of agony, and looked up and saw that another traveller was lying on the snow, oppressed with bitter cold.

(4) The sight of the poor man's affliction inspired the traveller to try to save him.

(5) Without any delay he went up to the man, rubbed his benumbed limbs with snow till the exercise made him feel warm again.

(6) The step that the traveller took produced two results ; it brought back consciousness and life to the dying man, it also brought warmth and energy to the traveller himself.

II

Mafeking is a small town in South Africa. When it was attacked by the Boers, Sir Robert Baden-Powell's small force held out against the enemy for over seven months. He had forts built at various points round the town. He called together the boys of the town and formed them into a company of scouts. He taught them how to carry messages, help the wounded, act as postmen and so on. Everybody in England expected that Mafeking would fall into the hands of the enemy. When at last people heard of its relief, their joy was great. Before returning to England, Baden-Powell wrote a book on scouting. When he arrived in England he was surprised to fiind the book already in use in schools. Then a great idea come to him. Could he not have scouts in time of peace ? With him to think was to act. So in the next year he conducted a scout camp and spoke to the boys about scouting. By the time his second book of 'Scouting For Boys' was published, troops of Scouts had sprung up all over the country.

Questions :

(1) What and where is Mafeking ?

(2) How did Sir Baden-Powell resist the Boer attack ?

(3) What did he teach the boys ?

(4) What was the fear of the people of England ?

(5) What surprised Powell on his return to England ?

(6) In what way did he think of employing the scouts ?

Answers :

(1) Mafeking is a small town in south Africa.

(2) During the Boer attack Sir Robert Baden-Powell had forts built at different points of the town and formed the boys of the town into a company of scouts and thus resisted the attack for more than seven months.

(3) He taught the boys to work as messengers and postmen and to nurse the wounded.

(4) The people of England feared that Mafeking would fall into the hands of the enemy.

(5) On his return to England Powell was surprised to find that his book on scouting had already been in use in schools.

(6) Powell thought of employing the scouts, in time of peace as well.

III

Sir Philip Sidney was a brave soldier, a poet and the most accomplished gentleman of his time. At the battle of Zutphen, in the Netherlands, after having two horses killed under him, he received a wound while in the act of mounting a third, and was carried bleeding and faint to the camp. Men wounded in battle usually suffer from extreme thirst, but water at such a time is not easily found. A small quantity was brought to allay the thirst of Sir Philip, but as he was raising it to his lips, he observed that a poor wounded

soldier, who was carried past at that moment looked at the cup with wistful eyes. The generous Sidney instantly withdrew it untasted from his mouth and gave it to the soldier, saying, 'Thy necessity is greater than mine.'

Questions :

(1) Who was Sir Philip Sidney ?

(2) Where and how did he receive the wound ?

(3) Where was he taken ?

(4) What do men wounded in battles usually suffer from ?

(5) What did Sir Philip Sidney notice when he was about to drink water ?

(6) Why did he not drink the water himself ?

Answers :

(1) Sir Philip Sidney was a brave soldider and a poet and the most cultured man of his time.

(2) He received the wound at the battle of Zutphen. Two of his horses were killed. He was going to mount the third, when he received the wound.

(3) He was carried to the camp.

(4) Those who are wounded in battle suffer greatly from acute thirst.

(5) When Sir Philip Sidney was about to raise the cup of water to his lips, he saw that a wounded soldier looked at the cup with great longing.

(6) Instead of drinking the water himself Sir Philip Sidney made it over to the wounded soldier because Sidney felt that the soldier's need for water was greater than his own.

IV

A man was once hauled up before a judge on a charge of having made a hole in the wall of a man's house and stolen

a box of jewels. The man fell upon his knees and wept and then prayed to the judge for mercy, saying that he was a poor and honest man, but his right hand gave him great trouble by its wicked ways. "It was my right hand," said he, "that made the hole in the wall, went through and stole the jewel-box, while I remained outside the wall. I did not enter the house, and so I am not a thief." The judge replied, "You are indeed to be pitied, poor man, and your wicked right hand deserves punishment. So, I am sending your wicked right hand to prison for six years. You may remain outside the prison, just as you did when your right hand stole the jewels, while that hand serves its sentence."

Questions :

(1) What was the offence for which the man was tried by the judge ?

(2) What did he do before praying for the judge's mercy ?

(3) How did he try to prove that he was not a thief ?

(4) What was the judge's decision ?

Answers :

(1) The man was tried by the judge for the offence of stealing a box of jewels through a hole made in the wall of the house of another man.

(2) Before praying for the mercy of the judge the man knelt down before him and wept.

(3) The man tried to plead his innocence by saying that it was his right hand that went through the hole in the wall and stole the jewel-box while he himself was outside the house and so he was not a thief.

(4) The judge decided that as his right hand was guilty of the crime it was to be sent to prison, while the thief himself might remain outside.

V

Of all the amusements which can possibly be imagined for a hard-working man after his daily toils, there is nothing like reading an entertaining book. It calls for no bodily exertion of which he had enough. It relieves his home of its dullness. It transports him to a lovelier and more interesting scene ; and while he enjoys himself there, he may forget the evils of the present moment. Nay, it accompanies him to his day's work and if the book he has been reading be anything above the very idlest and lightest, it gives him something to think, besides the drudgery of his everyday occupation. If I were to pray for a taste which should stand me in good stead under every variety of circumstances and be a source of happiness, and cheerfulness through life, it would be a taste for reading. Give a man this taste and the means of gratifying it and you can hardly fail of making a happy man, unless indeed, you put into his hands most perverse selection of books. You place him in contact with the best society in every period of history, with the wisest, the wittiest, with the tenderest, the bravest, and the purest characters which have adorned humanity. You make a citizen of all nations, a contemporary of all ages.

Questions ;

(1) What is the best source of amusement to a man after hard work during the day ?

(2) How is the reading of light literature a recreation ?

(3) What benefits can be derived by studying good books ?

(4) Why would the author prize the taste for reading above all ?

Answers :

(1) The best source of amusement or diversion to a man after his hard work during the day is an entertaining book.

(2) An entertaining book makes us cheerful and forget our sorrows without involving any serious physical exercise.

(3) The benefits of the study of a good book are still far-reaching. As a result of reading such a book a man is benefited not only at the time when he reads it, but also when he actually does not read it. A good book stimulates his thought even when he does not read it and awakens his thought and makes him cheerful at all times.

(4) The author would prize the taste for reading above all because reading is a source of happiness and cheerfulness through life. It places him in contact with the best minds of all ages and countries.

VI

Floods are often caused by an unusual amount of rain ; also by the quick melting of snow on the mountains. The rivers overflow their banks, and great damage results. But in some countries floods come down the rivers regularly every year, and here the people know how to control them by building high, strong banks or by cutting more channels for the water to flow along. This is what is done in Egypt, where without the Nile floods, successful agriculture would be impossible. In countries where floods come unexpectedly, as in India and China, there is often widespread destruction with terrible loss of life. With no high ground for the people to escape to, and the water rising above the roofs of their houses, or washing their houses away, the unfor-

tunate people cling to what they can : but there is little hope for them. Even the strongest swimmers are borne away.

Questions :

(1) What are floods due to or caused by ?

(2) On what does the success of agriculture depend in Egypt ?

(3) Why is flood so harmful to India and China ?

(4) How are the people of India and China affected by floods ?

Answers :

(1) Floods are often due to heavy rain-fall and the melting of snow.

(2) The success of agricuture in Egypt depends on the Nile floods. People know when the flood will come and take steps in time so that instead of causing devastation they help agriculture.

(3) Flood is so harmful to India and China because it takes the people by surprise and catches them unprepared.

(4) The people of India and China suffer terribly during a flood The loss of life and property is great. Houses are submerged or washed away. People try to save themselves by swimming. But sooner or later they are drowned because nobody can swim for ever.

VII

India has decided to adopt the decimal system of coinage from April I, 1957. This system has been adopted by many countries in the world. After a careful consideration in consultation with the Planning Commission, the State Governments, different academic institutions, Chambers of Commerce and business establishments, the Government have decided to adopt the decimal system because of its definite

advantages. A reform in the coinage system is a most vital reform as it touches the life and habits of every single individual. For the success of such a reform, therefore, full appreciation of the problem and the purpose is essential and it is expected that our people would be able to adjust themselves to the new system without much difficulty.

Questions :

(1) What was the time fixed for India's adoption of the decimal system of coinage ?

(2) Why did the government decide to adopt this system ?

(3) What is essential for the reform ?

(4) What is expected of our people ?

Answers :

(1) India decided to adopt the decimal system of coinage from April 1, 1957.

(2) The government decided to adopt the system because it has various advantages.

(3) The success of this reform in the coinage system depends on the people's realising the problem and the object of the reform.

(4) The expectation is that our people will easily adjust themselves to the reform.

VIII

Books are delightful society. If you go into a room filled with books, even without taking them down from their shelves, they seem to speak to you, seem to welcome you, seem to tell you that they have something inside their covers that will be good for you, and that they are willing to impart that to you. Value them, and endeavour to turn them to account.

As to the books which you should read, there is hardly anything definite that can be said. Any good book, any book that is wiser than yourself will teach you something—a great many things, indirectly and directly, if your mind be open to learn. Elimsy, desultory readers who fly from foolish books to foolish books, get good of none, and mischief of all.

Questions :

(1) What do you feel when you get into a room filled with books ?

(2) What are you to do with regard to the books ?

(3) What will a book teach you ?

(4) What does a desultory reader get from a book ?

Answers :

(1) When we enter into a room filled with books, we feel the books seem to invite us to their contents which may have many things that may be good for us.

(2) We should value the books and turn them to account.

(3) A book will teach us many things directly or indirectly.

(4) A desultory reader who is not steady in his pursuit but passes on from one foolish book to another, gets only mischief, and no benefit whatsoever.

IX

Of all articles of man's furniture, the clock is certainly the most human. It has a face and hands that actually move. Punctuality is almost its invention. And what better servant than an industrious clock ? Day and night it works on, and all it wants at the end of a week or a month or even a year, is a good winding. It alone is a true companion. For when all is dark and lonely about you and the midnight

is heavy with dead silence and stillness, the clock is there to tick your company. Then there is a purring noise. "One !" is struck in the drum of darkness ; and the night is once more alive and friendly. In daytime, it guides you in a work, particularly if you are a busy man. You cannot think of civilisation itself without it.

Questions :

(1) Which is the most human of all the articles used by man ?

(2) How does a clock serve us ?

(3) Who is our companion in the silence of midnight ?

(4) What guides a busy man in his work ?

(5) What is essential for civilisation ?

Answers :

(1) The clock is the most human of all the articles of furniture used by man.

(2) The clock serves us several good turns. Above all it helps us to be punctual in everything. It is our good companion.

(3) In the still of midnight hours when everything else seems to be dead, it is the clock which is wide awake, so to say, with us.

(4) It is the clock which guides a busy man in his work in the daytime.

(5) The clock is an essential adjunct of civilisation, which cannot be dispensed with.

X

Some take no thought of the value of money until they have come to the end of it, and many do the same with their time. The hours are allowed to flow by un-

employed, and then when life is fast drawinng to its close, they bethink themselves of the duty of making a wiser use of it. But the habit of carelessness may already have become confirmed, and they are unable to break the bonds with which they have allowed themselves to be bound. Lost wealth may be replaced by industry, lost knowledge by study, lost health by temperance and medicine but lost time is gone for ever.

Questions :

(1) Of what sort of men does the author speak here ?

(2) When do these people think of making a wiser use of time ?

(3) What is the res t of the neglect of time ?

(4) In what does lost time differ from lost wealth or knowledge ?

(5) How can lost health be replaced ?

Answers :

(1) The author here speaks of the people who are careless about their time.

(2) Such people think of making a wiser use of time when life is nearly spent.

(3) Constant neglect of time in the long run develops into a deep-seated habit of neglect.

(4) Lost time differs from lost wealth or knowledge. The latter can be regained and replaced by effort, the former is irrevocable.

(5) If health is lost, it can be recouped with habits of temperance and curatives.

Exercise

1. An ass, that belonged to a gardener, and had little to eat and much to do, besought Jupiter to release him from

the gardener's service and give him another master. Jupiter, angry at this discontent, made him over to a porter. He had now heavier burdens to carry than before, and again he appealed to Jupiter to relieve him, who accordingly contrived that he should be sold to a tanner. The ass having now fallen into worse hands than ever, and daily observing, how his master was employed, exclaimed with a groan, 'Alas, wretch that I am! It had been better for me to have remained content with my former masters, for now I see that my present owner not only works me harder while living, but will not even spare my hide when I am dead." He, that is discontented in one place, will seldom be happy in another.

Questions :

(1) Why did the ass pray to be free from the gardener's service ?

(2) What did Jupiter do at the prayer of the ass ?

(3) Why was the ass sold to a tanner ?

(4) What did the ass realise in the end ?

(5) What happens to a discontented person ?

2. Two old men in a Russian village decided to make a pilgrimage to Jerusalem. One of them was a rich peasant named Efim. The other, who was not well-to-do, was named Elisey. The two men set out on their journey and Elisey was quite happy, trying to please his companion and to show love and goodwill to all whom they met. But there was no lightness in Efim's heart, for he was worrying about how his family was doing the work at home.

When they had walked for several weeks, Elisey one day was tired and stopped to get a drink of water, but Efim kept on, since Elisey had said he would catch up with him.

But Elisey got no farther on his journey. In the house at which he stopped he found people starving to death, for there had been a famine in that district that year. Elisey changed his mind about catching up with his companion and stayed on to help the people. From one day his stay stretched to several weeks. He not only got food for the family, but bought them a field, a horse and cart, a cow and flour to last until the harvest. 'For', said he to himself, 'how would it be to go beyond the sea to seek Christ and lose him within me? I must not get the people starved.' Since all his money was spent, it was now impossible for him to go to Jerusalem, so he returned home. He found that his family had gathered the harvest, and everything was all right.

Questions :

(1) Who were the pilgrims ?
(2) Where were they going ?
(3) Why was Efim unhappy ?
(4) Why did Elisey stop on the way ?
(5) Why did Elisey stay back ?
(6) What did he find, returning home ?

3. Radium is a white powder that looks like table salt. A pound of it would be worth a thousand pounds of gold. Radium is very costly because it is so scarce. A mere pinch of it is worth a small fortune. There is only a few spoonfuls in all the world.

But radium is so powerful that too much of it would be dangerous. If a pound or two could be gathered at one spot it would kill people who came near. You might approach and even handle the powder without feeling any pain, but in a week or two your skin would peel off, your eyes would become blind, and death would soon follow.

Even the tiny quantities that we possess have caused harm to those who have experimented with them. One man carried in his waistcoat pocket a small tube of it to use in a lecture, and about three weeks afterwards the skin under the pocket turned red and began to fall away ; a deep and painful sore formed that took weeks to heal. Radium is so scarce, so costly, and so powerful that only men of science dare experiment with it.

Questions :

(1) What is radium ?
(2) How costly is it ?
(3) Why is it so costly ?
(4) What will happen if you handle radium ?
(5) What happened to a man who carried a tube of radium in his waistcoat pocket ?
(6) Why do only men of science dare experiment with radium ?

4. I write for young men who desire to live a life worth living, to turn to the best and highest advantage such gifts and endowments as God has bestowed upon them, and to leave the world, when their work is ended, something the better for their re-existence, so far as their sphere of action, whether large or limited, is concerned. I invite them to begin, if they have not already begun, the noble labour of self-culture, of the education of their faculties and the discipline of their passions. Jeremy Taylor says, "Life is like playing at tables ; the luck is not in our power, but playing the game is." I invite my readers to learn how to play the game. A distinction is rightly drawn between talents, and acquirements. And yet the distinction is frequently a very

thin line indeed; so thin that I am sure a young man who wills strongly and acts strenuously may efface it.

Questions:

(1) For whom does the author write?
(2) What does he ask them to do?
(3) What does Jeremy Taylor say?
(4) Who can destroy the distinction between talent and acquirements?

5. It is not accident that helps a man in the world so much as purpose and persistent industry. To the feeble, sluggish and purposeless, the happiest accidents avail nothing,—they pass them by, seeing no meaning in them. But it is astonishing how much can be accomplished if we are prompt to seize and improve the opportunities for action and effort which are constantly presenting themselves. Stephenson taught himself Arithmetic and Mensuration while working as an engine-man during the nightshift; and when he could snatch a few moments in the intervals allowed for meals during the day, he worked out sums with a bit of chalk upon the sides of the colliery waggons. Dalton's industry was the habit of his life. An hour in every day withdrawn from frivolous pursuits would, if profitably employed, enable a person of ordinary capacity to go far towards mastering a science. It would make an ignorant man a well-informed one in less than ten years. Time should not be allowed to pass without yielding fruits, in the form of something learnt worthy of being known, some good principle cultivated or some good habit strengthened.

Questions:

(1) What helps a man more than accident?
(2) How can we accomplish much?

(3) What would Stephenson teach himself during the night-shift ?

(4) What would he do in the intervals allowed for meals ?

(5) How should time be fruitfully employed ?

6. There can be no two opinions that the manufacture of motor vehicles is very important for the economic development of a country. It is the expansion of this industry which, both metaphorically and literally, would lift the country from the "bullock-cart economy." This industry has been found all over the world to be the best feeder industry. It creates additional subsidiary industries and employments. Men and things move swiftly and distances shrink; space which divides men and separates production centres from markets tends to become smaller and to disappear. The importance of quick and cheap transport, such as automobiles offer, to a developing economy cannot be over-emphasized. It was a very wise decision which the Government took on the recommendation of the Tariff Commission, to encourage automobile industry. The industry has made commendable progress in the last decade. As a result of the economic development that has taken place during the two Plans the demand for automobiles is steadily going up.

Questions :

(1) What is the best feeder industry ?

(2) What would lift the country from the bullock-cart economy ?

(3) What are the gifts of the manufacture of motor-vehicles ?

(4) What was a very wise decision of the Government ?

(5) Why is the demand for automobiles steadily going up ?

7. Give a man a taste for reading and the means of gratifying it and you place him in contact with the best society in every period of history, with the wisest, the wittiest, the bravest and the purest characters who have adorned humanity. You make him a denizen of all nations, a contemporary of all ages. It is hardly possible but that the character should take a higher and better tone from the constant habit of associating, in thought, with a class of thinkers above the average of humanity. It is morally impossible but that the manners should take a tinge of good breeding and civilization from having constantly before one's eyes the way in which the best-bred and the best-informed men have talked and conducted themselves in their intercourse with each other.

Questions :

(1) How can a man be placed in contact with the best society in every period of history ?

(2) How is character improved ?

(3) How does the reading of good books affect the manners ?

8. Why do we want to know history ? Why does history form a recognised part of our education ? Simply because all of us, and everyone of us, ought to know how we have come to be what we are, so that each generation need not start again from the same point and toil over the same grounds, but profiting by the experience of those who came before may advance towards higher points and nobler aims. As a child when growing up might ask his father or grandfather who had built the home they lived in, or who had cleared the field that yielded them their food, we ask the

historians whence we came, and how we came into possession of what we call our own. History may also tell us many useful and amusing things; but what history has to teach us before all and everything, is our antecedents, our own ancestors, our own descent.

Questions :

(1) What do we ask the historians ?

(2) What does a growing child ask his father ?

(3) About whom do the historians tell us ?

(4) What is the good of knowing about the past generation ?

9. If an Indian today were magically transported back five thousand years to the ancient town of Mohenjo Daro, land opened by Sir John Marshall, and described in his great work, he would see a splendid city, but yet it would not strike him as so very strange. He would see men of various races, some swarthy of skin, others fair, some of the Chinese type, busy on their daily work. He would see wheeled carts, with supplies of wheat and barley, hauled by buffaloes or oxen on broad straight thoroughfares laid out for a lively traffic, leading into the town from north and south and east and west. He would see dogs basking in the streets as today. He would meet men coming down the great North Road, leading strings of camels from the desert lands, or others up the Great South Road with elephants bringing produce from the hot, moist districts. Outside in the country he would see shepherds tending their flocks of sheep, and swine routing for dainties. He would see that the folk were dressed in the same white cotton, much as in India today, the women wearing beautiful necklaces, with armlets, fillets, girdles, earrings and anklets of silver, of gold, of porcelain, of ivory. Soldiers would march past him

carrying axes on their shoulders, with maces and spears and daggers thrust through their girdles, and some with bows and arrows too. But he would be surprised that they had no armour, nor did they carry swords, nor had they yet discovered the use of iron. They were still in the Age of Bronze.

Questions :

(1) What type of men and women could be seen at Mohenjo Daro ? How did they dress and decorate themselves ?

(2) What kind of transport was used in those days ?

(3) What were the differences in the traffic between the Great North Road and the Great South Road ?

(4) How would you describe a soldier of the time ?

10. One of Heaven's gifts to man is humour, for it adds innocent pleasure to life both in health and sickness, and helps to promote good feeling among people in their daily intercourse with one another. Sydney smith says, 'Man could direct his ways by plain reason, and support his life by tasteless food ; but God has given us wit, and flavour, and brightness and laughter, and perfumes to enliven the days of man's pilgrimage, and to charm his pained steps over the rugged path.' Think for a moment what life would be if there were no humour or wit in the world, no laughter, no fun. Now humour is not the same thing as wit. Wit is concerned chiefly with words, while humour deals rather with situations, a man may be witty and yet not possess much humour. Humour is something much larger and profounder than wit. Nearly all our great writers have the gift of humour.

But, like all the pleasurable things of life, wit and humour have their dangers, and three of the commonest are those of being vulgar, unkind, or profane. In other words

those who use these gifts of wit and humour must avoid vulgarity, must see that they do not hurt the feelings of others, and must beware of jesting about sacred things. The only way in which we can acquire a right taste for what is good in the world of wit is to read good examples, and fortunately we have many in our literature. Shakespeare is a mine himself, so is Dickens.

Questions :

(1) What are the benefits of humour ?
(2) How do wit and humour differ ?
(3) What are the dangers of wit and humour ?
(4) What should the man of wit and humour avoid ?
(5) Name two English authors in whose works we find many examples of wit and humour.

11. Chemistry tells us that air is a gas made up of three gases called nitrogen, oxygen and carbon-dioxide. The gas that is so necessary for our life and health is the oxygen in the air. It is this that gives us vigour and keeps our life going. When we breathe in, we fill our lungs with air ; and the oxygen in this air is taken up by the blood which is passing through the lungs back to the heart. The heart, which is a wonderful pump, drives this blood full of oxygen into tubes called arteries, which, like irrigation canals, carry it to every organ of the body. The blood as it passes along gradually loses the oxygen it carries, which is taken up by the various organs. It returns by way of other tubes, called veins, to the lungs to be purified and again filled with oxygen. So by this wonderful system of the circulation of the blood, and the purifying power of the lungs, the oxygen of the air is being constantly brought to all the organs of the body.

Now there is a good deal of difference between the air we breathe in and the air we breathe out, and between the blood as it leaves the heart and the blood as it comes back to the lungs. When we breathe in fresh air, about one-fifth of it is oxygen and there is very little of carbon-dioxide, which in excess is poisonous. But the air we breathe out of the lungs contains much less oxygen and a good deal of carbon-dioxide. This means that the blood has taken up a good deal of oxygen from the air in the lungs and that the body has produced a certain amount of the poisonous gas, which is got rid of by breathing out.

Questions :

(1) Of what gases is air made up ?

(2) Why is oxygen necessary to life ?

(3) How does our blood get oxygen ?

(4) What is the difference between the air we breathe in and the air we breathe out ?

12. It is no doubt true that we cannot go through life without sorrow. There can be no sunshine without shade. We must not complain that roses have thorns, but rather be grateful that thorns bear flowers. Our existence here is so complex that we must expect much sorrow and suffering. But although a good man may at times be angry with the world, it is certain that no man who did his duty in it was ever discontented with the world. The world is a looking-glass ; if you smile, it smiles ; if you frown, it frowns back. If you look at it through a red glass, it seems red and rosy ; if through a blue all blue, if through a smoky one, all dull and dingy. Always try to look at the bright side of things ; almost everything has a bright side. There are some persons whose smile, the sound of whose voice, whose very presence, seem like a ray of sunshine, and brightens a whole room.

While we should feel grateful, and enjoy to the full the innumerable blessings of life, we cannot expect to have no sorrows and anxieties.

Questions:

(1) For what should we be grateful?

(2) Why should we expect sorrow and suffering in life?

(3) Who is not discontented with the world?

(4) To what is the world likened? What are the similarities?

(5) What should we always try to look at?

13. Town-life is spent amid much competition, bustle and hurry till late hours; add to this the temptation to vice and it will be admitted that the drawbacks of town-life are serious indeed. The town, however, has its advantages. All kinds of legitimate entertainments are to be had, and free libraries, museums, picture houses and lectures are a real boon to those who are intellectually inclined. It may be, partly because of this no doubt, that the mental faculties of townsmen appear to be in every way keener than those of rustics. Hence it is usually in the city that we have the greatest scientific discoveries and inventions. On the other hand, there is much to be urged in favour of country-life. Life in the country—which is the life in Nature—brings with it fresh air, and wholesome and unadulterated food. More than that, it brings safety, peace and quiet.

Questions:

(1) What are the drawbacks of town-life?

(2) What are the advantages of town-life?

(3) How do townsmen differ from rustics?

(4) What can be urged in favour of country-life?

14. During the time that France was divided into provinces (or dukedoms as they were called) there reigned in one of these provinces a usurper, who had deposed and banished his elder brother, the lawful duke.

The duke who was thus driven from his dominions, retired with a few faithful followers to the forest of Arden; and here the good duke lived with his loving friends, who had put themselves into a voluntary exile for his sake, while their lands and revenues enriched the false usurper; and custom soon made the life of careless ease they led here more sweet to them than the pomp and uneasy splendour of a courtier's life. Here they lived like the old Robin Hood of England, and to this forest many noble youths daily resorted from the court, and did fleet the time carelessly as they did who lived in the golden age. In the summer they lay along under the fine shade of the large forest trees, making the playful sports of the wild deer; and so fond were they of these poor dappled fools, who seemed to be the native inhabitants of the forest, that it grieved them to be forced to kill them to supply themselves with venison for their food. When the cold winds of winter made the duke feel the change of his adverse fortune, he would endure it patiently and say, "These chilling winds which blow upon my body are true counsellors; they do not flatter but represent truly to me my condition, and though they bite sharply, their tooth is not yet so keen as that of unkindness and ingratitude. I find that, howsoever men speak against adversity, yet some sweet uses are to be extracted from it; like the jewel, precious for medicine, which is taken from the head of venomous and despised toad." In this manner did the patient duke draw a useful moral from everything that he saw, and by the help of this moralising turn, in that life of his remote from public

haunts, he could find tongues in trees, books in running brooks, sermons in stones, and good in everything.

Questions :

(1) Who was the usurper ? What did he do ?

(2) Who put themselves into a voluntary exile ? Why did they do so ?

(3) How did they live ?

(4) What did they do in the summer ?

(5) What did the duke do when cold winds blew ?

(6) What conclusion did the duke draw from his forest-life ?

15. Early in the following morning, Nelson reached Portsmouth and having despatched his business on shore endeavoured to elude the people by taking a byway to the beach ; but a crowd collected in his train, pressing forward to obtain a sight of his face ; many were in tears and many knelt down before him and blessed him as he passed. England has had many heroes ; but never one who so entirely possessed the love of his fellow-countrymen as Nelson. All men knew that his heart was as humane as it was fearless, that there was not in his nature the slightest alloy of selfishness or cupidity, but that with perfect and entire devotion he served his country with all his heart, and with all his soul and with all his strength ; and therefore they loved him as truly and fervently as he loved England. They pressed upon the parapet to gaze after him, when his barge pushed off and he was returning their cheers by waving his hat. The sentinels who endeavoured to prevent them from trespassing upon this ground, were wedged among the crowd ; and an officer who, not very prudently upon such an occasion, ordered

them to drive the people down with their bayonets, was compelled speedily to retreat.

Questions :

(1) Who was the hero and why was he so dear to England ?

(2) What did the people do, when he was on his way to the beach ?

(3) How did the people try to have a last look at him ?

(4) What was the officer's order to the sentinels ? What was the result of it ?

16. The next great advance in medical science was the discovery of chloroform by Sir James Simpson. Before this, patients had had to undergo operations while conscious, and had suffered fearful pain and agony in the process. Even the bravest men trembled under the surgeon's knife, and many died on the operation table. But now even the most serious operations can be carried out without pain.

Operations became more and more frequent, but though the patient did not feel the surgeon's knife cut into his flesh, he often suffered terrible pain afterwards. Dreadful forms of blood-poisoning and septic poisoning would set in round the open wound, which often caused the patient's death.

Lord Lister suggested that if wounds were washed with carbolic acid they would heal splendidly. He insisted that carbolic acid should be used to wash the surgeon's instruments, the surgeon's and nurse's hands, and even the patient's body. The wound was to be washed with carbolic acid every day and then dressed with clean cotton wool to keep any fresh germs away. As a result of Lister's new methods, deaths from septic poisoning became rare.

Questions :

(1) By whom was chloroform discovered ?

(2) What was the condition of a patient undergoing a surgical operation before the discovery ?

(3) What did Lord Lister suggest ?

(4) What use of the carbolic acid did he insist on ?

(5) What was the result of Lister's method ?

17. One of the reasons why there are not enough jobs is that the country is not well developed. It follows from this that as development goes on under the Plans there will be more and more jobs to be had. Workers will be wanted for building schemes, for the big dams, for large and small industries and for the education and health programmes. As development takes place in the village, old trades will spring to life once more. Farming, fisheries, and forests, too, will claim new workers. A special problem is that of educated young people who cannot get jobs. Recently, many of these people have been appointed teachers in the villages. Others are being helped to set up small industries and to form co-operatives to carry goods by truck. We are also, as you know, making changes in our education system so that young people will not have the same difficulty in finding jobs in future years. These are some of the ways in which we are trying to help those without work. Work for all is, however, our goal and we must make a special effort to reach it as soon as possible.

Questions :

(1) What does the lack of enough jobs point to ?

(2) How will the people get more jobs as a result of the Plans ?

(3) How are the educated young people being employed ?

(4) What is the goal of the Plans ?

18. It is by failures as well as by success that the true ideal of the man of science is reached ; and it is one of the noblest of ideals. It is his task to penetrate into the secrets of nature, to push back the circumference of darkness that surrounds us, to disclose ever more and more the limitless beauty, harmonious order and unalterable laws that extend throughout the universe. And while he thus enlarges our knowledge, he shows us also how nature may be made to minister to the service of humanity. It is to him and to his conquests that the material progress of man is mainly due. He may well be satisfied with his vast and wonderful achievements. But his eye is turned rather to the future than to the past. What he has done seems to him but little in comparison with infinite possibilities that lie beyond. So he presses forward, not self-satisfied and proud, but rather humble, yet full of hope and courage for the work of future conquest that lies before him.

Questions :

(1) How is the ideal of a man of science reached or realised ?

(2) What are the tasks before a man of science ?

(3) How does he show that Nature may minister to the service of humanity ?

(4) To whom and to what is our material progress due ?

(5) How does a man of science compare his success ?

19. In the small hut in which Alexander Selkirk lived alone in his uninhabited island, he was very much pestered by rats which gnawed his clothes and feet, when he was

sleeping. He, therefore, tamed and fed a number of kittens which, as they grew up, defended him against his enemies. When his clothes were quite worn out, he dried and sewed together the skins of goats with which he clothed himself, and dressed in that way he could, when out hunting, pass through bushes and brambles as carelessly as any animal. Once it happened that, after running up to the summit of a hill, he was stretching forward to seize a goat when he slipped and, with the goat under him, he fell down a precipice and was knocked senseless. He lay there for three days—a length of time which he measured by the growth of the moon since he had last seen it.

His manner of life was on the whole extremely pleasant and time never hung heavy on his hands. His nights were untroubled and his days joyful. He set aside special times in which to say his prayers, and so that he should not lose his power of speech, he always prayed aloud.

When at last he was rescued from the island, he did not seem at all pleased at going back to his native country. Indeed he frequently expressed regret at having to go back home, saying that he preferred the quietness of his solitary life.

Questions :

(1) Why did Alexander Selkirk tame kittens ?

(2) How did the clothes which he made for himself help him when he went a-hunting ?

(3) What did he learn by measuring the growth of the moon ?

(4) Why did he prefer the life on his island to that in his native country ?

20. In certain African tribes it was found that a number of young baby boys had a reddish tint in their hair and skin. These boys were weakly and suffered from a number of disorders as well as from being mentally rather slow. At least one in every three died young; in the Belgian Congo the mortality rate in some districts was nearly 100 per cent.

The Africans themselves thought that the Red Boys, as they called them, were under a curse. They thought the boys' parents had done wrong and that their children had been cursed in this way as a punishment. Recognizing this as a typical 'old wives' tale', World Health Organisation set up a team of experts to enquire into the disease. Why was it scattered in the curious way all the way from Egypt to the Union of South Africa? Why did it sometimes afflict only one child in a big family? Was it caused by a germ? Was it catching? Nobody knew.

Soon one fact began to emerge with particular clearness. People whose diet contained plenty of body-building foods, such as milk, meat, and fish had no Red Boys among their children.

Questions :

(1) Who were called the Red Boys?

(2) What did the Africans themselves think the malady of the Red Boys to be due to?

(3) What were the different enquiries of the World Health Organisation about the disease?

(4) What was the fact clear to the team of experts?

SECTION III

PRE´CIS-WRITING

(WITH MODEL ANSWERS)

I

Original : No matter in what way we look upon man as a mere animal, he would appear to be out of harmony with the rest of the creation. He has not muscular strength sufficient to hold his own against the larger animals of the cat kind. Very small animals, like the rabbit, easily outrun him, while his unprotected body leaves him at the mercy of the smallest biting of a stinging insect. As an animal, therefore, man would seem to have been destined for a short stay upon the earth. With man, however, came a new force or power which he could so use as to become the lord of the creation.

Title : How man could be the lord of creation

Pre´cis : If man were merely an animal, he would find himself rather helpless against all other animals, and his stay on earth might also be shortened. He, however, has been gifted with a special power which has made him the lord of the creation.

II

Original : One of the greatest of all recent discoveries, that of radium, was made by a woman—Madame Marie Curie, daughter of a Polish science teacher. Marie had determined to take up science as her profession. While earning her living as a teacher of science in a Paris school, she studied under Dr. Pierre Curie, a young French scientist.

In 1895 the teacher and his pupil were married. They had no money for a good laboratory, so they made one in an old, dark store-room, and three years later, after working almost day and night, it was the pupil who succeeded in discovering the new and wonderful substance, radium. In 1904 Pierre and Marie Curie received the Nobel Prize in Physics, and the University of Paris created a special department for the study of radium, appointing Dr. Curie as its head with his wife as his chief assistant. Only three years later Pierre Curie was killed in a street accident in Paris. But Marie was determined to carry on his work. She was appointed in his place, and in 1911 she won the Nobel Prize again, this time in Chemistry.

Title : Madame Marie Curie, the discoverer of radium

Précis : When a teacher of science in a Polish school, Madame Curie discovered radium, working laboriously in an old, dark store-room. She and her husband jointly won the Nobel Prize in Physics in 1904. In 1911 again she won the same prize in Chemistry when she was the head of the department for the study of radium in Paris University in place of her husband who had been killed in an accident.

III

Original : It is much better to give hope and strength and courage than money. The best help is not to bear the troubles of others for them, but to inspire them with courage and energy to bear their burdens for themselves and meet the difficulties of life bravely. To help others is no easy matter but requires a clear head, a wise judgement, as well as a warm heart. We must be careful not to undermine independence in our anxiety to relieve distress. It is

important, therefore, as far as possible not so much to give a man bread as to put him in the way of earning it; not to give direct aid but help others to help themselves.

Title : The best way of helping people

Pre'cis : To help a man with hope, courage and energy is much better than helping him with money. Not kindness alone but wisdom too is necessary in one who wants to help others. The best way to help a man is to help him to help himself.

IV

Original : Floods are often caused by an unusual amount of rain, also by the quick melting of snow on the mountains. The rivers overflow their banks and great damage results. But in some countries floods come down the rivers regularly every year and here the people know how to control them by building high strong banks or by cutting more canals for the water to flow along. This is what is done in Egypt, where without the Nile floods, successful agriculture would be impossible. In countries where floods come unexpectedly, as in India and China, there is often widespread destruction with terrible loss of life, with no high ground for the people to escape to, and the water rising above the roofs of their houses or washing their houses away, the unfortunate people cling to what they can ; but there is little hope for them. Even the strongest swimmers are borne away.

Title : The devastation caused by flood

Pre'cis : Floods often cause much damage. In some countries where they come regularly people can control them ; but where they come unexpectedly, lots of people lose their houses, properties and their lives even.

V

Original : The secret of great success lies in perseverance. This, more than anything else, was at the bottom of the great victories of Napoleon. And this will also account for the humbler forms of success. Never to give way in the face of a set-back is the only condition that can lead to victory. Even the worst situation can be set right by courage and perseverance. Past failures should give but stronger force to greater efforts. Life, however dark and dismal, can be made to look bright and cheerful if the light of hope and courage in our souls is not allowed to go out.

Title : Perseverance is the secret of success.

Pre'cis : Perseverance is at the root of success, great and humble. Failures should not damp our spirit but should stimulate us to greater efforts. Hope and courage dispel the gloom of despair and make life bright and cheerful.

VI

Original : Man is the maker of his fortune. We cannot prosper in life if we are afraid of labour. Some people think that success in life depends on luck or chance. Nothing can be farther from truth. Scientists have toiled day and night in their laboratories to invent gramophone, radio and television which have added to the joy of our life. Life is not a bed of roses. Life will be sure misery if we shrink from labour and fail to earn money to meet our daily expenses. Industry is the secret of success not only for an individual but also for a nation. Russia and America are the most powerful nations of the world today. They have attained this power and position by virtue of

the earnest toil of their children. We, Indians, too must work hard if we want to raise the prestige of our homeland in the eye of the world.

Title: Why we should labour hard

Pre'cis: Success of a nation as well as of an individual depends not on luck or chance but on hard labour. Some nations have become very powerful through their hard labour. To make our nation as great we should also labour hard.

VII

Original: The clearest sign of a growing intelligence is an increase of the quality which we call curiosity. Throughout history there have always been men and women who were not content to know what they were told; they wanted to find out more; they wanted to see if things could be done in a different way, a better way. Without this curiosity, this desire to see more, there would be no progress. People would simply go on thinking the same thoughts, and having the same ideas as their forefathers, there would be no change.

The people who want to think differently, and to act differently are, therefore, very important people. But they are nearly always the people who get into trouble. Why? It is because there is another quality in all of us which fights against our curiosity. That is the quality of laziness.

Title: Curiosity is a mark of intelligence.

Pre'cis: Curiosity to see, to know and to do more lies at the root of progress which is impossible without it. The people thinking and acting differently are very important, though they are often put into trouble because of the laziness in us which fights against our curiosity.

VIII

Original: The first thing men learnt, as soon as they began to study nature carefully, was that the same causes always give rise to the same effects. The sun always rises on one side and sets on the other; the changes of the moon follow one after another in the same order and with similar intervals; some stars never sink below the horizon of the place in which we live; the seasons are more or less regular; water always flows downhill; fire always burns; plants grow up from seeds and yield seeds from which the plants grow up again; animals are born, grow, reach maturity and die, age after age, in the same way. Thus the notion of an order of nature and of a fixity in the relation of cause and effect between things gradually entered the mind of men. So far as order prevailed, it was felt that the things were explained; while the things that could not be explained, were said to come about by chance or to happen by accident.

Title: Order and fixity in causal relation in nature

Pre´cis: Careful study of nature revealed a regular order in all the changes in nature. People came to know that the same cause always produces the same effect. Things which could not be explained on account of complexity were said to be due to chance and accident.

IX

Original: There seems to be a general, though unconscious, conspiracy existing against each other's individuality and manhood. We discourage self reliance, and demand conformity. Each must see with others' eyes, and think through others' minds. We are idolators of customs and observances, looking behind, not forward and upwards. Pinned down and held back by ignorance and weakness, we

are afraid of standing alone or of thinking and acting for ourselves. Conventionalism rules all. We fear stepping out into the free air of independent thought and action. We refuse to plant ourselves upon instincts, and to vindicate our spiritual freedom. We are content to bear others' fruit, not our own. In private affairs the same spirit is alike harmful. We live as society directs, each according to the standard of our class. We have a superstitious reverence for custom. So long as we do this, we are 'respectable' according to class notions. Thus many rush open-eyed upon misery for no better excuse than a foolish fear of the world.

Title : Obedience to customs

Pre'cis : In affairs, public and private, there is a strong tendency to conform to customs and observances, to the sacrifice of individuality and manhood. Ignorance, weakness and fear stand in the way of independent thought and action, spiritual freedom and exercise of instincts. While they, make us 'respectable' according to class notions they often lead us to misery.

X

Original : Unemployment arises from a variety of causes. One that is always recurring, and of the effects of which we have had a recent example, is the dis-organisation of industry resulting from long war : this is a serious problem admitting of no easy solution at the best times. Again, there is the unemployment which follows a marked diminution in the quantity of any raw product, such as cotton ; then fewer hands are required in the mills and factories. We may call this cause 'bad harvest.' Similar, but more serious, is the effect of changes in industry due to invention of machinery

which does more work and requires fewer workers. And yet another serious cause is a strike or lock-out and this is all the more to be deplored because such a stoppage sometimes is due to a very trivial matter—perhaps the fact that men are working half an hour longer than the regulations of their Union permit.

Title: The causes of unemployment

Pre'cis: The four most important causes of unemployment are the disorganisation of industry by long war, inadequate supply of raw materials due to bad harvest, invention of labour-saving machinery, and dislocation of industry caused by disputes between the labourers and their employers.

Exercise

1. A right-minded man will shrink from seeming to be what he is not, or pretending to be richer than he really is or assuming a style of living that his circumstances will not justify. He will have courage to live honestly within his means rather than live dishonestly upon the means of other people ; for he, who incurs debts in striving to maintain a style of living beyond his income, is in spirit as dishonest as the man who openly picks your pocket. To many this may seem an extreme view but it will bear the strictest test. The honourable man, on the other hand, is frugal of his means, and pays his way honestly. He does not seek to pass himself off as richer than he is, or by running into debt, open account with ruin. As that man is not poor, whose means are small but whose desires are controlled, so that man is rich, whose means are more than sufficient for his wants.

2. The demand for newspapers in a country depends upon the progress of education. The educated people are always anxious to know the outside world. They like to know what is happening in their country and other countries of the world. It is newspapers which satisfy this curiosity of theirs. No civilized nation can keep pace with other nations of the world, unless it is informed regularly of the events of other countries. We cannot benefit ourselves by the wise sayings and valuable instructions of the great saints or teachers who live at a great distance from us, without the help of newspapers. Through newspapers we meet daily with the great people of the world, and with the ways and habits of great nations. Newspapers bring us in close touch with our government.

3. To be properly enjoyed, a walking tour should be taken alone. If you go in a company, or even in pairs, it is no longer a walking tour in anything but name; it is something else and more in the nature of a picnic. A walking tour should be gone upon alone, because freedom is essential for its enjoyment; because you should be able to stop and go on, follow this way or that as the pace takes you; and because you have your own pace, and not alongside a champion walker. And you must be open to impressions and let your thoughts take colour from what you see. You should be as a pipe for any wind to play upon.

4. There is something wonderful to be said and known of the commonest things thou seest. A mine of precious metals lies under the bare ugly rocks thou hast trod a hundred times. Pearl beds lie in the dark muddy water where thou hast fished times without number. An angel is disguised in the humble-looking man whom thou hast long known and who, many times, sought thy help in vain. Every object

has its message, and every event has its mission. There is no purposeless thing in the world, nothing common, nothing insignificant in what God has made because the Maker has made each thing a symbol of some deep thought in His mind.

5. Money is said to be power, which is, in some cases true, and the same may be said of knowledge ; but superior sobriety, industry and activity are a still more certain source of power ; for without them knowledge is of little use ; and, as to the power, which money gives, it is that of brute force, it is the power of the bludgeon, and the bayonet, and of the bribed press, tongue and pen. Superior sobriety, industry, activity, though accompanied with but a moderate portion of knowledge, command respect, bacause they have great and visible influence. The drunken, the lazy and the inert stand abashed before the sober and the active. Besides all those whose interests are at stake prefer, of necessity, those whose exertions produce the greatest and most immediate and visible effect. Self-interest is no respecter of persons ; it asks, not who knows best, what ought to be done, but who is most likely to do it ; we may and often do admire the talents of lazy and even dissipated men, but we do not trust them with the care of our interests.

6. Make up your minds while you are young as to the way your life should be moulded. It is far easier, while your hearts are young and fresh, and open to all good influences, to make your lives beautiful and pure in the sight of God and man, than it is to do so after your character has become more formed, and the chill world has cooled down your young affections and enthusiasm. I saw once, lying side by side in a workshop, two heads made of metal. The one was perfect, all the features of a noble manly face came

out clear and distinct in their lines of strength and beauty; and in the other, scarcely a single feature could be recognised. It was all marred and spoiled. "The metal had been let grow a little too cool, Sir", said the man who was showing it to me. I could not help thinking how true that was of many a form more precious than metal. Many a young soul that might be stamped with the image and superscription of the king while it is warm with the love and glow of early youth is allowed to grow too cold, and the writing is blurred and the image is marred.

7. Fortune has often been blamed for her blindness; but fortune is not so blind as men are. Those who look into practical life will find that fortune is usually on the side of the industrious as winds and waves are on the side of the best navigators. In the pursuit of even the highest branches of human enquiry, the commoner qualities are found the most useful—such as common sense, attention, application and perseverance. Genius may not be necessary, though even genius of the highest sort does not disdain the use of these ordinary qualities. The very greatest men have been among the least believers in the power of genius, and as worldly-wise and persevering as successful men of the commoner sort. Some men have even defined genius to be only common sense intensified. A distinguished teacher and president of a college spoke of it as the power of making efforts. John Foster held it to be power of lighting one's own fire. Buffoon said of genius: "it is patience."

8. Young people naturally and commendably seek the society of those of their own age; but be careful in choosing your companions and lay this down as a rule never to be departed from, that no youth nor man ought to be called your friend who is addicted to indecent talk or who is fond

of low society. Either of these argues a depraved taste, even a depraved heart, an absence of all principle and of all trustworthiness; and I have remarked it all my life long that young men, addicted to these vices never succeed in the end, whatever advantages they may have, whether in fortune or in talent. Fond mothers and fathers are but too apt to be over-lenient to such offenders; and as long as youth lasts, and fortune smiles, the punishment is deferred; but it comes at last, it is sure to come; and the gay and dissolute youth is a dejected and miserable man.

9. Many people preach the doctrine of the duty of life. It is comparatively seldom that you find one who puts the joy of life as something to be cultivated, to be encouraged on an equal footing with the duty of life. And of all the joys of life which may fairly come under the head of recreation there is nothing more great, more refreshing, more beneficial in the widest sense of the word, than a real love of the beauty of the world. Some people cannot feel it. But to those who have some feeling that the natural world has beauty in it, I would say, cultivate this feeling and encourage it in every way you can. Consider the seasons, the joy of the spring, the splendour of the summer, the sunset colours of the autumn, the delicate and graceful bareness of wild trees, the beauty of light upon water, what the old Greeks called the unnumbered smiling of the sea.

10. One thing about all creatures that live in crowds together is that they help one another. If danger approaches, the one who first sees promptly warns the others. The white bobtail of a rabbit is used to give warning. Being white it is easily seen by the others when the alarmed rabbit runs

from the oncoming danger. There is another way they have of giving danger signal. An old rabbit seeing anything suspicious stamps upon the ground with his hind feet. I've heard them do it scores of times and I've seen the flash of white tails bobbing along to the safety of their burrows. A burrow usually has two entrances for safety, but a mother rabbit has only one entrance to her burrow, so that when she leaves her babies in the nest she has made of her own fur, she can block up the single entrance with earth until she returns. Thus does she make her young ones practically safe at the risk of her own life; for, should a stoat or weasel enter, she has no chance of escaping by a second entrance.

11. From the moment we are born we cannot live alone. We stand in continual need of the assistance of all around us, for body, soul and spirit; we need clothes, which other men make; houses, which other men must build; food, which other men must produce; we have to get our livelihood by working for others, while others get their livelihood in return by working for us. As children, we need our parents to be our comforts to take care of us in body and mind. As we grow up we need the care of others; we cannot exist a day without the help of our fellow-men; we require teachers to educate us; books and masters to teach us our trade; and when we have learned it and settled ourselves in life, we require laws made by other men, perhaps by men who died hundreds of years before we were born, to secure to us our rights and property; we need friends to comfort us in our sorrow and to temper us in our joy.

12. A great deal of talent is lost to the world for want of a little courage. Every day sends to its grave a number of obscure men, who have remained obscure because their

timidity has prevented them from making a first effort, and who, if they could only have been induced to begin, would, in all probability, have gone great length in the career of fame. The fact is that to do anything in this world worth doing, we must not stand shivering on the brink, thinking of the cold and danger, but jump in and scramble through as well as we can. It will not do to be perpetually calculating risk and adjusting mere chances. If a man waits and doubts and hesitates and consults his uncle and his first cousins and particular friends, he one day finds that he is sixty-five years of age, that he has lost so much time in consulting that he has no more time left to follow the advice.

13. About the sixth century B. C. Taxila was the chief centre of learning in India. It was situated near Rawalpindi. Students from the various parts of India as well from foreign countries flocked to this famous University to receive higher education. It is said that sixteen different subjects were taught here, each under the charge of a renowned Professor, who was specialised in his subject. The fame of Taxila survived the invasion of Alexander the Great who received the submission of the city in 326 B C. We learn that it was then very wealthy and very well governed. Under Asoka the Great in whose expansive empire it was subsequently included, we find it still the chief seat of learning. Vincent smith, when describing the condition of Taxila under Asoka, says, "The sons of people of all upper classes flocked to Taxila, as to a University town, in order to study Indian arts and sciences, especially medicine."

14. It is mainly through the eyes that we gain our knowledge and appreciation of the world in which we live. But we are not equally endowed with the gift of intelligent vision. On the contrary, in no respect, perhaps do we differ from

each other more than in our power of observation. Obviously a man who has a quick eye to note what passes around him, must in ordinary affairs of life, stand at a considerable advantage over another man, who moves unobservantly on his course. We can create observing faculty no more than we can create a memory, but we may do much to develop both. This is a feature in eduction of much more practical importance than might be supposed. Our prevalent system of instruction has for generations past done nothing to cultivate the habit of observation and has thus undoubtedly left us at a disadvantage in comparison with nations that have adopted methods of instruction wherein the observing faculty is regularly trained.

15. Variety is the spice of life—is it not? We all practically live and strive for having better food, but food remains insipid without the addition of spices. The only difference between a good curry and a bad curry lies in the presence or absence of spices. The absence of variety makes life drab and monotonous. A man working day in and day out will have his rest on Sunday. A man wearing a coat for five days will like a shawl on the sixth day. If a man lives in Calcutta for six years, he will like to spend a month outside. We hear that Tagore could not live in the same house for a long time. He used to change his residence pretty often, which shows a poet's longing for novelty. Life is as a many-stringed instrument and we must give proper attention to all the strings. Ever since creation man has gone on from progress to progress by responding to new circumstances. So, for the development of civilization new circumstances and new environments are necessary. But while variety is always welcomed, it must not be confused with impatience. Today we find that one continually frets and foams. This is

bad enough and we must remember that a rolling stone gathers no moss.

16. Parents and teachers often forget that the proper function of a child is to grow ; that the brain cannot, in early years, be overworked without serious injury to the physical health ; that the body—muscles, lungs and stomach—must first have its soundness established ; and that the brain is one of the last organs to come to maturity. Indeed, in early life digestion is of greater importance than thinking ; exercise is necessary for mental culture ; and discipline is better than knowledge. Many are the cases of precocious children, who bloom only to wither, and run their course in a few short years. The strain upon the nervous sytem is more than their physical constitution can bear, and they perish almost as soon as they have begun to live. Boys and girls are at present too much occupied in sitting, learning, studying and reciting. The brain is overworked ; their body is underworked ; hence headaches, restlessness, irritability and eventually debility and disease.

17. Man first appeared on earth half a million years ago. Then he was little more than an animal. Even so, early man had certain big advantages over animals. He had a large brain, he had an upright body, with nimble hands ; and he had in his brain special groups of nerve cells, not present in animals, that enabled him to invent a language and use it to communicate with his fellow men. This ability to speak was of supreme value because it allowed men to share ideas and to plan together, so that tasks impossible for a single person could be successfully undertaken by intelligent teamwork. Speech also enabled ideas to be passed on from generation to generation so that the stock of human knowledge slowly increased. It was these special advantages that put men far

ahead of all other living creatures in the struggle for existence. They can put their wits against their difficulties and master them.

18. Hunger is one of the beneficent instincts. It is, indeed, the very fire of life underlying all impulses to labour and moving man to noble activities by its insistent demands. Look where we may, we see it as the moving power which sets the vast machinery in action. It is hunger which brings the stalwart labourers together from all quarters and disciplines them into orderly hands to cut paths through mountains to construct bridges across rivers, to intersect the land with great iron-ways which bring city into daily communication with city. Hunger sits at the loom which, with unassuming power, is weaving the wondrous fabrics of cotton and silk. Hunger sits at the furnace and the plough goading the indolence of man into strenuous work. Let food be abundant and easy of access, civilization will make no progress, rather fall back. Necessity of food is the mother of work, it is the grandmother of civilization.

19. In your manners be neither boorish nor blunt, but even these are preferable to simpering and crawling. Be obedient where obedience is due, for it is no act of meanness, and no indication of want of spirit to yield implicit and ready obedience to those who have a right to demand it at your hands. In this respect England has been, and I hope always will be, an example to the whole world for this habit of willing and prompt obedience in apprentices, in servants, in multitudes of matchless merchants, tradesmen, and workmen of every description, and also the achievements of her armies and navies. It is no disgrace, but the contrary, to obey cheerfully lawful and just commands. None is so saucy and disobedient as a slave; and when you read history, you will

find that in proportion as nations have been free, there has been their reverence for the laws.

20. The trouble with much of our present-day work is that one has no pleasure in doing it. When a man made a table or a cart he had the fun of creating something ; but no one can enjoy making thousands of table-legs or fitting thousands of machine-made wheels on a succession of motor-cars. This, however, need not prevent such workers living a happy and useful life. Anyone who has to spend seven or eight hours on such work can remind himself that, if he were the Prime Minister, he would have to do more than eight hours' routine work every day. It is one of the surprising things in life that the higher the position a man holds in the State, the more things he has to do that he does not want to do and the less time he gets to do the things he does want to do. Most people in prominent position would gladly work eight hours a day as routine work if they could have the rest of the time to themselves. One can live a very happy life in the remaining sixteen hours, if one knows how to do it. How long do you think a man would be happy doing nothing ? About a day or two at the most ; for human beings are designed to do things. To lock a man up and let him do nothing is one of the most cruel punishments we can give him. If a man has so much money that he does not need to work, he has to invent work for himself. An intelligent man takes up some work which is useful to the community.

21. Frederick the Great amused himself daily by mixing with the people and often going into coffee-house *incognito* (in disguise) at Paris, where soon after his arrival one day, he met with a person with whom he played at chess. The king lost his game, and wished to play another,

but the gentleman desired to be excused, saying he must go to the opera to see the king. "What do you expect to see in the king?" said he. "There is nothing worth seeing in him. I can assure you he is just like any other man." "No matter," said the gentleman, "I long had an irresistible curiosity to see him; he is a very great man, and I will not be disappointed." "And is that really your only motive," said the king, "for going to the opera?" "It really is," replied the gentleman. "Well then, if that is the case," said the king, "we may as well play another game now, for you see him before you."

22. People moan about poverty as a great evil; and it seems to be an accepted belief that if people only had plenty of money, they would be happy and useful and get more out of life. As a rule, there is more genuine satisfaction in life and more obtained from life in the humble cottage of the poor man than in the palaces of the rich. I always pity the sons and daughters of rich men, who are attended by servants, and have governesses at a later age; at the same time I am glad to think that they do not know what they have missed.

It is because I know how sweet and happy and pure the home of honest poverty is, how free from perplexing care and from social envies and jealousies—how loving and united its members are in the common interest of supporting the family—that I sympathize with the rich man's boy and congratulate the poor man's son. It is for these reasons that from the ranks of the poor so many strong, eminent, self-reliant men have always sprung and always must spring. If you read the text of the "Immortals who were born to die", you will find that most of them have been born poor.

It seems nowadays a matter of universal desire that poverty should be abolished. We should be quite willing to abolish luxury; but to abolish honest, industrious, self-denying poverty would be to destroy the soil upon which mankind produces the virtues that will enable our race to reach a still higher civilization than it now possesses.

23. The cinema is an outstanding wonder of this modern age. Apart from the great pleasure it gives us as a means of entertainment, it is in many ways an education in itself, and no regular patron of the cinema can even be called illiterate. The cinema is also a very valuable asset to educationists in imparting knowledge. The film companies from time to time, produce historical pictures, and these pictures are of great assistance to the teacher of history. A couple of hours spent in the company of historical personages dressed in the proper dress of the period can teach us far more than we can learn from a whole week's study of a history text-book. Even some of Shakespeare's dramas and comedies have been filmed and we thereby gain much better idea of the play than would be possible from a casual reading of it.

But of greater importance is the use of the film in the teaching of science and industry. There are educational film companies which devote their time to the filming of the habits and customs of animals, insects, fishes, germs, and numerous other branches of scientific life. We can see the hatching of the eggs of fish and their gradual development into large fishes; we can watch the increasing activity of many kinds of germs and their effect on water, milk or blood. We can watch the opening and closing of flowers and leaves, and the growth of grass and weeds. All these actions and movements are greatly magnified on the screen

Such pictures are intensely interesting, and are a great help in the cause of education.

24. Let us imagine we live on the moon. How will the Earth look to us? It will then be our moon, and it will be many times bigger than the moon. But it will not rise or set, for the moon always keeps the same face towards the Earth. We might live on the other side of the moon and never be allowed to see the earth at all. But if we see the Earth, it will behave just as our moon does, except that it will always be seen about the same place in the sky. Sometimes the Earth will be dark; then new Earth, half Earth and full Earth. If it looks about fourteen times as large as our moon, then when night comes on the moon the Earth will surely be very bright specially when the Earth is full.

If we were to imagine ourselves living on the moon we should have to think of doing without all the things that we enjoy from air, water, and snow. There would be no storms or winds, no clouds or anything lying overhead. There could be no sounds, because sounds are air-waves. We should not talk with the voice; therefore we should need some sign language.

While on the moon we should see no shooting stars, since these are meteors passing through atmosphere, and are being burned up by it. From the moon the sky would be black; not the lovely blue which is due to the Earth's atmosphare.

25. It is a curious thing that, although the history of India is so old, although her literature goes so far back, the oldest bulidings known, until quite recently, did not date more than a trifle of some two thousand years ago, to about 300 B. C. Then suddenly the spade of the archaeologist revealed a far more ancient past, buried under the soil in Sind and the Punjab, which at one stroke took back her

history ten times as far. Two such places are known today. Harappa, in the Montgomery district of the Punjab and Mohenjo-Daro, in the Larkana district of Sind. In the latter place, 240 acres are covered by the ancient remains, and of these thirteen have been opened up and examined in detail.

If an Indian of today were magically transported back five thousand years to that ancient town of Mohenjo-Daro, laid open by Sir John Marshall, and described in his great work, he would see a splendid city, but yet it would not strike him as so very strange. He would see men of various races, some swarthy of skin, others fair, some of the Chinese type, busy on their daily work. He would notice dogs barking in the streets as today. He would see wheeled carts, with supplies of wheat and barley. Outside in the country he would see shepherds tending their flocks of sheep, and swine routing for dainties. He would see that the folks were dressed in the same white cotton, much as in India today, the women wearing beautiful necklaces, with armlets, girdles, earrings, and anklets of silver, of gold, or porcelain, of ivory. Soldiers would march past him carrying arms on their shoulders, with maces and spears and daggers thrust through their girdles, and some with bows and arrows. But he would be surprised that they had no armour, nor did they carry swords. Nor had they yet discovered the use of iron. They were still in the Age of Bronze.

SECTION : IV

IDIOMATIC PHRASES

Noun Phrases

Apple of discord (বিবাদের কারণ)—Paternal property often becomes the *apple of discord* among brothers.

Bad Blood (শত্রুতা বা বিদ্বেষ)—There was *bad blood* between the brothers.

Black sheep (কুলাঙ্গার, সমাজ বা দলের অন্তর্গত অসচ্চরিত্র ব্যক্তি)—There are *black sheep* in every society.

(A) **Child of fortune** (অতিশয় সৌভাগ্যবান ব্যক্তি)—He was *a child of fortune*, a stranger to sorrows.

Cock and bull story (গাঁজাখুরি গল্প)—I do not believe such a *cock and bull story*.

Cold reception (আন্তরিকতাশূন্য অভ্যর্থনা)—The *cold reception* accorded to him wounded his feelings.

Crocodile tears (কপট অশ্রু)—A false friend will shed *crocodile tears* at our sorrow.

Crying need (গুরুতর প্রয়োজন)—To solve the food-problem is the *crying need* of the country now.

Dark horse (অজ্ঞাত-পরিচয় ব্যক্তি)—Everybody suspects *a dark horse*.

Dead letter (অপ্রচলিত নিয়ম)—That law is a *dead letter* now.

(A) **Dog in the manger** (নিজের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বস্তু অপরকে ভোগ করিতে বাধা দেয় এরূপ লোক)—A *dog in the manger* will not let others enjoy what he cannot enjoy himself.

Fair-play (অপক্ষপাত ব্যবহার বা ন্যায়বিচার)—We expect *fair play* from the leaders of our country.

Fair sex (নারী জাতি)—Be courteous to the *fair sex.*

Fire and sword (ধ্বংস ও হত্যাকাণ্ড)—Nadir Shah carried *fire and sword* everywhere he went.

Good turn (বন্ধুত্বপূর্ণ কার্য)—One *good turn* deserves another.

Greek (or, **Hebrew**) **to one** (অজ্ঞাতভাষার ন্যায় অবোধ্য বিষয়)—The subject is *Greek* (or *Hebrew*) to me.

Hard nut to crack (বিষম সমস্যা ; যাহাকে প্রভাবিত করা শক্ত এরূপ লোক)—Refugee rehabilitation is really a *hard nut to crack.* You will find in me a *hard nut to crack.*

Kith and kin (আত্মীয়স্বজন)—My *kith and kin* have deserted me.

Laughing stock (হাস্যাস্পদ ব্যক্তি)—Your efforts will make you only a *laughing stock.*

Length and breadth (সকল স্থান)—Famine spread throughout the *length and breadth* of the country.

Loaves and fishes (ব্যক্তিগত লাভ)—Some leaders are now hankering after the *loaves and fishes* of office.

(The) **Long and the short** (সার কথা)—*The long and the short* of his speech was this.

(A) **Man in a thousand** (অতিশয় উচ্চদরের লোক ; হাজারের মধ্যে একজন)—Dr. Bidhanchandra Roy was a *man in a thousand.*

Maiden speech (কোন নূতন সভ্যের প্রথম বক্তৃতা)—His *maiden speech* in Parliament was appreciated by all.

Nook and corner (গলিঘুঁজি)—Every *nook and corner* was searched for it.

Open mind (খোলা মন)—A judge is expected to have an *open mind.*

Open secret (যে গুপ্ত বিষয় সকলে জানে)—Corruption among some officials is an *open secret* nowadays.

Part and parcel (সারভূত অংশ)—Non-violence was *part and parcel* of Gandhiji's teachings.

Square deal (ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার)—We want a *square deal* from our rulers.

Square meal (পেটভরা আহার)—The poor man does not get a *square meal* every day.

Sum and substance (সারমর্ম)—The *sum and substance* of the speech may be expressed in a single sentence.

Tall talk (লম্বা-চওড়া কথা)—Do not indulge in *tall talk.*

Weal and woe (সুখদুঃখ)—He was a friend in *weal and woe.*

Adjective Phrases

At daggers drawn (শত্রুভাবাপন্ন)—The two brothers are *at daggers drawn* with each other now.

At fault (দিশাহারা)—The man was *at fault* to decide the course.

At one's beck and call (ইঙ্গিতাধীন)—The man is always *at your beck and call.*

At one's wit's end (কিংকর্তব্যবিমূঢ়)—He was *at his wit's end* on hearing of the loss.

Few and far between (বিরলভাবে সংঘটিত বা অবস্থিত)—His visits were *few and far between.*

Hand in (*or*, **and**) **glove** (ঘনিষ্ঠ সুহৃদ-ভাবাপন্ন)—The two neighbours are *hand in* (or, *and*) *glove* with each other.

In one's teens (তের হইতে উনিশ বৎসরের মধ্যে, অল্পবয়স্ক)—He is still *in his teens.*

Of no avail (বৃথা)—To lament over the past is *of no avail.*

Off one's guard (অসতর্ক)—The man was *off his guard* when attacked.

On the alert (সতর্ক)—The door-keeper was always *on the alert.*

Out of mind (স্মরণাতীত ; মনের অগোচর)—The big tree is there from time *out of mind.* Out of sight, *out of mind.*

Out of pocket (রিক্তহস্ত)—I am quite *out of pocket* now.

Out of sorts (শারীরিক বা মানসিক অসুস্থ)—I feel *out of sorts.*

Sick at heart (দুঃখ বা নৈরাশ্য পীড়িত)—The woman was *sick at heart* to hear of her husband's condition.

Verb Phrases

Be up (উদিত হওয়া ; শেষ হওয়া)—The sun *up.* The game *is up.*

Bear out (সমর্থন করা)—Your evidence *will bear out* the charge.

Bear up (পোষণ করা)—Faith in God *bears up* the mind in calamity.

Beat a retreat (সরিয়া পড়া)—On the arrival of the police the hooligans *beat* a hasty *retreat.*

Beggar description (বর্ণনাতীত হওয়া)—The condition of the refugees *beggars description.*

Blow one's own trumpet (নিজের প্রশংসা নিজে করিয়া বেড়ান)—
· No really great man *blows his own trumpet.*

Blow out (নিবাইয়া দেওয়া)—The wind *blew out* the lamp.

Break away (বন্ধন ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাওয়া)—The horse shied and *broke away.*

Break forth (হঠাৎ প্রকাশিত হওয়া)—Light *broke forth* as the day dawned.

Break in upon (কাহারও উপর হঠাৎ আপতিত হওয়া)—The police *broke in upon* the robbers.

Break off (হঠাৎ থামা)—He *broke off* in the middle of the conversation.

Break the news (দুঃসংবাদ দেওয়া)—I cannot *break the news* of her son's death to her.

Break with (কাহারও সহিত মিত্রতা ছিন্ন করা)—My brother *has broken with* me.

Bring about (ঘটানো)—His own folly *brought about* his fall.

Bring down (খর্ব করা)—The defeat *brought down* his pride.

Bring forth (জন্মানো)—A good tree *brings forth* good fruits.

Bring forward (উপস্থাপিত করা)—He *has brought forward* a proposal.

Bring home to (কাহাকেও কোন বিষয় উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করানো)—
The teacher tried *to bring home* the moral to his students.

Bring in (উৎপন্ন করা, আনা)—The sale *will bring in* a large sum.

Bring on (উৎপাদন করা)—Bad food *brings on* disease.

Bring round (আরোগ্য দান করা)—This medicine *will bring* the patient *round.*

Bring up (লালন-পালন করা)—The woman *brought up* the orphan.

Burst into tears (হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলা)—At his sharp scolding the girl *burst into tears.*

Call in (ডাকিয়া আনা)—The man *called in* a doctor for his ailing son.

Call off (অন্যদিকে আকৃষ্ট করা)—The noise outside *called off* my attention.

Call on *or* **upon** (অল্পক্ষণের জন্য যাইয়া কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করা) —He *called on* (or, *upon*) me this morning.

Call one names (কাহাকেও গালি দেওয়া)—The angry woman *called us names.*

Call to account (কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য করা)—The headmaster *called* the boy *to account.*

Carry into effect (কার্যে পরিণত করা)—Plans should be of the nature that they can be *carried into effect.*

Carry off (জিতিয়া লওয়া ; প্রাণ নষ্ট করা)—The boy *carried off* the first prize. Cholera *has carried off* hundreds this year.

Carry on (চালানো)—I cannot *carry on* my studies further.

Carry the day (জয়লাভ করা)—He is sure to *carry the day* in the contest.

Carry weight (গুরুত্ববিশিষ্ট বলিয়া বিবেচিত হওয়া)—His opinion *carries* little *weight* with us.

Catch a Tartar (শক্তলোকের পাল্লায় পড়া)—The rascal found that he had *caught a Tartar* in me.

Catch one on the hip (কাহাকেও সুবিধামত বাগে পাওয়া)—He always tried *to catch his enemy on the hip.*

Catch one's eye (কাহারও দৃষ্টি বা মনোযোগ আকর্ষণ করা)—The member failed to *catch the Speaker*'s *eye.*

Come about (ঘটা)—We do not know how it *came about.*

Come by (পাওয়া)—I *came by* this book quite unexpectedly.

Come of (জন্মলাভ করা ; ফলস্বরূপ উৎপন্ন হওয়া)—I *come of* a good family. What *came of* your proposal ?

Come of age (সাবালক হওয়া)—You will feel the consequence of neglect of health when you *come of age.*

Come off (সংঘটিত হওয়া)—His marriage *comes off* today.

Come short of (কম হইয়া পড়া)—The result *has come short* of my expectation.

Come to (পরিণামে দাঁড়ানো ; উপনীত হওয়া)—His income *came to* a lac. I *have come to* a decision.

Come to a head (পাকিয়া উঠা ; ঘটিবার উপক্রম হওয়া)—The boil *has come to a head.* The conspiracy was discovered before it could *come to a head.*

Come upon (হঠাৎ দেখিতে পাওয়া)—I *came upon* a hidden treasure there.

Come up to (অনুরূপ হওয়া)—Your result *has not come up to* my expectation.

Cut a figure (বিশিষ্টতা লাভ করা ; কোনরূপ ধারণা জন্মানো)—He *will cut a figure* in the next examination. He *cut a* sorry *figure* in the meeting.

Die in harness (আপন কাজে খাটিতে খাটিতে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া)—An active man will like *to die in harness.*

Dispense with (অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানে পরিত্যাগ করা)—His master *dispensed with* his services.

Do away with (লোপ করা)—Lord Bentinck *did away with* the practice of suttee.

Do for (উদ্দেশ্যসাধন করা)—A godown *will do for* our shelter.

Do into (ভাষান্তরিত করা)—He *did* the book *into* English.

Do off (খুলিয়া ফেলা)—*Do off* your coat now.

Do with (সংস্রবে থাকা ; শেষ করা)—I have nothing to *do with* you. I *have* not yet *done with* the work.

Do without (কোন কিছু ব্যতিরেকে কাজ চালানো)—I cannot *do without* your help a single day.

Do wrong (ভুল বা অন্যায় করা)—You did *wrong* in believing a liar.

Draw off (হটিয়া যাওয়া)—The army *drew off in* the evening.

Draw out (বাহির করিয়া লওয়া)—The lawyer *drew out* many facts from the witness by judicious questions.

Draw up (দলিলাদি করা ; থামা)—He *has drawn up* a deed. No car is allowed *to draw up* before this house.

Fall among (হঠাৎ কিছুর মধ্যে আসিয়া পড়া)—I *fell among* a band of robbers.

Fall away (শীর্ণ হওয়া ; খসিয়া পড়া বা ছাড়িয়া যাওয়া)—He *has* much *fallen away* after his late illness. His followers *have* all *fallen away*.

Fall back upon (শেষ আশ্রয়স্বরূপ অবলম্বন করা)—I have little to *fall back upon* in my old age.

Fall in (শ্রেণীমধ্যে স্ব স্ব স্থান গ্রহণ করা)—The soldiers were ordered *to fall in*.

Fall on *or* **upon** (হঠাৎ দেখিতে পাওয়া ; আক্রমণ করা)—I *fell on*

(or, *upon*) a nice scene there. The robber suddenly *fell on* (or, *upon*) me.

Fall to (কোন কিছুতে সাগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়া)—The hungry man *fell to* eating.

Follow suit (কাহারও দেখাদেখি সেইরূপ কাজ করা)—The captain rushed forward, and his soldiers *followed suit.*

Get in (গাড়িতে চড়া ; সংগ্রহ করা)—We *got in* before the train started. The banker is trying *to get in* some long-standing debts.

Get into (ভিতরে প্রবেশ করা)—They *got into* a compartment.

Get on (পরিধান করা)—He *got on* his coat.

Get over (অতিক্রম করা ; টপকানো)—The man *got over* all the difficulties. The man *got over* the wall and escaped

Get rid of (মুক্ত হওয়া)—I must *get rid of* the bad habit.

Get up (গাত্রোত্থান করা ; পাকাইয়া তোলা ; তৈয়ারি করা ; গড়িয়া তোলা)—I always *get up* before sunrise. They *got up* a rebellion. He *got up* his lessons carefully. The men *have got up* a nice exhibition.

Give away (বিলাইয়া দেওয়া ; প্রকাশ করিয়া দেওয়া)—Deshbandhu *gave away* in charity all he had. My brother *has given away* my secret.

Give effect to (কার্যে পরিণত করা)—We must try *to give effect to* the proposal.

Go about (ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ানো)—The prophet *went about* preaching.

Go against (বিরুদ্ধাচরণ করা)—I must not *go against* my parents' wishes.

Go at (আক্রমণ করা ; সোৎসাহে আরম্ভ করা)—The dog *went at* the cat furiously. They *went at* their task cheerfully.

Go by (অতীত হওয়া ; কোনও অনুসারে চলা)—The good old days *have gone by.* Promotion always *goes by* merit. This is a good rule *to go by.*

Go down (অস্ত যাওয়া ; পরাভূত হওয়া ; দরে কমা ; লিপিবদ্ধ থাকা) —The sun *has gone down.* Persia *went down before* Alexander. Rice *has gone down* considerably. Gandhiji's name will surely *go down* our history.

Go for (কোন কিছু বলিয়া গণ্য হওয়া)—The mad man *goes for* a saint here.

Go for nothing (নিষ্ফল হওয়া)—All his attempts *have gone for nothing.*

Go hand in hand with—(কোন কিছুর সহিত একসঙ্গে থাকা)— Poverty *goes hand in hand with* idleness.

Go in for (কোন কিছুর জন্য পরীক্ষা দেওয়া বা প্রতিযোগিতা করা ; ব্যবসায়রূপে অবলম্বন করা)—I *shall go in for* the M. A. degree this year. I *shall go in for* the first prize. I *shall go in for* law.

Go off (আওয়াজ হওয়া)—The pistol *went off* suddenly.

Go on (কোন কিছু করিতে বা চলিতে থাকা)—The boy *went on* writing even then.

Go on with (কোন কিছু চালাইতে থাকা)—He *goes on with his* studies even now.

Go through (সম্পূর্ণ পড়া ; অতিক্রম করা ; ভোগ করা)—I *have gone through* the book once. The book *has gone through* many editions. The man *has gone through* untold sufferings.

Go to all lengths (যথাসাধ্য চেষ্টা করা)—I am ready *to go to all lengths* to achieve my object.

Go to the length of (কোন সীমা পর্যন্ত যাওয়া)—He *went to the length of* incurring the displeasure of his parents for me.

Go up (দরে চড়া)—Rice *is* still *going up*.

Go under (কোন নামে অভিহিত হওয়া ; ব্যর্থ হওয়া)—They *go under* the name of Akalis. Freedom's movement can never *go under*.

Go with (একমত হওয়া)—They all *go with* me in this matter.

Go wrong (বিরুদ্ধে যাওয়া বা অনিষ্ট হওয়া)—Of late, every thing *is going wrong* with me.

Hold true (বরাবর ঠিক থাকিয়া যাওয়া বা খাটা)—Your theory cannot *hold true* for all time to come.

Keep at (লাগিয়া থাকা)—I *keep at* my work till it is dark.

Keep away (দূরে রাখা ; আসিতে না দেওয়া ; দূরে থাকা)—The hedge *keeps away* straying cattle. Students should *keep away* from political meetings.

Keep down (দমনে রাখা)—Government *will keep down* the Nagas.

Keep in with (সদ্ভাব বজায় রাখিয়া চলা)—I tried to *keep in with* my neighbours.

Keep off (দূরে রাখা বা নিকটে আসিতে না দেওয়া ; দূরে থাকা বা বিরত থাকা)—Carbolic acid *keeps off* snakes. *Keep off* from the habit of smoking.

Keep on (কোন কাজ করিতে থাকা)—The boy *keeps on* reading even after ten.

Keep pace with (কাহারও বা কোন কিছুর সহিত সমানে চলা)—The girl cannot *keep pace with* her brother in studies.

Keep under (সংযত রাখা)—Try *to keep* your passions *under*.

Know by (কোন কিছুর দ্বারা চিনিতে পারা)—I *knew* him *by* his peculiar habits. A man *is known by* the company he keeps.

Lay aside (পরিহার করা)—*Lay aside* your shyness before me.

Lay in (ভাণ্ডারজাত করা)—Ants *lay in* food in summer.

Lay out (খাটানো)—He *has laid out* a large sum in business.

Look about (চতুর্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করা)—I *looked about* but found nothing.

Look for (খোঁজা ; প্রত্যাশা করা)—I *am looking for* my missing book. I always *look for* help from my friends.

Look in (ভিতরে ঢোকা)—I *looked in* while passing by his house.

Look into (অনুসন্ধান করা)—The police *are looking into* the case.

Look to (কাহারও নিকট প্রত্যাশা করা ; কোন বিষয়ে সতর্ক হওয়া)—We *look to* you for help. You must *look to* your manners.

Lose heart (নিরুৎসাহ হওয়া)—He *lost heart* at the first failure.

Lose the day (পরাজিত হওয়া)—In that battle the Mahrattas *lost the day.*

Make a figure (সবিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করা)—Chittaranjan *made a figure* as a barrister first.

Make an end of (বিনাশ করা)—He *made an end of* his own life.

Make out (নির্ণয় করা ; প্রমাণ করা ; তৈয়ারি করা)—Can you *make out* its meaning ? He could not *make out* his case. *Make out* a list of the books.

Make up for (কোন কিছুর অভাব পূরণ করা)—This *will make up for* the loss you have incurred.

Move heaven and earth (স্বর্গমর্ত্য তোলপাড় করা অর্থাৎ যথাসাধ্য চেষ্টা করা)—They *moved heaven and earth* to have the law abolished.

Nip (*or* check) **in the bud** (অঙ্কুরে বিনষ্ট করা)—His projects *have been* all *nipped in the bud.*

Open one's eyes to (কোনও বিষয়ে কাহারও চক্ষু ফুটাইয়া দেওয়া)—This *opened my eyes to* my son's faults.

Pass by (উপেক্ষা করা ; নিকট দিয়া যাওয়া)—I cannot *pass by* your defects. I *passed by* your house yesterday.

Pass into (পরিণত হওয়া)—Gandhiji's sayings *have passed into* proverbs.

Pass through (অতিক্রম করা)—I *have passed through* many difficulties.

Pay for (কোন কিছুর জন্য ফলভোগ করা)—You will have *to pay for* your mistakes.

Pay up (সমস্ত প্রাপ্য পরিশোধ করা)—Students must *pay up* their dues before the 15th of the month.

Pick a quarrel (গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করা)—Do not *pick a quarrel* with your neighbours.

Play false (প্রতারণাপূর্ণ ব্যবহার করা)—Clive *plyed false* with Omichand.

Pull through (কোন সঙ্কট হইতে কষ্টেসৃষ্টে রক্ষা পাওয়া)—He fell into a danger but somehow *pulled through.*

Put forward (উপস্থাপিত করা)—That member has *put forward* a new proposal.

Put in mind (স্মরণ করাইয়া দেওয়া)—The children *put* me *in mind* of my childhood.

Put in practice (কার্যে পরিণত করা)—We cannot *put in practice* all that we wish.

Put into (কোন ভাষায় অনুবাদ করা)—The book has been *put into* Bengali.

Put on (পরিধান করা ; আরোপ করা)—Children like to *put on* new clothes. He *put* blame *on* me for nothing.

Put to silence (নীরব করা)—The appearance of the head-master *put* the boys *to silence.*

Put up with (সহ্য করা)—I cannot *put up with* impertinence.

Rise (*or* **be equal**) **to the occasion** (প্রয়োজন-স্থলে যথোচিত উপায় বিধান করা)—Our leaders *rose* (or, *were equal*) *to the occasion* in that calamity.

Run about (ছুটাছুটি করিয়া বেড়ানো)—Do not *run about* in the sun.

Run after (পশ্চাদ্ধাবন করা ; খোঁজা ; অনুসরণে ছুটা)—Most men *run after* wealth and fame. A constable *ran after* the thief.

Run at (আক্রমণ করা)—Your dog *ran at* my cat.

Run away (ছুটিয়া পালানো)—The thief *ran away* very fast.

Run over (চাপা পড়া ; উপচাইয়া পড়া ; পুনরাবৃত্তি করা ; চোখ বুলাইয়া উপর-উপর পড়া)—A child was *run over* by a motor car. Pour a little more water into the vessel, and it will *run over*. He *ran over* the incidents in brief. I have *run over* the letter once.

Run short of (টানাটানিতে পড়া)—I have *run short of* money.

Run the risk of (কোন কিছুর ঝুঁকি ঘাড়ে লওয়া)—He *ran the risk of* being killed in defending his friend.

Run through (বিদ্ধ করা ; কাটিয়া দেওয়া ; উপর-উপর পড়া ; ব্যয় করিয়া ফেলা)—He *ran through* a tiger with a spear. This is not correct, *run through* the line. I have *run through* the book once. The man *ran through* all his money.

See eye to eye (ঠিক একরকম মত পোষণ করা)—I do not *see eye to eye* with you in many respects.

Set aside (নাকচ করা ; পৃথক্ করিয়া রাখা)—The Sessions Judge *set aside* the judgement of the lower court. I *set aside* a portion of my income for bad days.

Set back (উন্নতি রোধ করা)—It will *set back* our work.

Set forth (প্রকাশ বা বিবৃত করা, রওনা হওয়া)—He has *set forth* his views in this essay. We *set forth* on our journey with sunrise.

Stand against (কাহারও বা কোন কিছুর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হওয়া)—People *stood against* tyranny.

Stand by (পোষকতা বা সাহায্য করা)—You must *stand by* your friend in his calamity.

Stand for (প্রতীকস্বরূপ হওয়া ; কোন কিছুর জন্য প্রার্থী হওয়া ; পক্ষাবলম্বন করা)—The cross *stands for* Christianity. The rich man *stood for* membership. He *stood for* the poor.

Stand in the way of (কাহারও বা কোন বিষয়ের প্রতিবন্ধক হওয়া)—Many difficulties *stood in the way of* my success.

Strain every nerve (যথাশক্তি চেষ্টা করা)—I shall *strain every nerve* to achieve my object.

Take away from (কম করা)—Mistakes *take away from* the book much of its merit.

Take heart *or* **courage** (সাহস অবলম্বন করা)—You must *take heart* (or, *courage*) and face danger manfully.

Throw light on (আলোকপাত করা)—The book *throws* much *light on* the mysteries of the universe.

Turn against (বিপক্ষ হওয়া)—He *has turned against* me now.

Turn away (তাড়াইয়া দেওয়া ; মুখ ফেরানো)—The manager *turned away* many labourers. I *turned away* to avoid the sight.

Turn down (কল ঘুরাইয়া কমাইয়া দেওয়া ; অগ্রাহ্য করা)—*Turn down* the lamp. He *turned down* my proposal.

Turn into (অনূদিত করা ; পরিবর্তিত হওয়া)—*Turn* this passage *into* Bengali. Rajputana *is turning into* a desert.

Work on (কাজ করিতে থাকা)—He *worked on* till midnight.

Adverbial Phrases

All along (আগাগোড়া)—He was *all along* with us.

All at once (হঠাৎ)—The robber fell upon us *all at once*.

At a time (এক এক বারে)—They left the room two *at a time.*

At all events (যাহাই ঘটুক না কেন)—Follow the principle *at all events.*

At any rate (যাহাই হউক না কেন)—I will do it *at any rate.*

At length (বিস্তারিতভাবে ; অবশেষে)—He narrated the story *at length.* He has *at length* settled in Calcutta.

At no time—(কখনই না)—I shall be a slave *at no time.*

At once (তৎক্ষণাৎ ; যুগপৎ)—He received the letter at 5, and *at once* left for home. It is dangerous to be *at once* poor and idle.

At the eleventh hour (একেবারে শেষমুহূর্তে)—Help came *at the eleventh hour.*

Before long (শীঘ্র)—There will be a shower of rain *before long.*

By and by (অনতিবিলম্বে)—Take this medicine, and you will feel better *by and by.*

By fits and starts (থাকিয়া থাকিয়া)—You will make little progress if you read *by fits and starts.*

By leaps and bounds (এক একবারে বহুপরিমাণে, দ্রুতগতিতে)—The price of food-stuffs has gone up *by leaps and bounds.*

By no means (কোনমতেই নয়)—I can *by no means* allow him to do it.

For an age (বহুকাল ধরিয়া)—I have not seen him *for an age.*

For long (দীর্ঘকাল ধরিয়া)—People will remember Netaji *for long.*

From day to day (দিন দিন)—He improved *from day to day.*

From time to time (মধ্যে মধ্যে)—He calls on me *from time to time.*

Hand in hand (হাতে হাতে ধরাধরি করিয়া)—They walked *hand in hand.*

Head and ears (আপাদমস্তক ; সম্পূর্ণরূপে)—He plunged *head and ears* into the river. He was *head and ears in* debt.

Heart and soul (সর্বান্তঃকরণে)—I tried *heart and soul* to help you.

In a body (একযোগে)—They saw the secretary *in a body.*

In any case (যাহাই হউক না কেন)—One must keep one's word *in any case.*

In any respect (কোন বিষয়ে)—I am not inferior to him *in any respect.*

In black and white—(কাগজে কলমে, লিখিতভাবে)—I have put down my ideas *in black and white.*

In fine—(সংক্ষেপে, মোট কথায়)—*In fine,* the speaker asks us to help the refugees.

In good faith (সরল বিশ্বাসে)—I told him everything in *good faith.*

In good time (উপযুক্ত সময়ে)—I shall do it *in good time.*

In hot haste (খুব তাড়াতাড়ি)—He went away *in hot haste.*

In kind (টাকায় নহে—দ্রব্যে)—I shall repay the debt *in kind.*

In person (সশরীরে)—I shall go there *in person.*

In secret (গোপনে)—He told me everything *in secret.*

In the nick of time (ঠিক সময়মত)—We arrived at the station *in the nick of time.*

Off and on (অনিয়মিতভাবে ; মাঝে মাঝে)—He goes to school *off and on.*

Of one's own accord (স্বেচ্ছায়)—I went there *of my own accord.*

On the whole (মোটের উপর)—The explanation is, *on the whole,* satisfactory.

Once again (আর একবার)—I shall read the book *once again* (or, *once more* ; or, *over again*).

Once and again (বারংবার)—Read the important passages *once and again* (or, *now and again,* or, *over and over,* or, *over and over again*).

Through and through (সম্পূর্ণরূপে)—You must read the book *through and through.*

Through thick and thin (সকল প্রকার বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া)—I will pass *through thick and thin* to attain success.

Time and again (বারবার)—I asked him *time and again* not to disturb me.

To the backbone (হাড়ে হাড়ে)—The boy is wicked *to the backbone.*

With a high hand (কঠোর হস্তে)—The Sultan put down the rebellion *with a high hand.*

Prepositional Phrases

At enmity with (শত্রুভাবাপন্ন)—America appears to be *at enmity with* Russia.

At the point of (কোন কিছু করিতে উদ্যত)—He was *at the point of* going away.

Because of (বশতঃ)—I could not see you *because of* my ill health.

By the side of (পার্শ্বে, নিকটে)—He sat *by the side of* a brook.

By virtue of (গুণ বা শক্তিপ্রভাবে, হেতুতে)—Gandhiji attained eminence *by virtue of* his largeness of heart.

For fear of (ভয়ে)—I cannot go out *for fear of* being attacked.

For the sake of (জন্য বা খাতিরে)—Do not argue *for the sake of* argument.

In accordance with (অনুসারে ; অনুযায়ী)—I went there *in accordance with* your request. An honest man's deeds are always *in accordance with* his words.

In connection with (সম্পর্কে)—I said everything I knew *in connection with* it.

In opposition to (বিরুদ্ধে)—He acted *in opposition to* my wishes.

In spite of (সত্ত্বেও)—He is vigorous *in spite of* his old age.

In the face of (সম্মুখে ; সত্ত্বেও)—He showed much bravery *in the face of* the enemy. He proceeded bravely *in the face of* opposition.

In the teeth of (বিরুদ্ধে)—Government enforced the law *in the teeth of* public opposition.

In view of (বিবেচনায় ; দৃষ্টিপথে)—The servant was pardoned *in view of* his past services. The opposing armies soon came *in view of* each other.

On pain of (অন্যথাচরণে কোন শাস্তির ভয় দেখাইয়া)—The rascal was ordered to leave the city *on pain of* imprisonment.

On the eve of (ঠিক পূর্বাহ্ণে, প্রাক্কালে)—The general was killed *on the eve of* victory.

On the ground of (হেতুতে)—He refused to come here *on the ground of* ill health.

Conjunctional Phrases

All the while (যতক্ষণ ধরিয়া)—I was present *all the while* the meeting continued.

All the same (তৎসত্ত্বেও)—We know you are right ; we must support your opponent *all the same.*

In as much as (যেহেতু)—They had to submit ; *in as much as* (or, *inasmuch as*) their army was put to rout.

No sooner···than (যে মুহূর্তে......সেই মুহূর্তে)—*No sooner* had he gone away *than* his father called for him.

Not only...but also (শুধু তাহাই নহে......অধিকন্তু)—He is *not only* dishonest *but also* very cunning.

On the contrary (পরন্তু, পক্ষান্তরে) —I am not fond of luxury ; *on the contrary,* I hate it.

Scarcely...before *or* **when** (যেইমাত্র···অমনি)—He had *scarcely* (or *hardly*) gone away, *when* (or, *before*) his father called for him.

Exercise

1. *Make sentences with the following Phrases :—*

(*a*) Apple of discord, bad blood, cock and bull story, crocodile tears, fair sex, Greek to one, laughing stock, maiden speech, open secret, tall talk, square meal, at daggers drawn, few and far between, of no avail, on the alert, out of sorts, sick at heart, bear up, beggar description, bring about, bring round, call in, call one names, carry on, come by, come upon, die in harness, do off, fall in, follow suit, give effect to, go through, keep pace with, look into, make a figure, make out, move heaven and earth.

(*b*) Nip in the bud, pick a quarrel, run short of, stand by, take heart, throw light on, work on, all at once, at no time, by fits and starts, in black and white, in the nick of time, once and again, through and through, at enmity with, by virtue of, on the eve of, all the same, no sooner......than, on the contrary, scarcely......before.

2. *Make illustrative sentences with the following :—*

(*a*) Look over, wait upon, head and shoulders, thick and thin, in the teeth of, with a view to, on the contrary, out of breath, fair and above board, out of the wood. (B. S. E., 1956)

(*b*) Pass over, fall through, break up, come to light, bring to pass, give in, make up for, stand off, bear up, carry out. (B. S. E., 1957)

(*c*) Run over, bring about, set in, put up with, break in, make for, take after, go in for, give in. (B. S. E., 1958)

(*d*) Come off, give in, break out, in the event of, with a view to, thick and thin, high and low. (B. S. E., 1959)

PART III
(FOR CLASS XI)

PART III

Sec. I : Free Translation

CHAPTER I

HARDER PASSAGES FULLY WORKED OUT

(1)

আজ এই জীবনসন্ধ্যায় রসায়নের পরীক্ষাগারে থেকে বাইরে এসে আমাদের দেশের উৎকট অন্ন-সমস্যা সম্বন্ধে যদি আলোচনা করে থাকি—তবে আপনারা জানবেন যে তাহা নিতান্তই প্রাণের দায়ে ; বাঙ্গালীর আজ প্রাণের দায়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—"আগে পেট ভরে খাও, তবে ধর্ম হবে।" আমরা খুব আধ্যাত্মিক, সর্বদাই ধর্মের অনুশীলন করতে চাই। কিন্তু বাতাস খেয়ে ধর্ম-পালন হয় কি ? স্বাস্থ্য, প্রাণশক্তি, উৎসাহ, কর্মশক্তি বজায় রাখতে হলে যথেষ্ট আহার চাই। কিন্তু আমরা অভাবে, অস্বাস্থ্যে দিন দিন নিস্তেজ হয়ে পড়ছি, কর্মশক্তি তিল তিল করে ক্ষয় পাচ্ছে, আমাদের অস্তিত্বসঙ্কট এগিয়ে আসছে। আজ তাই দেশের ছাত্রদের গলা ছেড়ে ডেকে বিমর্ষভাবে আমাকে বলতে হচ্ছে—"সাবধান, বিপদ্ সন্নিকট।" ছাত্র তোমরা, দেশের ভবিষ্যৎ আশাস্থল। তাই এ সকল অপ্রিয় সত্য তোমাদের কাছে খুব স্পষ্ট করেই বলছি।

—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

You may take it from me that if at this fag end of my life I have come out of my chemical laboratory to speak to you about the acute bread-problem of our country—that is because I could not help it. The very existence of the Bengalee is at stake today. Swami Vivekananda said—"Have a full meal first and then think of religion." We are too much given to religion and we like to practise it at all times. But can we practise religion in an empty stomach ? We must have plenty of food if we want to keep our health, vigour, energy and efficiency. But we are sinking day by day, because of our poverty and ill health—our energy is dwindling bit by bit and a crisis in our very existence is just coming on. So I have to call upon our

students today and say to them with a feeling of sadness in me—"Take care, there is danger ahead." You are students and you are the future hope of our country. That is why I speak out these unpleasant truths so explicitly to you.

(2)

ভারতে যাঁহারা রাজ্যগঠন করিয়াছিলেন—সেই আকবর, শিবাজী, হায়দর আলি, রণজিৎ কেহই পুঁথিগত বিদ্যার ধার ধারিতেন না। প্রায় সকলেই নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কীর্তিকথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত আছে। আমাদের দেশে অনেক মহিলার প্রতিভার কথা বিশ্ববিশ্রুত। কিন্তু তাঁহারা পুঁথিগত বিদ্যায় বিদুষী ছিলেন না। বই না পড়িয়াও যে আত্মোন্নতি সম্ভব—তাহা অহল্যাবাই, রাণী ভবানী, ভূপালের বেগম প্রভৃতির জীবনকথা হইতে জানা যায়।

প্রকৃত ব্যাপার—এই শিক্ষাপ্রণালীর কোথাও একটা মস্ত বড় গলদ রহিয়া গিয়াছে। পাঠ্যাবস্থায় বাঙ্গালী ছাত্র যাহা শিখে—সেই সময়ের মধ্যে তাহার দশগুণ শিখা উচিত। পরীক্ষার কাজে লাগিবে না--অতএব উহা পড়িব না—এ একটা ভয়ানক ব্যাধি। জ্ঞানার্জন হউক, বা না হউক, শুধু পাশ করিতে পারিলেই হইল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে পাশ করা বুদ্ধি প্রায়ই 'অকেজো' হইয়া দাঁড়ায়।

—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

Akbar, Sivaji, Hyder, Ali and Ranajit—each of whom had bulit up an empire in India had no pretensions whatsoever to book-learning. Almost all of them were illiterate. But their achievements have gone down the pages of history in letters of gold. Many ladies in our country have become famous all the world over for their talents. But they had no bookish education. We can know from the lives of Ahalya Bai, Rani Bhawani, the Begum of Bhopal and other gifted ladies that we can lift ourselves up even though we may not know how to read.

The fact is that there is something rotten in our present system of education. A Bengalee student ought to learn ten

times more than what he actually learns in his student-life. It is a sort of malady with them that they leave aside everything not needed for their examination. Knowledge or no knowledge, they consider it sufficient if they can pass examinations. But in the practical field of life, this knack in passing examinations most often proves to be useless.

(3)

দাদারা স্কুলে যাইবার সময় মাঝে মাঝে আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইত। দাদাদের মাস্টার বড় ভালমানুষ। আমি মনে করিলাম, ইস্কুলে সকল মাস্টারই বুঝি ঐরূপ। বাড়িতে তিন বৎসর থাকিয়া কয়েকখানি বই শেষ করিলাম। তারপর আমাকেও ইস্কুলে পাঠাইয়া দিল। কয়েক বৎসর বেশ কাটিল। কিন্তু মাস্টারকে আর তত ভাল লাগে না। কবে বড় হইয়া ইস্কুল ছাড়িয়া দিব, এই চিন্তা বড় বেশি মনে হইত। আমি তখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। ইংরেজী যে কয়খানি বই পড়িয়াছিলাম, তাহার একখানিতে এক সাহেবের কথা লেখা ছিল। তিনি বাড়ি ছাড়িয়া বিদেশে গিয়াছিলেন—সেখানে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া শেষটা বহু টাকা করিয়াছিলেন। সাহেব যে বয়সে বাড়ি ছাড়িয়াছিলেন, মিলাইয়া দেখিলাম আমার এখন ঠিক সেই বয়স। তবে আর চাই কি? ক্লাসে সতীশের সঙ্গে আমার বড় ভাব। আমি তাহার কাছে মনের কথাগুলি খুলিয়া বলিলাম। কথা শুনিয়া তখনই সে লাফাইয়া উঠিল। বোধ হইল বাড়ি হইতে বিদেশে চলিয়া গেলেই বড়লোক হওয়া যাইবে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

My brothers would sometimes take me to their school. Their teacher was a very good man. I thought that all teachers at school were like him. In course of my stay at home for three years, I finished reading some books. After that I also was sent to school. The first few years passed pleasantly for me. But I came to feel bored about my teachers and started thinking seriously as to when I should grow old enough to leave school. I was then in the third class. In one

of the few English readers that I had read—there was the story of an Englishman. He had left home and gone to a foreign land, and there, after long sufferings, he had made an immense fortune. I calculated and found that I was just that age at which the Englishman had left home. What more was needed ? I was quite intimate with Satish in my class and so I opened my heart to him. He jumped at the idea. We felt that we might get rich if only we could go abroad once.

(4)

বিশ্ব জগৎ নিয়মের রাজত্ব—এইরূপ একটা বাক্য আজকাল সর্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞান-সম্পৃক্ত যে-কোন গ্রন্থ হাতে করিলেই দেখা যাইবে যে লেখা রহিয়াছে—প্রাকৃতিক রাজ্যে অনিয়মের অস্তিত্ব নাই—সর্বত্রই নিয়ম, সর্বত্রই শৃঙ্খলা। মানুষের রাজ্যে আইন আছে বটে, এবং সেই আইন ভঙ্গ করিলে শাস্তিরও ব্যবস্থা আছে; কিন্তু অনেকে আইনকে ফাঁকি দিয়া অব্যাহতি লাভ করে। কিন্তু বিশ্বজগতে অর্থাৎ প্রাকৃতিক রাজ্যে যে-সকল আইনের বিধান বর্তমান তাহার একটাকেও ফাঁকি দিয়া অব্যাহতি লাভের উপায় নাই। কাজেই প্রাকৃতিক নিয়মের জয়গান করিতে গিয়া অনেকে পুলকিত হন, ভাবাবেশে গদ্‌গদকণ্ঠ হইয়া থাকেন। —রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

We hear it frequently said that this universe is a kingdom of laws. Take any book of science and you will find written in it that irregularities cannot exist in the world of nature—everything in it being subject to laws and order everywhere. There are laws in man's world too, and there is also provision for punishment when these laws are broken, still many can evade these laws and go unpunished. But there is no way of evading any of the laws existing in the universe which is the kingdom of nature itself. There can be no break anywhere and no escape after any evasion. So many feel elated and have their voice choked with emotion when singing the glory of the laws of nature.

(5)

শ্রাবণের সমস্ত আকাশটা ঘনমেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে এবং সন্ধ্যা হইতে না হইতেই গাঢ় অন্ধকারে চারিদিক্ ছাইয়া গিয়াছে। সকাল সকাল খাইয়া লইয়া আমরা কয় ভাই নিত্যপ্রথামত বৈঠকখানায় ঢালা বিছানার উপর রেড়ির তেলের সেজ জ্বালাইয়া বই পড়িতে বসিয়া গিয়াছি। বাহিরের বারান্দার একদিকে পিসেমহাশয় ক্যাম্বিসের খাটের উপর শুইয়া তাঁহার সন্ধ্যার তন্দ্রাটুকু উপভোগ করিতেছেন এবং অন্যদিকে বসিয়া বৃদ্ধ রামকমল ভট্টাচার্য আফিং খাইয়া অন্ধকারে চোখ বুজিয়া হুঁকায় ধূমপান করিতেছেন। ভিতরে আমরা তিনভাই মেজদার কঠোর তত্ত্বাবধানে নিঃশব্দে বিদ্যাভ্যাস করিতেছি। আমরা তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি এবং গম্ভীরপ্রকৃতি মেজদা বার দুই এনট্রান্স ফেল করিবার পর তৃতীয় বারের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহার প্রচণ্ড শাসনে একমুহূর্ত কাহারও সময় নষ্ট করিবার যো ছিল না। আমাদের পড়ার সময় ছিল ৭॥ হইতে ৯টা। এই সময়টুকুর মধ্যে কথাবার্তা কহিয়া মেজদার পাসের পড়ার বিঘ্ন না করি এইজন্য তিনি নিজে প্রত্যহ পড়িতে বসিয়া কাঁচি দিয়া কাগজ কাটিয়া ২০।৩০ খানা টিকিটের মত করিতেন। —শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

The Shravana sky was overcast with thick clouds from end to end and deep darkness pervaded everywhere before it was dusk. Taking our meals a bit earlier we brothers lighted our castor-oil lamp and sat down, as usual, on the bed spread on the floor of our drawing-room to read our books. On one side of the verandah outside, our uncle was lying in his canvas cot—evidently enjoying his evening nap. And on the other side, old Ramkamal Bhattacharya was smoking his 'hookah' in the dark with his eyes closed under the soothing influence of opium. Inside, we three brothers were studying quietly under the strict supervision of our elder second brother. We were then in 3rd and 4th classes, and our brother who looked grave at all times and who had

failed in his Entrance Examination twice, was preparing for it for the third time. Under his iron rule, none had the courage to waste a minute. The scheduled time of study for us was from 7-30 to 9 o'clock. Lest we should disturb our brother in his preparation for the examination by idle talks, he would, before he started reading himself, cut a sheet of paper with scissors into 20 to 30 pieces which looked like so many tickets.

(6)

এই নিরানন্দ গৃহে কিছুতেই মন সান্ত্বনা প্রাপ্ত হয় না ; সে গৃহের অবিরল অশ্রুধারা ও হাহাকারে চাঁদসদাগরের চিত্ত ব্যথিত হইল, তিনি সুহৃদ্ ও অন্তরঙ্গ-সমাজ হইতে দূরে রহিলেন। তাঁহাদের অযাচিত উপদেশ ও নিন্দাবাদ অসহ্য হইল। তিনি বিদেশ-ভ্রমণে হৃদয়ের জ্বালা ভুলিতে মনন করিয়া সমুদ্র-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

চট্টগ্রামের নাবিকগণ প্রকাণ্ড সপ্তডিঙ্গা নানা বাণিজ্যের উপকরণে পূর্ণ করিয়া সাজাইয়া আনিল। সদাগর বাণিজ্য-যাত্রায় যাইবেন, জয়ডঙ্কা বাজিতে লাগিল—নফর ও নাবিকগণ চম্পক নগরে এই সংবাদ রাষ্ট্র করিল। সাত ডিঙ্গার মধ্যে "মধুকর" নৌকা সর্বাপেক্ষা বিশাল ও কারুকার্য-খচিত। তাহা একখানি ভাসমান রাজ-প্রাসাদের ন্যায় ; এই "মধুকরে" সদাগর আরূঢ় হইলেন ; তখন দলে দলে চম্পকনগরবাসী লোকেরা তীরে দাঁড়াইয়া সুদর্শন "মধুকরের" বিচিত্র কারুকার্য দখিতে লাগিল। নৌকাগুলি উজান বাহিয়া চলিল। এই সময়ে অপর এক দৃশ্য হৃদয়-বিদারক—চম্পকনগরের প্রাসাদে অশ্রুপূর্ণমুখে বধূগণবেষ্টিত সনকা শয্যায় লুটাইয়া কাঁদিতেছিলেন ; এই দুঃখের সংসারে পতিসেবার জন্য তাঁহার যে বলটুকু অবশিষ্ট ছিল, আজ যেন তাহাও তাঁহার দেহে রহিল না। —C. U., 1910

The mind can never find solace in a cheerless home. The ceaseless flow of tears and wailings tormented the heart

of the merchant Chand, and he kept aloof from the society of his friends and relatives. Their unsolicited advice and their calumnies became intolerable to him. Determined to drown the sorrows of his heart by travelling abroad he made preparations for a sea-voyage.

The sailors of Chittagong fitted out seven large boats laden with various merchandise. Drums were being beaten, announcing that the merchant would set out for a commercial voyage ; the slaves and the sailors spread this news throughout Champaknagar. Of the seven vessels, the Madhukar was the largest and embellished with various kinds of artistic work. It looked like a floating palace. The merchant boarded this Madhukar, while crowds of the inhabitants of Champaknagar stood on the banks of the river and gazed at the wonderful workmanship of the beautiful vessel. The boats sailed against the current. At this time another heart-rending scene was being enacted elsewhere. In the palace of Champaknagar, surrounded by her daughters-in-law, Sanaka was weeping, lying prostrate on her bed. It seemed that the little strength that yet remained in her to serve her husband in this world of woe had deserted her that day.

(7)

সুশীতল স্নিগ্ধ সমীরণ সেবনার্থ এক দিবস অপরাহ্নে ভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। দক্ষিণে সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর ; বোধ হইতেছিল উহার প্রান্তভাগে নভোমণ্ডল ধরাতলের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। বামে খরতর স্রোতস্বতী মধুর কলনিস্বনে প্রবাহিত। বসন্তের প্রাক্কাল ; মাঠ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। কোথাও পূর্ণ প্রস্ফুটিত বনফুলের অনুপম শোভা দিগন্ত ব্যাপিয়া বিরাজিত ; কোথাও নবপল্লবিত বৃক্ষরাজি অস্তাচলগামী সূর্যরশ্মি-সম্পর্কে রক্তবর্ণে রঞ্জিত ; কোথাও উন্নত আকাশে উড্ডীয়মান বিহঙ্গগণের সুদূর কলধ্বনি নিস্তব্ধ সান্ধ্য সমীরণে বিলুপ্ত। দুই একখানা ক্ষুদ্র তরী ধীরে ধীরে নদীবক্ষে ভাসিয়া ভাসিয়া

সন্ধ্যার ক্ষীণালোকে ঝিকিমিকি করিতেছিল। ক্রমে ক্রমে ধরাবক্ষ তমসাচ্ছন্ন হইল; সুনীল গগনে তারকা-রাজির আবির্ভাব হইতে লাগিল; নক্ষত্র-খচিত নভোমণ্ডল সৃষ্টিকর্তার কতই মহিমা প্রকাশ করিতে লাগিল। বাস্তবিক নৈশ গগনে ব্রহ্মাণ্ডের এই অনির্বচনীয় শোভা-সন্দর্শনে কাহার মন না ভক্তিরসে আপ্লুত হয়।

One day I went out in the evening to enjoy the cool, refreshing breeze. There was a vast expansive meadow on the right; the earth and the sky seemed to meet at its extremities. On the left a swiftly-flowing stream murmured on sweetly. It was the advent of spring; the meadow was full of natural beauty. Here wild flowers in full bloom spread their incomparable loveliness far and wide; there trees with new leaves were dyed in purple against the setting sun. In some places again, the distant notes of birds winging their flights in the high heavens were dying away in the still evening air. A small boat or two lay glimmering in the evening twilight, floating as they did slowly down the river. Gradually the surface of the earth became enveloped in darkness, and the stars began to make their appearance in the clear blue sky. What glory of the creator did the star-spangled heaven declare! Is there a person whose heart is not steeped in reverential regard at the sight of the inexpressible beauty of the universe displayed by the heavens at night?

(8)

সপ্তগ্রামের দুই ভাগ যে বনময় তাহা পূর্বেই কতক কতক উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রামের কিছু দূরে নিবিড় বন। কপালকুণ্ডলা একাকিনী এক সংকীর্ণ বনপথে ঔষধির সন্ধানে চলিলেন। যামিনী মধুরা, একান্ত শব্দমাত্র-বিহীনা; মাধবী যামিনীর আকাশে স্নিগ্ধ রশ্মিময় চন্দ্র নীরবে শ্বেতমেঘখণ্ডসকল উত্তীর্ণ হইতেছে। পৃথিবীতলে বন্য বৃক্ষলতাসকল তদ্রূপ শীতল চন্দ্রকরে

বিশ্রাম করিতেছে, নীরব বৃক্ষপত্রসকল সে কিরণের প্রতিঘাত করিতেছে, নীরবে লতাগুল্মমধ্যে শ্বেতকুসুমদল বিকশিত হইয়া রহিয়াছে। পশুপক্ষী নীরব। কেবল কদাচিৎ মাত্র ভগ্নবিশ্রাম কোন পক্ষীর পক্ষস্পন্দন-শব্দ, কোথাও ক্বচিৎ শুষ্কপত্রমধ্যে উরগজাতীয় জীবের গতিজনিত শব্দ, ক্বচিৎ অতি দূরস্থ কুক্কুররব। এমত নহে যে একেবারে বায়ু বহিতেছিল না। মধুমাসের দেহ-স্নিগ্ধকর বায়ু অতি মন্দ, একান্ত নিঃশব্দ বায়ুমাত্র; তাহাতে কেবল সর্বাগ্র-ভাগারূঢ় পত্রগুলি দুলিতেছিল। কেবলমাত্র আভূমি-প্রণতা শ্যামালতা দুলিতেছিল; কেবলমাত্র নীলাম্বরসঞ্চারী ক্ষুদ্র শ্বেতাম্বুদখণ্ডগুলি ধীরে ধীরে চলিতেছিল।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (কপালকুণ্ডলা)

It has already been mentioned to some extent that two parts of Saptagram are covered with woods. There is a deep forest at a little distance from the village. Kapalkundala went along a narrow forest-path alone in search of the herb. The night was charming and absolutely without any sound. In thesky of that vernal night, the moon, shedding cool rays, was passing patches of white clouds. On earth, the sylvan trees and creepers were taking rest in such cool rays of the moon, the soundless leaves of the trees were flashing back those rays, clusters of white flowers lay blooming soundlessly amid shrubs and creepers. The birds and beasts made no sound. Only at times, there was the noise of the fluttering of the wings of some birds disturbed in their rest, occasionally at places there was the sound of the movement of some animals of the reptile tribe in the midst of dried leaves; and occasionally there could be heard the sound of the barking of dogs far off. It was not that air was not blowing at all. The cool air of a spring month was very gentle and absolutely noiseless. By that air, only the leaves growing on the extreme top of trees and the shyama-creepers drooping down to the ground were being moved, and only little white patches of clouds were being driven forward slowly.

(9)

আমি যাহা দেখিয়াছি তাহাই লিখিতেছি। সেই ললিতগিরি আমার চিরকাল মনে থাকিবে ; চারিদিকে যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া হরিদ্রাবর্ণ ধান্যক্ষেত্র মাতা বসুমতীর অঙ্গে বহুযোজনবিস্তৃত পীতাম্বর শাড়ী। তাহার উপর মাতার অলঙ্কারস্বরূপ তালবৃক্ষশ্রেণী। সহস্র সহস্র সরল, সুপত্র, শোভাময় ; মধ্যে নীলসলিলা বিরূপা নীলপীতপুষ্পময় হরিৎ-ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া বহিতেছে। সুকোমল গালিচার উপরে কে নদী আঁকিয়া দিয়াছে। তা' যাক। চারিপাশে মৃত মহাত্মাদের কীর্তি। পাথর যে এমন করিয়া পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদেরই মত হিন্দু? এই প্রস্তরমূর্তিসকল যে খোদিয়াছিল, এই দিব্যমাল্যাভরণ-ভূষিত, বিকম্পিতচেলাঞ্চলপ্রবৃদ্ধসৌন্দর্য, সর্বাঙ্গসুন্দর গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্তিমান্ সম্মিলনস্বরূপ পুরুষমূর্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এই কোপপ্রেমসৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা, চীনাম্বরা, তরলিতরত্নহারা এই সকল স্ত্রীমূর্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু?

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সীতারাম)

I write of what I have seen. I shall ever remember that Lalitgiri. There are yellow-coloured rice-fields stretching for many miles around like a piece of very spacious yellow cloth on the body of mother earth. Beyond them there are rows of palmyra palms serving as the mother's ornaments. There are thousands of them growing up erect, having good leaves and looking beautiful. In between flows the river Birupa with her blue water through green fields covered with blue and yellow flowers. Somebody has, as it were, painted a river on a carpet. Let us pass that by. All around, there are monuments of the departed great. Were they who polished stone in this way Hindus like us? And were they who carved out these statues adorned with garlands of celestial flowers and ornaments, these statues with beauty exceedingly increased by the tremulous border

of their garments, these statues having forms of perfect beauty, these masculine figures, the embodiment of commingling of manliness with loveliness, Hindus like us? Were they who gave form to these female figures with their under-lips trembling with anger, with pride begotten of love and with good fortune, these female figures apparelled with Chinese silk and adorned with shimmering necklace of jewels, Hindus?

(10)

সীতা অন্যদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিলেন, "নাথ! দেখুন, এদিকে আমাদের দক্ষিণারণ্য-প্রবেশ কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে! আমার স্মরণ হইতেছে, এই স্থানে সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে ক্লান্ত হইলে, হস্তস্থিত তালবৃন্ত আমার মস্তকের উপর ধারণ করিয়া আতপ-নিবারণ করিয়াছিলেন।" রাম কহিলেন, "প্রিয়ে! এই সেই সকল গিরিতরঙ্গিণী-তীরবর্তী তপোবন; গৃহস্থগণ বানপ্রস্থ-ধর্ম অবলম্বনপূর্বক এই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রাম-সেবায় সময়পাত করিতেছেন।" লক্ষ্মণ কহিলেন, "আর্যে। এই জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি; এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সততসঞ্চরমাণ-জলধরপটলসংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকা-প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধবনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন হওয়ায় সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়। পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গবিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।" রাম কহিলেন, "প্রিয়ে! তোমার স্মরণ হয়, এই স্থানে কেমন সুখে ছিলাম? আমরা কুটীরে থাকিতাম, লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ পর্যটন করিয়া ফলমূলাদি আহরণ করিতেন। গোদাবরীতীরে মৃদুমন্দগমনে ভ্রমণ করিয়া প্রাতে ও অপরাহ্ণে নির্মলসলিলকণাবাহী শীতল সমীরণ সেবন করিতাম।"

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (সীতার বনবাস)

Sita addressed him most respectfully and pointed out how at another place their entry into the southern forest was beautifully depicted. She said, "I remember when I was wearied with the scorching heat of the sun, you held

the palmyra-leaf fan in your hand over my head and thus protected it from the sun." Ram said, "Darling, here are those groves of religious austerities on the banks of the mountain-streams ; look how the householders assuming the duty of anchorites are passing their time in the enjoyment of rest under the trees of these groves !" Lakshman said, "O worshipful lady, here is the fountain-hill situated in the middle of Janasthan ; the crest of this hill is always dyed in deep blue, coming in contact with the rain clouds constantly moving in the sky ; its valley, owing to its being covered with various kinds of sylvan trees, is always cool, comfortable and beautiful. At its foot, the Godavari containing clear water spreads her billows and runs swiftly." Ram then said, "Darling, do you remember how happily we passed our time here ? We lived in a cottage and Lakshman gathered fruits and roots, travelling hither and thither. In the morning and evening we walked on the bank of the Godavari and enjoyed the cool wind carrying particles of clear water."

CHAPTER II

SOME SPECIMENS OF TRANSLATION FROM BENGALI BY ENGLISH WRITERS

(1)

ভবানন্দ সহসা ভিন্নমূর্তি ধারণ করিলেন। সে স্থিরমূর্তি, ধীরপ্রকৃতি সন্ন্যাসী আর নাই ; সেই রণনিপুণ বীরমূর্তি সৈন্যাধ্যক্ষের মুণ্ডঘাতীর মূর্তি আর নাই ; এখনই যে গর্বিতভাবে মহেন্দ্রকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, সে মূর্তি আর নাই। যেন জ্যোৎস্নাময়ী শান্তিশালিনী পৃথিবীর প্রান্তরকাননগ-নদীময় শোভা দেখিয়া তাহার চিত্তের বিশেষ স্ফূর্তি হইল। সমুদ্র যেন চন্দ্রোদয়ে হাসিল। ভবানন্দ হাস্যমুখ, বাঙ্ময়, প্রিয়সম্ভাষী হইলেন। কথাবার্তার জন্য বড় ব্যগ্র। ভবানন্দ কথোপকথনের অনেক উদ্যম করিলেন।

কিন্তু মহেন্দ্র কথা কহিল না। তখন ভবানন্দ নিরুপায় হইয়া আপনমনে গীত আরম্ভ করিলেন।

বন্দে মাতরম্,

সুজলাং,সুফলাং, মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং, মাতরম্।

মহেন্দ্র গীত শুনিয়া বিস্মিত হইল, কিছু বুঝিতে পারিল না। সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা মাতা কি? জিজ্ঞাসা করিল, "মাতা কি?"

—বঙ্কিমচন্দ্র (আনন্দমঠ)

Bhavananda suddenly assumed a different aspect. He was no longer the devotee, steadfast of look and firm of purpose. He had no longer the heroic aspect of the trained man of war, of the leader of soldiers and breaker of heads. He no longer looked as he did but now, when he was haughtily reproaching Mahendra. It was as though in beholding the loveliness of the meadows, groves, hills and the rivers of the moonlit peaceful world about him some special exultation had filled his heart like an ocean smiling in response to the rising moon. Bhavananda became smiling of face, talkative, desirous of conversing. He was very eager to be discussing. He made many attempts to enter into conversation, but Mahendra refused to talk. Then Bhavananda, giving up the attempt, began to sing from memory.

We worship the Mother,
Well-watered, fruitful, cooled by the
western breeze,
Green with crops, the Mother!

Mahendra was somewhat surprised to hear this chant. He could make no sense of it. What was this well-watered, fruitful Mother, cooled by the western breeze and green with harvests? He asked, "Who is the Mother?"

—J. D. Anderson

(2)

হঠাৎ গোরার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া তাহার কপালের শিরাগুলা ফুটিয়া উঠিল —সে দুই হাত মুঠা করিয়া রাস্তার মাঝখানে এক জুড়ি গাড়ীর পিছনে ছুটিতে লাগিল এবং বজ্রগর্জনে সমস্ত রাস্তার লোককে চকিত করিয়া চীৎকার করিল— "থামাও গাড়ী !" একটা মোটা ঘড়ির চেন-পরা বাবু গাড়ী হাঁকাইতেছিল, সে একবার পিছন ফিরিয়া দেখিয়া, দুই তেজস্বী ঘোড়াকে চাবুক কষাইয়া মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

একজন বৃদ্ধ মুসলমান তাহার মাথায় একঝাঁকা ফল, সবজি, আণ্ডা, রুটি, মাখন প্রভৃতি আহার্য সামগ্রী লইয়া কোন ইংরেজ প্রভুর পাকশালার অভিমুখে চলিতেছিল। চেন-পরা বাবুটি তাহাকে গাড়ীর সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইবার জন্য হাঁকিয়াছিল, বৃদ্ধ শুনিতে না পাওয়ায় গাড়ী প্রায় তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে। কোনমতে তাহার প্রাণ বাঁচিল, কিন্তু ঝাঁকাসমেত জিনিষগুলা রাস্তায় গড়াগড়ি গেল এবং ক্রুদ্ধ বাবু কোচবাক্স হইতে ফিরিয়া তাহাকে 'ড্যাম শুয়ার' বলিয়া গালি দিয়া তাহার মুখের উপর সপাং করিয়া চাবুক বসাইয়া দিতে তাহার কপালে রক্তের রেখা দেখা দিল। বৃদ্ধ 'আল্লা' বলিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া যে জিনিষগুলো নষ্ট হয় নাই, তাহাই বাছিয়া ঝাঁকায় তুলিতে প্রবৃত্ত হইল। গোরা ফিরিয়া আসিয়া বিকীর্ণ জিনিষগুলো নিজে কুড়াইয়া তাহার ঝাঁকায় উঠাইতে লাগিল। —রবীন্দ্রনাথ

Gora suddenly turned scarlet and the veins started out on his forehead, as he clenched his fists and began to run furiously after a man driving a pair of horses, while in a voice that startled the whole street he called out—"Stop! Stop!" The stout, dressy Bengali Babu who was driving the turn-out gave one look round and then, with a flourish of his whip on the flanks of his spirited horses, disappeared.

An old Mahommedan cook had been crossing the road with a basket of provisions for some European master on his head. The pompous Babu had called out to him to get out

of the way, but the deaf old man was nearly run over. He managed to save himself, but was tripped, and the contents of his basket of fruit, vegetables, butter and eggs were scattered all over the road. The angry driver, turning on his seat, had shouted, "You damned pig!" and given the old man such a stinging stroke with his whip that he drew blood. "Allah! Allah!" sighed the old man as he meekly proceeded to gather up what things were not spoilt into his basket, while Gora returning to the spot began to help him at his task.

—W. W. Pearson

(3)

সাত আট বৎসর স্বামীর কাল হইয়াছে। তদবধি বিধবা নিজেই নায়েব গোমস্তার সাহায্যে মস্ত জমিদারী শাসন করিয়া আসিতেছেন; ছেলে কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়ে, বিষয় আশয়ের কোন সংবাদই তাহাকে রাখিতে হয় না। জননী মনে মনে ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, ছেলে ওকালতী পাশ করিলে তাহার বিবাহ দিবেন এবং পুত্র ও পুত্রবধূর হস্তে জমিদারী ও সংসারের সমস্ত ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন। ইহার পূর্বে তিনি ছেলেকে সংসারী করিয়া তাহার উচ্চশিক্ষার অন্তরায় হইবেন না। কিন্তু অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইল। স্বামীর মৃত্যুর পরে বাড়ীতে এতদিন কোন কাজকর্ম হয় নাই। সেদিন কি একটা ব্রতোপলক্ষে সমস্ত গ্রাম নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; মৃত অতুল মুখুজ্যের দরিদ্র বিধবা তাহার এগার বছরের মেয়ে লইয়া নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিয়াছিলেন। এই মেয়েটি তাহার বড় মনে ধরিয়াছে। শুধু যে মেয়েটি নিখুঁত সুন্দরী তাহা নহে, ঐটুকু বয়সেই মেয়েটি যে অশেষ গুণবতী, তাহাও তিনি দুই চারটি কথাবার্তায় বুঝিয়া লইয়াছিলেন।

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

Seven or eight years ago, her husband had died. Since then the widow, with the help of the factor and bailiffs, had governed a great landed property. Her son lived in Calcutta, and studied at college. He had no occasion to take any interest in the property. But his mother had made up her mind that, when the boy had passed his

pleadership examination, she would give him in marriage, and putting the whole responsibility of the estate and worldly affairs on the bride and bridegroom, would herself be free from all cares. Having previously started her son in family life, she would not be an impediment to his higher studies. But things turned out differently. So far there had been no hospitalities in the homestead since her husband's death. That day in fulfilment of a religious vow she had issued invitations to the whole village, and the poor widow of late Atul Mukherjee had come with her eleven years old daughter to comply with the invitation. She had felt a strong attraction towards this girl. Not only was the child a perfect little beauty, she had also ascertained in a few minutes' conversation that, even at her tender age, the girl was a paragon of womanly virtues. —J. D. Anderson

(4)

মা মনে মনে কহিলেন, "আগে ত মেয়ে দেখাই, তারপর কেমন না পছন্দ হয় দেখা যাবে।"

পরদিন অপরাহ্নবেলা সত্য খাবার খাইতে মায়ের ঘরে ঢুকিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার খাবারের জায়গার ঠিক সম্মুখে আসন পাতিয়া বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী ঠাকুরাণীকে হীরা মণি মুক্তায় সাজাইয়া বসাইয়া রাখিয়াছে।

মা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "খেতে বসো।"

সত্যের চমক ভাঙ্গিল। সে থতমত খাইয়া বলিল, "এখানে কেন? আর কোথাও আমার খাবার দেও।"

মা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তুই ত আর সত্যিই বিয়ে করতে যাচ্চিসনে, এই এক ফোঁটা মেয়ের সামনে তোর এত লজ্জা কি?" —শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

So his mother said to herself, "Let me just show the girl to him, and then it shall be seen how he can disapprove of her."

Next day, when in the afternoon Satya entered his

mother's room for the usual light meal, he stood as one transfixed. Right in front of where he was wont to sit to eat, they had seated a heavenly Laksmi, adorned with diamonds and other jewels.

His mother entered the room, and said, "Sit down and eat."

Satya's trance broke. He said hurriedly, "Why here? Give me my food somewhere else."

His mother smiled slily. "Since you are really and truly not going to marry, why are you shy about sitting down before a slip of girl like this?" —J. D. Anderson

(5)

বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তীর মাথায় চট্ করিয়া একটা নূতন ভাবোদয় হইল; নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাষ্ঠ মাস্তলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়া ছিল; স্থির হইল, সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে।

যে ব্যক্তির কাঠ, আবশ্যক-কালে তাহার যে কতখানি বিস্ময়, বিরক্তি এবং অসুবিধা বোধ হইবে, তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এ প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল।

কোমর বাঁধিয়া সকলেই যখন মনোযোগের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় ফটিকের কনিষ্ঠ মাখনলাল গম্ভীরভাবে সেই গুঁড়ির উপর গিয়া বসিল; ছেলেরা তাহার এইরূপ উদার ঔদাসীন্য দেখিয়া কিছু বিমর্ষ হইয়া গেল।

একজন আসিয়া ভয়ে ভয়ে তাহাকে একটু-আধটু ঠেলিল, কিন্তু সে তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না; সেই অকাল-তত্ত্বজ্ঞানী মানব সকলপ্রকার ক্রীড়ার অসারতা সম্বন্ধে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল। —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Phatik Chakravorti was ringleader among the boys of the village. A new mischief got into his head. There was a heavy log lying on the mud-flat of the river waiting to be

20

shaped into a mast for a boat. He decided that they should all work together to shift the log by main force from its place and roll it away. The owner of the log would be angry and surprised, and they would all enjoy the fun. Everyone seconded the proposal and it was carried unanimously.

But just as the fun was about to begin, Makhan, Phatik's younger brother, sauntered up, and sat down on the log in front of them all without a word. The boys were puzzled for a moment. He was pushed, rather timidly, by one of the boys and told to get up; but he remained quite unconcerned. He appeared like a young philosopher meditating on the futility of games. —C. F. Andrews

(6)

ফটিক আসিয়া আস্ফালন করিয়া কহিল, "দেখ্, মার খাবি। এইবেলা ওঠ্।"

সে তাহাতে আরও একটু নড়িয়া চড়িয়া আসনটি বেশ স্থায়িরূপে দখল করিয়া লইল।

এরূপ স্থলে সাধারণের নিকট রাজসম্মান রক্ষা করিতে হইলে অবাধ্য ভ্রাতার গণ্ডদেশে অনতিবিলম্বে এক চড় কষাইয়া দেওয়া ফটিকের কর্তব্য ছিল—সাহস হইল না। কিন্তু সে এমন একটা ভাব ধারণ করিল যেন ইচ্ছা করিলেই এখনি উহাকে রীতিমতো শাসন করিয়া দিতে পারে, কিন্তু করিল না; কারণ পূর্বাপেক্ষা আর একটা ভালো খেলা মাথায় উদয় হইয়াছে, তাহাতে আর একটু বেশি মজা আছে। প্রস্তাব করিল, মাখনকে সুদ্ধ ঐ কাঠ গড়াইতে আরম্ভ করা যাক। —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Phatik was furious. "Makhan," he cried, "if you don't get down this moment, I'll thrash you!"

Makhan only moved to a more comfortable position.

Now, if Phatik was to keep his regal dignity before the public, it was clear he ought to carry out his threat. But

his courage failed him at the crisis. His fertile brain, however, rapidly seized upon a new manoeuvre which would discomfit his brother and afford his followers an added amusement. He gave the word of command to roll the log and Makhan over together. —C. F. Andrews

(7)

রাইচরণ যখন বাবুদের বাড়ী প্রথম চাকরি করিতে আসে তখন তাহার বয়স বারো। জাতিতে কায়স্থ। তাহার প্রভুরাও কায়স্থ। বাবুদের এক-বৎসর বয়স্ক একটি শিশুর রক্ষণ ও পালন-কার্যে সহায়তা করা তাহার প্রধান কর্তব্য ছিল।

সেই শিশুটি কালক্রমে রাইচরণের কক্ষ ছাড়িয়া স্কুলে, স্কুল ছাড়িয়া কলেজে, অবশেষে কলেজ ছাড়িয়া মুন্সেফিতে প্রবেশ করিয়াছে। রাইচরণ এখনও তাঁহার ভৃত্য।

তাহার একটি মনিব বাড়িয়াছে, মাঠাকুরাণী ঘরে আসিলেন; সুতরাং অনুকূল বাবুর উপর রাইচরণের পূর্বে যতটা অধিকার ছিল তাহার অধিকাংশই নূতন কর্ত্রীর হস্তগত হইয়াছে।

কিন্তু নূতন কর্ত্রী যেমন রাইচরণের পূর্বাধিকার কতকটা হ্রাস করিয়া লইয়াছেন তেমনি একটি নূতন অধিকার দিয়া অনেকটা পূরণ করিয়া দিয়াছেন। অনুকূলের একটি পুত্র সন্তান অল্পদিন হইল জন্মলাভ করিয়াছে এবং রাইচরণ কেবল নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Raicharan was twelve years old when he came as a servant to his master's house. He belonged to the same caste as his master and was given his master's little son to nurse. As time went on the boy left Raicharan's arms to go to school. From school he went on to college, and after college he entered the judicial service. Always, until he married, Raicharan was his sole attendant.

But, when a mistress came into the house, Raicharan

found two masters instead of one. All his former influence passed to the new mistress. This was compensated for by a fresh arrival. Anukul had a son born to him, and Raicharan by his unsparing attention soon got a complete hold over the child. —C. F. Andrews

(8)

তাহাকে এমনি উৎসাহের সহিত দোলাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমনি নিপুণতার সহিত তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া আকাশে উৎক্ষিপ্ত করে, তাহার মুখের কাছে আসিয়া এমনি সশব্দে শিরশ্চালন করিতে থাকে, উত্তরের কোনো প্রত্যাশা না করিয়া এমন-সকল সম্পূর্ণ অর্থহীন অসংগত প্রশ্ন সুর করিয়া শিশুর প্রতি প্রয়োগ করিতে থাকে যে, এই ক্ষুদ্র আনুকৌলবটি রাইচরণকে দেখিলে একেবারে পুলকিত হইয়া উঠে।

অবশেষে ছেলেটি যখন হামাগুড়ি দিয়া অতি সাবধানে চৌকাঠ পার হইত এবং কেহ ধরিতে আসিলে খিল্ খিল্ হাস্যকলরব তুলিয়া দ্রুতবেগে নিরাপদস্থানে লুকাইতে চেষ্টা করিত, তখন রাইচরণ তাহার অসাধারণ চাতুর্য ও বিচারশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইত। মার কাছে গিয়া সগর্ব সবিস্ময়ে বলিত, "মা, তোমার ছেলে বড়ো হলে জজ হবে, পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করবে।" —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

He used to toss him up in his arms, call to him in absurd baby language, put his face close to the baby's and draw it away again with a grin.

Presently the child was able to crawl and cross the doorway. When Raicharan went to catch him, he would scream with mischievous laughter and make for safety. Raicharan was amazed at the profound skill and exact judgement the baby showed when pursued. He would say to his mistress with a look of awe and mystery : "Your son will be a judge some day." —C. F. Andrews

CHAPTER III

HARDER PASSAGES FOR TRANSLATION

(With Hints)

(1)

হরিদ্রাগ্রামে একঘর জমিদার ছিলেন। জমিদারবাবুর নাম কৃষ্ণকান্ত রায়। কৃষ্ণকান্ত রায় বড় ধনী। তাঁহার জমিদারীর মুনাফা প্রায় দুই লক্ষ টাকা। এই বিষয়টি তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতা রামকান্ত রায়ের উপার্জিত। উভয় ভ্রাতা একত্র হইয়া ধনোপার্জন করেন। উভয় ভ্রাতায় পরম সম্প্রীতি ছিল, একের মনে এমন সন্দেহ কস্মিন্‌কালে জন্মে নাই যে, তিনি অপর কর্তৃক প্রবঞ্চিত হইবেন। জমিদারী সকলই জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণকান্তের নামে ক্রীত হইয়াছিল। উভয়েই একান্নভুক্ত ছিলেন। রামকান্ত রায়ের একটি পুত্র জন্মিয়াছিল—তাহার নাম গোবিন্দলাল। পুত্রটির জন্মাবধি রামকান্ত রায়ের মনে সঙ্কল্প হইল যে উভয়ের উপার্জিত বিষয় একের নামে আছে, অতএব পুত্রের মঙ্গলার্থ তাহার বিহিত লেখাপড়া করিয়া লওয়া কর্তব্য। কেননা, যদিও তাঁহার মনে নিশ্চিত ছিল যে, কৃষ্ণকান্তের কখনও প্রবঞ্চনা অথবা তাঁহার প্রতি অন্যায় আচরণ করার সম্ভাবনা নাই, তথাপি কৃষ্ণকান্তের পরলোকের পর তাঁহার পুত্রেরা কি করে, তাহার নিশ্চয়তা কি ? কিন্তু লেখাপড়ার কথা সহজে বলিতে পারিলেন না—আজি বলিব কালি বলিব, করিতে লাগিলেন। —বঙ্কিমচন্দ্র

মুনাফা—income. একের মনে···নাই—neither of them had any misgiving at any time. নামে—in the name of. একান্নভুক্ত ছিলেন—lived in a joint family. পুত্রের মঙ্গলার্থ—in the interest of his son. বিহিত···কর্তব্য—proper deeds should be executed. নিশ্চয়তা কি ?—where was the guarantee ? লেখাপড়ার···বলিতে—to speak of the execution of the deed. আজ···লাগিলেন—put it off from day to day

(2)

বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল—"নরেন, কোন্ ক্লাসে পড় তুমি ?" নরেন বলিল—"ফোর্থ ক্লাস। রয়েল রীডার, গ্রামার, জিওগ্রাফি, এরিথমেটিক, আরও কত কি, ডেসিমেল, টেসিমেল,—ও সব তুমি বুঝবে না মামী।" এলোকেশী সগর্বে পুত্রের দিকে একবার চাহিয়া বিন্দুকে বলিলেন—"সে কি এক-আধখানা বই, ছোট বৌ ? বই-এর পাহাড়; কাল বইগুলো বাক্স থেকে বের করে তোমার মামীদের একবার দেখিয়ে দিও ত বাবা।" নরেন ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"আচ্ছা, দেখাব।" বিন্দু বলিল—"পাশ করতে এখন তো দেরি আছে।" এলোকেশী বলিলেন, "দেরি কি থাকত ছোট বৌ ? দেরি থাকত না। এতদিন একটা কেন, চারটে পাশ করে ফেল্‌তো। শুধু মুখপোড়া মাস্টারের জন্যই হচ্ছে না। তার সর্বনাশ হোক; বাছাকে সে যে কি বিষ-নজরে দেখেছে—তা সেই জানে। ওকে কি তুলে দিচ্ছে ? দিচ্ছে না। হিংসে করে বছরের পর বছর একটা কেলাসেই ফেলে রেখেছে।" —শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আরও কত কি—and a lot of other things. বই-এর পাহাড়—a heap of books. সগর্বে—boastfully. পাশ···আছে—he will yet take some time to pass the final examination, I suppose. এতদিনে...ফেল্‌তো—he would have passed as many as four examinations, not to speak of one, by this time. মুখপোড়া মাস্টার—the cursed teacher. তার...হোক—may ruin seize him. বিষ-নজরে—with an evil eye. একটা...ফেলে রেখেছে—has detained him in the same class.

(3)

১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে একদিন পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল। গ্রামখানি গৃহময়, কিন্তু লোক দেখি না। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লীতে শত শত মৃন্ময় গৃহ; মধ্যে মধ্যে উচ্চনীচ অট্টালিকা। আজ সব নীরব। বাজারে দোকান বন্ধ, দোকানদার কোথায় পলাইয়াছে

ঠিকানা নাই। আজ হাটবার, হাটে হাট লাগে নাই। ভিক্ষার দিন, ভিক্ষুকেরা বাহির হয় নাই। তন্তুবায় তাঁত বন্ধ করিয়া গৃহপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতেছে। দাতারা দান বন্ধ করিয়াছে, অধ্যাপক টোল বন্ধ করিয়াছে। শিশুও বুঝি আর সাহস করিয়া কাঁদে না। রাজপথে লোক দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না, গোচারণে গরু দেখি না, কেবল শ্মশানে শৃগাল-কুক্কুর।

১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাউল কিছু মহার্ঘ হইল—লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইলেন। রাজস্ব কড়ায়-গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন।

—বঙ্কিমচন্দ্র (আনন্দমঠ)

রৌদ্রের……প্রবল—the heat of the sun was very intense. কিন্তু …..না—but not a man was to be seen. সারিসারি চালা—rows of sheds. মৃন্ময় গৃহ—mud-built houses. ঠিকানা নাই—there was no knowing. হাটবার—market-day. লাগে নাই—did not sit. তাঁত…করিয়া—stopped weaving. কড়ায়…লইলেন—exacted to the last farthing. এক সন্ধ্যা…করিল—had one meal a day. কৃপা করিলেন—smiled upon them

(4)

মিনিট পনের পরেই দেখিলাম, কথাটা অমূলক নয়। উপরের যত যাত্রী ছিল, সকলকে একরকম জোর করিয়া খালাসিরা হোল্ডের মধ্যে নামাইয়া দিতে লাগিল। দুই চারিজন আপত্তি করায়, সেকেণ্ড অফিসার নিজে আসিয়া ধাক্কা মারিয়া তাহাদিগকে তুলিয়া দিয়া বিছানা-পত্র পা দিয়া গুটাইয়া দিতে লাগিল। আমার তোরঙ্গ, বিছানা খালাসিরা ধরাধরি করিয়া নিচে লইয়া গেল, কিন্তু আমি নিজে আর একদিকে সরিয়া পড়িলাম। শুনিলাম সকলকে অর্থাৎ যে হতভাগ্যেরা দশ টাকার বেশী ভাড়া দিতে পারে নাই, তাহাদিগকে জাহাজের খোলের মধ্যে পুরিয়া গর্তের মুখ আঁটিয়া বন্ধ করা হইবে।

তাহাদের মঙ্গলের জন্যও বটে, জাহাজের মঙ্গলের জন্যও বটে, এইরূপ বিধি। আমার কিন্তু নিজের জন্য এই কল্যাণের ব্যবস্থা কিছুতেই মনঃপূত হইল না। ইতিপূর্বে সাইক্লোন বস্তুটি সমুদ্রে কেন, ডাঙাতেও দেখি নাই। কি ইহার কাজ, কেমন ইহার রূপ, অমঙ্গল ঘটাইবার কতখানি ইহার শক্তি—কিছুই জানি না। মনে মনে ভাবিলাম, ভাগ্যবলে যদি এমন জিনিসেরই আবির্ভাব আসন্ন হইয়াছে—তবে না দেখিয়া ইহাকে ছাড়িব না—তা'তে অদৃষ্টে যা ঘটে ঘটুক। —শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অমূলক—baseless. উপরের—on the deck. নামাইয়া···লাগিল—dragged them down. আমি···পড়িলাম—I slipped aside myself. যে হতভাগ্যেরা—those unlucky persons. মুখ······করা হইবে—would be bottled up. এইরূপ বিধি—this was the rule. আমার······না—but for myself, I did not like this safety measure. অমঙ্গল······শক্তি—to what extent it could cause mischief. এমন······হইয়াছে—the advent of such a thing was impending. তা......ঘটুক—whatever might be my fate

(5)

নগেন্দ্র ভাবিয়া দেখিলেন, সব তাঁরই দোষ। তাঁহার তেত্রিশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছে। ইহারই মধ্যে তাঁহার সব ফুরাইল। অথচ জগদীশ্বর তাঁহাকে যাহা দিয়াছিলেন, তাহার কিছুই ফুরাইবার নহে। যাহাতে মনুষ্য সুখী হয় সে সব ঈশ্বর তাঁহাকে যে পরিমাণে দিয়াছিলেন—সে পরিমাণে কাহাকেও দেন না। ঐশ্বর্য, সম্পদ্, মান এই সকল ভূমিষ্ঠ হইয়াই অসাধারণ পরিমাণে পাইয়াছিলেন। বুদ্ধি নহিলে এ সকল সুখ হয় না—তাহাতেও বিধাতা কার্পণ্য করেন নাই। শিক্ষায় পিতামাতা ত্রুটি করেন নাই—তাহার তুল্য সুশিক্ষিত কে? রূপ, রস, স্বাস্থ্য, প্রণয়শীলতা তাহাও ত প্রকৃতি তাঁহাকে অমিতহস্তে দিয়াছেন। ইহার অপেক্ষাও যে

ধন দুর্লভ, যে একমাত্র সামগ্রী এ সংসারে অমূল্য—অশেষ প্রণয়শালিনী সাধ্বী ভার্যা—ইহাও তাঁহার প্রসন্ন কপালে ঘটিয়াছিল। সুখের সামগ্রী পৃথিবীতে এত আর কাহার ছিল ? আর আজ এত অসুখী পৃথিবীতে কে ?

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সবই......দোষ—he was to blame for everything. তাহার...নহে—could never exhaust itself. ঐশ্বর্য...মান—wealth, fortune and fame. বুদ্ধি...না—none can enjoy these without intelligence. তাহাতেও......নাই—neither had God been miserly in this respect. অমিতহস্তে দিয়াছেন—had given with a free hand. ইহার.........অমূল্য—but what is rare still and is a priceless treasure on earth. অশেষ......ভার্যা—a devoted wife fondly attached to him

(6)

নক্ষত্র রায় বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, উত্তর দিবার চেষ্টাও করিতে পারিলেন না। রাজা কহিলেন, "কেন মারিবে ভাই ? রাজ্যের লোভে ? তুমি কি মনে কর রাজ্য কেবল সোনার সিংহাসন, হীরার মুকুট ও রাজছত্র ? এই মুকুট, এই রাজছত্র, এই রাজদণ্ডের ভার কত জান ? শত সহস্র লোকের চিন্তা এই হীরার মুকুট দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছি। রাজ্য পাইতে চাও ত সহস্র লোকের সুখদুঃখকে আপনার বলিয়া গ্রহণ কর, সহস্র লোকের বিপদ্‌কে আপনার বিপদ্ বলিয়া বরণ কর, সহস্র লোকের দারিদ্র্যকে আপনার দারিদ্র্য বলিয়া গ্রহণ কর। এ যে করে সেই রাজা। পর্ণকুটীরেই থাক আর প্রাসাদেই থাক, যে ব্যক্তি সকল লোককে আপনার বলিয়া মনে করিতে পারে, সকল লোক ত তাহারই। তাহার ঐশ্বর্য, তাহার গৌরব, তাহার সুখ অক্ষৌহিণী সৈন্য আসিয়াও কাড়িয়া লইতে পারে না।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বজ্রাহতের ন্যায়—like one struck by thunder. তুমি...রাজছত্র—Do you think that a king has nothing else to do than

sit on a golden throne and wear a crown of diamonds under the royal umbrella? ভার......জান—can you realise the responsibilities behind? দিয়া······রাখিয়াছি—covered up beneath. আপনার......কর—identify yourself with. আপনার ···পারে—can feel himself as one with. অক্ষৌহিণী সেনা—a legion of soldiers. কাড়িয়া······না—cannot snatch away

(7)

স্নানাহার শেষ করিয়া সন্ধ্যার একটু আগে তপোবন দর্শনে বাহির হওয়া গেল। গঙ্গার তীরেই শাল, বেল, তমাল প্রভৃতি বহুবিধ বৃক্ষ-পরিশোভিত নয়নতৃপ্তিকর সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। একদিকে কলনাদিনী প্রখর-বাহিনী ভাগীরথী, অপরদিকে হিমাচল ক্রমোন্নত হইয়া গগনতল স্পর্শ করিয়াছে। শত শত কুটীরে এই প্রদেশ আচ্ছন্ন। প্রাঙ্গণগুলি অতি পরিষ্কৃত। সন্ন্যাসীরা এই-সমস্ত কুটীরে এবং পর্বতগুহায় বাস করেন। আমি সেখানে উপস্থিত হইয়া যে মধুর দৃশ্য দেখিলাম, তাহা আর কখনও দেখিব না। তখন সূর্য অস্ত গিয়াছিল; পর্বতের বৃক্ষচূড়ায় স্বর্ণমুকুটের ন্যায় তাহার শেষ আলোকচ্ছটা দেখা যাইতেছিল। দেখিলাম শত শত সাধু-সন্ন্যাসী নিজ নিজ কার্যে ব্যস্ত; কেহ গীতা বা উপনিষদ্ পাঠ করিতেছেন; কেহ গম্ভীরস্বরে বেদ-মন্ত্রের উচ্চারণ করিতেছেন; কেহ বা ধ্যানপরায়ণ। অমর কবি কালিদাসের সান্ধ্যতপোবন বর্ণনা আজ আকার ধরিয়া আমার সম্মুখে প্রতিভাত হইল।

—জলধর সেন

সন্ধ্যার······আগে—shortly before dusk. নয়ন...···ক্ষেত্র—an extensive field highly pleasing to the eye. কলনাদিনী··· ভাগীরথী—the Bhagirathi which was murmuring on with her strong current. ক্রমোন্নত····· করিয়াছে—has risen gradually to kiss the skies. আচ্ছন্ন—is dotted with. বৃক্ষচূড়ায়···যাইতেছিল —the last rays of the setting sun seemed to adorn the

tops of trees like a crown of gold. ধ্যানপরায়ণ—absorbed in meditation. আমার……হইল—loomed large before my eyes as a living being

(৪)

স্টেশনে পদার্পণ করিবামাত্র ট্রেন ছাড়িয়া গেল, পরেরটা আসিতে ঘণ্টা দুই দেরী। সময় কাটাইবার পন্থা খুঁজিতেছি, বন্ধু জুটিয়া গেল। একটি মুসলমান যুবক আমার প্রতি কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "শ্রীকান্ত না।" "হ্যাঁ"। "আমায় চিনতে পারলে না? আমি গহর।" এই বলিয়া সবেগে আমার হাত মলিয়া দিল এবং সজোরে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—"চল্ আমার বাড়ী। কোথায় যাওয়া হচ্ছিল; কোলকাতায়? আর যেতে হবে না, চল্।" সে আমার পাঠশালার বন্ধু, বয়সে বছর চারেকের বড়, চিরকাল আধপাগলা গোছের ছেলে—মনে হইল বয়সের সঙ্গে সেটা বাড়িয়াছে বই কমে নাই; তাহার জবরদস্তি পূর্বেও এড়াইবার জো ছিল না। সুতরাং আজ রাত্রের মত সে আমাকে কিছুতেই ছাড়িবে না—এই মনে করিয়া আমার দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না। বলা বাহুল্য তাহার উল্লাস ও আত্মীয়তার সহিত পাল্লা দিয়া চলিবার মত শক্তি আজ আমার নাই। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। —শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পদার্পণ করা—step into. ছাড়িয়া দিল—steamed off. সময়……পন্থা—some way of passing the time. জুটিয়া গেল—I chanced to come upon. শ্রীকান্ত না?—You are Srikanta, are you not? সবেগে……দিল—shook hands with me rather violently. সজোরে……ধরিল—clasped my neck warmly. চিরকাল…ছেলে—He was a bit eccentric all through his boyhood. বয়সের……নাই—he had become more so with years rather than becoming normal. জবরদস্তি এড়াইবার……না—there was no

escape from his importunities. তাহার উল্লাস……দিয়া—to keep pace with the exuberance of his joy and friendship. নাছোড়বান্দা—obdurate

(9)

তিনি গোবিন্দপুর চলিলেন। গোবিন্দপুরে বাস করিতে চলিলেন না —গৃহধর্মের নিকট জন্মের শোধ বিদায় লইতে চলিলেন। সে অনেক কাজ। বিষয়-আশয়ের বিলি-ব্যবস্থা করিতে হইবে। জমিদারি, ভদ্রাসন বাড়ি এবং অপরাপর স্বোপার্জিত স্থাবর সম্পত্তি ভাগিনেয় সতীশচন্দ্রকে দানপত্র দ্বারা লিখিয়া দিবেন—সে লেখাপড়া উকিলের বাড়ি নইলে হইবে না। অস্থাবর সম্পত্তি সকল কমলমণিকে দান করিবেন, সে-সকল গুছাইয়া কলিকাতায় তাঁহার বাড়িতে পাঠাইয়া দিতে হইবে। অল্প মাত্র কাগজ আপনার সঙ্গে রাখিবেন—যে কয় বৎসর জীবিত থাকেন, তাহাতেই নিজ ব্যয় নির্বাহ হইবে। —বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাস করিতে—to settle down. গৃহধর্মের……লইতে—to take final leave of his domestic life there. স্থাবর সম্পত্তি—immovable properties. দান……দিবেন—would make over by a deed of gift. অস্থাবর সম্পত্তি—movable properties. স্বল্প মাত্র কাগজ—a few government securities

(10)

ফাল্গুন মাস, এক প্রহর বেলা হইয়াছে। গোঁসাইগঞ্জের মাতব্বর প্রজা ও গ্রামের অভিভাবক-স্থানীয় কায়স্থ-সন্তান শ্রীযুক্ত হীরালাল দত্ত মহাশয় হুঁকা হাতে করিয়া ধূমপান করিতেছিলেন; প্রতিবেশী শ্যামাপদ মুখুজ্যে ও কেনারাম মল্লিক (ইঁহারাও বড় প্রজা) নিকটে বসিয়া এ বৎসর চৈত্রমাসে বারোয়ারী অন্নপূর্ণা পূজা কিরূপভাবে নির্বাহ করিতে হইবে, তাহারই পরামর্শ করিতেছিলেন। পার্শ্ববর্তী নন্দীগ্রামেও প্রতিবৎসর চাঁদা করিয়া

ধুমধামের সহিত অন্নপূর্ণা পূজা হইয়া থাকে। গোঁসাইগঞ্জবাসিগণের একবাক্যে ইহাই মত যে, তিন পুরুষ ধরিয়া গোঁসাইগঞ্জ কোন বিষয়েই নন্দীপুরের নিকট হটে নাই এবং আজিও হটিবে না।

—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বেলা……হইয়াছে—it was past the first quarter of the day. মাতব্বর প্রজা—the leading tenant. হুঁকা……করিতেছিলেন—was smoking his hookah. বারোয়ারী…করিতেছিলেন—were conferring as to how to perform Annapurna Puja, which was a public festival in the village. চাঁদা করিয়া—by raising subscriptions. ধুমধামের সহিত—with pomp. একবাক্যে……মত—were unanimous on the point. তিন……ধরিয়া—for the last three generations. হটিবে না—would not be beaten

(11)

মানিলাম, তোমরা দেশের কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, প্রতিকারের কোন উপায় স্থির করিয়াছ কি? লোককে গালি না দিয়া—তাহাদের কোন সাহায্য করিতে পার কি? তোমরা কি পর্বতপ্রমাণ বাধা-বিঘ্নকে তুচ্ছ করিয়া কার্য করিতে প্রস্তুত আছ? সমস্ত জগৎ যদি তোমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি তোমরা যাহা সত্য বলিয়া ঠাওরাইয়াছ, তাহাই কি করিয়া যাইতে পার? যদি তোমাদের স্ত্রী-পুত্র তোমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, যদি তোমাদের ধন-মান সব যায়, তথাপি কি তোমরা উহা ধরিয়া থাকিতে পার? রাজা ভর্তৃহরি যেমন বলিয়াছেন "নীতি-নিপুণ ব্যক্তিগণ নিন্দাই করুন বা স্তবই করুন, মৃত্যু আজই হউক বা যুগযুগান্তরেই হউক, তিনিই ধীর যিনি সত্য হইতে একবিন্দু বিচলিত হন না", সেইরূপ নিজ পথ হইতে বিচলিত না হইয়া তোমরা কি দৃঢ়ভাবে তোমাদের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে পার? তোমাদের কি এই দৃঢ়তা আছে? যদি থাকে, তোমরা প্রত্যেকেই অলৌকিক কার্য সাধন করিতে পারিবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

মানিলাম—I take it for granted. দেশের কথা—the problems of your country. প্রতিকারের……কি?—have you thought of any means to solve them? গালি দেওয়া—to abuse. পর্বত…… করিয়া—in the face of mountain-like difficulties. ধরিয়া থাকা—to stick to. নীতি . …গণ—the moralists. মৃত্যু……হউক—whether death comes today or after an age. এক……না—does not deviate in the least from. তোমাদের লক্ষ্যাভিমুখে—towards your goal

(12)

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে কলিকাতার এক ধনী জমিদার বংশে কালীপ্রসন্নের জন্ম হইয়াছিল। মাত্র ত্রিশ বৎসরের স্বল্পস্থায়ী জীবনযাপন করিয়া তিনি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু উচ্চ সাহিত্য-প্রতিভা এবং অসাধারণ বদান্যতা-গুণে কালীপ্রসন্ন তাঁহার স্বল্প-পরিসর জীবনকে এমন মহিমামণ্ডিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষি-সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহাকে আজ গণনা না করিয়া উপায় নাই। তিনি নিতান্ত কিশোর বয়সে দেশের ও দশের হিতকারী অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিয়া এমন কতকগুলি কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন যে, অকালমৃত্যু এবং ভবিষ্যৎকাল তাহা বিলুপ্ত করিতে পারে নাই। তাঁহার চরিত্রের ঔদার্য ও সাহিত্যিক প্রতিভা আমাদের নিকট উত্তরোত্তর উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে। আজ তাঁহার জীবনী আলোচনা করিয়া এই আক্ষেপ হয় যে, তাঁহার সকল আরব্ধ কীর্তি সম্পূর্ণ হইবার সুযোগ পায় নাই।

—C. U., 1945

মাত্র……করিয়া—after a short life of only thirty years. উচ্চ সাহিত্য-প্রতিভা—literary talent of a very high order. তাঁহার ……করিতে—to glorify his brief span of life so. শ্রেষ্ঠ……নাই—we cannot but count him among the greatest intellectuals. আত্মনিয়োগ করিয়া—by dedicating himself to. এমন……গিয়াছেন

—has left behind such glorious achievements. বিলুপ্ত করা—to efface. ঔদার্য—magnanimity. উত্তরোত্তর উজ্জ্বলতর—brighter and brighter day by day. এই……যে—we have to deplore that. সম্পূর্ণ……নাই—found no time for fulfilment

(13)

দেড়শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালী একরূপ সুখে ছিল। গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুরভরা মাছ, ঘরে ঘরে চরকা, বাঙ্গালীর অন্নবস্ত্রের দুঃখ ছিল না। তখন বাঙ্গালী ছিল বাহিরের জগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য; জীবন-সংগ্রামের কঠিন প্রতিযোগিতার প্রবল আঘাত তখন বাঙ্গালায় লাগে নাই। তাহার পর অবস্থার পরিবর্তন হইতে লাগিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী আপন জীবনযাত্রার ব্যবস্থা পরিবর্তিত করিতে পারিল না। সেই যে পরাজয় আরম্ভ হইল, আজিও সেই পরাজয়ের পালা চলিতেছে।

দেশে রেলপথ বিস্তৃত হইল, বড় বড় কলকারখানা স্থাপিত হইল, বাঙ্গালী কৃষকদের দেহের রক্ত জল করিয়া উৎপন্ন করা ফসলে বিদেশী বণিক্ প্রচুর অর্থ লাভ করিয়া সম্পদে স্ফীত হইয়া উঠিল, আর বাঙ্গালী অবাক্-বিস্ময়ে আপন শোচনীয় অধঃপতনকে বিধিলিপি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া মুখটি বুজিয়া হাতটি গুটাইয়া, চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর এ দেশে আরম্ভ হইল অন্নাভাব। কোন রকমে আধপেটা খাইয়া আজ আমরা জীবন ধারণ করিতেছি। —C. U., 1946

একরূপ……ছিল—were happy in a way. গোলা…… ধান—granaries full of paddy. পুকুরভরা মাছ—their tanks abounding with fish. চরকা—spinning wheel. বাহিরের…… শূন্য—out of touch with the world outside. জীবন-সংগ্রাম—struggle for existence. প্রবল আঘাত—the terrible blow. বাঙ্গালায়……নাই—did not hit Bengal. আপন ……পারিল না—could not adapt themselves to the changed conditions of life. আজও—to this day. পালা চলিতেছে—is continuing. কলকারখানা—mills and

factories. দেহের···করিয়া—by the sweat of their brow. স্ফীত—puffed up. অবাক্-বিস্ময়ে—in silent wonder. বিধিলিপি বলিয়া—as an unavoidable decree of fate. মুখটি······রহিল—kept quiet without protest and without exerting himself in the least

(14)

এইরূপ চারিদিক চাহিয়া দেখিতে দেখিতে কল্যাণী সম্মুখস্থ দ্বারে একটা কি ছায়ার মত দেখিলেন। মনুষ্যাকৃতি বোধ হয়, কিন্তু মনুষ্যও বোধ হয় না। অতিশয় শুষ্ক, শীর্ণ, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ, বিকটাকার মানুষের মত কি আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে সেই ছায়া যেন একটা হাত তুলিল; অস্থিচর্মাবশিষ্ট, অতি দীর্ঘ শুষ্ক হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা কাহাকে যেন সঙ্কেত করিয়া ডাকিল। তখন সেইরূপ আর একটা ছায়া প্রথম ছায়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর আর একটা আসিল, তারপর আরও একটা আসিল। কত আসিল। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তাহারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই প্রায় অন্ধকার গৃহ নিশীথ শ্মশানের মত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। —C. U., 1948

একটা······মত—something like a shadow. মনুষ্যাকৃতি······হয়—it looked like a man. অতিশয়···শীর্ণ—extremely lean and thin. বিকটাকার····· মত—like a ghostly-looking man. যেন······তুলিল—seemed to raise a hand. অস্থিচর্মাবশিষ্ট—which was all skin and bone. অতি দীর্ঘ······দ্বারা—with the long bony fingers of a withered hand. সঙ্কেত করা—to beckon. কত আসিল—many more followed. নিশীথ······উঠিল—looked as frightful as the cremation ground at midnight

(15)

সারাদিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত শরীর ও মন স্নিগ্ধ সান্ধ্য সমীরণে সুশীতল করিবার জন্য ভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। অস্তগামী সূর্যের ময়ূখমালা ঈষৎ সঞ্চালিত বৃক্ষপত্রোপরি প্রতিফলিত হওয়াতে বোধ হইল যেন

বৃক্ষগণ উজ্জ্বল স্বর্ণাভরণে বিভূষিত হইয়া গৌরবে নৃত্য করিতেছে। পথের উভয় পার্শ্বস্থ উপবনে অর্ধ-প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি বায়ুভরে হেলিয়া দুলিয়া অস্তমিত দিনমণির রক্তিম নিষ্প্রভ কিরণমালার সংস্পর্শে কি অপূর্ব শোভাই ধারণ করিল! একাকী কিছুদূর অগ্রসর হইলাম। সঙ্গিবিহীন হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষতলে আসিয়া উপবিষ্ট হইলাম। সম্মুখে অতি বিস্তৃত এক প্রান্তর। ইহার অপর প্রান্তের বৃক্ষরাজি যেন ধারানিবদ্ধ কলঙ্করেখার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। তখন সূর্য অদৃশ্য হইয়াছিল। অন্ধকার ক্রমে ক্রমে ধরাবক্ষ আবৃত করিতে লাগিল। পূর্ণিমার পর আজ দ্বিতীয়া। বৃক্ষতলে বসিয়া চন্দ্রোদয়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

স্নিগ্ধ···সমীরণে—in the cool air of the evening. ময়ূখমালা—the rays. ঈষৎ সঞ্চালিত—gently moving. অর্ধপ্রস্ফুটিত—half-blown. বায়ুভরে···দুলিয়া—being moved up and down in the wind. নিষ্প্রভ—dim. সংস্পর্শে—in contact with. কি···শোভাই—what unprecedented beauty. ধারানিবদ্ধ······ন্যায়—like a row of black spots. অদৃশ্য হইয়াছিল—went out of sight. পূর্ণিমার······দ্বিতীয়া—the second day after the full moon

(16)

জননী বসুন্ধরার বয়স নিরূপণ করিতে গিয়া মোটের উপর আন্দাজে নির্ভর করিতে হয়। কেননা জননী ভূমিষ্ঠ হইবার সময় তাহার পুত্রকন্যার মধ্যে কাহারো উপস্থিতির সম্ভাবনা ছিল না। সেইজন্য জন্মকালনিরূপণোপ-যোগী কোষ্ঠীর একান্ত অভাব। তথাপি যে জন্মকাল নিরূপণ একেবারে অসম্ভব, তাহা স্বীকার করিয়া আপনার অক্ষমতা প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ হয়। পক্ব-কেশের প্রাচুর্যের ও লোলচর্মের পরিমাণের সহিত ভগ্নাবশিষ্ট দন্তের সংখ্যা মিলাইলে অতি বড় প্রাচীনেরও বয়ঃক্রম অনেক সময় নির্ণীত হইতে পারে। অতএব এই প্রচলিত সাধারণ নিয়ম অবলম্বন করিয়া প্রাচীনা জননীর বয়স নির্ণয় করিতে গেলে নিতান্ত বাতুলতা না হইতেও পারে।

—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

জননী······গিয়া—trying to fix the age of Mother Earth. আন্দাজে······হয়—have to depend on conjecture. সম্ভাবনা ছিল না—there was not the possibility. জন্মকালনিরূপণোপযোগী—determining the time of her birth. পক্ককেশের······সহিত—along with the sufficiency of grey hair and the amount of wrinkled skin. নিতান্ত···পারে—may not be an act of sheer madness

(17)

গত চারি হাজার বৎসরের মধ্যে মনুষ্য-সমাজের বাহিরের মূর্তিটা অনেকটা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে সত্য কথা, কিন্তু তাহার আভ্যন্তরিক প্রকৃতির কতটা পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা বলা দুষ্কর। মনুষ্যের বাহিরের পরিচ্ছদটা সম্পূর্ণ বদলাইয়াছে, কিন্তু মনুষ্যের ভিতরের গঠন অনেকটা একরূপই আছে। সেকালের রাজারাজড়াও, বোধ করি, সময়মত কৌপীনধারী হইয়া সভামধ্যে বাহির হইতে লজ্জিত হইতেন না, কিন্তু এখনকার অন্নহীন শ্রমজীবীরাও সমস্ত অঙ্গের মালিন্য ও বিরূপতা পোষাকের আবরণে আবৃত রাখিতে বাধ্য হয়। সেকালে ক্রূরতা ছিল, বর্বরতা ছিল, এবং তাহা নিতান্ত নগ্ন নিরাবরণ অবস্থাতেই ছিল। তাহার উপর কোনরূপ আচ্ছাদন, কোনরূপ পালিশ কোনরূপ রঙফলানো ছিল না। একালেও ক্রূরতা, বর্বরতা ও পাশবিকতা হয়ত ঠিক তেমনি বর্তমান আছে, তবে তাহার উপর একটা কৃত্রিম ভণ্ডামির আবরণ স্থাপিত হইয়া তাহার বীভৎস ভাবকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে।

—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

মনুষ্য-সমাজের······মূর্তিটা—the outer lineaments of human society. আভ্যন্তরিক প্রকৃতি—inner nature. ভিতরের গঠন—inner structure. সেকালের রাজারাজড়াও—even the princes of the old times. কৌপীনধারী হইয়া—with only a loin-cloth on. অঙ্গের··· বিরূপতা—the dirt and deformity of their bodies. রঙফলানো—disguise of colours. ঠিক তেমনি···আছে—are equally rampant today

(18)

বৃন্দাবন কহিল, "দেখ কেশব, দেবতা কেন মুখ ফেরান তা দেবতা জানেন। সে কথা যাক্। কিন্তু তোমরা আত্মীয়ের মত আমাদের শুভকামনা কর না, মনিবের মত কর। তাই, তা'তে চাষাভুষোর ছেলেরা অধঃপাতে যায়। তোমাদের সংস্রবে লেখাপড়া শিখিলে চাষার ছেলে যে বাবু হয়, তখন অশিক্ষিত বাপ-দাদাকেও মানে না, শ্রদ্ধা করে না, বিদ্যাশিক্ষার এই শেষ পরিণতির আশঙ্কা আমরা তোমাদের আচরণেই শিখি। কেশব, আগে আমাদের, অর্থাৎ দেশের এই ছোটলোকদের আত্মীয় হতে শেখো, তারপরে তাদের মঙ্গলকামনা কোরো, পরে তাদের ছেলেপিলেদের লেখাপড়া শেখাতে যেয়ো। আগে নিজেদের আচার-ব্যবহারে দেখাও, তোমরা লেখাপড়া-শেখা ভদ্রলোকেরা একেবারে স্বতন্ত্র দল নও, লেখাপড়া শিখেও তোমরা দেশের অশিক্ষিত চাষাভুষোকে নেহাৎ ছোটলোক মনে কর না, বরং শ্রদ্ধা কর, তবেই শুধু আমাদের ভয় ভাঙ্গবে যে আমাদেরও লেখাপড়া-শেখা ছেলেরা আমাদের অশ্রদ্ধা করবে না এবং দল ছেড়ে সমাজ ছেড়ে জাতিগত ব্যবসা-বাণিজ্য কাজকর্ম সমস্ত বিসর্জন দিয়ে, পৃথক হবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠবে না।"

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মুখ ফেরান—turn away their faces. আমাদের......কর না—do not wish our welfare. অধঃপাতে যায়—go to the dogs. চাষার......হয়—that a peasant's son is turned into a fop. শেষ পরিণতি—final outcome. আগে......দেখাও—first show by your own conduct. স্বতন্ত্র দল নও—do not form a separate class. আমাদের...ভাঙ্গবে—will dispel our fear. জাতিগত ব্যবসা-বাণিজ্য—calling peculiar to one's caste

(19)

কালিদাস মরিয়া গিয়াছেন, না বৃদ্ধ হইয়াছেন? তুমি যখন ভ্রমর ভয়-ব্যাকুলা বিলাসচঞ্চলা শকুন্তলার সেই ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল মধুর লীলা

দেখিয়া আনন্দে উদ্বেল হও, কালিদাস তখন তোমার পার্শ্বচর ও প্রিয়তম বয়স্য, এবং যখন তুমি হিমাদ্রির উচ্চতম প্রস্থে আরোহণ করিয়া কল্পনার মনোরম রথে যোগিকুলধ্যেয় মহাযোগী মহেশ্বরের সেই নিবাত-নিষ্কম্প ধীরমূর্তি নিরীক্ষণ কর—বনের বিহঙ্গ বনতরুর শাখার উপর নিস্তব্ধ বসিয়া রহিয়াছে, ভয়ে শব্দ করে না; বনচর মৃগাদি জন্তু চিত্রার্পিতবৎ স্ব স্ব স্থলে স্থির রহিয়াছে, ভয়ে পদচারণা, কিংবা মুখের অর্ধাবলীঢ় শষ্প অধঃকরণ করিতে সাহস পায় না; অদূরে বসন্তপুষ্পাভরণা, বিলোলনয়না উমা, দূরে হরবদ্ধলক্ষ্য মূর্তিমান্ কন্দর্প—সেই কাব্যজগতের অদ্বিতীয়, অনির্বচনীয়, অতুলতপঃশোভা তুমি যখন মানসনয়নে প্রত্যক্ষ কর, তখন কালিদাস আর তোমার বাহিরে নহেন। তখন কালিদাস তোমার অন্তরের অন্তরে—আত্মার অভ্যন্তরে। তখন তোমার জীবন কালিদাসময়। —কালীপ্রসন্ন ঘোষ

ভ্রমরভয়ব্যাকুলা—distressed for fear of the bee. বিলাসচঞ্চলা—restless from the playful gestures. ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল—changing every moment. আনন্দে উদ্বেল হও—your heart overflows with joy. হিমাদ্রির......করিয়া—climbing on the highest tableland on the top of the Himalayas. কল্পনার......রথে—in the fascinating chariot of imagination. যোগিকুলধ্যেয়—adorable by the ascetics. নিবাত......মূর্তি—calm, immobile, and self-possessed figure. চিত্রার্পিতবৎ—as if painted on a canvas. স্ব......রহিয়াছে—have remained still in its own place. অর্ধাবলীঢ়—half-chewed. অধঃকরণ করিতে—to pass down their throats. অদূরে—not far off. বসন্ত......উমা—Uma decked with spring flowers and having tremulous eyes. দূরে......কন্দর্প—at a distance is the incarnate Cupid with his arrows aimed at Hara. সেই কাব্যজগতের—of that world of poetry. কালিদাসময়—impregnated with Kalidas

(20)

কে বলে যে অযোধ্যা রহিয়াছে, অযোধ্যার রাম নাই? চাক্ষুষ প্রতীতির রাম লৌকিক জীবনে কেবল অযোধ্যায়ই অবস্থান করিতেন, এইক্ষণ যুগে যুগে জীবিত থাকিয়া অসংখ্য নরনারীর প্রাণের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। রামময়জীবিতা পতিপ্রাণা সীতা একদিন 'হা রাম! হা রাম!' বলিয়া আপনার নয়নজলে ভাসিয়াছিলেন; এইক্ষণ প্রীতির প্রফুল্লকমলের ন্যায় প্রীতিমুগ্ধ মনুষ্যমাত্রেরই নয়নজলে অহোরাত্র ভাসমান রহিয়া, যেখানে প্রীতির কথা, ভাবুকতার কথা, যেখানে অবলাজনস্পৃহণীয় সৌন্দর্যের কথা, সেইখানেই বিরাজমানা হইতেছেন। বাল্মীকি একস্থানে বসিয়া এক সময়ে আপনার বীণা বাজাইয়াছিলেন। কিন্তু এইক্ষণে যেখানে সারস্বতস্বর্গ সেইখানেই তাঁহার বীণার ধ্বনি; যেখানে হৃদয় হৃদয়ের সহিত আলাপ করে, মন মনের সহিত মিলিয়া যায়, আত্মা আত্মার সহিত আপনার বিনিময় করে, সেইখানেই উহার বিশ্ববিমোহিনী বীণার বিনোদ-নিঃস্বন। এইরূপ কত অগণিত আত্মা লোকস্মৃতির অমরাবতীকে উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া আছে, তাহা চাহিয়া দেখ।

—কালীপ্রসন্ন ঘোষ

চাক্ষুষ প্রতীতির রাম—the Ram of ocular perception. লৌকিক জীবনে—in his terrestrial life. যুগে……থাকিয়া—living through ages. রামময়জীবিতা……সীতা—Sita whose life depended on Ram and whose husband was as dear to her as her life. নয়নজলে ভাসিয়াছিলেন—was bathed in the water of her own tears. প্রীতির প্রফুল্লকমলের ন্যায়—like a full-blown lotus of love. মনুষ্যমাত্রেরই……রহিয়া—floating night and day in the tears of every single human being. যেখানে প্রীতির……হইতেছেন—she shines forth wherever there are talks of love, of beauty, such as is longed for by the members of the weaker sex. সারস্বত স্বর্গ—an assembly of learned men.

হৃদয়ের······করে—heart speaks to heart. মন······যায়—mind merges into mind. আত্মা······করে—soul exchanges itself for soul. বিশ্ববিমোহিনী বীণা—world-enchanting lute. বিনোদ-নিঃস্বন—delightful strains. লোকস্মৃতির অমরাবতী—the heaven of mass reminiscence

---

CHAPTER IV

HARDER PASSAGES FOR TRANSLATION

(Without Hints)

(1)

আশুতোষ মিষ্ট কথায় ভুলাইতেন না, বৃথা আশা দিতেন না, কিন্তু বিপন্নকে আশ্রয় দিবার জন্য তাঁহার প্রাণ সর্বদাই কাঁদিত। যখন সরকারের সঙ্গে ঝগড়ার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা বেতন না পাইয়া মহাকষ্টে মাসের পর মাস অতিবাহিত করিতেছিলেন, তখন সেই কষ্ট সবাপেক্ষা অধিক লাগিয়াছিল আশুতোষের। অধ্যাপকদের বিপদ্ তিনি নিজের বিপদ্ হইতে কিছুমাত্র কম মনে করেন নাই। একটি ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বাঙ্গালার দিন জ্বরাক্রান্ত হইয়া পরীক্ষাগৃহে উপস্থিত হইতে পারিল না। সে তাহার অসীম দৈন্য জানাইয়া আশুতোষের পা জড়াইয়া ধরিল। অমনি তিনি তাহার জন্য বিধান করিলেন। তখন আই. এ. পরীক্ষার কিছুদিন বাকী ছিল। তিনি ছাত্রটিকে আই. এ.-র বাঙ্গালার দিন পরীক্ষা দিতে আদেশ দিলেন। তাঁহার অসীম দয়ার গুণে এই সমস্ত অসম্ভব রকমের উপায় তাহার মনে স্বতঃই উদ্ভাবিত হইত। —দীনেশচন্দ্র সেন

(2)

বৃন্দাবনের মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কিন্তু শান্তভাবে বলিল—"ছোটলোকদের ভাগ্য ভাল যে ভদ্রলোকের পাঠশালায় ছেলে পাঠায়নি। কিন্তু তোমার, ভাই, আমাদের মত ছোটলোকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে মান-ইজ্জত নষ্ট করা উচিত হয় নি।"

তাহার কথার খোঁচাটা সম্পূর্ণ কেশবকে বিঁধিল। সে ভারি অপ্রতিভ হইয়া বলিয়া উঠিল—"না হে না,—তোমাকে, তোমাদের সে কি কথা? ছি ছি, আমি তা বলিনি। সে কথা নয়—কি জানো—"

বৃন্দাবন হাসিয়া উঠিল। বলিল—"আমাকে বলনি তা বিলক্ষণ জানি। কিন্তু আমার আত্মীয়-স্বজনকে বলেছ। আমরা সব তাঁতি-কামার-গয়লা-চাষা—তাঁত বুনি, লাঙ্গল ঠেলি, গরু চরাই, জামা-কাপড় পরতে পাইনে, সরকারী আফিসের দোর-গোড়ায় যেতে পারিনে, কাজেই তোমরা আমাদের ছোটলোক বলে ডাক—ভাল কাজেও আমাদের বাড়িতে ঢুকলে তোমার মত উচ্চশিক্ষিত লোকের সম্ভ্রম নষ্ট হয়ে যায়।" —শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(3)

খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া মধুসূদন পিতৃগৃহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন—কিন্তু পিতামাতার স্নেহে বঞ্চিত হইলেন না। তাঁহার জননী তাঁহাকে আত্মহারা হইয়া ভালবাসিতেন—সে ভালবাসার কিছুতেই পরিবর্তন ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। গৃহ হইতে মধুসূদনের অন্তর্ধানাবধি তিনি আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং যেদিন শুনিলেন যে মধুসূদন সত্যই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেইদিন তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়াছিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া রাজনারায়ণ দত্ত ধর্মভ্রষ্ট পুত্রকে সময়ে সময়ে গোপনে গৃহে আহ্বান করিতে বাধ্য হইতেন। মধুসূদনকে দেখিলে তাঁহার শোকাতুরা জননীর যন্ত্রণা কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইত। তিনি ধর্মত্যাগী পুত্রকে পূর্ববৎ স্নেহে আহারাদি করাইতেন, কিন্তু সমাজের ভয়ে তাঁহাকে গৃহে রাখিতে সাহসী হইতেন না। মধুসূদনের পিতামাতার ও আত্মীয়-স্বজনের

ইচ্ছা ছিল যে মধুসূদন সম্মত হইলে তাহাকে শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া তাঁহারা পুনরায় স্বসমাজে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু মধুসূদন কিছুতেই সম্মত হইলেন না। —যোগীন্দ্রনাথ বসু

(4)

"পেরেছে, পেরেছে আমাদের মাস্টার পেরেছে"—বলিয়া গোঁসাইগঞ্জ তুমুল কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল। দলপতিগণ অনেক কষ্টে তাহাদের থামাইলেন। এখন ব্রজ মাস্টার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"শোন, হারান বাবু, আমি তোমায় কোন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাইনে, বরং খুব সহজ দেখেই একটা জিজ্ঞাসা করব। এ অঞ্চলে মনে কর, তুমি আর আমি দু'জন যা ইংরেজী-নবিস আছি। একটা শক্ত কথার মানে জিজ্ঞাসা করে তোমায় ঠেকিয়ে দেবো, সেটা আমার মনঃপূত নয়। এতে হয়ত গোঁসাইগঞ্জ রাগ করতে পারেন—কিন্তু আমি নিজে একজন ইংরেজী-নবিস হয়ে আর একজন ইংরেজী-নবিসকে প্রকাশ্য সভায় অপমান ত করতে পারিনে! আচ্ছা, খুব সহজ কথার মানে জিজ্ঞাসা করি—হেঁকে উত্তর দাও যাতে দুই গ্রামের লোক সব শুনতে পায়। আচ্ছা, এর মানে কি বল দেখি—তুমি জান নিশ্চয়ই—আচ্ছা এর মানে বল।" —প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

(5)

যখন নবকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন রজনী গভীরা। এখনও যে তাহাকে ব্যাঘ্রে হত্যা করে নাই, ইহা তাহার আশ্চর্য বোধ হইল। তিনি ইতস্তত: নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন ব্যাঘ্র আসিতেছে কিনা। অকস্মাৎ বহু দূরে একটা আলোক দেখিতে পাইলেন। পাছে ভ্রম জন্মিয়া থাকে এজন্য নবকুমার মনোনিবেশপূর্বক তৎপ্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আলোক-পরিধি ক্রমে বর্ধিতায়তন ও উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল—আগ্নেয় আলোক বলিয়া প্রতীতি জন্মিল। প্রতীতিমাত্র নবকুমারের জীবনাশা পুনরুদ্দীপ্ত হইল। মনুষ্যসমাগম ব্যতীত এ আলোকের উৎপত্তি সম্ভবে না। কেননা, এ দাবানলের সময় নহে। নবকুমার গাত্রোত্থান করিলেন—যথায়

আলোক সেইদিকে ধাবিত হইলেন। একবার মনে ভাবিলেন—এ আলোক ভৌতিক হইতেও পারে। কিন্তু শঙ্কায় নিরস্ত থাকিলেই কোন্ জীবন রক্ষা হয়? এই ভাবিয়া নির্ভীক-চিত্তে আলোক লক্ষ্য করিয়া চলিলেন।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(6)

অপু মাকে বলিয়া কহিয়া একটি ছোট স্কুলে যায়। যে বড় রাস্তার ধারে ইহাদের বাড়ি সেখান হইতে কিছু দূরে গিয়া একটা একতলা বাড়িতে স্কুল। জন পাচেক মাস্টার, ভাঙ্গা বেঞ্চি, হাতল-ভাঙ্গা চেয়ার, তেলকালি-ওঠা ব্লাক-বোর্ড, পুরান ম্যাপ খানকতক—ইহাই স্কুলের আসবাব। স্কুলের সামনেই খোলা ড্রেন, অপুদের ক্লাস হইতে বাহিরে চাহিলে পাশের বাড়ির চুনবালির কাজ বিরহিত নগ্ন ইটের দেওয়াল নজরে পড়ে। সে স্কুলে যাইতে দেখে ধাঙড় ড্রেন সাফ করিতে করিতে চলিয়াছে, স্থানে স্থানে ময়লা জড় করা। সারাদিন স্কুলের মধ্যে কেমন একটা বদ্ধ বাতাসের গন্ধ, অপুর মাথার মধ্যে কেমন করে, স্কুলের বাহিরে আসিয়াও যেন সেটা কাটিতে চাহে না। তাহার ভাল লাগে না, মোটেই ভাল লাগে না, শহরের এই সব ইট-সিমেন্টের কাণ্ড-কারখানায় তাহার যেন হাঁফ ধরে; কেমন যেন দম আটকাইয়া আসে। কিসের অভাবে প্রাণটা যেন আকুলি-বিকুলি করে; সে বুঝিতে পারে না কিসের অভাবে। —বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(7)

কেশব—বৃন্দাবন, তুমি যে যথার্থই মানুষ, তা'তে আমার কোন সন্দেহ নাই।

বৃন্দাবন—আমারও নেই। তারপরে?

কেশব—তোমাকে উপদেশ দিচ্ছিনে, সে অহঙ্কার আমার কাল থেকে গেছে, শুধু বন্ধুর মত জিজ্ঞাসা কচ্ছি, এ গাঁয়ে তুমি যেন নিজের অর্থ ও সময় নষ্ট করে ছেলেদের শিক্ষা দিচ্ছ, কিন্তু আরও কত শত-সহস্র গ্রাম রয়েছে, সেখানে 'ক' 'খ' শেখাবার বন্দোবস্ত নেই। আচ্ছা, এ কাজ কি গভর্নমেন্টের উচিত নয়?

বৃন্দাবন—তোমার প্রশ্নটা ঠিক ওই পোড়োদের মত হল। দোষের জন্য রাখুকে মারতে যাও দিকি, সে তখনই দুই হাত তুলে বলবে—'পণ্ডিত মশাই, মেধোও মেরেছে।' অর্থাৎ মধুর দোষ দেখিয়ে দিতে পারলে যেন রাখুর আর দোষ থাকে না। এই দেশজোড়া মূঢ়তার প্রায়শ্চিত্ত নিজে ত করি ভাই, তার পরে দেখা যাবে, গভর্নমেণ্ট তাঁর কর্তব্য করেন কি না। নিজের কর্তব্য করার আগে পরের কর্তব্য আলোচনা করলে পাপ হয়।

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(8)

শ্রম যে আত্মসম্মানের অণুমাত্রও হানিজনক নহে, এ বোধ আমাদের মধ্যে এখনও জাগে নাই। জগতের অন্যত্র মানব-সমাজ শ্রমের উপর নির্ভর করিয়া কত কি বিস্ময়কর বস্তু করিতেছে আর আমরা কায়িক পরিশ্রম ঘৃণা করিয়া দিন দিন দুর্গতি ও হীনতায় ডুবিতেছি। যাহারা শ্রমবিমুখ, জীবন-সংগ্রামে তাহাদের পরাজয় অনিবার্য। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে অযোগ্যের পরিত্রাণ নাই। যাহারা যোগ্যতম তাহারাই বাঁচিবার অধিকারী। সুতরাং পরিশ্রমের অমর্যাদা আত্মহত্যারই নামান্তর। 'ভদ্রসন্তান খাটিয়া খাইবে'—একথা আমরা চিন্তাই করিতে পারি না। শত অপমান সহিয়া চাকুরি করিব, অন্যের গলগ্রহ হইয়া কষ্ট পাইব, তথাপি স্বাধীনভাবে পরিশ্রমের দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহের কথা ভাবিতে পারিব না। উহাতে কেবল আমার অপমান নহে, আমার পূর্বপুরুষগণের সম্ভ্রমনাশ ঘটিবে। এই কুসংস্কার আমাদের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে।

—সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত

(9)

আজকাল বিজ্ঞানের দ্বারা যে সকল অসাধ্য সাধন হইতেছে—তাহা বহু লোকের ক্ষুদ্র চেষ্টারই ফলে। মানুষ পূর্বে একান্ত অসহায় ছিল। বুদ্ধি, চেষ্টা ও সহিষ্ণুতার বলে আজ সে পৃথিবীর রাজা হইয়াছে। কত কষ্ট ও কত চেষ্টার পর যে মনুষ্য বর্তমান উন্নতি লাভ করিয়াছে—তাহা আমরা

কল্পনাও করিতে পারি না। কে প্রথম আগুন জ্বালাইতে শিখাইল, কে প্রথমে ধাতুর ব্যবহার শিক্ষা দিল, কে লেখার প্রথা আবিষ্কার করিল তাহা আমরা কিছুই জানি না। এইমাত্র জানি যে প্রথমে যাহারা কোন নূতন প্রথা প্রচলন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহারা পদে পদে অনেক বাধা পাইয়াছিলেন। অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে অনেক নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। এত কষ্টের পরেও অনেকে তাঁহাদের চেষ্টা সফল দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। আপাততঃ মনে হয় তাঁহাদের চেষ্টা একেবারে বৃথা গিয়াছে। কিন্তু কোন চেষ্টাই একেবারে বিফলে যায় না। —জগদীশচন্দ্র বসু

(10)

আমাদের পোস্টমাস্টার কলিকাতার ছেলে। জলের মাছকে ডাঙ্গায় তুলিলে যে রকম হয়, এই গণ্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্টমাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাঁহার আফিস; অদূরে একটি পানা-পুকুর এবং তাহার চারি পাড়ে জঙ্গল। কুঠির গোমস্তা প্রভৃতি যে-সকল কর্মচারী আছে তাহাদের ফুরসত প্রায় নাই এবং তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্তও নহে। বিশেষতঃ কলিকাতার ছেলে ভাল করিয়া মিশিতে জানে না। অপরিচিত স্থানে গেলে হয় উদ্ধত হয়, নয় অপ্রতিভ হইয়া থাকে। এই কারণে স্থানীয় লোকের সহিত তাহার মেলামেশা হইয়া উঠে না অথচ হাতে অধিক কাজ নাই। কখনো কখনো দুটো একটা কবিতা লিখিতে চেষ্টা করে। —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(11)

সুরেশের একদিকে গায়ে জোর ছিল যেমন অসাধারণ, অন্য দিকে অন্তরটা ছিল তেমনই কোমল, তেমনই স্নেহশীল। পরিচিত-অপরিচিত কাহারও কোন দুঃখকষ্টের কথা শুনিলে তাহার কান্না আসিত। সে ছেলেবেলায় একটা মশা-মাছি পর্যন্ত মারিতে পারিত না। জৈন মাড়োয়ারীদের দেখাদেখি কতদিন সে পকেট ভরিয়া সুজি এবং চিনি লইয়া স্কুল কামাই করিয়া গাছতলায় ঘুরিয়া পিপীলিকা ভোজন করাইয়াছে। জীবনে

সে কতবার মাছ-মাংস ছাড়িয়াছে ও ধরিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। যাহাকে ভালবাসিত তাহার জন্য সে কি করিয়া কি করিবে তাহা ভাবিয়া পাইত না। স্কুলে মহিম ছিল ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ছেলে। অথচ তাহার গায়ের জামা-কাপড় ছেঁড়া-খোঁড়া, পায়ের জুতা জীর্ণ পুরাতন, দেহটি শীর্ণ, মুখখানি ম্লান। এই-সব দেখিয়াও সে প্রথমে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং অত্যল্পকালের মধ্যেই উভয়ের এই আকর্ষণ বন্যার জলের মত এমনি বাড়িয়া উঠে যে, সমস্ত বিদ্যালয়ের ছেলেদের তাহা এক আলোচনার বিষয় হইয়া পড়ে।

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(12)

মেয়েটি কথা কহিল না ; মাটির শূন্য কলসীটি তুলিয়া লইয়া সেই রৌদ্রের মাঝেই চোখ মুছিতে মুছিতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। সে চোখের আড়াল হইতেই কিন্তু গফুরের বুকে শেল বিঁধিল। মা-মরা মেয়েটিকে সে যে কি করিয়া মানুষ করিয়াছে—সে কেবল সেই জানে। তাহার মনে পড়িল তাহার এই স্নেহশীলা কর্তব্যপরায়ণা শান্ত মেয়েটির কোন দোষ নাই। ক্ষেতের সামান্য ধান কয়টি ফুরানো পর্যন্ত তাহার পেট ভরিয়া দুবেলা অন্ন জুটে না। কোনদিন এক বেলা, কোনদিন বা তাও নয়। দিনে পাঁচ-ছয় বার খাওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনিই মিথ্যা এবং পিপাসার জল না থাকার হেতুও তাহার অবিদিত নয়। গ্রামে যে দুই-তিনটা পুষ্করিণী আছে তাহা একেবারে শুষ্ক।

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(13)

রত্নাকরের রাম নাম উচ্চারণে অধিকার ছিল না। অগত্যা 'মরা' 'মরা' বলিয়া তিনি উদ্ধার লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন। এই পুরাতন পৌরাণিক নজিরের দোহাই দিয়া আমাদিগকেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম কীর্তনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ঐ নাম গ্রহণ করিতে আমাদের কোনরূপ অধিকার আছে কি না, সে-বিষয়ে ঘোর সংশয় রহিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা

এত বাঁকা যে তাঁহার নামগ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম স্পর্ধার কথা বিবেচিত হইতে পারে। বাগ্‌যত কর্মনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও আমাদের মত বাক্‌সর্বস্ব সাধারণ বাঙ্গালী, উহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

(14)

প্রতাপ। ঐ সেই চিতোর! ঐ সেই দুর্জয় দুর্গ, যা একদিন রাজপুতের ছিল। ঐ সেই বহু পুরুষের স্মৃতিস্নাত চিতোর, যা উদ্ধার করব ভেবেছিলাম, কিন্তু পারলাম না। কার্য প্রায় সমাধা করে এনেছিলাম—কিন্তু তার পূর্বেই দিবা অবসান হল। কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেলো।

পৃথ্বীরাজ। তার জন্যে চিন্তা নাই, প্রতাপ।

প্রতাপ। চিন্তা থাকত না, যদি বীরপুত্র রেখে যেতে পারতাম। আমার মনে হচ্ছে অমর বাদসাহী সম্মানের লোভে আমার পুনরর্জিত রাজ্য মোগলের হাতে সঁপে দেবে।

গোবিন্দ সিংহ। সে ভয়ের কারণ নেই রাণা।

প্রতাপ। কারণ আছে গোবিন্দসিংহ। অমর বিলাসী—সে দারিদ্র্যের বিষ সহ্য করতে পারবে না; তাই ভয় হয় যে আমি মরে গেলে এ কুটীরের জায়গায় প্রাসাদ নির্মিত হবে।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

(15)

আমার কি হবে জানি না—জানি না আজকের এইসব জীবন কি হবে। শুধু জানি জগতে জাগতে হবে। আজ আমার চোখের সামনে শুধু সেই ছবি জাগে—মিলিত ভারত। এক উন্নত গৌরবান্বিত জাতি। তখন আমি জীবিত থাকি বা না থাকি, আমার পুত্রকন্যা জীবিত থাকে বা না থাকে, এই জাতি জাগবে, আত্মপ্রতিষ্ঠায়, আত্মগরিমায়—এই আমার একমাত্র কামনা। প্রয়োজন হলে এই সাধনায় আমি আমার জীবনের প্রিয়তম যা কিছু সব বিসর্জন দিব এবং এই সাধনায় যদি মরে যাই—ক্ষতি কি? যদি মরি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আবার আমি এই মাটিতেই জন্মাব। বারে বারে, প্রতি জন্মে জন্মে আবার আসব, যতদিন না আমার আশা ও ধ্যান মূর্ত হয়ে উঠ্‌বে।

—চিত্তরঞ্জন দাশ

(16)

সিরাজ অনন্যোপায় হইয়া আর একবার মীরজাফরকে উত্তেজিত করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। মীরজাফর অনেক ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে প্রিয় পুত্র মীরন এবং পাত্রমিত্রদের সহিত সতর্ক পদবিক্ষেপে সিরাজ-শিবিরে প্রবেশ করিলেন। মীরজাফর ভাবিয়াছিলেন, সিরাজ হয়ত তাঁহাকে বন্দী করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু শিবিরে প্রবেশ করিবামাত্র সিরাজ তাঁহার সম্মুখে রাজমুকুট রাখিয়া দিয়া বলিলেন—'যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, তুমি ভিন্ন রাজমুকুট রক্ষা করে এমন আর কেহ নাই। মাতামহ জীবিত নাই। তুমিই এখন তাঁহার স্থান পূর্ণ কর। আলিবর্দির পুণ্য নাম স্মরণ করিয়া আমার মানসম্ভ্রম ও জীবন রক্ষায় সহায়তা কর।' মীরজাফর সসম্ভ্রমে রাজমুকুটকে কুর্নিশ করিয়া বলিলেন—'অবশ্যই শত্রুজয় করিব, কিন্তু আজ দিবা অবসানপ্রায় হইয়াছে, সিপাহীরা রণশ্রমে ক্লান্ত। আজ তাহারা শিবিরে প্রত্যাগমন করুক, প্রভাতে আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিব।'

—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

(17)

'এক পৃথিবী' হচ্ছে খুবই এক প্রশংসনীয় আদর্শ; একে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে ওয়েণ্ডেল উইলকি—যাঁর অকালমৃত্যু হলো আমেরিকার জাতীয় জীবনের পক্ষে এক পরম ক্ষতি—তিনি গণতন্ত্রের যশোমন্দিরে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এক নয় এ পৃথিবী। পৃথিবী হয়ে পড়েছে বিভক্ত আর এই তথ্যটির সম্মুখীন না হওয়ার দরুন অনেক কিছুই চলে যাচ্ছে আমাদের নাগালের বাইরে। সম্ভবতঃ একদিন একই হয়ে উঠবে পৃথিবী, আর তাই যে প্রশ্ন আপনিই জেগে উঠে তা হলো এই যে, সে কি তখন হবে এক জনগণ-শাসিত জগৎ, না এক ডিক্টেটর-শাসিত জগৎ। এই নিয়েই চলেছে যত-সব তর্ক, সম্মেলন, বক্তৃতা আর কলহ।

(18)

তিন দিন পরে স্কুলের ছুটির পর বাহির হইয়াই দেখি, ইন্দ্র গেটের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখ অত্যন্ত শুষ্ক, পায়ে জুতা নাই—

হাঁটু পর্যন্ত ধুলায় ভরা। এই অত্যন্ত দীন চেহারা দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম! বড়লোকের ছেলে, বাইরে সে একটু বিশেষ বাবু। এমন অবস্থা তাহার আমি ত দেখি নাই—বোধ করি আর কেহও দেখে নাই। ইশারা করিয়া মাঠের দিকে আমাকে ডাকিয়া লইয়া ইন্দ্র বলিল—দিদি নেই; কোথায় চলে গেছেন। কাল থেকে আমি যে কত জায়গায় খুঁজেছি কিন্তু দেখা পেলাম না। তোকে একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছেন, এই নে,—বলিয়া একখানা ভাঁজ করা হলদে রঙের কাগজ আমার হাতে গুঁজিয়া দিয়া সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। —শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(19)

এইরূপ কথোপকথনে আসক্ত হইয়া কিয়ৎ দূরে আগমন করিয়া রাজা মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবরাজ-সারথে! ঐ যে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত স্বর্ণ-নির্মিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, ও পর্বতের নাম কি? মাতলি কহিলেন, মহারাজ! ও হেমকূট পর্বত, কিন্নর ও অপ্সরাদিগের বাসভূমি, তপস্বীদের তপস্যা-সিদ্ধির সর্বপ্রধান স্থান; ভগবান্ কশ্যপ এই পর্বতে তপস্যা করেন। তখন রাজা কহিলেন, তবে আমি ভগবান্‌কে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া যাইব। এতাদৃশ মহাত্মার নাম শ্রবণ করিয়া, বিনা প্রণাম-প্রদক্ষিণে চলিয়া যাওয়া অবিধেয়। অতএব আপনি রথ স্থির করুন, আমি এই স্থানেই অবতীর্ণ হইতেছি।

মাতলি রথ স্থির করিলেন। রাজা রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবরাজ-সারথে! এই পর্বতের কোন্ অংশে ভগবানের আশ্রম? মাতলি কহিলেন, মহারাজ! আশ্রম অতিদূরবর্তী নহে; চলুন, আমি সমভিব্যাহারে যাইতেছি। —ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

(20)

কঙ্কণ প্রদেশে বর্ষাকালে প্রকৃতি অতি ভীষণ রূপ ধারণ করে; ১৬৬৩ খ্রীঃ অব্দের বসন্তকালেই একদিন সায়ংকালে সেইরূপ ঘোর ঘটা দৃষ্ট হইয়াছিল। সূর্য এখনও অস্ত যায় নাই, অথচ সমস্ত আকাশ দীর্ঘবিলম্বী অতিকৃষ্ণ

মেঘরাশিতে আবৃত ও চারিদিকে পর্বতশ্রেণী ও অরণ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। পর্বতে, উপত্যকায়, অরণ্যমধ্যে, প্রান্তরে, আকাশে বা মেদিনীতে শব্দমাত্র নাই, যেন অচিরে প্রচণ্ড বাত্যা আসিবে জানিয়া সমস্ত জগৎ ভয়ে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। নিকটস্থ পর্বতের উপর দিয়া গমনাগমনের পথগুলি ঈষৎ দেখা যাইতেছে। দূরস্থ বিশাল পাদপাবৃত পর্বতগুলি গাঢ়তর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে, আর নীচে উপত্যকা অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। পর্বত-প্রবাহিণী জলপ্রপাতগুলি কোথাও রৌপ্যগুচ্ছের ন্যায় দেখা যাইতেছে, কোথাও অন্ধকারে লীন হইয়া কেবল শব্দমাত্রে আপন পরিচয় দিতেছে।

—রমেশচন্দ্র দত্ত

(21)

আমাদের দেশে সহস্র সহস্র দৃঢ়চিত্ত নিঃস্বার্থ সন্ন্যাসী আছেন, তাঁহারা এখন গ্রামে গ্রামে যাইয়া লোককে ধর্ম শিখাইতেছেন। যদি তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলিকে সাংসারিক প্রয়োজনীয় বিদ্যাসমূহের শিক্ষকরূপে সংগঠন করা যায়, তবে তাঁহারা এখন যেমন একস্থান হইতে অপর স্থানে, লোকের দ্বারে দ্বারে ধর্মশিক্ষা দিয়া বেড়াইতেছেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাও শিখাইবেন। মনে করুন, এইরূপ দুইজন লোক একখানি ক্যামেরা, একটি গোলক, কতকগুলি ম্যাপ প্রভৃতি লইয়া কোন গ্রামে গেলেন। সেই ক্যামেরা, ম্যাপ প্রভৃতির সাহায্যে তাঁহারা অজ্ঞ লোকদিগকে জ্যোতিষ ও ভূগোলের অনেক তত্ত্ব শিখাইতে পারেন। তারপর যদি বিভিন্ন জাতির—জগতের প্রত্যেক দেশের লোকের বিবরণ গল্পচ্ছলে তাহাদের নিকট বলা যায়, তবে সমস্ত জীবন বই পড়াইলে তাহারা যা না শিখিতে পারিত, তাহা অপেক্ষা শতগুণে অধিক এইরূপে মুখে মুখে শিখিতে পারে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

(22)

ভারতবর্ষের প্রায় প্রতি প্রদেশেরই নাম ও সীমা কালক্রমে পরিবর্তিত হইয়াছে। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য এক ইংরেজ আমলেই একাধিকবার বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এখন যে

ভূখণ্ডকে আমরা বাংলাদেশ বলি এই শতাব্দীর প্রারম্ভেও তাহার অতিরিক্ত অনেক স্থান ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবার সম্প্রতি বাংলাদেশ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি বিভিন্ন দেশে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং এই পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক বিভাগের উপর নির্ভর করিয়া বাংলাদেশের সীমা নির্ণয় করা যুক্তিযুক্ত নহে। মোটের উপর যে স্থানের অধিবাসীরা বা তাহার অধিক সংখ্যক লোক সাধারণতঃ বাংলাভাষায় কথাবার্তা বলে তাহাই বাংলাদেশ বলিয়া গ্রহণ করা সমীচীন। এই সংজ্ঞা অনুসারে বাংলার উত্তর সীমায় হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত কয়েকটি পার্বত্য জনপদ বাংলার বাহিরে পড়ে, কিন্তু বর্তমান কালের পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ, আসামের অন্তর্গত কাছাড় ও গোয়ালপাড়া এবং বিহারের অন্তর্গত পূর্ণিয়া, মানভূম, সিংভূম ও সাঁওতাল পরগণার কতকাংশ বাংলার অংশ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

—ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার

(23)

অণুবীক্ষণ নামে একরকম যন্ত্র আছে, যাহাতে ছোটো জিনিসকে বড়ো করিয়া দেখায়। বড় জিনিসকে ছোটো দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থ-বিদ্যাশাস্ত্রে নির্দিষ্ট থাকিলেও ঐ উদ্দেশ্যে নির্মিত কোনো যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু 'বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত' বড়ো জিনিসকে ছোটো দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড়ো বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ গ্রন্থ একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতিমাত্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন এবং এই যে বাঙালীত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণকলেবর ধারণ করে। এই চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবলগিরির ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে; কাহারও সাধ্য নাই যে, সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে। —রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

(24)

প্রথমটা আমি তাচ্ছিল্যভরেই শুনিতেছিলাম; কিন্তু শেষে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়া বসিলাম। বক্তা ছিলেন একজন গ্রামেরই হিন্দুস্থানী প্রবীণ ভদ্রলোক। গল্প কেমন করিয়া বলিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন। তিনি বলিতেছিলেন, প্রেতযোনিতে যদি কাহারও সংশয় থাকে—যেন আজিকার এই শনিবার অমাবস্যা তিথিতে, এইগ্রামে আসিয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন করিয়া যান। তিনি যে জাত, যেমন লোকই হোন, এবং যত ইচ্ছা লোক সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, আজ রাত্রে মহাশ্মশানে যাওয়া তাঁহার পক্ষে নিষ্ফল হইবে না। আজিকার ঘোর রাত্রে এই শ্মশানচারী প্রেতাত্মাকে শুধু যে চোখে দেখা যায়, তাহা নয়; তাহার কণ্ঠস্বর শুনা যায়, এবং ইচ্ছা করিলে তাহার সহিত কথাবার্তা পর্যন্ত বলা যায়। আমি ছেলেবেলার কথা স্মরণ করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম। বৃদ্ধ তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, আপনি আমার কাছে আসুন। আমি নিকটে সরিয়া গেলাম। তিনি প্রশ্ন করিলেন, আপনি বিশ্বাস করেন না? —শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(25)

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে মা-গঙ্গার উপকূলে ইন্দ্র যখন আমাকে নিতান্ত অকারণে একাকী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, তখন কান্না আর আমি সামলাইতে পারিলাম না। তাহাকে ভালবাসিয়াছিলাম, সে তাহার কোন মূল্যই দিল না। পরের বাড়ীর যে কঠিন শাসন-পাশ উপেক্ষা করিয়া তাহার সঙ্গে গিয়াছিলাম, তাহার এতটুকু মর্যাদা রাখিল না, উপরন্তু অপয়া অকর্মণ্য বলিয়া একান্ত অসহায় অবস্থায় বিদায় দিয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেল। তাহার এই নিষ্ঠুরতা আমাকে যে কত বিঁধিয়াছিল, তাহা বলিবার চেষ্টা করাও বাহুল্য। তারপরে অনেক দিন সেও আর সন্ধান করিল না, আমিও না। দৈবাৎ পথে-বাটে যদি কখনও দেখা হইয়াছে, এমন করিয়া মুখ ফিরাইয়া আমি চলিয়া গিয়াছি, যেন তাহাকে দেখিতে পাই নাই; কিন্তু আমার এই 'যেন'টা আমাকেই শুধু সারাদিন তুষের আগুনে দগ্ধ করিত,

তাহার কতটুকু ক্ষতি করিতে পারিত! ছেলেমহলে সে একজন মস্ত লোক। ফুটবল ক্রিকেটের দলে কর্তা, জিম্ন্যাষ্টিক আখড়ার মাষ্টার। তাহার কত অনুচর, কত ভক্ত! আমি তাহার তুলনায় কিছুই নয়!

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(26)

এক-একদিন মহাভারতের যুদ্ধের কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হয়, যুদ্ধ জিনিসটা মহাভারতে বড় কম লেখা আছে। ইহার অভাব পূর্ণ করিবার জন্য এবং আশ মিটাইয়া যুদ্ধ জিনিসটা উপভোগ করিবার জন্য সে এক উপায় বাহির করিয়াছে। একটা বাঁখারি কিংবা হাল্কা কোনো গাছের ডালকে অস্ত্রস্বরূপ হাতে লইয়া সে বাড়ীর পিছনে বাঁশবাগানের পথে অথবা বাহিরের উঠানে ঘুরিয়া বেড়ায় ও আপন মনে বলে—তারপর দ্রোণ তো একেবারে দশবাণ ছুঁড়িলেন, অর্জুন করিলেন কি, না, একেবারে দুশোটা বাণ দিলেন মেরে! তারপর, ওঃ সে কি যুদ্ধ! কি যুদ্ধ! বাণের চোটে চারিদিক্ অন্ধকার হয়ে গেল। তারপর অর্জুন করিলেন কি, না, ঢাল আর তরোয়াল নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে পড়লেন—পড়ে এই যুদ্ধ! ......দুর্যোধন এলেন, ভীম এলেন—বাণে বাণে অন্ধকার করে ফেলেচে —আর কিছু দেখা গেল না।...মহাভারতের রথিগণ মাত্র অষ্টাদশ দিবস যুদ্ধ করিয়া নাম কিনিয়া গিয়াছেন, কিন্তু রক্ত-মাংসের দেহে জীবন্ত থাকিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন যশোলাভের পথ ক্রমশঃই কিরূপ দুর্গম হইয়া পড়িতেছে! বালকের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিতে তাঁহারা মাসের পর মাস সমানভাবে অস্ত্রচালনা করিতে পারিতেন কি?

—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(27)

তুমি চলিয়া যাইতেছ—তুমি কিছুই জানো না, পথের ধারে তোমার চোখে কি পড়িতে পারে, তোমার ডাগর নবীন চোখ বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় চারিদিক্কে গিলিতে গিলিতে চলিয়াছে—নিজের আনন্দের এ হিসাবে

তুমিও একজন দেশ-আবিষ্কারক। অচেনার আনন্দকে পাইতে হইলে পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, তাহার মানে নাই। আমি যেখানে আর কখনো যাই নাই, আজ নতুন পা দিলাম, যে নদীর জলে নতুন স্নান করিলাম, যে গ্রামের হাওয়ায় শরীর জুড়াইল, আমার আগে সেখানে কেহ আসিয়াছিল কি না, তাহাতে আমার কি আসে যায়? আমার অনুভূতিতে তাহা যে অনাবিষ্কৃত দেশ। আমি আজ সর্বপ্রথম মন, বুদ্ধি, হৃদয় দিয়া উহার নবীনতাকে আস্বাদ করিলাম যে!

আমডোব! ছোট চাষীদের গাঁ-খানা—কেমন নামটি! মেয়েরা উঠানে বিচালি কাটিতেছে, ছাগল বাঁধিতেছে, মুরগীকে ভাত খাওয়াইতেছে, বড় লোকেরা পাট শুকাইতেছে, বাঁশ কাটিতেছে—দেখিতে দেখিতে গাঁ পিছনে ছাড়িয়া একেবারে বাইরের মাঠ···বিলে জল থৈ থৈ করিতেছে—উড়ি ধানের ক্ষেত্রে বক বসিয়া আছে······লাল ফুলের পাতা ও ফুটন্ত ফুলে জল দেখা যায় না! —বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(28)

পাষাণে ঘটনা যদি অঙ্কিত হইত তবে কতদিনকার কত কথা আমার সোপানে সোপানে পাঠ করিতে পারিতে। পুরাতন কথা যদি শুনিতে চাও তবে আমার এই ধাপে বইস; মনোযোগ দিয়া জলকল্লোলে কান পাতিয়া থাকো, বহু দিনকার কত বিস্মৃত কথা শুনিতে পাইবে।

আমার আর-এক দিনের কথা মনে পড়িতেছে। সেও ঠিক এইরূপ দিন। আশ্বিন মাস পড়িতে আর দুই-চারি দিন বাকি আছে। ভোরের বেলায় অতি ঈষৎ মধুর নবীন শীতের বাতাস নিদ্রোত্থিতের দেহে নূতন প্রাণ আনিয়া দিতেছে। তরুপল্লব অমনি একটু শিহরিয়া উঠিতেছে।

ভরা গঙ্গা। আমার চারিটি মাত্র ধাপ জলের উপরে জাগিয়া আছে। জলের সঙ্গে স্থলের সঙ্গে যেন গলাগলি। তীরে আম্রকাননের নীচে যেখানে কচুবন জন্মিয়াছে সেখানে পর্যন্ত গঙ্গার জল গিয়াছে। নদীর ওই বাঁকের কাছে তিনটি পুরাতন ইটের পাঁজা চারিদিকে জলের মধ্যে জাগিয়া রহিয়াছে।

জেলেদের যে নৌকাগুলি ডাঙার বাবলাগাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা ছিল সেগুলি প্রভাতে জোয়ারের জলে ভাসিয়া উঠিয়া টলমল করিতেছে—দুরন্ত-যৌবন জোয়ারের জল রঙ্গ করিয়া তাহাদের দুই গালে ছলছল করিয়া আঘাত করিতেছে, তাহাদের কর্ণ ধরিয়া মধুর পরিহাসে নাড়া দিয়া যাইতেছে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(29)

এক দিন এইরূপে আম্রতরুচ্ছায়াশীতল গ্রামের পথে যজ্ঞনাথ মধ্যাহ্নে বেড়াইতেছিলেন, দেখিলেন, একজন অপরিচিত বালক গ্রামের ছেলেদের সর্দার হইয়া উঠিয়া একটা সম্পূর্ণ নূতন উপদ্রবের পন্থা নির্দেশ করিতেছে। অন্যান্য বালকেরা তাহার চরিত্রের বল এবং কল্পনার নূতনত্বে অভিভূত হইয়া কায়মনে তাহার বশ মানিয়াছে।

অন্য বালকেরা বৃদ্ধকে দেখিয়া যেরূপ খেলায় ভঙ্গ দিত, এ তাহা না করিয়া চট্ করিয়া আসিয়া যজ্ঞনাথের গায়ে চাদর ঝাড়া দিল এবং একটা বন্ধনমুক্ত গিরগিটি চাদর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাহার গা বাহিয়া অরণ্যাভিমুখে পলায়ন করিল—আকস্মিক ত্রাসে বৃদ্ধের সর্ব-শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ছেলেদের মধ্যে ভারি একটা আনন্দের কলরব পড়িয়া গেল। আর কিছুদূর যাইতে না যাইতে যজ্ঞনাথের স্কন্ধ হইতে হঠাৎ তাহার গামছা অদৃশ্য হইয়া অপরিচিত বালকটির মাথায় পাগড়ির আকার ধারণ করিল।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(30)

আমার পাঁচ বছর বয়সের ছোট মেয়ে মিনি একদণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে সে কেবল একটি বৎসর কাল ব্যয় করিয়াছিল। তাহার পর হইতে যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে এক মুহূর্ত মৌনভাবে নষ্ট করে না। তাহার মা অনেক সময় ধমক দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু আমি তাহা পারি না। মিনি চুপ করিয়া থাকিলে এমনি অস্বাভাবিক দেখিতে হয় যে, সে আমার

বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। এইজন্য আমার সঙ্গে তাহার কথোপকথনটা কিছু উৎসাহের সহিত চলে।

সকালবেলায় আমার নভেলের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে হাত দিয়াছি এমন সময় মিনি আসিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল, "বাবা, রামদয়াল দারোয়ান কাককে কৌয়া বলছিল, সে কিছু জানে না। না?"

আমি পৃথিবীতে ভাষার বিভিন্নতা সম্বন্ধে তাহাকে জ্ঞান দান করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই সে দ্বিতীয় প্রসঙ্গে উপনীত হইল। —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(31)

আমি মিনির অমূলক ভয় ভাঙাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া আনিলাম—সে আমার গা ঘেঁসিয়া কাবুলিওয়ালার মুখ এবং ঝুলির দিকে সন্দিগ্ধ নেত্রক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাবুলিওয়ালা ঝুলির মধ্য হইতে কিস্‌মিস্ খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছুতেই লইল না, দ্বিগুণ সন্দেহের সহিত আমার হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল। প্রথম পরিচয়টা এমনিভাবে গেল।

কিছুদিন পরে একদিন সকালবেলায় আবশ্যকমত বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় দেখি, আমার দুহিতাটি দ্বারের সমীপস্থ বেঞ্চির উপর বসিয়া অনর্গল কথা কহিয়া যাইতেছে এবং কাবুলিওয়ালা তাহার পদতলে বসিয়া সহাস্যমুখে শুনিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে নিজের মতামতও দোঁ-আঁশলা বাংলায় ব্যক্ত করিতেছে। মিনির পঞ্চবর্ষীয় জীবনের অভিজ্ঞতায় বাবা ছাড়া এমন ধৈর্যবান্ শ্রোতা সে কখনো পায় নাই। আবার দেখি, তাহার ক্ষুদ্র আঁচল বাদাম-কিস্‌মিসে পরিপূর্ণ। —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(32)

মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রহমত মাটিতে বসিয়া পড়িল। সে হঠাৎ স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, তাহার মেয়েটিও ইতিমধ্যে এইরূপ বড়ো হইয়াছে, তাহার সঙ্গে আবার নূতন আলাপ করিতে হইবে—তাহাকে ঠিক পূর্বের মতো তেমনটি আর পাইবে না। এ আট বৎসরে তাহার কী

হইয়াছে তাই বা কে জানে? সকালবেলায় শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্রকিরণের মধ্যে সানাই বাজিতে লাগিল, রহমৎ কলিকাতার এক গলির ভিতরে বসিয়া আফগানিস্থানের এক মরুপর্বতের দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

আমি একখানি নোট লইয়া তাহাকে দিলাম। বলিলাম, "রহমৎ, তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও; তোমাদের মিলনসুখে আমার মিনির কল্যাণ হউক।"

এই টাকাটা দান করিয়া হিসাব হইতে উৎসব-সমারোহের দুটো একটা অঙ্গ ছাঁটিয়া দিতে হইল। যেমন মনে করিয়াছিলাম তেমন করিয়া ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বালাইতে পারিলাম না, গড়ের বাদ্যও আসিল না, অন্তঃপুরে মেয়েরা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মঙ্গল-আলোকে আমার শুভ উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(33)

কিন্তু পাতলা এনামেলের বাটিতে টুং করে শব্দ উঠতেই—সর্বনাশ! আবুর মুখ গেলো কালো, বিবর্ণ হয়ে। ভয়ে মুখ একেবারে আমসির মত শুকিয়ে চিমসে হয়ে এলো। কোথায় গেলো আকাশের রোদ আর কোথায় বা তার অজস্র ঢেউ! অন্ধকারে সমস্ত একাকার হয়ে গেছে, পায়ের তলা থেকে পৃথিবী নেমে যাচ্ছে রসাতলে! আবুর শরীরে আর এতটুকু বশ নেই, সে এক্ষুণি মাথা ঘুরে মাটির উপর পড়ে যাবে নিশ্চয়।

সর্বনাশ! পয়সা দিতে ভিখারীকে সে পকেট থেকে একটা আধুলি দিয়ে ফেলেছে! তার মামীমার আধুলি! সাবানের টাকার ভাঙ্‌তি! সেই সাড়ে দশ আনার আধুলি? সমস্ত রাস্তা-ঘাট, দালান-বালাখানা মাঠ-বাজার তার কাছে প্রকাণ্ড এক সর্ষে-ক্ষেত বলে মনে হল। চোখের সামনে সে কণা কণা অগুন্‌তি হলুদ ফুল দেখছে! পয়সা আর আধুলির সমান আকার ও প্রায় সমান ওজন। স্ফূর্তির বাড়াবাড়িতে তার এই মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। এখন মামীমার কাছে গিয়ে সে কী জবাবদিহি দেবে? —শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেন

(34)

বৎসরের শেষ, আখেরী কিস্তির খাজানা আদায়ের সময়। প্রাচীন সরকার বংশের সাড়ে সাত গণ্ডার অংশীদার বনবিহারী সরকার খাজানা আদায়ে চলিয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসরের প্রৌঢ় যথাসম্ভব দ্রুত গমনে চলিয়াছেন। মাথায় ছাতা সত্ত্বেও তাঁহার গৌরবর্ণ রৌদ্রের উত্তাপে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার পিছনে চলিয়াছে তাঁহার বাড়ীর একমাত্র ভৃত্য, নিম্নজাতীয় একটি বালক—নাম নন্দলাল। নন্দলাল তাঁহার সব—গোরু-বাছুরের সেবাও করে, বাজারও করে—আবার চাপরাশীও সাজে। বয়সের অনুপাতে নন্দলাল দৈর্ঘ্যে অনেকটা খাটো, হাত-পা নাড়িলে পুতুলের মত দেখায়, গায়ের রঙ গাঢ় কালো—সর্বাঙ্গের মধ্যে তাহার গোলগাল দুইটি চোখ ও দুই পাটী দাঁত। নন্দলালের বগলে সরকার মহাশয়ের আদায়ের কাগজপত্রের দপ্তর—আঙুলে ঝোলানো দড়িতে বাঁধা দোয়াত ও কলম—অন্য হাতে প্রকাণ্ড এক লাঠি। —শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(35)

কৌটিল্য বলেছেন, মাছ কখন জল খায় আর রাজপুরুষ কখন ঘুষ নেয়, তা জানা যায় না। কিন্তু একটা কথা তিনি বলেন নি—ঘুষগ্রাহী অনেক ক্ষেত্রে নিজেই বুঝতে পারে না যে সে ঘুষ নিচ্ছে। পাপ সব সময় স্থূলরূপে দৃষ্টিগোচর হয় না, অনেক সময় সূক্ষ্ম বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে দেখা দেয়, তখন তার স্বরূপ চেনা বড়ই কঠিন। স্পষ্ট ঘুষ, প্রচ্ছন্ন ঘুষ, আর নিষ্কাম উপহার এদের প্রভেদ নির্ণয় সকল ক্ষেত্রে করা যায় না। মনে করুন, রামবাবু একজন উচ্চপদস্থ লোক, তাঁর অফিসে একটি ভাল চাকরি খালি আছে। যোগ্যতম প্রার্থীকেই মনোনীত করা তাঁর কর্তব্য। শ্যামবাবুর জামাই একজন প্রার্থী, যথানিয়মে দরখাস্ত করেছে। শ্যামবাবু রামবাবুকে বললেন, আপনার হাতেই তো সব, দয়া করে আমার জামাইকেই সিলেক্ট করবেন, হাজার টাকা দিচ্ছি, বাহাল হয়ে গেলে আরও হাজার টাকা দেব। এ হল

অতি স্থূল ঘুষ, নির্লজ্জ পাকা ঘুষখোর কিংবা দুর্বলচিত্ত লোভী ভিন্ন কেউ নিতে রাজী হয় না। অথবা মনে করুন, রামবাবুর সঙ্গে শ্যামবাবুর ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। এক হাঁড়ি সন্দেশ এনে শ্যামবাবু বললেন, কাশী থেকে আমার মা এনেছেন, খেয়ো। আমার জামাইকে তো তুমি দেখেছ, অতি ভাল ছোকরা। তার দরখাস্তটা একটু বিবেচনা করে দেখো ভাই, তোমাকে আর বেশী কি বলব। এও স্থূল ঘুষ, যদিও পরিমাণে তুচ্ছ।

—রাজশেখর বসু

(36)

কিন্তু ধরুন, কোনও অনুরোধ না করে শ্যামবাবু একগোছা গোলাপফুল দিয়ে বললেন, আমাদের মধুপুরের বাগানে হয়েছে। এ হল সূক্ষ্ম ঘুষ, এর ফল নিতান্ত অনিশ্চিত, তবে নিরাপদ জেনেই শ্যামবাবু দিতে সাহস করেছেন। আশা করেন এতেই রামবাবুর মন ভিজবে। আবার মনে করুন, রামবাবুর মেয়ের অসুখ, শ্যামবাবুর স্ত্রী এসে দিনরাত সেবা করলেন, অসুখও সারল। এক্ষেত্রে তাঁর স্ত্রীর সেবা অনুমানিত অনুরোধ অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম ঘুষ হতে পারে, অথবা নিঃস্বার্থ পরোপকারও হতে পারে, স্থির করা সোজা নয়। রামবাবু যদি দৃঢ়চিত্ত সাধুপুরুষ হন তবে শ্যামের জামাইএর প্রতি কিছুমাত্র পক্ষপাত করবেন না, তবে অন্যভাবে কৃতজ্ঞতা অবশ্যই জানাবেন। কিন্তু রামবাবু যদি বন্ধুবৎসল কোমল প্রকৃতির লোক হন তবে শ্যামগৃহিণীর সেবা হয়তো জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁকে প্রভাবিত করবে। এ ছাড়া বাঙ্ময় ঘুষ আছে, যার আর্থিক মূল্য নেই, অর্থাৎ খোশামোদ বা প্রশংসা। নিপুণভাবে প্রয়োগ করিলে বুদ্ধিমান্ সাধুলোকও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়।

—রাজশেখর বসু

(37)

আজি-কালি বড় গোল শুনা যায় যে, আমাদের দেশের বড় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এতকাল আমাদিগের দেশ উৎসন্ন যাইতেছিল, এক্ষণে ইংরেজের শাসন-কৌশলে আমরা সভ্য হইতেছি। আমাদের দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে।

কি মঙ্গল, দেখিতে পাইতেছ না? ঐ দেখ, লৌহবর্ত্মে লৌহতুরঙ্গ, কোটি উচ্চৈঃশ্রবাকে বলে অতিক্রম করিয়া, এক মাসের পথ এক দিনে যাইতেছে। ঐ দেখ, ভাগীরথীর যে উত্তাল তরঙ্গমালায় দিগ্‌গজ ভাসিয়া গিয়াছিল, অগ্নিময়ী তরণী ক্রীড়াশীল হংসের ন্যায় তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া বাণিজ্যদ্রব্য বহিয়া ছুটিতেছে। কাশীধামে তোমার পিতার অন্ত প্রাতে সাংঘাতিক রোগ হইয়াছে—বিদ্যুৎ আকাশ হইতে নামিয়া তোমাকে সংবাদ দিল, তুমি রাত্রি মধ্যে তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলে। যে রোগ পূর্বে আরাম হইত না, এখন নবীন চিকিৎসাশাস্ত্রের গুণে ডাক্তারে তাহা আরাম করিল। যে ভূমিখণ্ড নক্ষত্রময় আকাশের ন্যায় অট্টালিকাময় হইয়া এখন হাসিতেছে, আগে উহা ব্যাঘ্র-ভল্লুকের আবাস ছিল।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(38)

সাজাহান। সত্য বলেছো কন্যা!

জাহানারা। পিতা সব, আর নিজে না খেয়ে পুত্রদের খাইও না; বুকের উপর রেখে ঘুম পাড়িও না; তাদের হাসিটি দেখার জন্য স্নেহের হাসিটি হেসো না। তারা সব কৃতঘ্নতার অঙ্কুর। তারা সব শিশুসয়তান। তাদের আধপেটা খাইয়ে মানুষ কোরো। তাদের সকালে বিকালে জোরে কষাঘাত কোরো। তাদের সারা জীবনটা চোখ রাঙিয়ে শাসিয়ে রেখো। তা হলে বোধ হয় তারা এই মহম্মদের মত বাধ্য, পিতৃভক্ত হবে। তাদের এই শাস্তি দিতে যদি তোমাদের বুকে ব্যথা লাগে ত বুক ভেঙে ফেলো, চোখে জল আসে ত চোখ উপড়ে তুলে ফেলো; আর্তনাদ করতে ইচ্ছা হয়ত নিজের টুঁটি চেপে ধোরো। ওঃ—

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

(39)

জাহানারা। বাবা, এই কারাগারের কোণে বসে অসহায় শিশুর মত ক্রন্দন করলে কিছু হবে না; পদাহত পঙ্গুর মত বসে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ ক'রে অভিশাপ দিলে কিছু হবে না, পাপী মুমূর্ষুর মত অন্তিমে একবার ঈশ্বরকে

দয়াময় বলে ডাক্‌লে কিছু হবে না। উঠুন, দলিত ভুজঙ্গের মত ফণা বিস্তার করে উঠুন ; হৃতশাবক ব্যাঘ্রীর মত প্রমত্ত বিক্রমে গর্জে উঠুন ; অত্যাচারে ক্ষিপ্ত জাতির মত জেগে উঠুন। নিয়তির মত কঠিন হৌন ; হিংসার মত অন্ধ হৌন ; সয়তানের মত ক্রূর হৌন। তবে তার সঙ্গে পার্‌বেন।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

(40)

চমকিয়া উঠিলাম। সম্মুখে চাহিয়া দেখি. ধূসর বালুর বিস্তীর্ণ প্রান্তর এবং তাহাকেই বিদীর্ণ করিয়া শীর্ণ নদীর বক্ররেখা আঁকিয়া বাঁকিয়া কোন্ সুদূরে অন্তর্হিত হইয়া গেছে। সমস্ত প্রান্তর ব্যাপিয়া এক একটা কাশের ঝোপ। অন্ধকারে হঠাৎ মনে হইল, এগুলো যেন এক-একটা মানুষ—আজিকার এই ভয়ঙ্কর অমানিশায় প্রেতাত্মার নৃত্য দেখিতে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে, এবং বালুকার আস্তরণের উপর যে যাহার আসন গ্রহণ করিয়া, নীরবে প্রতীক্ষা করিতেছে। মাথার উপর নিবিড় কালো আকাশে সংখ্যাতীত গ্রহতারকাও আগ্রহে চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে। হাওয়া নাই, শব্দ নাই ; নিজের বুকের ভিতরটা ছাড়া, যতদূর চোখ যায়, কোথাও এতটুকু প্রাণের সাড়া পর্যন্ত অনুভব করিবার জো নাই। যে রাত্রিচর পাখীটা একবার "বাপ্" বলিয়াই থামিয়াছিল, সেও আর কথা কহিল না। পশ্চিম মুখে ধীরে ধীরে চলিলাম—এই দিকেই সেই মহাশ্মশান।

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(41)

তখন কুন্দনন্দিনী স্বপ্ন দেখিল। দেখিল, যেন রাত্রি অতি পরিষ্কার জ্যোৎস্নাময়ী। আকাশ উজ্জ্বল নীল, সেই প্রভাময় নীল আকাশমণ্ডলে যেন বৃহৎ চন্দ্রমণ্ডল বিকাশ হইয়াছে। এত বড় চন্দ্রমণ্ডল কুন্দ কখনও দেখে নাই। তাহার দীপ্তিও অতিশয় ভাস্বর, অথচ নয়ন-স্নিগ্ধকর। কিন্তু সেই প্রকাণ্ড চন্দ্র-

মণ্ডল মধ্যে চন্দ্র নাই! তৎপরিবর্তে কুন্দ মণ্ডলমধ্যবর্তিনী এক অপূর্ব দেবীমূর্তি দেখিতে পাইল। সেই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্তিসনাথ চন্দ্রমণ্ডল যেন উচ্চ গগন পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে নীচে নামিতেছে। ক্রমে সেই চন্দ্রমণ্ডল যেন উচ্চ গগন পরিত্যাগ করিয়া কুন্দনন্দিনীর মস্তকের উপর আসিল। তখন কুন্দ দেখিল যে, সেই মণ্ডলমধ্যশোভিতা আলোকময়ী কিরীটকুণ্ডলাদিভূষণালঙ্কৃতা মূর্তি স্ত্রীলোকের আকৃতিবিশিষ্টা। রমণীর মুখমণ্ডল কারুণ্যপরিপূর্ণ; স্নেহপরিপূর্ণ হাস্য অধরে স্ফুরিত। তখন কুন্দ সভয়ে সানন্দে চিনিল যে, সেই করুণাময়ী তাহার বহুকালমৃতা প্রসূতির অবয়ব ধারণ করিয়াছে।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(42)

জন্মমৃত্যুর এই আবর্তগতি গাঢ়রূপে চিন্তা করিলে মনে আপনা হইতে দুইটি গভীর প্রশ্নের উদয় হয় না কি? প্রথম প্রশ্ন এই—যাহারা এই জগতে নূতন প্রবিষ্ট হইতেছে, তাহারা কোথা হইতে আসিল? কেন আসিল? কে তাহাদিগকে আনিল? কে তাহাদিগকে জীবনদান করিয়া এই সংসারের সুখদুঃখের উপর তাহাদের জীবনতরী ভাসাইয়া দিল? দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে —যাহারা যায়, তাহারা কোথায় যায়? মৃত্যু তাহাদের নির্বাণ, না তিরোধান? মৃত্যুর পর তাহাদিগের আর কিছু থাকে কি? যাহাদিগের সুকুমার তনু সমাধির ক্রোড়ে কিংবা শ্মশানানলে উৎসর্গ করিয়া আসিলে এই জগতের সহিত তাহাদের আর সম্বন্ধ রহিল কি? এই আশা, এই ভালবাসার এই কি শেষ? যাহাকে পলকের তরে হারাইলে প্রলয় জ্ঞান হইত তাহাকে একেবারে চিরদিনের জন্যই হারাইতে হইবে? অথচ, যাঁহারা এই পৃথিবীর মঙ্গলকামনায় প্রাণত্যাগেও কুণ্ঠিত হইতেন না, যাঁহাদিগের প্রেমাশ্রুতে স্নাতা হওয়ায়ই ইহা রমণীয় পুষ্পোদ্যান ও পূজাস্থান বলিয়া জগতে আদৃতা হইয়াছে, পৃথিবী কি আর কখনও তাহাদিগকে আপনার জন বলিয়া মনে করিতে পারিবে না?

—কালীপ্রসন্ন ঘোষ

(43)

আমি যে কয়েকখানি বাংলা উপন্যাস পড়িয়াছি, তাহার মধ্যে 'পথের পাঁচালী' আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় উপন্যাস। লেখক বিভূতিভূষণ এই উপন্যাসের মধ্য দিয়া আমাদেরই গৃহের কয়েকটি জীবন্ত মানুষ দেখাইয়াছেন ; যাহা বলিয়াছেন, সবই যেন আমাদেরই কথা।

দুর্গা ও অপু 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের দুইটি উজ্জ্বল চরিত্র। প্রকৃতি-মাতার ক্রোড়ে ইহারা বর্ধিত হইয়াছে, দুইজনেই প্রকৃতিকে ভালবাসে। তথাপি এই দুই শিশু-চরিত্রের মধ্যে একটু বিশেষ পার্থক্য আছে। এ কথা সত্য যে, দুর্গাই অপুকে প্রকৃতির সহিত প্রথম পরিচিত করাইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃতির সহিত অপুর যে নিবিড় সংযোগ দেখিতে পাই, দুর্গা ঠিক সেরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে নাই। অপু জীবন-পথের পথিক, সে শুধু জগৎ ও জীবনকে দেখিয়াছে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন অনুভূতি লইয়া।

(44)

মাঘ মাস। শীতের বাতাস বইছে। বরুণার জল কাচের মত স্বচ্ছ। রাজপুরী থেকে দূরে ছোট্ট একখানি গ্রাম। তারই প্রান্তে বরুণার বুকে পাকা স্নানের ঘাট। রাজবাড়ি থেকে একটি পথ ঘাটে গিয়ে মিশেছে।

এই পথ দিয়ে স্নানে চলেছেন কাশীরাজমহিষী করুণা তাঁর সখীদের নিয়ে। রাজার আদেশে এ পথে কেউ চলতে পারে না, এ ঘাট ব্যবহার করারও হুকুম নেই কারো। কাছাকাছি যে কয়েকটি কুটির ছিল, তা ছেড়ে লোকজন দূরে সরে গেছে। কাজেই কোনদিকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। শুধু ঘাটের কাছে চাঁপাবন থেকে পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে ; উত্তর বাতাসে বরুণা আজ উতলা। সূর্যের সোনালী আলো এসে পড়েছে তার বুকে, তাই তার ঢেউগুলো আনন্দে ছলছল্ করছে। বরুণা এগিয়ে চলেছে এক নৃত্যশীলা নারীর মতো।

(45)

তখন জানিতাম না, কিসে কি হয়, অনেক আশা করিতাম। এখন জানিয়াছি, এই সংসার-চক্রে আরোহণ করিয়া, যেখানকার আবার সেইখানে ফিরিয়া আসিতে হইবে। মনে যখন ভাবিতেছি, এই অগ্রসর হইলাম, তখন কেবল আবর্তন করিতেছি মাত্র। এখন বুঝিয়াছি যে, সংসার-সমুদ্রে সন্তরণ আরম্ভ করিলে, তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিহত করিয়া আবার আমাকে কূলে ফেলিয়া যাইবে। এখন জানিয়াছি যে, এ অরণ্যে পথ নাই, এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই। এখন জানিয়াছি যে, কুসুমে কীট আছে, কোমল পল্লবে কণ্টক আছে, আকাশে মেঘ আছে, নির্মলা নদীতে আবর্ত আছে, ফলে বিষ আছে, উদ্যানে সর্প আছে, মনুষ্য-হৃদয়ে কেবল আত্মাদর আছে।...এখন বুঝিতে পারিয়াছি, কাচও হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল, পিতলও সুবর্ণের ন্যায় ভাস্বর, পঙ্কও চন্দনের ন্যায় স্নিগ্ধ, কাংস্যও রজতের ন্যায় মধুর-নাদী।

(46)

ভারতবর্ষের বুকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে অজস্র রকমের প্রাকৃতিক সম্পদ্ যার বিনিময়ে আমরা বিদেশী মুদ্রা অর্জন করিতে পারি। ভারত সরকার এক এক করে এই সব সম্পদ্ দেশের ও জাতির কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন। কিছুদিন হ'লো তাঁরা সুগন্ধি তেলের উৎপাদন এবং তার ব্যবহার ও রপ্তানির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। ভারতের বিশাল ভূখণ্ড থেকে অজস্র রকমের উদ্ভিজ্জ পদার্থ উৎপাদন করা সম্ভব, যা সুগন্ধ ও প্রসাধন শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে এই বিষয়ে কেবল স্বাবলম্বীই করে তুলবে তা নয়, বিদেশের সুগন্ধ দ্রব্যের বাজারে তার প্রাধান্যও প্রসারিত করতে থাকবে।

(47)

আমাদের নিজেদের দোষ আমরা দেখিতে পাই না, তাই অপরের চোখে আমাদের দোষ দেখিতে হইবে। প্রতিবেশীরা আজ বাঙালীর প্রতি

সহানুভূতিশীল নয় কেন? একদিন বাঙালী তাহাদিগকে হীন মনে করিয়াছে, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতিফলিত আলোকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছে। ইংরেজ-সৃষ্ট মধ্যবিত্ত "বাবু" বাঙালী হাতের কাজ ঘৃণা করিয়াছে, তাইতো আজ হাতের কাজ তাহাদের হাতে, যাহাদের সে "অবাঙালী" বলিয়া ক্ষোভ করে। আজ সকলের সঙ্গে হাত মিলাইয়া তাহাকে হাতের কাজে নামিতে হইবে। যাহারা কাজ করে—জগৎ ও জীবন তাহাদেরই হাতে।

(48)

দোকান বন্ধ এবং দোকানী শীতের ভয়ে দরজা-জানালা রুদ্ধ করিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন। এই গভীরতা যে কিরূপ অতলস্পর্শী, সেকথা যাহার জানা নাই, তাহাকে লিখিয়া বুঝানো যায় না। ইহারা অম্লরোগী নিষ্কর্মা জমিদার নয়, সুতরাং ঘুমাইতে জানে। দিনের বেলা খাটিয়া-খুটিয়া রাত্রিতে একবার "চারপাই" আশ্রয় করিলে, ঘরে আগুন না দিয়া শুধুমাত্র চেঁচামেচি ও দোর নাড়ানাড়ি করিয়া জাগাইয়া দিব, এমন প্রতিজ্ঞা যদি স্বয়ং সত্যবাদী অর্জুন জয়দ্রথবধের পরিবর্তে করিয়া বসিতেন, তবে তাঁহাকেও মিথ্যাপ্রতিজ্ঞাপাপে দগ্ধ হইয়া মরিতে হইত। —শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(49)

মেজদা স্থান কাল ভুলিয়া চীৎকার করিয়া আমাকে ধমক দিয়া উঠিলেন, —"খবরদার যাস্‌নে বলছি শ্রীকান্ত।" পিসীমা পর্যন্ত একটু চমকিয়া উঠিলেন, তারপর মুখ ফিরাইয়া মেজদার প্রতি চাহিয়া শুধু কহিলেন,—"সতে!" পিসীমা অত্যন্ত রাশভারী। বাড়ীশুদ্ধ সবাই তাঁহাকে ভয় করিত, মেজদা সে চাহনির সম্মুখে ভয়ে একেবারে জড়সড় হইয়া উঠিল। আবার পাশের ঘরেই বড়দা বসেন। কথাটা তাঁর কানে গেলে আর রক্ষা থাকিত না। পিসীমার একটা স্বভাব আমরা চিরকাল লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি,—কখনও

কোন কারণেই তিনি চেঁচামেচি করিয়া লোক জড় করিয়া তুলিতে ভালবাসিতেন না, হাজার রাগ হইলেও তিনি জোরে কথা বলিতেন না। তিনি কহিলেন, "তাই বুঝি ও দাঁড়িয়ে ওখানে? দেখ্, সতে, যখন-তখন শুনি তুই ছেলেদের মারধর করিস। আজ থেকে কারো গায়ে যদি তুই হাত দিস্ আমি জান্‌তে পারি, এই থামে বেঁধে চাকর দিয়ে তোকে আমি বেত দেওয়াব।"

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(50)

কিয়ৎক্ষণ পরে রথ মৃগের সন্নিহিত হইলে রাজা শরনিক্ষেপের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় দূর হইতে দুই তপস্বী উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ! এই আশ্রমমৃগ, বধ করিবেন না, বধ করিবেন না।" সারথি শুনিয়া অবলোকন করিয়া কহিল, "মহারাজ! দুই তপস্বী এই মৃগের প্রাণবধ করিতে নিষেধ করিতেছেন।" রাজা তপস্বীর নাম শ্রবণমাত্র ব্যস্ত হইয়া সারথিকে কহিলেন, "ত্বরায় রশ্মি সংযত করিয়া রথের বেগ সংবরণ কর।" সারথি, "যে আজ্ঞা মহারাজ," বলিয়া রশ্মি সংযত করিল। এই অবকাশে তপস্বীরা রথের সন্নিহিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ, এই আশ্রমমৃগ বধ করিবেন না। আপনার বাণ অতি তীক্ষ্ণ ও বজ্রসম; ক্ষীণজীবী, অল্পপ্রাণ মৃগশাবকের উপর নিক্ষেপ করিবার যোগ্য নহে। অতএব শরাসনে যে শরসন্ধান করিয়াছেন, আশু তাহার প্রতিসংহার করুন। আপনার অস্ত্র আর্তের পরিত্রাণের নিমিত্ত, নিরপরাধকে প্রহার করিবার নিমিত্ত নহে।"

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

(51)

সীতা বাল্মীকির দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মানা থাকিয়া নিতান্ত ব্যাকুলহৃদয়ে প্রতিক্ষণেই পরিগ্রহ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, শ্রবণমাত্র বজ্রাহতপ্রায় গতচেতনা হইয়া প্রচণ্ড বাতাহত লতার ন্যায় ভূতলে পতিতা হইলেন। জননীর তাদৃশী

দশা দর্শনে অতিমাত্র কাতর হইয়া কুশ ও লব উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। রাম, অতি মহতী লোকানুরাগপ্রিয়তার সহায়তায় এপর্যন্ত ধৈর্যাবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু সীতাকে ভূতলশায়িনী দেখিয়া এবং কুশ ও লবের আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া অতি দীর্ঘ-নিশ্বাসভার পরিত্যাগপূর্বক "হা প্রেয়সি!" বলিয়া মূর্ছিত ও সিংহাসন হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। কৌশল্যা শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া, "হা বৎসে জানকি!" এই বলিয়া মূর্ছিতা হইলেন। সীতার ভগিনীরাও দুঃসহ শোকভারে অভিভূত হইয়া, "হায় কি হইল," বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া সভাস্থ সমস্ত লোক স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া চিত্রার্পিতপ্রায় উপবিষ্ট রহিলেন।

(52)

এই লোক-হিতৈষণা ইউরোপ হইতে বাহির হইয়া দিগ্‌দিগন্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং ইহার প্রভাবে যে কত অলৌকিক ঘটনার, কত অসাধারণ স্বার্থত্যাগের উদাহরণ মিলিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এই লোক-হিতৈষণার প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, প্রাচ্য দেশে তাহার তুলনা মেলে না। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিতর এমন একটা স্ফূর্তি রহিয়াছে যেন তাহা আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া আপনা হইতে উছলিয়া বাহির হয় এবং অন্য কোন মূর্তি ধারণের সুবিধা না পাইলে, এই মানব-প্রীতির ও বিশ্বহিতৈষণার আকৃতি পরিগ্রহ করে। সে স্ফূর্তির বশে ইংরাজের ছেলে সাঁতার দিয়া নায়াগারা পার হইতে গিয়া জীবনকে অবলীলাক্রমে বিসর্জন দেয়। এই হিতৈষণাও যেন সেই অমানুষিক স্ফূর্তি হইতেই উদ্ভূত। এই পরার্থপরতার মূলে যেন ব্যক্তিগত স্ফূর্তি বর্তমান রহিয়াছে। আপনার ব্যক্তিত্ব যেন নিজের ভিতর স্থান না পাইয়া, অপরের উপর সবেগে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

(53)

শূন্যে উড্ডয়ন আধুনিক বিজ্ঞানের আর একটি বিস্ময়কর অবদান। বহুদিন যাবৎ মানুষ জল্পনা-কল্পনা করিতেছিল যে কোন দিন তাহারাও পাখীর মতোই শূন্যে পরিভ্রমণ করিবে। বিজ্ঞান তাহাদের সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিয়াছে। আজকাল বিমান দুর্লভ নহে। ডাক ও যাত্রিবাহী জাহাজ যখন মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যায় তখন উহার ভন্‌ভন্‌ শব্দ তোমাদের অনেকেই শুনিয়াছ। অনেক সাহসিক বৈমানিক সমুদ্র অতিক্রম করিয়া তাহাদের বিমানসহ দুঃসাহসিকতার সহিত উড়িয়া গিয়াছে। পৃথিবী ব্যাপিয়া এখন আমাদের নূতন পথ হইয়াছে ; ইহার কোনও সংস্কার আবশ্যক হয় না।

(54)

গান্ধীজী বলেছেন আমার জীবনই আমার বাণী। সত্যই তিনি যা বলেছেন জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে কাজে তাই করেছেন। সত্য দ্বারা মিথ্যাকে জয়, ভালবাসা দ্বারা ঘৃণাকে জয়, অহিংসা দ্বারা হিংসাকে জয় করাই ছিল তাঁর জীবনের সাধনা এবং এই ছিল তাঁর বাণী। তিনি চেয়েছিলেন ভারতে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে। তিনি বলেছিলেন, ভারতকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেখানে দরিদ্রতম প্রজাও মনে করবে ভারত তার স্বদেশ। ভারতে থাকবে না উঁচু-নীচু ভেদ, অস্পৃশ্যতার ও মাদকতার বিষ, নারী ও পুরুষের থাকবে সমান অধিকার, ভূমি ও রাষ্ট্র হবে জনসাধারণের সম্পত্তি এবং সর্বত্র হবে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা।

(55)

আমরা এখন বোলপুর শান্তিনিকেতনে বাস করিতেছি। কলিকাতার আবর্তের মধ্যে আমার আর কিছুতেই ফিরিতে ইচ্ছা করে না। এখানে নিভৃতে নির্জনে ধ্যানে ও প্রেমে নিজের জীবনকে ধীরে ধীরে বিকশিত করিয়া

তুলিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিয়াছে। পূর্বেই লিখিয়াছি এখানে একটি বোর্ডিং বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য আয়োজন করিয়াছি। পৌষ মাস হইতে খোলা হইবে। গুটি দশেক ছেলেকে আমাদের ভারতবর্ষের নির্মল শুচি আদর্শে মানুষ করিবার চেষ্টায় আছি।—এখন ত তুমি প্রবাসেই থাকিয়া গেলে। দীর্ঘকাল তোমার বিচ্ছেদ বহন করিতে হইবে। বিলাতে যাইবার লোভ এখন আমার মনে নাই—কিন্তু একবার তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া কথাবার্তা কহিয়া আসিবার জন্য মন প্রায়ই ব্যগ্র হয়। তোমার সার্কুলার রোডের সেই ক্ষুদ্র কক্ষটি এবং নীচের তলার মাছের ঝোলের আস্বাদন সর্বদাই মনে পড়ে। এখন যদি ভারতবর্ষে থাকিতে তবে কিছুদিনের জন্য তোমাকে শান্তিনিকেতনে রাখিয়া নিবিড় আনন্দলাভ করিতাম।

(56)

বনের ডাক শুনেছ কখনো ?—প্রশ্ন হবে জানি—বন তো কথা বলতে পারে না, তবে তা'রা ডাকে কি করে ?

কেবল শব্দ করেই কি কথা বলা যায় বা ডাকা যায় ? বোবারা কথা বলতে পারে না—তা বলে তো তাদের মনের ভাবগুলো বুঝতে কারও আটকায় না।

তা'রা ইঙ্গিতে কথা বলে, ডাকে। বনের গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ মাটিপাথরও এমনিভাবে কথা বলে, ডাকে।

বনের এই মৌন ডাক শুনতে হ'লে—শুধু কান দিয়ে নয়, শুনতে হবে সব জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে ; চোখ, কান, নাক, জিভ, আর স্পর্শের অনুভূতি দিয়ে।

তা হ'লেই, বনের সংস্পর্শে যেতে হবে ঘন ঘন। মনে করো—মাঝে মাঝে দুটো একটা দিন বনের মধ্যে গিয়ে কাটালে ; ফলমূল কুড়োলে ; ফাঁদ পেতে পশুপাখি আর ছিপে করে মাছ ধরলে ; মাটির বাসন গড়লে, পোড়ালে ;

শুকনো কাঠ ঘষে আগুন জ্বাললে ; রাঁধলে ; নিজের গড়া শালপাতার থালায় বাটিতে খেলে ; হ্যামক্ (hammock) বানিয়ে গাছের ডালে টাঙিয়ে তাতে শুলে ; সময় সময় বনের লতায় পাতায়, কাঠে, পাথরে, মাটিতে নানা শিল্প গড়লে—একেবারে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের অনুকরণে। তা হ'লে মজাই না হবে দেখি ?

(57)

তখন বর্ষাকাল, বিল ও স্রোতের জল সেই পার্বত্য দেশে শতধারে উৎসারিত হইয়া সঙ্কীর্ণ পথ বিঘ্ন-সঙ্কুল করিয়াছিল। পক্ষিগণ পক্ষপুট হইতে ঘন ঘন জলবিন্দু-নিক্ষেপ-পূর্বক পুনশ্চ কিয়ৎকালের জন্য স্থিরভাবে বসিয়া ছিল ; সায়ংকালে ভেকগণের নিনাদ ও বিন্দুনীর-পতনের শব্দে বনস্থালী মুখরিত হইতেছিল ; গিরিনিঃসৃত স্রোতজল গৈরিক রেণু সংযোগে বিচিত্র বর্ণ ধারণ করিয়া সর্পের ন্যায় বক্রগতিতে প্রবাহিত হইতেছিল। স্নিগ্ধ মেঘমালা আকাশের প্রান্তে বিরাজিত ছিল। সেই অতি সুখকর বর্ষার সায়ংকালে অবিবাহিত যুবক দশরথ ধনুহস্তে সরযূর অরণ্যবহুল পুলিনে মৃগয়া করিতেছিলেন ; প্রস্রবণ হইতে ঋষিপুত্র কুম্ভ জলে পূর্ণ করিতেছিলেন, হস্তীর নর্দন মনে করিয়া দশরথ শব্দভেদী তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিলেন।

(58)

রজনী অবসন্না হইল। মহর্ষি বাল্মীকি স্নান, আহ্নিক সমাপিত করিয়া সীতা, কুশ, লব ও শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। সীতাকে কঙ্কালমাত্র পর্যবসিত দেখিয়া, রামের হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম

হইল। অতিকষ্টে তিনি শোকবেগ সংবরণে সমর্থ হইলেন, এবং, না জানি আজ প্রজালোকে কিরূপ আচরণ করে এই চিন্তায় আক্রান্ত হইয়া, একান্ত আকুল-হৃদয়ে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। সীতার অবস্থা দর্শনে অনেকেরই অন্তঃকরণে কারুণ্যরসের সঞ্চার হইল। বাল্মীকি আসন পরিগ্রহণ না করিয়াই উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—"এই সভায় নানাদেশীয় নরপতিগণ, কোশল রাজ্যের প্রধান-প্রজাগণ এবং অপরাপর সহস্র সহস্র পৌরবর্গ ও জানপদগণ সমবেত হইয়াছেন; তোমরা সকলেই অবগত আছ, রাজা রামচন্দ্র অমূলক লোকাপবাদ শ্রবণে চলচিত্ত হইয়া, নিতান্ত নিরপরাধে জানকীরে নির্বাসিত করিয়াছিলেন; এক্ষণে তোমাদের সকলের নিকট আমার অনুরোধ এই, তাঁহার পরিগ্রহ বিষয়ে তোমরা প্রশস্ত মনে অনুমোদন প্রদর্শন কর। জানকী যে সম্পূর্ণ শুদ্ধাচারিণী, সে বিষয়ে মনুষ্যমাত্রের অন্তঃকরণে অণুমাত্র সংশয় হইতে পারে না।"

(59)

প্রাচীন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ এই অভিনব আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার কোন চেষ্টাই করিল না। পাঠান ও মুঘল যুগে ইসলামধর্ম-প্রচারকদিগকে রাজনৈতিক কারণে বাধা দেওয়া ব্রাহ্মণগণের পক্ষে অসাধ্য ছিল। এক্ষেত্রেও তাঁহারা হয়তো ভাবিয়াছিলেন, পাদ্রীগণের প্রচারকার্যের প্রকাশ্য প্রতিবাদ করিলে খৃষ্টান রাজশক্তির কোপে পড়িতে হইবে। আরো একটা প্রধান কারণ, ইসলাম অথবা খৃষ্টধর্মের মতো হিন্দুধর্ম প্রচারশীল ছিল না। হিন্দুসমাজ কৃত্রিম জাতিভেদ-প্রথার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণীতে বিভক্ত ও বিভিন্ন বলিয়া ধর্ম, নীতি, সদাচার প্রভৃতি সর্বস্তরে সমান নহে এবং পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞাও প্রচুর। সমাজের এই অবস্থায়, সমগ্রের জন্য মমত্ববোধ সমাজজীবন হইতে লুপ্ত হইয়াছিল।

—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

(60)

ভগিনী নিবেদিতা ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, অচল প্রাচ্য এবার চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পশ্চিমের লোকের চোখে এদেশকে যে অচল মনে হয় তার প্রধান কারণ ওদেশের চেয়ে এ দেশের গতির বেগ স্বতন্ত্র। এদেশ অচল নয়, মন্থর। যে ব্যক্তি এরোপ্লেনে উড়িয়া চলিয়াছে তার কাছে গরুর গাড়িটাকে অচল বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু গরুর গাড়ি তো অচল নয়—মন্থর মাত্র। এতদিনে বুঝি সেই ভারতবর্ষীয় গরুর গাড়ি লোপ পায়। ইউরোপের নিরন্তর কর্মব্যস্ততা আমাদের শান্ত জীবনের মধ্যে অনেক পরিমাণে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। H. S., 1960

(61)

এক আরব পণ্ডিত লিখেছেন, ধনীরা বলেন, পয়সা রোজগার জগতে সবচেয়ে শক্ত কাজ! কিন্তু জ্ঞানীরা বলেন, না—জ্ঞানার্জন সবচেয়ে শক্ত কাজ। এখন প্রশ্ন, কার দাবীটা ঠিক, ধনীর না জ্ঞানীর? আমি নিজে জ্ঞানের সন্ধানে ফিরি, কাজেই আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। তবে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, সেইটে আমি বিচক্ষণ জনের চক্ষুগোচর করতে চাই, ধনীর পরিশ্রমের ফল হ'ল টাকা। সে ফল যদি কেউ জ্ঞানীর হাতে তুলে দেয়, তবে তিনি সেটা পরমানন্দে কাজে লাগান ধনীদের চেয়ে অনেক ভালো পথে, ঢের উত্তম পদ্ধতিতে। H. S., 1960

(62)

আজ রাত্রে পথে লোক বাহির হওয়া নিষেধ! রাত্রে পথে লোক কে বা বাহির হয়? কিন্তু নিষেধ আছে বলিয়া পথের বিজনতা আরও গভীর বোধ হইতেছে। নগরবাসীরা সকলেই আপনার ঘরের দীপ নিভাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। পথে একটি প্রহরী নাই। চোরও আজ পথে বাহির হয় নাই। যাহারা শ্মশানে শবদাহ করিতে যাইবে তাহারা মৃতদেহ ঘরে লইয়া প্রভাতের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। ঘরে যাহাদের সন্তান মুমূর্ষু তাহারা বৈদ্য ডাকিতে বাহির হয় নাই। যে ভিক্ষুক পথপ্রান্তে বৃক্ষতলে শয়ন করিত সে আজ গৃহস্থের গোশালায় আশ্রয় লইয়াছে। H. S., 1960

SECTION II

Answering Questions from a passage

MODEL ANSWERS

I

In our secondary schools, too, the courses are to be changed, to bring in practical training. In this way, when a student passes out of school, he can go straight into the job for which he has been trained. It will mean too that fewer students will go up to the universities. This is all to the good, for at present our colleges are overcrowded. If there are fewer students in them, we can also improve our university education.

From the Second Plan onwards our industries are going to increase by leaps and bounds. More industries mean more machines and more machines mean that we have more men trained to make them and to work them By training children our schools will help the country a great deal. However, ordinary schools cannot give the type of training needed for highly skilled job such as engineering. This is given in special training schools and institutes. During the First Five Year Plan technical institutions all over the country were expanded and many new ones were opened. The result was that fifty percent more students received technical degrees and diplomas in 1955 than in 1941.

Questions :

(1) How are the courses to be changed in our secondary schools ?

(2) What will be the results of this change ?

(3) How can our secondary schools help the country from the Second Plan onwards ?

(4) (i) Can these schools give the type of training needed for highly-skilled jobs ?

(ii) If not, where shall we get such training ?

(5) What was the result of the development of technical institutions during the First Five Year Plan ?

Answers :

(1) The courses in our secondary schools are to be so changed as to provide scope for practical training.

(2) This change in the courses will have a number of results. For example, some students will get practical training and will go from school straight to his vocation in life. A second result will be that the colleges will be less crowded and fewer students will go up to the university. This will improve university education.

(3) Schools will give practical training to children, and send out skilled workers to different industrial organisations. Thus they will help the country from the Second Plan onwards.

(4) (i) Schools of ordinary types cannot give the training needed for such highly-skilled jobs as engineering.

(ii) Such training can be given only by special training schools and institutes.

(5) As a result of the expansion of technical institutions all over the country during the First Five Year Plan, fifty percent more students received technical degrees and diplomas in 1955 than in 1941.

II

Once in the old, old days there was a very skilful artisan. He had been working for the king of an island, and had pleased him at first. But soon the king became angry with him and put him in prison. His son also went to prison with him. The skilful artisan soon found a way of

escape. He and his son came out of the prison and hid in a cave near the sea. But how could they come away from the island? Many ships were sailing out into the sea. But they could not get into them for fear of the king. Day after day the artisan watched the sea-birds flying over the sea. If he had wings like the birds and if he knew how to fly, he could fly away from the island. He and his son gathered feathers of birds and made a pair of great wings. They gathered wax from bee-hives to fix the wings to the arms. The artisan fixed the wings to his arms and set out to learn to fly; and soon he succeeded. Then the artisan made a second pair of wings and taught his son how to fly. Then one fine morning father and son fixed the wings to their arms and went flying over the sea. The artisan told his son never to fly too low or too high. But the young man did not listen to the words of his old father. In the joy of his heart, he flew higher and higher. Soon the burning sun melted the wax and before long the old father saw a white feather floating down the wind. His son was gone.

Questions:

(1) Why was the artisan put in prison?
(2) Why could he not get away from the island?
(3) What means of escape did he devise?
(4) What was his advice to his son?
(5) Why did not the son listen to the advice?
(6) What was his ultimate fate?

Answers:

(1) The artisan was put in prison because he incurred the displeasure of the king, and caused his anger.

(2) Though many ships were sailing out into the sea, the artisan could not get into any of them for fear of the king and thus could not escape from the island.

(3) The artisan gathered feathers of birds and made a pair of wings. He then fixed the wings to his arms with wax. These wings were to be the means of his escape.

(4) The artisan advised his son not to fly too low or too high.

(5) The son did not listen to his old father's advice. For joy he flew higher and higher.

(6) The ultimate fate of the young man was that the sun melted the wax and the feathers fell off and he fell into the sea and was drowned.

III

Mathematics in India inevitably makes one think of an extraordinary figure of recent times. This was Srinivasa Ramanujam. Born in a poor Brahmin family in South India, and having no opportunities for proper education, he became a clerk in the Madras Port Trust. But he was bubbling over with instinctive genius and played about with numbers and equations in spare time. By a lucky chance he attracted the attention of a mathematician who sent some of his work to Cambridge in England. People there were impressed and a scholarship was arranged for him. So he left his clerk's job and went to Cambridge, and during a very brief period there did work of profound value and wonderful originality. The Royal Society of England went rather out of their way and made him a Fellow ; but he died two years later, probably of tuberculosis, at the age of 33. Prof. Julian Huxley has, I believe, referred to him somewhere as the greatest mathematician of the country.

Questions :

(1) Who is the extraodinary figure in Mathematics spoken of here ?

(2) What is said about his birth and early education ?
(3) What would he do in spare time ?
(4) How did he get his education ?
(5) What has Prof. Huxley said about him ?

Answers :

(1) Srinivasa Ramanujam is spoken of here as the extraordinary figure in Mathematics.

(2) He was born in a poor Brahmin family in South India. He had no opportunities for proper education and he became a clerk.

(3) In his spare time he played about with numbers and equations.

(4) By a lucky chance he attracted the attention of a mathematician and a scholarship was arranged for him enabling him to go to Cambridge for higher education.

(5) Prof. Julian Huxley has referred to him somewhere as the greatest mathematician of the country.

IV

My chief holiday resort was the unfenced roof of the outer apartment. From my earliest childhood till I was grown up, many varied days were spent on that roof in many moods and thoughts. When my father was at home, his room was on the second floor. How often I watched him at a distance, from my hiding place at the head of the staircase. The sun had not yet risen, and he sat on the roof silent as an image of white stone, his hands folded in his lap. From time to time he would leave home for long periods in the mountains, and then the journey to the roof held for me the joy of a voyage through the seven seas. Sitting on the familiar first-floor verandah I had daily watched

through the railings the people going about the street. But to climb to that roof was to be raised beyond the swarming habitation of men. When I went on to the roof my mind strode proudly over prostrate Calcutta to where the last blue of the sky mingled with the last green of the earth ; my eyes fell on the roofs of countless houses, of all shapes and sizes, high and low, with the shaggy tops of trees between.

Questions :

(1) Where was the writer's holiday resort in his childhood ?

(2) Where did his father, when at home, stay ?

(3) What does the writer say about his father ?

(4) What would he do when his father would be away from home and how would he feel then ?

(5) What would he see from the roof ?

Answers :

(1) The unfenced roof of the outer apartment was the writer's chief holiday resort.

(2) When at home his father would put up in his room which was on the second floor.

(3) The writer says that his father would sit on the roof still and silent. He would then look like an image of white stone.

(4) The writer's father would sometimes leave home for long periods. The writer would then have the roof all to himself. Going up to the roof was for him a sort of journey with all the joy and thrill of a sea-voyage.

(5) When he would be on the roof, his eyes would fall on the roof of countless houses, with the tops of trees in between,

V

It was on an English summer day,
Some six or seven years ago,
That a pointsman before his cabin paced
With a listless step and slow.
He lit his pipe—there was plenty of time—
In his work was nothing new :
Just to watch the signals and shift the points
When the next train came in view.
He leant 'gainst his cabin and smoked away—
He was used to lounge and wait ;
Twelve hours at a stretch he must mind those points
And down trains were mostly late.
A rumble—a roar—"She is coming now—
She is truer to time today !"
He turns and not far off, between the rails
Sees his youngest boy at play !
Not far, but too far ! The train is at hand,
And the child is crawling there,
And patting the ground with cries of delight—
And not a moment to spare !
His face was dead white, but his purpose firm
As straight to his post he trod,
And shifted the points, and saved the down train,
And trusted his child to God !
There's rush in his ears, though the train has passed.
He gropes, for he cannot see,
To the place where the laughing baby crawled,
Where the mangled limbs must be.
But he hears a cry that is only of fear—
His joy seems too great to bear,
For his duty done, God saw to his son—
The train had not touched a hair !

Questions :

(1) When and where did the incident happen ?

(2) What was the duty of the pointsman ?

(3) Where was the child when the down train was coming ?

(4) What did the pointsman do ?

(5) Why did he not rush to his child ?

(6) What did he see when the train had passed ?

(7) Why, according to the poet, was the boy saved ?

Answers :

(1) The incident took place on an English summer day, some six or seven years ago. It happened on a railway line.

(2) The duty of the pointsman was to watch signals and to shift the points when the next train came in view.

(3) When the train was coming, the child was at play in between the rails.

(4) The train was at hand ; he had not a moment to spare. Firm in his purpose, the pointsman walked over to his post and shifted the points.

(5) The pointsman had a strong sense of duty, and knew what great havoc would result if he neglected his duty, and did not rush to rescue his child. He trusted the child to the care of God.

(6) After the train had passed, the pointsman went to the spot where his dear child was at play and to his joy and surprise found that the child was quite safe and untouched by the train.

(7) The boy was saved for the sterling character of his father, who prized duty above all.

VI

I opened the bag and packed the boots in; and then, just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. Have I packed my tooth-brush? I don't know how it is, but I never do know whether I've packed my tooth-brush.

My tooth-brush is a thing that haunts me when I'm travelling and makes my life a misery. I dream that I haven't packed it, and wake up in a cold perspiration and get out of bed, and hunt for it. And, in the morning, I pack it before I have used it, and have to unpack again to get it, and it is always the last thing I turn out of the bag; and then repack and forget it, and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station, wrapped up in my pocket-handkerchief.

Of course I had to turn every mortal thing out now, and, of course, I could not find it. I rummaged (searched about behind and beneath) the things up into much the same state that they must have been before the world was created, and when chaos reigned. Of course, I found George's and Harris's eighteen times over, but I couldn't find my own. I put the things back one by one, and held everything up, and shook it. Then I found it inside a boot. I repacked things once more.

Questions :

(1) What idea occurred to the writer when he had packed the boots in and was going to close the bag?

(2) How did he carry his tooth-brush when he travelled and why did he do so?

(3) Did he find his tooth-brush when he opened his bag and searched for it?

(4) How were the contents of the bag put as a result of his searching?

(5) Where did he at last find the brush?

Answers :

(1) The writer had packed the boots in and was going to close the bag, when a doubt came into his mind whether he had packed his tooth-brush.

(2) When he went to the railway station, he carried his tooth-brush, wrapping it up carefully in his pocket-handkerchief. This he did because during his travel the tooth-brush made his life miserable, his mind being all the time full of anxiety for the tooth-brush. Often he felt that he had left back his tooth-brush and had not packed it up with other things. To be sure that it was with him and not left back, he adopted this device of keeping it with himself.

(3) He opend his bag and turned everything out, but he could not find the tooth-brush there.

(4) As a result of his hurried search of the bag, everything in it was upset, and was in chaos.

(5) At last he found the brush inside a boot.

VII

Pasteur found that many diseases were due to tiny living creatures called germs, which dwell in and feed on living bodies and poison them. There are millions of germs living in our body, in the clothes we wear, and in the food we eat. If we are well and strong they usually do not do us any harm, but if we are tired or cold or run-down, then the germs can attack us and make us ill. In particular, if we cut ourselves, the germs can make their way into the cut and poison us. The colds which we catch when we get wet feet are due to the germs which attack us when we are weak and low ; and when a cut finger festers, the festering is also due to germs.

Now Pasteur's discovery was important, because it taught doctors that one of the best ways of curing diseases was to

find out the nature of the attacking germs that caused the disease, and then either to kill them or help the body to kill them. Even more important, it taught them to be clean. When a surgeon operates today, he takes immense trouble to wash his hands and all the instruments which he is going to use, and indeed, everything he touches. And not only to wash them but also to boil them. This is called sterilizing them, and the object of it is to kill the germs with which the instruments are infected ; for dirt of any kind is a great germ-carrier.

Questions :

(1) What did Pasteur discover with regard to the causes of many diseases ?

(2) What makes the body an easy prey to such diseases ?

(3) What is the importance of Pasteur's discovery in the prevention and treatment of infectious diseases ?

(4) How has the discovery helped surgery ?

Answers :

(1) Pasteur discovered that there are tiny living creatures called germs dwelling in and feeding on living bodies and causing various diseases.

(2) The body becomes an easy prey to various diseases, when it is tired and run down or is cold.

(3) Pasteur's discovery is important because it has taught people that diseases can be prevented if the body is kept free from germs. It has also taught that the treatment of infectious diseases lies in killing the germs of diseases or helping the body to kill them.

(4) Pasteur's discovery has helped surgery immensely. It has shown the need for cleanliness in surgery. It is because of his discovery that surgeons wash their hands and sterilize

the instruments before operating so that there may not be any germ to enter the wound and make it fester.

The beautiful moon is our nearest neighbour in the heavens. It is much nearer to us than the sun is. If it were possible to go in an aeroplane to the sun, it would take a hundred years to get there but an aeroplane journey to the moon would take only three months. The moon looks very big when we see it in the sky and so it is ; but it is not so big as the earth. Fifty moons would have to be put together to make a globe as big as the earth. Just as the earth moves round the sun, so the moon moves round the earth. We say that the moon is a satellite of the earth. When we want to see an object that is far away we look through a telescope. This makes distant objects appear closer to us. As the moon is so far away, a large and very good telescope must be used. Such an instrument is called an astronomical telescope. The man who uses it to study the sun, the moon and the stars is called an astronomer. Most of such telescopes are far too big and heavy to be moved from one place to another. So they are generally set up in a large building called an observatory. An observatory has a round roof which opens, and the telescope is so arranged that it can be turned about by machinery to point to any part of the heavens which the astronomer wishes to examine.

Questions :

(1) Is the sun or the moon nearer to the earth ?

(2) How long will it take to go from the earth to the moon in an aeroplane ?

(3) How big is the earth in comparison with the moon ?

(4) Why is the moon called a satellite of the earth ?

(5) What is an astronomical telescope ?

(6) What is an observatory ?

Answers :

(1) The moon is nearer to the earth than the sun.

(2) It would take only three months to go in an aeroplane from the earth to the moon.

(3) The earth is fifty times bigger than the moon.

(4) The moon moves round the earth and so it is called a satellite of the earth.

(5) An astronomical telescope is an instrument which is used by astronomers to observe and study the sun, the moon and the stars in the sky.

(6) An observatory is a large building with a round roof which is open to the infinite space above. Here telescopes are set up.

IX

Why, you may ask, did the men put up with this treatment ? I think one answer is that, though their allowance was cut down, they were not really starved—none of them actually became ill from hunger. And the habit of obedience to orders was so strong in the British Navy, and the punishment for the slightest disobedience so severe, that no one would oppose the captain openly unless things were past enduring. A common punishment in those days was flogging, and flogging meant a dozen, or even several dozen lashes on the back with a knotted rope—a torture that tore the flesh dreadfully and left the back a mass of bloody wounds. Men sometimes died under this torture. And when Captain Bligh threatened to have a man flogged, he meant what he said, and the men knew it.

Sailors, however, were allowed by the rules of the sea to present a complaint in a quiet and orderly manner, if there

were any serious reasons. And the captain's duty in this case was to hear what they had to say, and if there were just cause for complaint, to do what he could to remove it. But Bligh was not the sort of man to listen to complaints. When a few men on behalf of the whole crew presented a petition to him about the meat that was being issued, Bligh called the whole crew before him and stormed at them. "I'll have you know that what's done on this ship is done by my orders. I'm not here to have complaints made. I'm judge of what is right or wrong on this ship, not you. The first man who complains—I'll have flogged and I'll punish the rest of you."

Questions :

(1) Why did the men put up with the rough treatment of the Captain ?

(2) What was the nature of punishment for disobedience in the British Navy ?

(3) What was the captain's duty ?

(4) Why did Captain Bligh storm at the crew and what did he say ?

Answers :—

(1) The men put up with the rough treatment of the Captain because though their allowance was cut down, they had enough food and did not actually starve. Besides, they were habitually obedient and afraid of punishment.

(2) The nature of punishment in the British Navy for the slightest disobedience was very severe. Flogging was the commonest punishment and this flogging meant several dozen lashes on the bare back with a knotted rope. This would tear the flesh and leave the back a mass of bloody wounds, and would sometimes even result in death.

(3) If, for serious reasons, any sailor presented a complaint and that, in a very quiet tone, it would be the captain's duty to hear patiently what the sailor had to say and if it was found that the complaint was reasonable, the captain would try to redress the grievance.

(4) Bligh stormed at the whole crew because of a complaint made by them. He said that he was not the man to entertain any complaints and that he and not the crew was the judge there of what was right or wrong. He threatened to flog the first man who complained and to punish the others.

X

In looking at our age, one is struck immediately with one common characteristic, and that is the tendency in all its movements to expansion, to diffusion, to universality. Human action is now free, more unconfined. All goods, advantages and helps are more open to all. The privileged, pitied individual is becoming less, and the human race is becoming more. The multitude is rising from the dust. Once we heard of the few, now of the many ; once of the rights of all. We are looking as never before, through the disguises, envelopments of ranks and classes, to the common nature which is below them. The grand idea of humanity, of the importance of man as man, is spreading silently, but surely. The idea that every human being should have the means of self-culture, of progress in knowledge and virtue, of health, comfort and happiness, this is slowly taking its place as the highest social truth.

Questions :

(1) What is the most striking feature of our age ?

(2) What is the contrast with the past ?

(3) What salient idea is spreading silently ?

(4) What idea is taking its place as the highest social truth ?

Answers :

(1) The most striking feature of our age is the wide tendency to expansion, diffusion and universality.

(2) In the past, as contrasted with what is in the present age, men did not enjoy so much freedom of action, advantages were not open to all. There was a privileged class domineering over the common race of people who hardly got any chance and opportunity to come to the fore-front.

(3) Now in this age the grand idea of the importance of man as man is silently gaining ground.

(4) The highest social truth of equality of scope and opportunity to all for self-culture, acquisition of knowledge and virtue, for enjoyment of health, happiness and comfort, has been taking its place in our age.

EXERCISE

1. Florence Nightingle did not like the easy and pleasant occupations of society and instead of going out to parties, she visited the London hospitals and studied how sick people were nursed back to health and strength. In those days hospital nurses were very ignorant and she was shocked by the roughness and stupidity of England's hospitals So she went away to Germany and studied nursing there. At last, when she was quite certain she had mastered her subject, she returned to England and began her work of improving the nursing in the hospitals.

When she was engaged in this work, a war broke out in the Crimea between Russia and England. At first people thought only of the glory of battle and the courage of soldiers who went singing to death. But soon other stories came to England,

dreadful stories of wounded men being left to die. England was shocked by these things and everybody cried out that something must be done, something heroic that would put a stop at once to the sufferings of the brave soldiers. That was done by Florence Nightingale. She went to the Crimea with less than forty nurses and in a few months, she made an absolute change in the nursing of the soldiers. The story of Florence Nightingale's service in the Crimea is a story of selfless service. The medical arrangements in the army there were as unsatisfactory as possible. But everything was changed with the arrival of Nightingale. Dotcors and patients welcomed her gladly but not the officials who were responsible for the sad state of affairs.

Questions :

(1) Why did and would Florence Nightingale visit the London hospitals ?

(2) What shocked her ?

(3) Why did she go to Germany ?

(4) What work did she begin in England ?

(5) How did Florence Nightingale relieve the sufferings of the soldiers in the Crimean war ?

(6) Why did not the officials welcome her ?

2. A certain Italian Bishop was remarkable for his contented disposition. Though he met with many crosses and difficulties in his journey through life, yet it was observed that he never repined or betrayed the slightest impatience. An intimate friend of his, who highly admired the virtue which he thought it impossible to imitate, one day asked the prelate if he could communicate the secret of being always satisfied. "I can easily teach you my secret," replied the good old man. "It consists in nothing more than making a right use of my eyes. In whatever state I am, I first of all look up to heaven,

and reflect that my principal business is to get there. I next look down upon the earth and call to mind that when I am dead I shall occupy but a small space of it. I then look abroad into the world and observe what multitudes of men there are, who are, in every respect, less fortunate than myself. Thus I learn where true happiness is to be found, where all our cares must end, and how very little reason I have to complain."

Questions :

(1) What was the Bishop's remarkable trait ?

(2) How was this trait illustrated in his conduct ?

(3) What did his friend ask him ?

(4) What was the Bishop's reply to it ?

(5) What would he find looking abroad ?

3. The coutiers of the Caliph asked him, "Why, O Lord, do you love this Ethiopian more than all your other slaves ?"

The Caliph answered, "Listen then to the story why I love him so much. Once as I was going through the narrow street of Basra, a camel of my train slipped and fell on the street. From the camel's back there fell an ivory casket containing most precious pearls. The lid of the casket was broken, and the pearls rolled away on the muddy street. I called my slaves and said, 'Lo, here are pearls without price. Go and have them for the picking. Everyone will keep what he picks.' And all the slaves ran away and began scrambling for the pearls—all except the Ethiopian. And I turned to him and said, 'My good fellow, why don't you go and join your friends ? What profit can you have

from lingering by my side?' The Ethiopian replied, 'My King, thou art the most precious of pearls. I stay to guard thee'."

Questions :

(a) What happened when the Caliph was going through the narrow street of Basra ?

(b) What did the Caliph say to the slaves ?

(c) What did the slaves do ?

(d) What did the Caliph say to the Ethiopian ?

(e) What was his reply ?

4. The great admiral Lord Nelson, when he was still a midshipman, was sent on a voyage to the Arctic Seas. One day, as he was standing alone upon the deck of his ship, which was wedged in an ice-pack, he saw a large polar bear making its way across the floe.

Without waiting for permission from his superior officer he was off like a shot, taking with him a gun which he found handy. Whether it was on account of the cold or the poorness of his marksmanship, he only succeeded in wounding the beast, which immediately turned on his assailant. Nothing daunted, the lad clubbed his weapon, and bravely withstood the onslaught. Providentially his peril was seen, for he was only a little way from the vessel, and before the bear could make good its attack, young Nelson was saved.

On being brought before the captain, the latter asked him why he had set out on so foolhardy an adventure. "Sir," he replied, "I wanted the skin for my mother." "But had you no fear ?" queried the captain. "Fear !" answered the lad, "What is fear ?"

Questions :

(1) What did Nelson see ?
(2) What did he do then ?
(3) What did the beast do being wounded ?
(4) How was Nelson saved from the danger ?
(5) What did the Captain ask him ?
(6) What was Nelson's reply ?

5. Some means of summing up India and the Indians may yet be found. Always at the back of my mind has been the idea that there is a real unity in India. I am very well aware that many keen and experienced observers who have written about India have said that India is not a country but a continent, and that it contains not one race but many races. Yet I have always been conscious that there is some kind of a thread which binds together all the provinces and all the races of which India is composed. Dashing about India in fast trains, in the course of a journey from one end to the other, one passes through provinces which contain populations differing from each other in repect of race, language and social customs and in a hundred other ways. Yet one never feels that one is out of India. Bengal is India, Behar is India, Agra and Oudh are India, the Punjab is India. Madras is different from Bombay as Spain is from Russia, or Italy from Sweden. But the inhabitants of all these provinces are undoubtedly Indians.

Questions :

(1) What do the experienced observers say about India ?
(2) What does the author mean to say about her ?
(3) What, according to the author, does one feel when having a hurried tour throughout the provinces of India ?
(4) How can India and Indians be summed up ?

6. The great amphitheatre of Rome was filled with spectators. It seemed as if the whole population of the city was present there.

On the highest row of seats sat the women, their gray dresses looking like some gaudy flower-bed. On the lower benches round the arena were the high-born and wealthy visitors—the City Magistrates and the Senators. The passages, which, by corridors at the right and left, gave entrance to these seats, were also the entrances for those who were about to fight. All around the building wound unseen pipes, from which as the day went on, cooling, scented showers would be sprinkled over the spectators. The assistants were still busy fixing the great awning which was meant to cover the whole ; but owing to some fault either of the workmen or the machinery, it was not arranged that day so well as usual, and a large gap was left at the back of it. Those who were not under the awning grumbled loudly, and Pansa the Magistrate, at whose expense the show was given, looked much vexed at this pitch. But now it was time for the spectacle to begin.

Questions :

(1) Where did the people of Rome gather ?

(2) What did they gather to see ?

(3) Where did the women and the wealthy visitors take their seats ?

(4) Wherethrough were the competitors enter ?

(5) Who was to bear the expense ?

(6) Who grumbled and why ?

7. One night in January, he made a marvellous discovery about the planet Jupiter. He found that, just as the earth has one moon, Jupiter had several. Yet, strange to say,

there were still people who would not believe him even when they saw the moons through the telescope. Of course, Galileo only laughed at them. He had many friends and he thought that there was no need to bother himself with folk who did not want to believe their own eyes. And so for many years, he continued to make new discoveries. 'The earth', said he, 'moves round the sun', and he explained all the good reasons which he had for believing this.

Unfortunately, poor Galileo was living at a time when it was not always wise or safe to teach what other men did not believe. And now, when so many people were listening to Galileo, his enemies were alarmed and angry. 'He teaches things which are not in the Bible,' said some. 'He is against the church of Rome,' said others. 'He believes things which the Church does not teach. All these ideas are wicked. The learned churchmen say that the earth does not move round the sun.'

Questions :

(1) What,was Galileo's discovery about Jupiter ?

(2) What was his attitude towards those who did not believe him ?

(3) What did Galileo say about the sun ?

(4) What would the enemies say about Galileo ?

8. The aim of our planning is not only to make the country richer but also to see that this wealth is not unfairly divided. We want to lessen the gap between the very rich and the very poor.

A big problem is that not only are most of our people very poor but many men with families to support also have no jobs at all.

What is the cause of this, and what can we do to help such people? Well, the cause lies in the fact that the country has only just set out on the road of development. Till now most of our countrymen have had to rely on farming for a living; there have been very few factories and mills where workers were needed. There is, however, a limit to the number of people the land can support.

You must remember also that our population has been growing fast. During the last fifty years it has risen by more than 50 per cent. This has meant more and more people wanting work while the number of jobs has remained almost the same.

Finally our education system has been at fault. It has prepared young people only for office jobs. It has made them ashamed of rough labour. Every one of us cannot, however, have an office job. The country can only progress through honest toil.

One of the reasons why there are not enough jobs is that the country is not well developed. It follows from this that as development goes on under the plans there will be more and more jobs to be had. Workers will be wanted for building schemes, for the big dams, for large and small industries and for the education and health programmes. As development takes place in the villages old traders will spring to life once more. Farming, fisheries and forests too, will claim new workers.

Questions :

(1) What is the aim of our planning ?

(2) What is our population problem ?

(3) How is this population problem related to the lack of development ?

(4) How has our defective educational system been the cause of unemployment among the education ?

(5) How will development under the plans create new jobs and remove unemployment ?

9. The mystery of Napoleon's career was this, that under all difficulties and discouragements, he pressed on. It solves the problem of all heroes, it is the rule by which to weigh rightly all wonderful success and triumphal marches to fortune and genius. It should be the motto of all, old and young, high and low, fortunate and unfortunate so called. Never despair ; never be discouraged, however stormy the heavens, however dark the way ; however great the difficulties and repeated the failures, 'Press on !' If fortune has played false with you today, do you play true to yourself tomorrow. If your riches have taken wings and left you, do not weep your life away ; but be up and doing, and relieve the loss by new energy and new action. If an unfortunate bargain has deranged your business, do not fold your arms, and give up all as lost ; but stir yourself and work all the more vigorously. If those whom you have trusted have betrayed you, do not be discouraged, do not idly weep, but 'Press on !' ' Find others ; or what is better, learn to live within yourself. Let the foolishness of yesterday make you wise today. If another has been false to you, do not increase the evil by being false to yourself. Do not say the world has lost its poetry and beauty ; it is not so ; and even if it is so, make your own poetry and beauty by a brave, a true, and above all, a religious life.

Questions :

(1) What was the secret of Napoleon's career ?

(2) By what criterion is all wonderful success to be measured ?

(3) What are we to do if fortune plays false with us ?

(4) What should we do if we are betrayed by our trusted friends ?

(5) How can we make our life more enjoyable even in losses and falsehood ?

10. Self-reliance is the pilgrim's best staff, the worker's best tool. It is the master-key that unlocks all the difficulties of life. "Help yourself and Heaven will help you" is a maxim which receives daily confirmation. He who begins with crutches will generally end with crutches. Help from within always strengthens but help from without invariably enfeebles the recipient. It is not in the sheltered garden, but on the rugged Alpine cliff, where the storms beat most violently, that the toughest plants are reared.

The habit of depending upon others should be vigorously resisted, since it tends to weaken the intellectual faculties and paralyse the judgement. The struggle against adverse circumstances has, on the contrary, a bracing and strengthening effect, like that of pure mountain air on an enfeebled frame.

This is a lesson which, nowadays, is not taught in the schools. To us it seems the vice of modern system of education that they lay down too many royal roads to knowledge. These impediments which formerly compelled the student to think and labour for himself are now most carefully removed and he glides so smoothly along the well-beaten highways that he pauses not to heed the flowers on either side. The race of thorough and complete scholars is dying out. Our young men are equipped to such an extent with manuals that explain everything and guides that go everywhere, that they find no occasion for thought.

Questions :

(1) What are the wholesome effects of self-reliance ?

(2) What are the bad effects of depending on others ?

(3) Bring out clearly the idea contained in "Help yourself and Heaven will help you."

(4) What is meant by "royal roads to knowledge ?"

(5) What are the vices of the modern system of education ?

11. Porus found himself with an enemy on both sides, and was compelled to swing back part of his army from the river bank to meet the new threat ; elephants, chariots, cavalry, and foot spread out across the plain. The elephants were in the centre. Alexander, compelled to avoid charging the great beasts with his horse, struck at the left wing and broke it. The elephants were moved against him, and for a little while, the Greek line wavered and was thrust back. But the veterans of Alexander's foot recovered themselves and pressed up ; the long sturdy spears of the phalanx, with their linked shields behind drove forward ; the heavy cavalry drove the Indian cavalry in upon the massed elephant and infantry ; the crush became unmanageable ; the elephants trumpeting began to retreat ; some were left riderless or became unmanageable. The rest of Alexander's troops began to charge into the battle. It was early afternoon, and the driven crowded mass of the enemy bagan to split into ruin under the continually repeated blows of the attack. Porus, at last seeing the battle lost, allowed himself to give a signal for retreat, and himself turned to withdraw. Alexander saw it and sent swift messengers to beg him to surrender. Porus at last consented ; he dismounted, asked for a drink of water, and then commanded that he should be brought to Alexander. The king

rode to meet him in admiration of the gerneralship, courage and bearing. When he came to the Rajah, he said, "Tell me, Porus, how shall I treat you?" "Royally, Alexander." "Royally be it ; but what is your royal will ?"

Questions :

(1) What was the difficulty of Porus in the battlefield ?

(2) What adjustment did he make ?

(3) How did Alexander's army counter-attack that of Porus ?

(4) What was the result of that attack ?

(5) How did Porus face defeat ?

12. My name is Robinson Crusoe. I was born in 1632 in the city of York. While quite a boy I wanted to be a sailor, but my parents said, I was foolish to choose such a dangerous life, and begged me to stay at home. But it was useless. I longed to see the great world and could not settle at home. One day at Hull I met a friend whose father was Captain of a ship going to London. "Come with us," said he ; and forgetting even to send a message to my father I went on board, and we set sail. Scarcely had the ship started, however, when a strong wind began to blow. The waves rose alarmingly. I was afraid, expecting every moment the ship would sink, and vowed, if ever we reached land safely, to go straight home. Then I slept. On waking next morning I found the sea calm and the sun shining. I soon forgot the storm and my promises too. For five days we sailed on happily. Then a more terrible storm arose. I lay in the cabin too terrified to move. The Captain feared we should all be lost. The waves dashed over the deck, and we expected every moment to be drowned, for the ship had sprung a leak and was filling with water. Just

then a lightship came to our help, and we had hardly time to get into it before our ship sank. The Captain was angry with me for having come without my father's consent, and said this might be why the storm was sent.

Questions :

(1) What did the boy want to do and why ?

(2) What did his parents ask him to do and why ?

(3) How did he disobey his parents ?

(4) What did the boy vow to do and why ?

(5) Why did he forget his promise ?

(6) Why was the Captain angry with him ? What did he say ?

13. Though we have learned to be civilized about quarrels between persons, we have not yet learned to be equally civilized about quarrels between nations. Do nations settle their quarrels with the help of a judge ? Sometimes they do so. That was the object of having a League of Nations or a U. N. O. But sometimes they do not agree to let a judge decide. Then the only way to decide is by war. Is that a civilized way ?

We are struggling to learn how to be more civilized. None of us is perfect. And every uncivilized thing that we do, every selfish act that we perform, helps to bring suffering to our nation and to the whole world. On the other hand, every civilized thought that we think, every beautiful thing we help to make, every new discovery, every noble deed, helps to bring nearer the time when the world will really be civilized.

A few hundred years ago, people living on in different countries could behave badly without doing much harm to people in other countries. If there was a cruel king in

one of the European countries, it did not much matter to India or China. But it is no longer so. The 'new thinking' (which we call 'scientific invention') has joined the whole world together. The ideas of a man such as Edison, living on the other side of the world, have made a great difference to us in India. The ideas of some men in Germany or Japan set the whole world at war. A famine in Bengal made it necessary for wheat to be sent from Australia. As a famous American said, we live in one world, and not in scores of little separate worlds as in olden times.

Questions :

(1) How does the author show that the people of the world are not yet fully civilized ?

(2) What does help us in getting civilized ?

(3) What does stand in our way to progress ?

(4) What did an American writer say ?

(5) How is it true ?

14. The old dread of surgical operation has now largely passed away, for the great majority of them are successful. No modern surgeon would dream of performing an operation with instruments that had not been sterilized, that is made surgically clean by steam-heat. Microbes no longer enter the wound that the surgeon makes; they are not allowed to come near it. The wound, therefore, has every chance of healing satisfactorily, and usually does so. In addition, the science of surgery has progressed to an astonishing degree. Some surgeons have performed successful operations on the human heart. A new kind of operation on the brain is being performed for the relief of certain form of madness. Blindness, too, can be cured in some cases. Some people are blind because the cornea, the outer

covering of the eye, is not transparent. It was thought that if part of such a cornea was removed, and a portion of the cornea of a newly-dead person stitched on in its place, the patient might recover his sight. This, as one may imagine, is a most delicate operation. Dillinger, an American gangster who before his execution repented of his crimes, agreed that his eyes might be used to help medical science. When he was dead, his eyes were removed and rushed to a hospital where a patient was waiting. The cornea of the dead criminal was sewn on the eyeball of the patient, and grew there successfully. The ex-patient was soon walking about, no longer blind, but seeing through the cornea that once belonged to Dillinger.

Questions :

(1) What sort of instrument is used by surgeons for performing operations ?

(2) Why has the wound every chance of healing satisfactorily ?

(3) Can you refer to certain new kinds of operations ?

(4) How can a blind man recover his eyesight ?

(5) What did an American gangster agree to do ?

(6) What happened to the patient on whose eyeball the cornea of Dillinger was sewn on ?

15. Wealth has tendency to concentrate in the hands of a few with the result that the rich become richer and the poor poorer. In the existing conditions of society we find that there are classes of people who are miserable and unhappy, while there are others, who are rich, well-fed and comfortable. Such differences in economic conditions are mainly due to the maldistribution or inequitable distribution of wealth in society. It is generally maintained that in a

capitalistic society maldistribution of wealth is inevitable. The question is, therefore, raised whether in the capitalistic organisation of society, wealth conduces to maximum human welfare. By human welfare we are to mean the greatest good of the greatest number.

Questions :

(1) What is the tendency of wealth ?

(2) What is the result thereof ?

(3) What are the economic differences due to ?

(4) What is the question that arises about a capitalistic society ?

(5) What is meant by human welfare ?

16. Co-operative feeding extends to insects also. Ants provide the classic example of a highly developed society, though bees and beetles are also quite highly developed. Ants do almost everything in common—gathering food, building stores and granaries, and rearing infants. They share their food even after they have swallowed and half digested it. If a hungry ant meets one which has eaten and asks for something to eat, the other one brings up a little bit of liquid and deposits it in the mouth of the hungry one. No one dare refuse to share because such selfishness would bring down on it the wrath of the whole community. Among us humans, such selfish individuals sometimes gather a lot of money, are given honours and are considered successful men. No wonder Darwin described the ant's brain as 'one of the most marvellous atoms of matter in the world, perhaps more so than the brain of man,' and there is no doubt that the wonderful rests and granaries of the ants and their buildings, which are bigger in comparison

with their size than the Pyramids in Egypt are compared to ourselves, are the result of their highly organized society.

Questions :

(1) How do the ants provide examples of co-operative feeding ?

(2) How could an ant get the punishment for its selfishness ?

(3) How does a selfish man among us fare ?

(4) How did Darwin describe the ant's brain ?

(5) How is the description apt ?

17. The Egyptians have taught us many things. They were excellent farmers. They knew all about irrigation. They built temples which were afterwards copied by the Greeks. They had invented a Calendar which proved such a useful instrument for the purpose of measuring time that it has survived with a few changes until today. But most important of all, the Egyptians had learned how to preserve speech for the benefit of future generations. They had invented the art of writing.

In Egypt a kindly river did the work of a million men and made it possible to feed the teeming population of the first large cities of which we have any record. While man of the pre-historic age had been obliged to spend sixteen hours out of every twenty-four in gathering food, the inhabitant of the Egyptian city found himself possessed of a certain leisure. So the Egyptian began to speculate upon many strange problems that confronted him. Where did the stars come from ? Who made the River Nile rise with such regularity ? Who was he himself a strange little creature surrounded on all sides by death and sickness and yet happy and full of laughters ?

He asked these many questions and certain people stepped forward to answer these inquiries to the best of their ability. The Egyptians called them "priests" and they became guardians of his thoughts and gained great respect in the community. They were highly learned men who were entrusted with the sacred task of keeping the written records.

Questions :

(1) Give a title to this passage.

(2) What did the Egyptians teach us ? What was the most important of all their inventions ?

(3) How did the Egyptians get leisure ? What were the problems that confronted them in their leisure ?

(4) Who were the 'priests' ? What was their 'sacred task' ?

18. The Taj Mahal is a tomb, and we cannot help feeling a certain religious atmosphere as we approach it.

The great gateway to the garden is built of red sandstone inlaid with ornaments and inscriptions from the Koran in white marble, and surmounted by twenty-six white marble minarets. On entering the gateway, we are surprised at its height and size : it is like a very spacious hall. At night the scene is much more impressive. The interior is illuminated by the soft light from a huge brass lamp, which hangs from the centre of the ceiling.

Through the ever-open gateway we see at the far end of the long garden the beautiful white Taj Mahal itself. No man can remain unmoved at this sight.

Whether it be the story of faithful love behind its building, or the glorious way in which the huge mass of marble seems to float in the air before one's eyes, or the wonderful

symmetry of the central dome and its minarets or the perfectly designed decoration which have been carved over its entire area, there is always something which impresses the visitor, and remains with him as long as he lives.

We go through the garden, ascend the stairs and enter the doorway of the Taj. Behind a wonderful marble screen lie the ceremonial graves of Shahjehan and his beloved queen, Mumtaz Mahal. A sense of great solemnity seems to pervade the air, and there is also the scent of jasmine, as some visitors drop on the tomb a few petals of the lovely little white flower.

Questions :

(1) How is the gateway to the garden built and decorated ?

(2) Why does the great gateway impress the visitor ?

(3) What aspects of the Taj Mahal appeal to the visitor ?

(4) Where do the ceremonial graves lie ?

(5) How do you account for the scent there ?

19. The daylight had dawned on the oak forest and the outlaws were all gathered at the great tree which was their usual place of meeting. Nearby, they, their friends, Cedric's party, and all the prisoners, had spent the night after the siege, some in sleeping, others in feasting, singing and rejoicing. Beneath the tree lay the spoils of war taken from the burning castle. The plunder was of great value and much of it had been obtained by the late owner in the same way as it had now been gained by its present owners. The great robber had been robbed by the little robbers. No man of the band of outlaws had taken anything for himself. Everything

had been brought and put into the common fund for disposal by the chief of the band.

On a throne of turf beneath the meeting-tree sat Locksley the archer—the famous leader of these outlaws of Sherwood forest, known to history as Robin Hood. He gave a seat at his right to the Black Knight, and one at his left to Cedric.

"Pardon me for taking the chief place, noble sirs," said he, "but in these forests I am monarch. They are my kingdom, and these merry men, the outlaws of Sherwood Forest, are my subjects. They would think little of my power, if I gave place to any man in my own dominions. We must hasten to divide the spoil, for when the news of our deed gets abroad we shall have the bands of De Bracy, Malvoisin and other friends of Front-de-Boeuf down upon us. Noble Cedric, take one half of the booty."

"Good Yeoman," said Cedric, "my heart is broken. In losing the noble Athelstane of Connisburgh the Saxons have lost their hope. I wish to return to Rotherwood. I have only waited here to thank you and your brave men for their splendid rescue. God forbid that I should touch a thing belonging to a Norman robber."

Questions :

(1) Who was the chief of the band of outlaws ? Where did he sit ? Where did the Black Knight and Cedric sit ?

(2) What was the chief's explanation for taking the chief place ?

(3) Why had they to divide the spoil so quickly ?

(4) Why did Cedric refuse to take the booty offered to him ?

20. After that came the two books which gave to the world those great ideas about the natural rights of man. The first was called "Le Contrat Social"—"The Social Contract." In it, he analysed the whole questions of government ; who should control the government, who should benefit by it. His answer was : the common man. He believed that every man, if he were left unspoiled by wrong education and training, was good. That too was a new idea. Always before, it had been taken for granted that people were bad, and needed discipline, authority, strict law, to keep society together. Always before, it had been assumed that these laws were to be made by the few people at the top and obeyed by the great mass of the common people. Always before, it had been accepted that men had to be taught right and wrong. Rousseau saw quiet clearly that much which had been taught was based on the privilege and property of the few. He overturned the whole idea. Too violently no doubt, as we realise now when we read his belief that you need only leave everybody to grow up naturally, and have as little government and as few laws as possible, for all to go right. But in this world of universal tyranny and injustice his revolutionary ideas were thrilling and wonderful. "The Social Contract" became the Bible of the whole revolutionary movement.

Questions :

(1) By whom was 'Le Contrat Social' written ?
(2) What does the book deal with ?
(3) What idea of the common man was preached by Rousseau ?
(4) What was the old concept about the common man ? What was its defect ?
(5) How was Rousseau's theory received by the world ?

21. Before the first Plan our farmers were producing about 4 million tons of food-grains every year. Our aim in the Plan was to increase this by about 14 per cent. How was this to be done? Well, the most obvious thing was to grow crops in places where this had not been done before. Of course, we could not possibly grow crops on rocky ground or in deep sand; but there were other areas which would be suitable if they could be cleared of weeds. In some places it was hard to remove the weeds, for they had long roots deep in the ground. So the governmentsent big machines called tractors which could tear up the ground and move the weeds, roots and all. A Central Tractor Organization was formed by the Government of India to look after this work.

Finding new land on which to sow crops was one way of growing more food. There were also new ways of getting the good earth to yield more, and we wanted to try them all. We decided, for instance, to give our farmers better seeds. We also gave them manures and fertilizers, so that the ground could receive back the goodness taken out of it each time a crop was grown. You must have heard of the big factory which was set up at Sindri to produce ammonium sulphate to fertilize our fields.

We also got experts to teach the farmers methods of cultivation, such as sowing in straight lines, the proper use of manures and fertilzers and how much water the crops should have, and when.

Questions :

(1) How much food-grains did our farmers produce every year before the first Plan?

(2) By how much did the planners want to increase it ?

(3) What steps did the Government take during the first Plan period to increase the production of food-grains ?

22. An economically just society would be one in which everybody who is prepared to work is certain of getting a reasonable amount of money, just as a politically just society is one in which everybody is reasonably secure and free from the fear of violence. But as we look through history, we find that the people who have done the hardest physical work have always been the poorest, and those who have been rich have worked very little and often not at all. Political justice and economic justice are connected.........This state of things is clearly unjust, so unjust that several times in history people have risen against it and made a revolution which aimed at a more equal divison of the nation's wealth. The French revolution at the end of the eighteenth century was one such rising, and the Russian revolution of 1917 another.

But in spite of revolution the advance in economic justice has been very small.........And, what is perhaps most surprising, those who are the poorest are those who do the hardest, the dullest, or the most dangerous work.........In many countries miners, metal workers and labourers get very small wages compared with people who do pleasant things like organizing and directing and controlling other people ; indeed, they scarcely get enough to live on.

Why is this ? The answer is a complicated one, and it is one about which people are not agreed. I must, however, try to say something about it. Where has the new wealth that the machines have produced gone ? At first most of it went into the pockets of a very few people. The rich became much richer than they were before. Thus the good things which science had brought into the world were not distributed equally, a fair share to everybody ; but they were

scrambled for, snatched at and seized upon, by gamblers and adventurers.

Questions :

(1) What is meant by a 'politically and economically just' society ?

(2) What does history teach ?

(3) Why did people rise in France and Russia ? Could and did they achieve the aim ?

(4) Describe the condition of those who do the hardest and the most dangerous work ? Why is it so ?

(5) Where has the 'new wealth' gone ?

(6) "...they were scrambled for, snatched at and seized upon by gamblers and adventurers." Who are these 'gamblers' and 'adventurers' ?

SECTION III

MODELS FOR PRE'CIS-WRITING

I

Original : Great men are the noblest possession of a nation, and powerful forces in the shaping of national character. Their influence lives after them, and if they be good as well as great, they remain as beacons lighting the course of all who follow them. They set for succeeding generations the standards of the youth who seek to emulate their virtues in the service of the country. Thus did the memory of George Washington stir and rouse Lincoln himself. Thus will the memory of Lincoln live and endure among us gathering reverence from age to age, the memory of one who saved the American Republic by his wisdom, his constancy, his faith in the people and in the freedom ; the memory of a plain and simple man, yet crowned with the knightly virtues of truthfulness, honour and courage.

Title : The abiding and far-reaching influence of great men

Pre'cis : Great men shape the national character. They live among us from age to age as powerful forces influencing us by their examples. Young men emulate their virtues.

II

Original : The little Ashram at Sheogaon was Gandhiji's headquarters. Slowly it had become a dispensary, a hospital, a dairy, a farm and a school. It was also the place to which thousands of people came like pilgrims, from all over the world. They came to see the great leader who ruled millions by love alone. Great politicians and humble peasants came. Some of them stayed for weeks and months. Some came to stay for ever. But no one was allowed to

remain unless he agreed to lead a simple life of hard work in the service of others. All had to share in the daily household work, wash their own clothes, help the cooking and do even the humblest sweeper's tasks. Everyone had to spin for half an hour daily. Where Gandhiji was, all must be equal, both in pleasant and unpleasant things.

Title : Gandhiji's Ashram at Sheogaon.

Pre'cis : From a humble beginning Gandhiji's Ashram at Sheogaon grew up to be an extensive organisation with a dispensary, a hospital, a dairy and a school. Numerous people from different stations in life came there to see the great leader who ruled millions by love ; some came for a temporary stay and others to stay for ever. Those who stayed had to lead a simple life and do all household work including the very humblest. This rule applied to all.

III

Original : Upon close examination it becomes clear that much of our prose literature, excellent and charming as it may appear, especially to the superficial mind, is written seemingly with a purpose. That purpose is often neither more nor less than the conveying to us of some scrap of information or knowledge that the author has picked up at some time previous to his writing. Poetry, on the other hand, seems to exist almost entirely as a medium of expression ; a magic glass for the revelation of the poet's own emotions, past or present.

Title : Where prose differs from poetry

Pre'cis : Prose is largely objective, being the medium through which knowledge is imparted. Poetry, on the other hand, is subjective and reveals the poet's emotions.

IV

Original : A man with a strong will is sure to attain success in almost all the work he does. Very few things are impossible to him. He never becomes daunted in any way. Difficulties may appear before him, obstacles may try to make his path thorny, failure may cloud his atmosphere, but he firmly ignores them all. With a strong determination of mind he pushes on. Gradually he finds that all the troubles disappear from his path one after another. He then reaches his goal and is crowned with success. The well-known story of "The Crow and the Pitcher" is a good example in point. A weak-minded man, on the other hand, gets frightened at the sight of a slight difficulty and leaves his job on the half way in despair. He may begin another. But there also he comes across similar difficulty and gives it up for lack of firm determination. His weakness of mind makes him quite nervous and compels him to give up every work he begins. His life is a total failure. If we, therefore, want to succeed in life, we must be men of strong will.

Title : Obstactles melt before a resolute will.

Pre'cis : A man of resolute will almost always succeeds. He defies all obstacles and reaches his goal. A weak-minded man, on the contrary, leaves his enterprise at the first difficulty, frequently changes his purpose and ends in total failure.

Original : There is a false idea that a man must live up to his position in society. It is said that a man's house and furniture and dress should tell the world his rank in life. This is foolish. Find out what you want and spend money on that, find out what you do not want and spend nothing on

such things. Buy what you really need, and not what others expect you to buy. Eat what suits you best, and not what is the fashion to eat. The happy man is he who lives in the light of his own reason and judgement and is not blindly led by what others do.

Title : Let not fashion mislead you.

Pre'cis : It is foolish to spend money recklessly on food, dress, and the like, led by fashion or being under a false sense of prestige. Those who do not follow others but lead their lives according to their own reason are really happy.

VI

Original : Modern industry has developed during the last hundred and fifty years. Up to the middle of the eighteenth century, the methods of producing goods in Europe were much the same as they are in a large number of Indian villages today. Everything was done by hand and any machines that were employed for the making of goods were rough and crude, and were also worked by hand. But the invention of the steam engine and steam-driven machinery changed everything. They gave man a greater mastery over nature. Hand power gave place to machine power and so man was now able to manufacture goods in large quantities with the help of machines. While in old times a single piece of woollen or cotton cloth required the labour of many spinners and weavers for a large number of days, it was now possible to produce the same type and length of cloth much more cheaply in a mill in a few hours with the help of a very few workers. All this brought about a great change in the industries of Europe and in many ways transformed the entire life of European countries.

Title : Industrial revolution brought about by machinery

Pre'cis : The development of modern industry after the middle of the 18th century owes largely to the invention of the steam engine and the steam-driven machinery. These have given men mastery over the forces of nature and enabled a large-scale production within a short time and at cheaper costs. A revolutionary change in European life and industries has been the result.

VII

Original : Old people say that childhood is the best part of life. They look back at their childhood and remember all its happy days—the jolly games, the long rambles in the country, the fun they had at school, the kind father and mother and the little sisters and brothers, the old home, the sweets and cakes they used to eat, the jokes they used to play and the presents they got.

Perhaps these old folk are right. And yet I think they forgot many things that were not so pleasant in their childhood. Perhaps if some Fairy took them at their word and turned them into childhood again, they would not like it. There is a funny story called 'vice versa' (which means "turned the other way round") that tells of a boy who was crying because he had to go back to school after the holidays and his father scolded him and said, 'Why, I only wish I could be a boy and go to school again.' And the Fairy heard him and all in a moment the father was a little boy and his son was a grown-up man like his father. And the father, in the shape of a little boy, had to go to school ; and I can tell you he did not like it at all. A child's troubles may seem small to grown-up people ; but they are very big to him.

Title : Childhood is not without its sorrows

Pre'cis : Childhood has its joys no doubt, but it has its unpleasantness as well. The fact is, a child's troubles may appear to be negligible to grown-up people, but to a child they are very big. If an old man could by some means be made to go back to his childhood, he would not ungrudgingly accept the topsy-turvy change.

VIII

Original : Cricket is a very interesting game. It is played all over the world. It is becoming more and more popular every year. With the young people of India it stands perhaps next in popularity to football, which is played by most boys in our country.

Cricket, like football and hockey, gives us a proper team spirit. When we play, we tend to forget ourselves and to think only of winning the game for our team. It teaches us to be quick and to have our wits about us. If we play the game in the right spirit, we learn to be fair in our dealings with others, and to take defeat with a smile and without bitter feelings against others. We play fair by obeying all the rules of the game. It is not so much the winning or the losing of a game that is important, but how we play the game. Cricket is a good form of exercise. Both the fielding and the bowling make the leg and the arm muscles strong.

Title : The benefits of the game of cricket

Pre'cis : Next only to football in popularity with young Indians is cricket. It trains body, mind and character. Played in the right spirit and according to rules, this game, besides being a good form of exercise, fosters a team spirit and quickens our wits, teaches fairness in dealings and the virtue of taking defeat with a smile.

IX

Original : At home and at school, we spend a quarter of our lives and there we first learn the lessons of self control, truthfulness, kindness, duty and all other qualities that make a good man or a woman. The longer we live, the more we realise how much we owe to our parents and teachers. When Napoleon Bonaparte had left his school days long behind him, and had become the First Consul of France, he one day visited his old school and this is what he said to the boys—"Boys, remember that every hour wasted at school means a chance of misfortune in after life." What he meant was that there are certain opportunities for building up character which only come to us in the first fourteen or fifteen years of our lives and never afterwards.

Title : Lessons of home and school

Pre'cis : Home and school foster in us the virtues that make a good man or woman. They offer us opportunities for building up our character. Waste of time at school brings us misfortune later.

X

Original : The process of learning may very well be compared to the undertaking of a journey. The learner or student is the journey-taker or traveller. Just as a traveller has to undergo all the troubles of buying his ticket, booking his luggage, showing up his ticket, taking care of his things, boarding a train or steamer, engaging a cab or a car, and suffering every other item of a tedious journey to reach his destination, so a learner, too, has to manage his learning affair himself. It is a laborious process and no one else can do the labour for him, as no one else can do a journey for another. There is no trick or magic in it. It cannot be acquired at second-hand. Just as a traveller may enquire

here or enquire there, in case of doubt or difficulty, so can a student take help and advice from guides or teachers, whenever in difficulty; but the journey is the passenger's own concern—so is the learning of the student and the learner.

Title : Learning resembles a journey

Pre'cis : A learner is like a traveller. He may seek help and guidance from others, but for the acquisition of learning he has to depend on his own efforts just as a traveller has to do his travelling himself.

XI

Original : The Egyptians have taught us many things. They were excellent farmers. They knew all about irrigation. They built temples which were afterwards copied by the Greeks. They had invented a Calendar which proved such a useful instrument for the purpose of measuring time that it has survived with a few changes until today. But most important of all, the Egyptians had learned how to preserve speech for the benefit of future generations. They had invented the art of writing.

We are so accustomed to newspapers and books and magazines that we take it for granted that the world had always been able to read and write. As a matter of fact, writing, the most important of all inventions, is quite new. Without written documents we should be like cats and dogs, who can only teach their kittens and puppies a few simple things and who, because they cannot write, possess no way in which they can make use of the experience of those generations of cats and dogs that have gone before.

Title : The invaluable contributions of the Egyptians

Pre'cis : The world owes a great debt to the Egyptians for its progress in agriculture and architecture and also for its calendar for measuring time. Their most important

invention, however, is the art of writing, which is the bes means of communication and preservation of thoughts.

XII

Original : It is physically impossible for a well-educated, intellectual or brave man to make money the chief object of his thoughts ; just as it is for him to make his dinner the principal object of life. All healthy people like their dinners, but their dinner is not the main object of their lives. So all healthy-minded people like making money, but the main object of their life is not money ; it is something better than money. A good soldier, for instance, mainly wishes to do his fighting well. He is glad of his pay and justly grumbles when you keep him ten years without it—still, his main notion of life is to win battles, not to be paid for winning them. So of the doctors. They like fees no doubt, yet if they are brave and well-educated, the entire object of their lives is not fees. They, on the whole, desire to cure the sick ; and if they are good doctors, and the choice is fairly put to them, they would rather cure the patient and lose the fee, than kill him and get it. And so with all other brave and rightly trained men ; their work is first, their fee second. But in every nation there are vast numbers of people who are ill-educated, cowardly, and more or less stupid. And with these people just as certainly fee is first, and the work second, as with brave people the work is first and the fee second.

Title : Work first, fee second

Pre'cis : To all well-educated, intellectual and brave men in all their enterprises, work is of primary consideration and not the money which is the be-all and end-all to the ill-educated, the cowardly and the stupid of whom every nation has a vast number.

XIII

Original : It is a mistake to suppose that men succeed through success ; they much ofetener succeed through failures. By far the best experience of men is made up of their remembered failures in dealing with others in the affairs of life. Such failures in sensible men are incitements to better self-management and greater tact and self-control as a means of avoiding them in future. Ask the diplomatist and he will tell you that he has learnt his art through long being baffled, defeated and thwarted, far more than from having succeeded. Precept, study, advice and example, could never have taught them so well as failure has done.

Title : Lessons of failures

Pre'cis : Men oftner succeed through failures than through success. Failures teach us how to avoid them in future through tact and better self-control. They are more effective than precept, study, advice and example.

XIV

Original : Another discovery, almost as important as that of writing, was made during the fifteenth century. I mean the invention of printing. Writing with hand must be a slow, difficult, and expensive operation and when the manuscript is finished, it is perhaps laid aside among the stores of some great library, where it may be neglected by students, and must, at any rate, be accessible to very few persons, and liable to be destroyed by numerous accidents. But the admirable invention of printing enables the artist to make a thousand copies from the original manuscript, by having them stamped upon paper in far less time and with less expense than it would cost to make half a dozen copies with the pen. From the period of this glorious discovery, knowledge of every kind may be said to have been brought

out of darkness of cloisters and universities, where it was known only to a few scholars, into the broad light of day, where its treasures were accessible to all men.

Title : Invention of printing and the diffusion of knowledge

Pre'cis : Printing has numerous advantages over hand-writing or manuscript. It has helped the diffusion of knowledge which has been released out of the darkness of cloisters and made accessible to all men.

XV

Original : Most of the government of the world have been cruel, oppressive and unjust. Their object has been not to do good to the people whom they were governing but only to benefit those who were governing them. Usually the government has been in the hands of scme absolute prince or ruler possessing supreme power, who did precisely what he liked with or to his subjects. In such cases he would be assisted by a few people belonging to highly-placed families, who are treated like favourites in a school, and helped the ruler to keep the great masses in subjection. Sometimes families would govern by themselves without one person as a Prince or a supreme ruler. But in course of time a new system of government called democracy which is the kind of government that prevails now in most civilized countries was invented.

Title : Democracy, a new kind of government

Pre'cis ! The cruel, oppressive and unjust rule of absolute princes or rulers assisted by a few persons of highly-placed families or the rule of some families has now been replaced in most civilized countries by democracy.

XVI

Original : Perhaps your father is an old man now, with bent form, white hair, slow step, wrinkled face and broken voice. Forget not what history there is in all these marks that look to you like marrings of his manly beauty. The soul writes its story on the body. The soldier's scars tell of heroism and sacrifices. So gluttony and greed and selfishness write out their record on features, and so do kindness, benevolence, unselfishness and purity. You look at your father and see signs of toil, of pain, of self-denial and of care. Do you know what they reveal ? They tell the story of his life. He has passed through struggles and conflicts. Is there nothing in the bent form, in the faded hands, the lines of care, that tell you of his deep love for you and of suffering endured, sacrifices made and toils and anxieties for your sake ? All the reverence of your soul will be kindled into deepest, purest admiration, as you look upon these marks of love and sacrifice.

Title : The physical features of an old man reveal the story of his life.

Pre'cis : The physical features of an old man, now a wreck of his former self, bear clear marks of his past toils, pains and anxieties for his children. They also show very clearly his kindness, benevolence, heroism, unselfishness, self-denial and love. A look at these marks rouses in one deepest and purest admiration for one's father.

EXERCISE

1. The great *bulk* of our town-dwellers are poor—terribly poor. They live huddled together in dismal, dark and smelly slums, sleeping four and five or even ten in a small, dark smoky room, eating of the barest, their children denied education beyond what are called "the three R's", which,

once they leave school, they soon forget. The lot of our common people is dreadful. The workers in the mills and factories of our towns, whom we—because we live in towns—are accustomed to think of as the poorest people, earn anything from fifteen to fifty rupees a month, with which to maintain a whole family. But the worker's wage is almost princely compared with the earnings of those crores and crores of our countrymen who live in villages and cultivate the land, producing food for us to eat and the cotton from which is made the cloth we wear.

2. It is only with the greatest care that anyone of us can train his mind to look for truth, and even then he cannot be quite sure that he will find it. Charles Darwin, a great scientist, collected masses of information about plants and animals and was able to come to important conclusions. But occasionally he came to wrong conclusions. Whenever he found a fact which was at variance with his main theory, he always made a note of it in writing and at once, as he found there was much greater tendency to forget such facts than facts which were in harmony with it. If only everyone would behave in this sensible way we should be saved years of argument and quarrelling and should arrive much more quickly at a happier world.

3. One of the maxims of Andrew Carnegie was that to leave great wealth to one's children tended to encourage them in indolence and bad habits. He admired a manly character and all through his long life his heart went out in sympathy to the man who struggled heroically with circumstances. Even as a boy he stood up for fairness and justice. He had a fine sense of manly dignity and self-respect and respected these qualities in others. His enormous endowments were mainly intended to provide

capital for social and educational advancement and for pensions for former employees and others. He made great benefactions to the world for making life more livable. He was fond of repeating the saying, 'God does not give wealth to man for personal gain.'

4. The path of success in business is usually the path of common sense. Patient labour and application are as necessary here as in the acquisition of knowledge or the pursuit of science. The old Greeks said, "To become an able man in any profession, three things are necessary—nature, study, and practice." In business, practice, wisely and diligently improved, is the great secret of success. Some may make what are called "lucky hit," but, like money earned by gambling, such 'hit' may only serve to lure one to ruin. Bacon was accustomed to say that it was in business as in ways—the nearest way was commonly the foulest, and that if a man would go the fairest way he must go somewhat about. The journey may occupy a longer time, but the pleasure of the labour involved by it, and the enjoyment of the results produced, will be more genuine and unalloyed. To have a daily appointed task of even common drudgery to do makes the rest of life feel all the sweeter.

5. It is not because of his toils that I lament for the poor; we must all toil, or steal which is worse; no faithful workman finds his task a pastime. The poor man is hungry and athirst; but for him also there is food and drink; he is heavy-laden and weary, but for him also Heaven sends sleep and of the deepest. But what I do mourn over is that the lamp of his soul should go out; that no ray of heavenly or even of earthly knowledge should visit him, but only in the haggard darkness, like two spectres, Fear and Indignation bear him company. Alas!

while the body stands so broad and brawny, must the soul lie blinded, dwarfed, stupefied, almost annihilated? Alas! was this too a breath of God that there should one lie ignorant who had capacity for knowledge? This I call a tragedy.

6. There is an old legend that soon after the creation the gods announced that mankind, on a given day, be permitted to divide the earth among them. As soon as the appointed time arrived, the agriculturists appropriated the fertile lands; merchants the roads and seas; monks the slopes suitable for vines; noblemen the woods and forests, for the sake of the game; kings the bridges, the defiles, where they could raise taxes. The poet, who was in deep meditation, came when all was over and bewailed his lot. What was to be done? The gods had nothing more to give. "Come," they said, "and live with us in the eternal azure of heaven. Come as often as you like, you will find the door open." He accepted, but had no need to disturb himself; in his happy moments, free from care and anxiety, his mind, like some well-tuned instrument, could at will bring down the heaven to earth.

7. Socrates, the great Greek philosopher, tried hard to control himself and was resolved never to make a show of his temper. He believed that one angry man was more of a beast than a human being. He had a wife who used to lose her temper on the slightest excuse and tried her utmost to irritate the cool, calm philosopher. One day, the woman became more furious than ever and began to insult Socrates. Socrates determined not to be put out and to leave her alone, went and sat on the door-step of his house. The wife, finding that Socrates was not paying the least heed to her loud and angry scolding, went up to him and emptied a pot full of water over him. The passers-by in the street

were much amused at the incident, and Socrates joined them in their laughter and quickly remarked, 'I was expecting this: after thunder, comes rain.'

8. It is no doubt true that we cannot go through life without sorrow. There can be no sunshine without shade. We must not complain that roses have thorns, but rather be grateful that thorns bear flowers. Our existence here is so complex that we must expect much sorrow and suffering. But although a good man may at times be angry with the world, it is certain that no man was ever discontented with the world who did his duty in it. The world is a looking-glass; if you smile, it smiles; if you frown, it frowns back. If you look at it through a red glass, it seems red and rosy; if through a blue, all blue; if through a smoky one, all dull and dingy. Always try to look at the bright side of things; almost every thing has a bright side. There are some persons whose smile, the sound of whose voice, whose very presence, seems like a ray of sunshine, and brightens a whole room. While we should feel grateful, and enjoy to the full the innumerable blessings of life, we cannot expect to have no sorrows and anxieties.

9. The family, like the home in which they live, needs to be kept in repair, lest some little rift in the walls should appear and let in wind and rain. The happiness of a family depends very much on attention to little things. Order, comfort, regularity, cheerfulness, good taste, pleasant conversation—these are the ornaments of daily life, deprived of which it degenerates into a wearisome routine. There must be light in the dwelling, and brightness and pure spirits and cheerful smiles. Home is not usually the place of toil but the place to which we return and rest from our labours; in which parents and children meet together and pass a careless and joyful hour. To have nothing to say to

others at such times, in any rank of life, is a very unfortunate temper of mind, and may perhaps be regarded as a serious fault; at any rate, it makes a house vacant and joyless.

10. Sir Walter Scott was a man who was honest to the core of his nature; and his strenuous and determined efforts to pay his debts, or rather the debts of the firm with which he had become involved, have always appeared to us one of the grandest things in biography. When his publisher and printer broke down, ruin seemed to stare him in the face. There was no want of sympathy for him in his great misfortune, and his friends came forward, who offered to raise money enough to enable him to arrange with his creditors. "No," said he proudly, "this right hand shall work it all off." "If we lose everything else," he wrote to a friend, "we will at least keep our honour unblemished." While his health was already becoming undermined by overwork, he went on "writing like a tiger," as he himself expressed it, until no longer able to wield a pen; and though he paid the penalty of his supreme efforts with his life, he nevertheless saved his honour and his self-respect.

11. There was a man of delicate constitution, who devoted a great deal of his time to philanthropic work. He visited the sick, he sat by them in their miserable homes, he nursed them and helped them in all ways. He was expostulated with by his friends for neglecting his business, and threatened with the illness he was sure to contact by visiting the fevered and the dying. He replied to his friends with firmness and simplicity, "I look after my business for the sake of my wife and my children, but I hold that a man's duty to society requires him to have a care for those who are not of his own household."

These were the words of a willing servant of duty. It is not the man who gives his money that is the true benefactor of his kind, but the man who gives *himself*. The man who gives his money is advertised; the man who gives his time, strength, and soul, is beloved. The one may be remembered, while the other may be forgotten, though the good influence he has sown will never die.

12. We constantly hear of the evils of wealth and of the sinfulness of loving money; although it is certain that after love of knowledge, there is no one passion which has done so much good to mankind as the love of money. It is to the love of money that we owe all trade and commerce; in other words, the possession of every comfort and luxury which our own country is unable to supply. Trade and commerce have made us familiar with the productions of many lands, have awakened curiosity, have widened our ideas by bringing us in contact with nations of various manners, speech and thought, have supplied an outlet for energies which would otherwise have been spent up and wasted, have accustomed men to habits of enterprise, forethought and calculation, have, moreover, communicated to us many arts of great utility, and have put us in possession of some of the most valuable remedies with which we are acquainted, either to save life or to lessen pain. These things we owe to the love of money. If theologians could succeed in their desire to destroy that love, all these things would cease, and we should relapse into comparative barbarism.

13. The first and best school of manners, as of character, is always the Home, where woman is the teacher. The manners of society at large are but the reflex of the manners of our collective homes, neither better nor worse. Yet with all the disadvantages of ungenial homes, men may

practise self culture of manner as of intellect, and learn by good examples to cultivate a graceful and agreeable behaviour towards others. Most men are like so many gems in the rough, which need polishing by contact with other and better natures, to bring out their full beauty and lustre. Some have but one side polished sufficient only to show the delicate graining of the interior ; but to bring out the full qualities of the gem needs the discipline of experience, and contact with the best examples of character in the intercourse of daily life.

14. Early on the following morning Nelson reached Portsmouth and, having despatched his business on shore, endeavoured to elude the populace by taking a by-way to the beach ; but a crowd collected in his train, pressing forward to obtain a sight of the face. Many were in tears, and many knelt before him and blessed him as he passed.

England has had many heroes, but never one who so entirely possessed the love of his fellow-countrymen as Nelson. All men knew that his heart was as humane as it was fearless ; that there was not in his nature the slightest alloy of selfishness or cupidity ; that, with perfect and entire devotion, he served his country with all his heart, and with all his soul, and with all his strength ; and therefore, they loved him as truly and fervently as he loved England.

They pressed upon the parapet to gaze after him when his barge pushed off, and he was returning their cheers by waving his hat. The sentinels who endeavoured to prevent them from trespassing upon this ground were wedged among the crowd ; and an officer, who, not very prudently upon such an occasion, ordered them to drive the people down with bayonets, was compelled speedily to retreat ; for the people would not be debarred from gazing, till the last moment, upon the hero—the darling hero of England !

15. When anyone is ill he is looked after by a doctor and probably a nurse and it is very likely that he will be sent to a hospital. There he will be put to bed in a large dry room or ward. He will have nurses to take care of him, make his bed, wholesome food, and help him to get well and strong again in a very short time. The hospital will be a large and carefully planned building, where nothing is allowed to get dirty, and where all work is done in a quiet orderly fashion. The doctors and nurses are all thoroughly trained men and women, whose only purpose is to see that the many patients in their care get well as soon as possible.

Such is the modern hospital. Almost every town of any size has one of its own, and if it has not, someone is sure to be planning one for it. There are also many hospitals which take only men and women with special kinds of diseases. But every hospital in every part of the world has the same standard of cleanliness, order or kindness. Everywhere the men and women who work in these hospitals devote their lives to fighting diseases of all kinds.

16. While wealth is a great factor for assuring happiness of human life, it is easily liable to be employed by one set of people against others. Besides, wealth has a tendency to concentrate in the hands of a few with the result that the rich become richer and the poor poorer. In the existing conditions of society we find that there are classes of people who are miserable and unhappy while there are others who are rich, well-fed and comfortable. Such differences in economic conditions are mainly due to the maldistribution of wealth in society. It is generally maintained that in a capaitalistic society maldistribution of wealth is inevitable. The question is, therefore, raised

whether in the capitalistic society, wealth conduces to maximum human welfare. In assessing the welfare of society we must not refer to individual fortune or condition of life. By human welfare we are to mean greatest good of the greatest number.

17. There is a kind of half-knowledge which seems to disable men from forming a just opinion of the facts before them,—a sort of squint in the understanding, which prevents it from seeing straightforward and by which all objects are distorted. Men in this state soon begin to confound the distinction between right and wrong; farewell then to simplicity of heart. and with it farewell to rectitude of judgement. Give them a smattering of law, and they become litigious; give them a smattering of physic, and they become hypochondriacs or quacks, disordering themselves by the strength of imagination, or poisoning others in the presumptuousness of conceited ignorance. But of all men the smatterer in philosophy is the most intolerable and the most dangerous; he begins by unlearning his creed and his commandments; and in the process of eradicating what it is the business of all sound education to implant, his duty to God is discarded first, and his duty to his neighbour presently afterwards.

18. You are to take as your badge, not the selfish daisy but the noble unselfish oak, which in all its stages of growth, from the youngest to the oldest, does not blight anything with its shadow but allows the grass and the wild flowers to grow up close to its trunk, and innumerable living things to find their home beneath and on its branches, and protects them all from the wind and the storm and the too scorching sunshine. Cultivate a hospitable nature like that, giving kindly welcome to everything that needs your help, seeking as you grow older

to shelter with your shade as many of the exposed creatures of God as you can. And so your usefulnes will grow with your growth, and increase with your years; and your removal, when it comes in the end, will be, not the weeding out of a daisy from the blank space which it has made by its growth, but the uprooting of a great oak, the loss of whose shade and protection half the woodland feels for many a long day.

19. Habits of idleness once firmly fixed cannot be suddenly thrown off. The man who has wasted the precious hours of life's seed-time finds that he cannot reap a harvest in life's autumn. Lost wealth may be replaced by industry, lost knowledge by study, lost health by temperance or medicine; but lost time is gone for ever. In the long list of excuses for the neglect of duty, there is none which drops oftener from men's mouth or which is founded on more of self-delusion than the want of leisure. People are always cheating themselves with the idea that they would do this or that desirable thing, if only they had time. It is thus that the lazy and the selfish excuse themselves from a thousand things which conscience dictates to be done. Remember that the men who have done the most for their own and the general good are not the wealthy, leisurely people, who have abundance of time to themselves and nothing to do. They are the men who are in ceaseless activity from January to December —men however pressed with business, who are always found capable of doing a little more. You may rely on them in their busiest seasons with ten times more assurance than on idle men.

20. It would be sheer hypocrisy to deny that in India a new and exclusive caste has grown up, the caste of educated men, most of whom regard quilldriving as the

be-all and end-all of their existence and who keep aloof from the cultivator or the manual worker and look down upon him as an inferior person. Most of these so-called educated people do nothing to help their country to overcome the prevailing poverty and disease. Our first duty is to destroy this artificial caste and change the uneducated majority into one pale or circle by establishing close and intimate contact and intercourse between the two groups. This would help greatly to remove illiteracy. It would not be a bad thing if all the Indian Universities decided that the Bachelor's degree would not be awarded to anyone, unless he or she, after passing the qualifying examination, spent at least one year in a village or suitable urban settlement working with cultivators or teaching them the three R's.

21. If we are to be India's soldiers we have India's honour in our keeping, and that honour is a sacred trust. Often we may be in doubt as to what to do. It is no easy matter to decide what is right and what is not. One little test I ask you to apply whenever you are in doubt. It may help you. Never do anything in secret or anything that you wish to hide. For the desire to hide anything means that you are afraid, and fear is a bad thing unworthy of you. Be brave and all the rest follows. If you are brave you will not fear and will not do anything of which you are ashamed. You have nothing to hide. We are not afraid of what we do and what we say. We work in the sun and in the light. Even so in our private lives let us make friends with the sun and work in the light and do nothing secretly or with a sense of guilt.

22. Charity is a universal duty, which it is in every man's power sometimes to practise, since every degree of assistance given to another upon proper motives, is an act

of charity ; and there is scarcely any man in such a state of imbecility, that he may not on some occasions benefit his neighbour. He that cannot relieve the poor, may instruct the ignorant, and he that cannot attend the sick, may reclaim the vicious. He that can give little assistance himself may yet perform the duty of charity by inflaming the ardour of others, and recommending the petitions which he cannot grant, to those who have more to bestow. The widow that shall give her mite to the treasury, the poor man who shall bring to the thirsty a cup of cold water, shall not lose their reward.

23. Rousseau's idea of the Rights of Man had become part of the thought of mankind. Away across the seas in America, the democracy of the United States had drawn up the first Constitution, based on that belief. In his own France suffering terribly under the old tyrannies of privilege the new idea was working towards the Revolution. All over Europe his passion for freedom was stirring men from the sleep of centuries. Like a stone dropped in a pond, the waves of that idea have spread. Today, the whole world is overwhelmed by them. The liberalism of the nineteenth century, socialism, communism—these are all parts of that expanding wave. The most dynamic idea in the world today is the belief which Rousseau put into his life and his books—the idea of the Rights of Man.

24. We should never yield to that temptation which to most young men is very strong, of exposing other people's weakness and infirmities for the sake of either diverting the company or of showing our own superiority. We may by that means, get the laugh on our side for the present ; but we shall make enemies by it for ever, and even those who laugh with us will, upon reflection, fear and despise us ; it is ill-natured ; and a good heart desires rather to conceal

than expose other people's weakness or misfortunes. If we have wit, we should use it to please, not to hurt; we may shine, like the sun in the temperate zone, without scorching.

25. For improving man's habits, proper and extensive education is necessary. That education must not consist only of three R's. In the eyes of Shaw the existent educational institutions are a huge conspiracy to keep down original thought. His views on education, as it is and as it should be, run in parallel lines with those of Gandhi. Gandhi said, "I look down upon the present system of education with horror and distrust. It has become a factory for making government employees or clerks in commercial offices. Today, the youths educated in our universities either run after Government jobs or seek an outlet for their frustration for fomenting unrest. They are not even ashamed to beg or sponge upon others. Literacy is not the end of education. Drawing out of spiritual, intellectual and physical faculties, is the true education. Without the use of hands and feet, brains would be atrophied." People bring up their sons to be clerks instead of masons, carpenters and fitters, because their dress is more respectable. Gandhi thought, "Much of the imbecilities of the children of the wealthy will go, if they could but have the worthy ambition of educating them to become self-reliant."

26. The natural curiosity of man has produced the material civilization which we know and has added immeasurably to the storehouse of our knowlege. In modern times this desire for knowledge is expressed most forcibly in our pursuit of science. The exploration of the geographical world is now almost complete, but the spirit of Drake and Cook lives on in those who explore the inside

of atoms or the complicated molecules from which living things are made.

At first sight modern science seems to be an immensely complicated mixture of fact and fancy. Carefully observed and corroborated facts, the results of experiments made with great precision and the pictures of the way nature works which this mass of data reveals, are found side by side with almost as large a volume of speculation. This boiling up to hypotheses from the cold facts is the very spirit of Science, for a guess suggests experiments to prove it and so the truth is slowly sorted out. Speculations which stretch out beyond existing knowledge are exciting and exhilarating, and so long as we do not take them too seriously, or believe them as fact, provide one of the best examples of the working of the human intellect. It is a duty of science to make these guesses, and it is equally a duty to test them in every way possible by experiment and observation, rejecting ruthlessly those which prove false or incomplete.

27. Care should be taken to cultivate, in all intercourse with friends, gentle and obliging manners. To be pleasant and agreeable at home and outside of it must be our constant endeavour. It is a common error to suppose that we may dispense with good manners in our relations with intimate acquiantances ; the good behaviour which procures friendship is absolutely necessary to the preservation of it.

A tart reply, a tendency to rebuke, a contradictory spirit, may embitter domestic life and set friends at variance. It is only by continuing courtesy that we may hope to preserve the comforts of friendship.

Nothing is so strong a recommendation, on a slight acquiantance, as politeness. We must be courteous to all. "Civility costs nothing but buys everything." It certainly buys much which no money will purchase. In our daily

intercourse with members of the public we should endeavour to make them feel that it is a pleasure to work with us; everyone likes being treated with kindness and courtesy.

In general, propriety of behaviour must be the fruit of instruction, of observation, and of reasoning. It is to be cultivated and improved like any other branch of knowledge or virtue. The principles of politeness are the same in all places, everywhere, and in all grades of society, it is wrong to hurt the temper or pain the feelings of those with whom you come in contact. By raising people up, instead of mortifying and depressing them, we make ourselves so many friends, and gain their confidence; in return they will help us to surmount the dangers and difficulties that lie in the path of all.

SECTION : IV

IDIOMATIC PHRASES

Noun Phrases

Bear-garden (গোঁয়ার-গোবিন্দের মেলা, কলহপূর্ণ স্থান)—The meeting turned into a veritable *bear-garden.*

Bird's-eye view (মোটামুটি জ্ঞান)—I took a *bird's-eye view* of the subject.

Bird of passage—(যাযাবর পক্ষী, যে লোক এক জায়গায় অল্পদিন থাকে এবং তৎপরে চলিয়া যায়)—The Europeans who come to our country are mere *birds of passage.*

Bone of contention (বিবাদের বিষয়)—A piece of land has been the *bone of contention* between the two neighbours.

Chicken-hearted fellow (ভীরু কাপুরুষ লোক)—A *chiken-hearted fellow* will scent danger everywhere.

Chip of the old block (বাপের বেটা)—Dr. Shyamaprasad Mukherji was a *chip of the old block.*

Crux of the question (আসল সমস্যা)—The *crux of the question* is how to bell the cat.

Fair weather friend (সুসময়ের বন্ধু)—We must be careful of *fair weather friends.*

Fire and fury (প্রবল উত্তেজনা)—The speech was full of *fire and fury.*

Fish out of water (জল-ছাড়া মাছ, অযথাস্থানে বা অস্বচ্ছন্দ অবস্থায় পতিত লোক)—I felt like a *fish out of water* in that society.

Foregone conclusion (অনুমিত সিদ্ধান্ত)—That he would fail was a *foregone conclusion.*

Gall and wormwood (ক্লেশদায়ক বা বিরক্তিকর পদার্থ)—What you say is *gall and wormwood* to me.

Hair-breadth escape (অল্পের জন্য রক্ষালাভ)—Boys love to read stories of *hair-breadth escape.*

Host in oneself (একাই একশ)—Our Prime Minister is a *host in himself.*

Itching palm (উৎকোচাদিগ্রহণোন্মুখ হস্ত)—Many a high official has an *itching palm.*

Mare's nest (ঘোড়ার ডিম)—Your discovery will prove to be *a mare's nest.*

Open question (অমীমাংসিত বিষয়)—The existence of God is an *open question.*

Odds and ends (টুকরা টাকরা ; এটা সেটা)—The place is filled with *odds and ends.*

Palmy days (সুসময়)—Friends gather round one in one's *palmy days.*

Pros and cons (অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তিসমূহ)—Consider the *pros and cons* before undertaking a work.

Rack and ruin (সম্পূর্ণ ধ্বংস)—You will go to *rack and ruin* unless you are careful now.

Rank and file (সাধারণ সৈন্যগণ ; জনসাধারণ)—The *rank and file* of our army are dependable. The aristocracy will one day sink into the *rank and file.*

Salt of the earth (পৃথিবীর সারপদার্থ, অর্থাৎ মহৎ লোক)—Men like Gandhiji are the *salt of the earth.*

Sinews of war (যুদ্ধ চালাইবার আসল শক্তি, অর্থাৎ অর্থ, যাহা কোন কঠিন কার্যে প্রকৃত শক্তি যোগায়)—America supplies Europe with the *sinews of war.*

Slow-coach (দীর্ঘসূত্র আলস্যপরায়ণ লোক)—A *slow-coach* will scarcely make any progress.

Small fry (চুনোপুঁটি, সামান্য লোক)—Nobody cares for *small fry* like clerks.

Three R's (অতি সাধারণ লেখাপড়া ও অঙ্কের জ্ঞান)—People should be taught at least the *three R's.*

Tit for tat (যেমন কর্ম তেমনি প্রতিফল)—Do not resent if you get *tit for tat.*

Vexed question (যে বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে, কিন্তু কোন মীমাংসা হয় নাই)—Whether Hindi should be made compulsory is still a *vexed question.*

White elephant (যাহার ব্যয় বহন করা দুঃসাধ্য এরূপ ব্যক্তি বা বিষয় —The plan will prove *white elephant* to us.

Why and wherefore (কারণ)—The *why and wherefore* of the action is not known.

Wild-goose chase (অসম্ভবের জন্য বৃথা পরিশ্রম)—Only fools indulge in a *wild-good chase.*

Adjective Phrases

Above board (সাধুতাপূর্ণ, সন্দেহাতীত)—The conduct of a teacher should be *above board.*

At bay (কোণঠাসা অবস্থাপন্ন)—An animal *at bay* is dangerous,

At large (স্বাধীন, মুক্ত)—The prisoner is *at large* now

Beyond one's depth (কাহারও বোধশক্তির অতীত)—The philosophy of Vedanta is *beyond my depth.*

Beside the mark (অপ্রাসঙ্গিক)—The remark is *beside the mark.*

Cut and dried (একেবারে তৈয়ারী)—He has a *cut and dried* solution for every problem.

Free and easy (সরলতাময়, খোলাখুলি, অনাড়ষ্ট)—His *free and easy* manners made him popular.

Hard up (অভাবক্লিষ্ট)—A thrifty person will seldom be *hard up.*

High and mighty (দাম্ভিক)—He is *high and mighty* in his manners.

Hole and corner (গোপনে চালিত)—I dislike a *hole and corner* policy.

Ill at ease (অস্বচ্ছন্দ, অসুখী)—He is *ill at ease* in his present environment.

Ill off (সাংসারিক খারাপ অবস্থাপন্ন)—I am very *ill off* nowadays.

Lost to any feeling (কোন বিষয়ে বোধশক্তিহীন)—The rogue is *lost to all sense of shame.*

Of the first water (অত্যুৎকৃষ্ট)—These gems are *of the first water.*

Off one's head (অপ্রকৃতিস্থ)—He is clean *off his head.*

On the wane (ক্রমশঃ হ্রাসশীল)—His influence is *on the wane.*

Out at elbows (নিরতিশয় দুর্দশাপন্ন)—Though once very rich, he is *out at elbows* now.

Out of humour (খারাপ মেজাজ বিশিষ্ট)—The man is *out of humour* now.

Out-of-the-way (জনমানবহীন, বহুদূরবর্তী)—He lives in an *out-of-the-way* place.

Out of the wood (বিপন্মুক্ত)—We are now *out of the wood.*

Verb Phrases

Be about (কোন ব্যাপারে নিযুক্ত থাকা)—What *are* you *about*? He *is* busy *about* nothing.

Be beside oneself (আত্মহারা হওয়া)—The boy *was beside himself* with joy to hear of his success.

Be in for (যোগ্য হওয়া)—You *are in for* punishment.

Bear away (জয় করিয়া লওয়া)—My brother *bore away* the first prize.

Bear down (পরাভূত করা)—Napoleon *bore down* all opposition.

Bear down upon (আক্রমণ করা)—The Germans *bore down upon* the English.

Bear off (জয় করিয়া লইয়া যাওয়া)—A girl *bore off* the first prize.

Bear on *or* **upon** (কোন বিষয়ে প্রাসঙ্গিক বা সংশ্লিষ্ট হওয়া)—Your remarks *does* not *bear on* (or, *upon*) the subject.

Bear up against *or* **under** (অটলভাবে সহ্য করা)—With faith in God we can *bear up against* (or, *under*) all misfortunes.

Blow hot and cold in the same breath (এক মুখে দুই কথা বলা)—Nobody will believe you if you *blow hot and cold in the same breath.*

Bring into play (কাজে লাগানো)—Dangers sometimes *bring* all our energies *into play.*

Bring to bay (কোণঠাসা করা)—The deer *was brought to bay* after a long chase.

Bring to a close *or* **end** (অবসান করা)—The meeting *was brought to a close* (or, *end*) after the president's speech.

Bring to book (কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য করা)—The guilty boy *was brought to book* before his classmates.

Bring to pass (ঘটানো)—Your own men *brought* this mishap *to pass.*

Bring under (পরাভূত করা)—The king very soon *brought* the rebels *under.*

Burn the midnight oil (অনেক রাত্রি পর্যন্ত অধ্যয়নাদি করা)—I have to *burn the midnight oil* to prepare for the examination.

Bury the hatchet (বিবাদ মিটাইয়া ফেলা)—They were enemies before, but *have buried the hatchet* to become friends.

Call a spade a spade (উচিত কথা বলা)—It requires a good deal of moral courage *to call a spade a spade.*

Call to mind (স্মরণ করা)—I cannot *call to mind* what you said.

Call up (স্মৃতিপথে আনয়ন করা)—I cannot *call up* all the events of my childhood.

Carry about (লইয়া বেড়ানো)—He always *carries about* a dagger with him.

Carry one's point (স্বকীয় অভিপ্রায় সিদ্ধ করা ; নিজের মত সাব্যস্ত করা)—He does not hesitate *to carry his point by means* fair or foul. The speaker *carried his point* by dint of his eloquence.

Catch a Tartar (শক্তলোকের পাল্লায় পড়া)—The rascal found that he had *caught a Tartar* in me.

Cacth up with (নাগাল ধরা)—We could not *catch up with* the thief.

Come home to (হৃদয়ঙ্গম হওয়া : মর্মে আঘাত করা)—His speech *came home to* all who heard it. His unkind words *came home to* the poor man.

Come to grief (কষ্টে বা বিপদে পতিত হওয়া)—The imprudent man soon *came to grief.*

Come to pass (সংঘটিত হওয়া)—What he foreboded *has come to pass.*

Come up with (নাগাল ধরা)—I followed the man but could not *come up with* him.

Come wrong (অনভীপ্সিতরূপে ঘটা)—No questions can *come wrong* to one well prepared for the examination.

Cry over spilt milk (অপ্রতিবিধেয় ক্ষতির জন্য বৃথা অনুশোচনা করা) —It is no use *crying over spilt* milk.

Curry favour with (তোষামোদাদি দ্বারা কাহারও অনুগ্রহলাভের চেষ্টা করা)—I will not give up my opinion to *curry favour with* the men in power.

Cut dead (চিনিতে না চাওয়া)—An upstart *will cut dead* his old friends.

Cut off one's nose to spite one's face (নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ করা)—A wicked man *will cut off his nose to spite his face.*

Cut to the quick (মর্মে আঘাত করা)—The unkind remarks of his son *cut* him *to the quick.*

Die a dog's death (অবহেলিতভাবে মরা)—The poet *died a dog's death* in his old age.

Do a good turn (সময়মত কোনরূপ উপকারসাধন করা)—Though we were not known to each other, he *did me a good turn.*

Do justice to (কাহারও বা কোনকিছুর প্রতি ন্যায়োচিত ব্যবহার করা) —His countrymen *did justice* to his noble qualities.

Do up (অত্যন্ত ক্লান্ত করিয়া ফেলা ; সাজানো গুছানো ; মোড়ক করা) —The toil *has* quite *done* me *up.* The servant *did up* my room nicely. Please *do up* the parcel for me.

Do yeoman's service (কোন কিছুর বা কাহারও প্রভূত উপকার করা) —Vidyasagar *did* his country *yeoman's service.*

Draw on (কোন কিছু হইতে উপকরণ সংগ্রহ করা ; নিকটবর্তী হওয়া ; চেক কাটিয়া বা অন্য উপায়ে টাকা বাহির করা)—In writing this book he has to *draw* largely *on* old records. There was an outbreak of cholera as the winter *drew on.* I can live happily without *drawing on* the bank.

Drive into a corner (কোণঠাসা করা)—He confessed everything being *driven into a corner* by the pleader.

Drive into one's wit's end (একেবারে হতবুদ্ধি করিয়া ফেলা)— I *was driven into my wit's end* to solve the problem.

Eat humble pie (ঘাট মানা)—The proud man had *to eat humble pie* for his rude behaviour.

Eat one out of house and home (কাহারও ব্যয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া তাহার সর্বনাশসাধন করা)—The hangers-on *ate the man out of house and home.*

Eat one's words (উক্তি প্রত্যাহার করা)—The proud man was made *to eat his words.*

Face the music (ধাক্কা সামলানো)—He will have *to face the music* of his rash act.

Fall a prey *or* **victim to** (কোন কিছুর বা কাহারও হাতে বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া)—The simple man *fell an easy prey* (or, *victim*) to false friends.

Fall foul of (আক্রমণ করা)—The two friends *fell foul of* each other.

Fall in with (কাহারও হঠাৎ সাক্ষাৎ পাওয়া ; কাহারও সহিত একমত হওয়া)—I *fell in with* an old friend there. I *fall in with* you completely.

Fall off (অবনতিপ্রাপ্ত হওয়া ; সরিয়া পড়া)—Bengal *has* of late *fallen off* to a degree. A true friend *does* not *fall off* in adversity.

Fall out (বিবাদ করা)—The two friends *have fallen out* of late.

Fall out of use (অপ্রচলিত হওয়া)—Many words found in ancient literature *have* now *fallen out of use.*

Fall through (নিষ্ফল হওয়া)—All our plans *have fallen through* for want of adequate funds.

Get about (ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়ানো—I am still too weak to *get about.*

Get at (কোন কিছুর নিকট পৌঁছানো ; প্রাপ্ত হওয়া, বুঝা)—Failing to *get at* the grapes, the fox said that they were sour. I tried *to get at* the right meaning.

Get away (পলাইয়া যাওয়া)—The thief could not *get away.*

Get beyond (কোন কিছুর সীমার বহির্ভূত হইয়া পড়া)—The boy *got beyond* his depth and was drowned.

Get into favour (প্রিয়বস্তু হওয়া)—This hair oil *has got into favour* with ladies now.

Get into a scrape (কোনরূপ গোলযোগ বা সঙ্কটে পড়া)—The man *has got into a scrape* for his own folly.

Get off (অবতরণ করা ; খুলিয়া ফেলা ; নিষ্কৃতি পাওয়া)—He *got off* from the horse. He *got off* his coat. The accused *got off* without punishment.

Get on with (কাহারও সহিত বনিবনা করিয়া চলা ; কোন কাজে অগ্রসর হওয়া)—How are you *getting on with* your neighbour ? He *is getting on* well *with* his studies.

Get scent of (কোন কিছুর সন্ধান পাওয়া)—The police *got scent of* the secret.

Get wind (প্রকাশ হইয়া পড়া)—The story of his guilt *has got wind.*

Give currency to (প্রচলিত করা)—They *have given currency* to the rumour.

Give forth (প্রচার করা)—He *gave forth* that he would soon resign.

Give in (বশ্যতা স্বীকার করা ; দেওয়া ; অধীন হওয়া)—The rebels *gave in* and peace was restored. He *has given in* his resignation. Do not *give in* to temptation.

Give off (নিঃসৃত করা)—The rose *gives off* (or, *out*) the sweetest smell.

Give out (প্রচার করা ; প্রকাশ করিয়া দেওয়া)—It *was given out* that Shivaji was ill. The servant *has given out* our secret.

Give over (অর্পণ করা ; ছাড়া ; বর্জন করা)—The thief *was given over* to the police. The boy *gave over* reading long ago. We must *give over* our bad habits.

Go about one's business (আপনার কাজে মন দেওয়া বা যাওয়া) —He *went about his business* immediately. The soldiers were ordered *to go about their business.*

Go ahead of one (অন্যকে পিছনে ফেলিয়া অগ্রবর্তী হওয়া)—My brother *has gone ahead of me.*

Go all lengths (যথাসাধ্য চেষ্টা করা)—My parents *went all lengths* for me.

Go aside (একপাশে সরিয়া যাওয়া ; বিপথগামী হওয়া)—We *went aside* to let him pass. We must not *go aside* from the path of honesty.

Go back from *or* **upon** (লঙ্ঘন করা)—One must not *go back from* (or, *upon*) one's promise.

Go beyond one's depth (ডুব জলে যাইয়া পড়া)—The boy *went beyond his depth* and was drowned.

Go hard with (সবিশেষ ক্লেশকর হওয়া)—It *goes hard with* me to maintain my family.

Go out (নিবিয়া যাওয়া)—The lamp *has gone out.*

Go over (পাঠ করা ; পরীক্ষা করা)—If you *go over* the book you will find it useful. The auditor *has gone over* the accounts.

Go to all lengths (যথাসাধ্য চেষ্টা করা)—I am ready *to go to all lengths* to achieve my object.

Hang fire (চেষ্টা করিতে বিলম্ব করা ; ঘটিতে বিলম্ব হওয়া)—We sometimes *hang fire* and thus lose a good opportunity. The scheme *has been hanging fire* for years together.

Hang in the balance (নিতান্ত সংশয়ের অবস্থায় থাকা)—My fat*hangs in the balance.*

Have an axe to grind (কৌশলে স্বার্থসাধন করিবার উদ্দেশ্যে থাকা) —The politician *has an axe to grind* in decrying government.

Hold in check (সংযত রাখা)—We must *hold* our passions *in check.*

Hold one's peace (নীরবতা অবলম্বন করা)—The bereaved woman could hardly *hold her peace.*

Hold water (পরীক্ষায় উৎরানো)—Your argument *will* not *hold water.*

Keep at bay (নিকটে ঘেঁষিতে বা আক্রমণ করিতে না দেওয়া)—Terrible evils *are just kept at bay* by incessant efforts.

Keep back (গোপন করা ; অগ্রসর না হওয়া ; সংবরণ করা)—Do *not keep back* anything from your parents. *Keep back* or I will hit you. The girl could not *keep back* her tears.

Keep body and soul together (দেহে প্রাণ বজায় রাখা অর্থাৎ কোনও প্রকারে বাঁচিয়া থাকা বা আহারাভাবে না মরা)—With my meagre means, I find it difficult *to keep body and soul together.*

Keep from (পরিহার করা)—We should *keep from* all bad habits.

Keep good (ভাল থাকা)—Sweets *keep good* for a long time in a refrigerator.

Keep house (ঘরকন্না চালানো)—The woman *keeps house* for her brother.

Keep the house (বাড়িতে আটকাইয়া থাকা)—I had to *keep the house* all the day yesterday owing to rain.

Keep in (সংযত করা ; আটক রাখা)—I tried to *keep in* my feeling. The boy *was kept in* after school hours.

Keep late hours (অধিক রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া থাকা)—To *keep late hours* is very injurious to health.

Keep open house (আগন্তুক মাত্রকেই ভোজ্যপানীয় দেওয়া)—In olden days people used *to keep open house.*

Keep out (প্রবেশ করিতে না দেওয়া)—The dog *kept out* intruders from the house.

Keep to (কিছুতে লাগিয়া থাকা, খেলাপ না করা)—A man of honour *will keep to* his word.

Keep up (জাগাইয়া রাখা ; জাগিয়া থাকা ; বজায় রাখা)—My father *keeps* me *up* till twelve. I seldom *keep up* after ten. We must *keep up* our spirits in all circumstances. *Keep up* the prestige of your family.

Keep up appearances (বাহিরের ঠাট পূর্বাবস্থায় বজায় রাখা)—It is difficult *to keep up appearances* in all circumstances.

Keep up with (কাহারও বা কোন কিছুর সহিত সমানে চলা)—We could not *keep up with* him in the work.

Kiss the dust (পরাজিত বা নিহত হওয়া)—In the duel either of the heroes *will kiss the dust.*

Kiss the ground (ধূলিসাৎ হওয়া)—Her pride shall soon *kiss the ground.*

Know by heart (কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা)—He *knows by heart* a large number of idiomatic phrases.

Laugh in one's sleeve (মনে মনে হাসা)—I laughed *in my sleeve* at the rich man's peculiar manners.

Lay bare *or* **open** (প্রকাশ করা)—I shall *lay bare* (or, *open*) your plot.

Lay by *or* **up** (জমানো)—We should *lay by* (or, *up*) something against a rainy day.

Lay siege to (অবরোধ করা)—The Moghuls *laid siege to* Ahmednagar.

Lay waste (উৎসন্ন করা)—Hitler *laid waste* many parts of Europe.

Let off (মুক্তি দেওয়া ; ছাড়া)—The prisoner *was let off* with a warning. He *let off* an arrow at the bird.

Live fast (অসংযত জীবন যাপন করা)—Those who *live fast* die early.

Live from hand to mouth (যত আয় তত ব্যয় করিয়া কষ্টেসৃষ্টে সংসার চালানো)—With his poor income he *lives from hand to mouth.*

Look about for (খোঁজা)—I *am looking about for* some employment.

Look blank (ভ্যাবাচাকা মারিয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকানো)—Charged with the crime, the man *looked blank.*

Look daggers (রাগে কটমট করিয়া তাকানো)—He *looked daggers* at me when I accused him.

Look down upon (হেয়জ্ঞান করা)—The rich often *look down upon* the poor.

Look forward to (সাগ্রহে প্রত্যাশা করা)—We *look forward to* better days.

Look out (সতর্ক হওয়া ; বাহিরের দিকে তাকানো ; খুঁজিয়া বাহির করা) —The storm coming on, the captain asked the sailors to *look out.* He *looked out* from the window. I have *looked out* a fine house.

Look out for (প্রতীক্ষা করা)—The men *looked out for* an opportunity.

Look over (উপেক্ষা করা ; পরীক্ষা করা)—She *looks over* the defects of her children. The auditor *has looked over* the accounts.

Look sharp (কোন বিষয়ে ত্বরান্বিত হওয়া)—*Look sharp,* or you will miss the train.

Look up (দরে চড়া ; খুঁজিয়া বাহির করা ; কাহারও সহিত যাইয়া সাক্ষাৎ করা)—The market of foodstuff *is looking up. Look up* the word in a dictionary. I *shall look* you *up* when returning.

Look upon *or* **on** (কাহাকেও কিছু মনে করা)—I *look upon* (or, *on*) him as my guide in life.

Look up to (সম্মানের সহিত গণ্য করা)—They *look up to* him as a saint.

Lose ground (পিছু হটা)—As we advanced, the enemy began *to lose ground.*

Lose one's heart to (কাহারও প্রেমে পড়া)—Romeo *lost his heart to* Juliet.

Make after (অনুসরণ করা ; অনুরূপ করা)—The dog *made after* the cat. God *made* man *after* His own image.

Make against (ক্ষতি করা)—Your argument *makes against* the public cause.

Make at (কোনদিকে ধাবিত হওয়া)—The tiger *made at* the sportsmen.

Make away to (হস্তান্তরিত করা)—I *made away* my house *to* him.

Make away with (লইয়া চম্পট দেওয়া ; মারিয়া ফেলা)—During my short absence the servant *made away with* my watch. She *made away with* her husband by poison.

Make ends (*or*, **both ends**) **meet** (আয়ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিয়া সংসার চালানো)—Middle class men now find it difficult *to make ends* (or, *both ends*) *meet.*

Make for (কোন কিছুর অনুকূল হওয়া ; কোনদিকে যাওয়া)—These principles *will make for* peace. The ship *made for* the shore in the teeth of the storm.

Make good (সম্পন্ন করা ; ক্ষতিপূরণ করা)—Netaji *made good* his escape from India in the guise of a Mussulman. You must *make good* the loss incurred through you.

Make into (পরিণত করা)—The gold he gave *has been made into* ornaments.

Make little *or* **light of** (কোন কিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করা)—The rich often *make little* (or, *light*) *of* the sufferings of the poor.

Make merry (আমোদ বা কৌতুক করা)—He ate, drank, and *made merry* with his guests.

Make much of (বিশেষ গুরুত্ববিশিষ্ট মনে করা)—The rich *make much of* their slight illness.

Make nothing of (অগ্রাহ্য করা ; মাথামুণ্ড কিছুই না বুঝা ; কাহাকেও লইয়া কিছু করিয়া উঠিতে না পারা)—Some people would always *make nothing of* others' abilities. I can *make nothing of*

your writing. He can *make nothing of* his son who has gone astray.

Make of (বুঝা ; গণ্য করা)—I failed *to make* anything *of* what he said. '*Makes* she more *of* me than *of* a slave ?'

Make off (পলায়ন করা)—The rogue *made off* towards a jungle.

Make off with (কোন কিছু লইয়া চম্পট দেওয়া)—The servant *has made off with* my clothes.

Make over (হস্তান্তর করা)—He *made over* his estate to his wife by a deed of gift.

Make short work of (শীঘ্র খতম করিয়া ফেলা)—The locusts *made short work of* the standing crop.

Make towards (কোন দিকে যাওয়া)—He *made towards* the door.

Make up to (সমীপবর্তী হওয়া)—He *made up to* the king boldly.

Mind one's own business (নিজের চরকায় তেল্ দেওয়া)—A prudent man will always *mind his own business.*

Muster strong *or* **in force** (বহুসংখ্যায় দলবদ্ধ হওয়া)—The citizens of Calcutta *mustered strong* (or, *in force*) to hear the Prime Minister.

Out-Herod Herod (অত্যাচারে হেরডকে ছাড়াইয়া যাওয়া অর্থাৎ উৎপীড়নে সকলকে ছাড়াইয়া উঠা)—The Nabab *out-Heroded Herod* in tyranny.

Pass for (কোন কিছু বলিয়া গণ্য হওয়া)—Rogues often *pass for* saints.

Pass muster (পরীক্ষায় টিকিয়া যাওয়া)—Your explanation *will* not *pass muster.*

Pass off (বিলীন হওয়া ; চালানো)—The pain *will* gradually *pass off.* He tried to *pass off* a false coin.

Pay one in one's own coin (সমানভাবে প্রতিশোধ লওয়া)—If you harm me, I *shall pay* (or, *repay*) *you in your own coin.*

Pay off old scores (পুরাতন শত্রুতা শোধ দেওয়া)—I took the opportunity to *pay off old scores.*

Pay one's respects to (কাহারও প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা)—Peasants came *to pay their respects to* their landlord.

Pay one's way (ঋণগ্রস্ত না হইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করা)—It is better *to pay one's way* by strict economy than to run into debt for luxury.

Pocket an insult *or* **affront** (অপমানাদি নীরবে সহ্য করা)—I cannot *pocket an insult* (or, *affront*) for anything.

Provide against a rainy day (দুঃসময়ের জন্য ব্যবস্থা করা)—Every. one should *provide against a rainy day.*

Pull together (মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করা)—Partners must try to *pull together.*

Put about (অসুবিধায় ফেলা)—They were much *put about* by this speech.

Put by (সঞ্চয় করা ; রাখিয়া দেওয়া ; এড়ানো)—We must *put by* something every month. *Put by* unnecessary formalities now. He tried *to put by* the question.

Put down (লিপিবদ্ধ করা ; দমন করা ; গণ্য করা)—I have *put down* what he said. Akbar *put down* the rebellion. People often *put down* honest men as fools.

Put forth (প্রয়োগ করা ; উদ্গত করা)—I *put forth* all my energy in the work. Most trees *put forth* new leaves in spring.

Put in (দাখিল করা ; মাঝখান হইতে বলা)—I shall *put in* your proposal before them. We were talking when he *put in* this remark.

Put in a word for (কাহারও সপক্ষে একটা কথা বলা)—Please *put in a word for* me to the headmaster.

Put in an appearance (স্বয়ং উপস্থিত হওয়া)—The father *put in an appearance* when the son was turned out.

Put into writing (লিখিয়া রাখা)—I have *put into writing* all his instructions.

Put on airs (জাঁক দেখানো)—It is foolish for a poor man to *put on airs* of a rich man.

Put out (নিবাইয়া দেওয়া ; প্রসারিত করা ; উদ্গত করা ; বিনিয়োগ করা)—He *put out* the lamp. The beggar *put out* his right hand. Trees *put out* flowers in spring. He *puts out* his money at a high rate of interest.

Put right *or* **set right** *or* **put to rights** (ঠিকঠাক করা, শোধরানো) —It is difficult to *put right* (or, *set right*, or *put to rights*) the machinery of a new government.

Put through (সম্পন্ন করা)—I shall *put through* the task set.

Put to rout (শৃঙ্খলাশূন্যভাবে পলায়ন করিতে বাধ্য করা)—The Sikhs *put* the Afghan army to *rout*.

Put to shame (লজ্জিত করা)—No insult can *put* the rascal *to shame*.

Put up (বাসা লওয়া বা থাকা ; বাসা দেওয়া ; খাটানো ; লটকানো ; পেশ করা)—I *put up* in a hotel near College Square. We shal.

be glad to *put* you *up* when you come to Calcutta. A tent has been *put up* for refugees. A notice has been *put up* at the gate. *Put up* your application on Monday.

Read between the lines (ভাল করিয়া পড়িয়া অন্তর্নিহিত অর্থ নির্ণয় করা)—*Read between the lines,* and you will get at the meaning of this letter.

Rest on one's laurels (অধিকতর গৌরব অর্জনে বিরত হওয়া)—Giving up all political activities he is now *resting on his* laurels.

Rest on one's oars (সাময়িকভাবে কার্যে বিরত হইয়া বিশ্রাম উপভোগ করা)—He is *resting on his oars* before undertaking a fresh venture.

Ride at anchor (নোঙ্গর ফেলিয়া থাকা)—The ship is *riding at anchor* near Kidderpore.

Ride rough-shod (কাহারও কষ্টের দিকে লক্ষ্য না করিয়া কর্তৃত্ব করা) —A leader who *rides rough-shod* over his followers must have a downfall sooner or later.

Rip up old sores (পুরানো বিবাদাদির কথা খোঁচাইয়া তোলা)—It is unwise *to rip up old sores.*

Rub shoulders with (কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেশামেশি করা)—It is never in my nature to *rub shoulders with* rich men at the cost of my prestige.

Run against (হঠাৎ সাক্ষাৎ পাওয়া)—I *ran against* the man there.

Run away with (কিছু লইয়া পালানো)—The servant *ran away with* my clothes.

Run down (তাড়া দিয়া ধরিয়া ফেলা ; দম ফুরাইয়া বন্ধ হওয়া ; অপবাদ করা)—The hounds *ran down* the deer. My watch has *run down.* People often *run down* a reformer.

Run into (or *in*) **debt** (ঋণগ্রস্ত হওয়া)—He *ran into* (or, *in*) heavy *debt* for his daughter's marriage.

Run off (পিঠটান দেওয়া ; তাড়াতাড়ি শেষ করা)—He *ran off* as soon as I came in. While he has been writing his essay for weeks, I *ran off* mine in a day.

Run out (বাহির হইয়া যাওয়া ; ফুরাইয়া যাওয়া)—All the water *ran out* from the tank. Our stock of food *has run out.*

Run out of (ফুরাইয়া ফেলা)—The army *ran out of* ammunition.

Run to (কোনরূপ পরিমাণে হওয়া)—His debt *has run to* a heavy amount.

Run up (দরে চড়া)—Rice *has run up* of late.

Set about (আরম্ভ করা)—I *set about* my work before sunrise.

Set at liberty (অবরোধ হইতে মুক্ত করা)—The political prisoners *have* all *been set at liberty.*

Set by (সঞ্চয় করা)—He *sets by some* money every month.

Set down (লিপিবদ্ধ করা ; নামাইয়া দেওয়া)—*Set down* your complaints clearly. The chauffeur *set* me *down* near our house.

Set down as *or* **for** (কোন কিছু বলিয়া বিবেচনা করা)—They *set* him *down as* (or, *for*) a great man.

Set in (আরম্ভ হওয়া)—The rains have already *set in.*

Set off (যাত্রা করা ; বর্ধিত করা)—He *has set off* for Delhi. Ornaments *set off* one's beauty.

Sit out (কাহারও অপেক্ষায় অধিক সময় থাকা)—Dance and merriment went on in full swing, but he *sat out* all the while.

Sow broadcast (সমধিক-পরিমাণে ছড়ানো বা প্রচার করা)—The news *has been sown broadcast.*

Stand aside *or* **off** (দূরে সরিয়া থাকা)—Do not *stand aside* (or, *off*) when others fight for a common cause.

Stand on ceremony (বাহ্য শিষ্টাচারের নিয়ম পালন করা)—You need not *stand on ceremony* with an old friend.

Stand over (মুলতবী থাকা)—The question *has stood over* for a month.

Stand up for (কোন কিছু বা কাহারও পৃষ্ঠপোষকতা বা পক্ষ সমর্থন করিতে দাঁড়ানো)—Vidyasagar *stood up for* widow remarriage.

Steer clear of (এড়াইয়া চলা)—We must *steer clear of* extremes.

Stop short (হঠাৎ থামা)—He *stopped short* in the middle of his speech.

Strike dumb (হতবুদ্ধি বা বাক্‌শক্তিহীন করা)—The ghastly scene *struck* us *dumb.*

Take a fancy to (কোন কিছু বা কাহারও প্রতি আকৃষ্ট হওয়া)—The child *took a fancy to* the doll.

Take a leap in the dark (বিপদের গুরুত্ব বিবেচনা না করিয়া বা ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া ঝাঁপাইয়া পড়া)—I *took a leap in the dark* by going in partnership with him.

Take after (অনুরূপ হওয়া)—A child *takes after* its father.

Take down (লিখিয়া লওয়া ; ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ফেলা)—*Take down* what he says. The old building *was taken down.*

Take exception to (কোন কিছুতে আপত্তি করা)—He *took exception to* my remark.

Take in (বাড়ীতে লওয়া ; হৃদয়ঙ্গম করা ; প্রতারিত করা ; সত্য বলিয়া গ্রহণ করা ; ভর্তি করা)—He *has taken in* a lodger. I failed *to take in* his argument. He *was taken in by* a rogue. I *took in* all he said. The headmaster *took in* a few more students.

Take into account *or* **consideration** (হিসাবের মধ্যে ধরা, গণ্য করা)—In dealing with the boy, his age was *taken into account* (or, *consideration*).

Take offence (বিরক্ত বোধ করা)—He *took offence* at everything I said.

e the bull by the horns (সাহসের সহিত বিপদের সম্মুখীন হওয়া) —To achieve success, you must *take the bull by the horns* and overcome all opposition.

Take to (কোন-কিছুতে আসক্ত হওয়া ; কাহারও প্রতি অনুরাগী হওয়া ; কোন-কিছু অবলম্বন করা)—He *has taken to* drinking. I *took to the* child. He *took to* unfair means in the examination.

Take to heart (মনে দারুণ আঘাত পাওয়া)—He *has taken* his father's death very much *to heart.*

Talk shop (নিজের কাজকর্ম সম্বন্ধে গল্প করা)—He is so self-centred that he always *talks shop.*

Tell on *or* **upon** (মন্দ প্রতিক্রিয়া করা)—Keeping late hours *will tell on* (or, *upon*) your health.

Tremble in the balance (নিতান্ত সংশয়াপন্ন অবস্থায় থাকা)—My fate *trembles in the balance.*

Turn aside (নিবারণ করা ; এক পাশে সরিয়া যাওয়া ; বিচ্যুত হওয়া)— — I tried *to turn aside* the calamity. *Turn aside*, or you may be hurt. He *turned aside* from the path of virtue.

Wait upon *or* **on** (হাজির থাকিয়া পরিচর্যা করা ; সেবা করা)—He has several servants *to wait upon* (or, *on*) him. His wife *will* not *wait upon* him.

Work upon *or* **on**— (কোন-কিছুর উপর ক্রিয়া করা ; কাহাকেও প্রভাবিত করা)—Smoking *will work upon* (or, *on*) your lungs. His speech *worked upon* (or, *on*) the audience.

Adverbial Phrases

All the time *or* **All the while** (কোন উল্লিখিত সময়ের সারাক্ষণ)— I was there for over an hour, and he was *all the time* (or, *while*) with me.

As it were (বলিতে গেলে, যেন)—Gandhiji was, *as it were*, the spiritual father of his followers.

Note : *As it were* প্রকৃতপক্ষে একটি clause, phrase নহে, কারণ ইহার মধ্যে একটি finite verb, ও তাহার subject আছে।

At all costs (সর্বপ্রকার ক্ষতি স্বীকার করিয়াও)—I will adhere to truth *at all costs* (or, *at any cost*).

At all hazards (সর্বপ্রকার বিপদ্ সত্ত্বেও)—I will do my duty *at all hazards.*

At arm's length (যথেষ্ট দূরে)—Keep wicked men *at arm's length.*

At best (যথাসম্ভব বেশি করিয়া বা ভালভাবে ধরিলেও)—Your story *is at best* doubtful.

At most (ঊর্ধ্ব সংখ্যায়, খুব বেশি হইলে)—There are *at most* (or, *at the most*) two hundred boys in our school.

At one's disposal (কাহারও সম্পূর্ণ অধিকারের মধ্যে বা অধীনে)—The Headmaster has free studentship *at his disposal.*

At one's elbow (কাহারও সন্নিকটে বা পার্শ্বে)—Her son sat *at her elbow.*

At one's heels (কাহারও পশ্চাতে পশ্চাতে)—Her son follows her *at her heels.*

Beyond doubt (নিঃসন্দেহে)—He is *beyond doubt* the best boy in the class.

Beyond measure (অপরিমিতরূপে)—The failure mortified him *beyond measure.*

and large (সাধারণতঃ বলিতে গেলে, মোটামুটি)—Our boys are, *nd large*, very intelligent.

By fair means or foul (ভালমন্দ যে কোন উপায়েই)—He will gain his object *by fair means or foul.*

By turns (পর্যায়ক্রমে)—My brother and I read this book *by turns.*

By the by (প্রসঙ্গক্রমে)—I must say, *by the by*, I have doubts about his success.

By the way (প্রসঙ্গক্রমে)—I made that remark only *by the way.*

Far and away (বহুলপরিমাণে)—Rabindranath was *far and away* the greatest poet of his age.

For a time (কিছুকালের জন্য)—The sight of a tiger paralysed me *for a time.*

From bad to worse (ক্রমশঃই অধিকতর মন্দ)—Things are going *from bad to worse.*

Head and heart (সর্বান্তঃকরণে, সর্বাংশে)—Rabindranath was *head and heart* a poet.

Head and shoulders (জোর করিয়া ; কাঁধ ও মাথা যতখানি ততটা অর্থাৎ অনেকটা)—They dragged in religion, *head and shoulders,* in a political question. He is *head and shoulders* above us in education.

In a manner (কতকটা)—He has *in a manner* confessed his guilt.

In a nutshell (সংক্ষেপে)—He stated the whole case *in a nutshell.*

In cold blood (বিনা উত্তেজনায়)—He was murdered *in cold blood.*

In earnest (আন্তরিকতার সহিত)—I took up the work *earnest* (or, *in right earnest*).

In force (বহুসংখ্যায় ; প্রচলিত)—The raiders came *in force.* The law is no longer *in force.*

In good part (ভালভাবে)—He took my words *in good part.*

In hot blood (সহসা ক্রোধের বশে)—The murder was committed *in hot blood.* (Comp.—*In cold blood*)

In no time (অবিলম্বে)—I shall return *in no time.* (Comp.—*At no time*)

In season and out of season (সময়ে অসময়ে, যখন তখন)—Don't speak of your own affairs *in season and out of season.*

In the long run (পরিণামে)—My endeavours will be successful *in the long run.*

In the same breath (যুগপৎ)—Don't say 'yes' and 'no' *in the same breath.*

Now and again (থাকিয়া থাকিয়া)—He shrieks out *now and again.*

Of course (স্বাভাবিকরূপেই ; কাজে কাজেই)—Great *of course* was my joy when I heard of your success. His son got plucked and *of course* he was sorry.

Of late (সম্প্রতি)—Things are not going on well *of late.*

On and on (ক্রমাগত)—He talked *on and on* till it was evening.

On no account (কোন ক্রমেই না)—I will *on no account* do it again.

On the spur of the moment (সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া)—He committed the crime *on the spur of the moment.*

(শেষবারের মত)—I told him *once for all* that he would get nothing from me.

Out and out (সম্পূর্ণরূপে)—Japan was beaten *out and out* by the allied army. পুরোপুরি—Netaji was *out and out* a nationalist.

Over and above (অধিকন্তু)—He has passed the examination creditably, and has, *over and above*, gained a scholarship. (Prep. কোন কিছুর অতিরিক্ত—*Over and above* passing the examination, he has gained a scholarship.)

Over head and ears (আকণ্ঠ নিমগ্নভাবে)—He has been *over head and ears* in debt.

Right and left (এলোপাতাড়িভাবে)—The Headmaster caned the wicked boys *right and left.*

Through thick and thin (সকল প্রকার বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া)—I will pass *through thick and thin* to attain success.

To a man (একজনও বাদ নাই এমনভাবে)—The Hindus have left West Punjab almost *to a man.*

To all intents and purposes (বস্তুতঃ, কার্যতঃ)—He became a beggar *to all intents and purposes.*

To and fro (সম্মুখের দিকে ও পশ্চাদ্দিকে, ইতস্ততঃ)—He was walking *to and fro* in his room.

To one's face (মুখের উপর)—They called him a fool *to his face.*

To one's heart's content (মনের সাধ মিটাইয়া)—The man partook of the fare *to his heart's content.*

To the contrary (বিরুদ্ধে)—When I told him everything, he could not say anything *to the contrary.*

To the letter (অক্ষরে অক্ষরে, অবিকল)—I followed his advice *to the letter.*

To the point (প্রসঙ্গানুযায়ী)—You must answer *to the point.*

Under one's nose (চক্ষের উপরে)—The thief took away everything *under my nose.*

With one accord (একবাক্যে, একযোগে)—They supported him *with one accord.*

Without rhyme or reason (যুক্তিযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে, অহেতুকভাবে)—He dismissed some workers *without rhyme or reason.*

5. Prepositional Phrases

At variance with (অসামঞ্জস্য-বিশিষ্ট)—His acts are *at variance with* his words.

In consequence of (ফলে)—He suffered in *consequence of* his folly.

In default of (কোন কিছুর অভাবে)—The property went to his daughter's children *in default of* a direct heir.

In defence of (রক্ষা করিবার জন্য ; পক্ষ সমর্থনার্থ)—We shall venture our lives *in defence of* our right. Several speakers spoke *in defence of* the measures.

In defiance of (অগ্রাহ্য করিয়া)—The workers left the factory *in defiance of* the manager's orders.

In keeping with (সামঞ্জস্যবিশিষ্ট)—His manners are not *in keeping with* his high position.

of (পরিবর্তে)—He gave me a book *in lieu of* my money.

In obedience to (বশবর্তী হইয়া)—I did it *in obedience to* the wishes of my father.

In regard to (সম্পর্কে, বিষয়ে)—I said something *in regard to* the proposal.

In the event of (কোন কিছু ঘটিলে)—I shall have to give up my studies *in the event of* (or, *in case of*) my father's death.

In the rear of (পশ্চাতে)—Famine followed *in the rear of* drought.

On the score of (হেতুতে)—He was dismissed *on the score of* (or, *on the ground of*) inefficiency.

With an eye to (কোন কিছুর প্রতি দৃষ্টি বা লক্ষ্য রাখিয়া)—This book has been written *with an eye to* the needs of students.

With reference to (কোন কিছু বা কারও সম্পর্কে)—I have much to say *with reference to* (or, *in reference to* ; or, *in regard to* ; or, *with regard to* ; or, *with respect to*) your proposal.

Note : Prepositional phrase-এর শেষে সর্বদাই একটি preposition থাকে ; কিন্তু দুইটি idiomatic phrase আছে যাহার শেষে কোনও preposition না থাকিলেও prepositional phrase-রূপে ব্যবহৃত হয় · যথা—

There is a big village *on this side* the Ganga.
The passengers *on board* the Jala Usha were all Indians.

Miscellaneous Idiomatic Phrases

Spick and Span (আনকোরা)—He had a *spick and span* coat on.

Under a cloud (কলঙ্কস্পৃষ্ট বা সন্দেহভাজন)—Though honest, he is *under a cloud* now.

Well up (ভালরূপ অভিজ্ঞ)—The boy is not so well up in English.

Worth while, worth one's while, worth the while (যেরূপ সময়, শ্রম বা অর্থ ব্যয় করিতে হয় তদনুরূপ ফলদায়ক)—It is *worth while* (*or*, your *or* the while) to make this experiment.

Exercise

1. *Make sentences with the following* :—

(a) Bone of contention, fire and fury, hair-breadth escape, host in oneself, pros and cons, salt of the earth, slow-coach, tall talk, wild-good chase, at large, of the first water, hard up, ill off, on the wane, out of the wood, bear down, bring to bay, bury the hatchet, call up, come to grief, cut dead, do justice to, eat humble pie, face the music, fall in with, give in, give out, go hard with, hold

water, keep late hours, lay up, look blank, look over, look down upon, make good, muster strong, put on airs, put to shame, read between the lines, run out, sit up, take a leap in the dark, take to heart, tell upon.

(b) All the same, as it were, at best, by and large, in a nut shell, in cold blood, in the same breath, on the spur of the moment, over head and ears, to a man, to the contrary, to the letter, with one accord, without rhyme or reason, in consequence of, in keeping with, in regard to, in the event of, on the score of, with an eye to, with reference to.

(c) Cold reception, itching palm, mare's nest, palmy days, sinews of war, three R's, why and wherefore, off one's head, hole and corner, call a spade a spade, come to pass, die in harness, fall flat, fight shy of, hang in the balance.

2. *Frame sentences with the following phrases* :—

(a) By dint of, above board, on pain of, on the eve of, down upon, wild-good chase, dispose of, fall out, in a view to. (H. S. Q. 1960)

(b) Hold back, lay out, after all, at last, by far, fight shy, hold good, in no time. (H. S. Q. 1961)

(c) To be in a bad way, to be all ears ; fish out of water ; once in a while ; to go through with ; to prove equal to ; to take one's time ; give one his due ; to set at naught ; bring out. (1962)

(d) Set up, see off, keep up, come round, follow suit, from hand to mouth, heart and soul, black and white, hard and fast. (H. S. Q. Comp. 1960)

(e) In the event of, once for all, hole and corner, look sharp, fall short, put up with, come by, look over. (H. S. Q. Comp. 1961)

(f) To come to grief, by means of, to live up to, to look after, to get rid of, to make out, to put out, to be at one's best, to set out for, in view of. (H. S. Q. Comp. 1962)

APPENDIX

QUESTIONS OF HIGHER SECONDARY EXAMINATION, 1962

ENGLISH (Second Language) – First paper

1. Read the following passage carefully, and then answer *any three* of the questions stated next after it :— 30

Johnson's love of London, however, was of his own sort, quite unlike that of Charles Lamb for instance, or that of such a man as Sir Walter Besant. He cared nothing for architecture, and little for history. Still less had his feeling anything to do with the commercial greatness of London. He had a scholar's contempt for traders as people without ideas fit for rational conversation. ......What he cared about was a very different thing. He thought of London as the place in all the world where the pulse of human life beat strongest. There a man could store his mind better than anywhere else : there he could not only live but grow : there more than anywhere else he might escape the self-complacency which leads to intellectual and moral torpor, because there he would be certain to meet not only with his equals but with his superiors. These were grave grounds which he could use in an argument ; but a man needs no arguments in justification of the things he likes, and Johnson liked London because it was the home of the intellectual pleasures which to him were the only real pleasures, and which made London for him a heaven upon earth.

Questions :

(*a*) Enumerate the attractions of London as stated in the above passage

(*b*) What was Johnson's attitude towards traders ? And why ?

(*c*) Who thought of London as the place 'where the pulse of human life beat strongest' ? And why ?

(*d*) Explain the meaning of—'there he could not only live but grow.'

2. Select *any two* of the following passages and make a pre'cis of each reducing it to about one-third of its length : 25

(*a*) Like our own Addison, with whom he has several points of resemblance, Virgil did not shine in society. The exquisite sensibility of his mind, which appears in every page of his writings, rendered him incapable of any form of self-assertion. A rude or discourteous word hurt him like a blow, and on such occasions his friends had sometimes to come to his aid, while he sat silent, hurt and embarrassed, blushing like a girl. Unlike Horace, who exalted in the outward signs of notoriety, the curious gaze, the whispered comment, the pointing finger of the passers-by, Virg disdained such coarse tribute to his greatness and by-streets to avoid the public eye. He was a bad speaker, but a delightful reader of his own poetry.

(*b*) The death of Nelson was felt in England as something more than a public calamity : men startled at the intelligence, and turned pale ; as if they had heard of the loss of a dear friend. An object of our admiration and affection, of our pride and of our hopes, was suddenly taken from us ; and it seemed as if we had never, till then, known how deeply we loved and reverenced him. What the country had lost in its great naval hero—the greatest of our own and of all former times—was scarcely taken into the account of grief. So perfectly, indeed, had he performed his part, that the maritime war, after the battle of Trafalgar, was considered at an end : the fleets of the enemy were not only defeated

but destroyed : ......It was not, therefore, from any selfish reflection upon the magnitude of our loss that we mourned for him : the general sorrow was of a higher character.

(*c*) Sir James Thurnhil, a famous painter, was employed in decorating the interior of the dome of St. Paul's Cathedral. One day, while he was painting, he wished to see how his work looked from a distance. For this purpose he moved backward from it along the scaffolding until he reached the edge. If he had taken another step, he would have fallen over and been dashed to pieces on the pavement below. His servant at this moment saw his danger, and in an instant threw a pot of paint at the picture. The painter immediately rushed forward to chastise the servant for spoiling the painting. When the reason for this strange act was explained, Sir James could not thank him enough, or sufficiently admire his ready ingenuity. If the servant had called out to tell his danger, the startled painter would likely footing and been killed. By destroying his workmanship the servant gave the painter a motive to return from the edge of the scaffold.

3. Make sentences of your own with *any five* of the following phrases :— 15

(*a*) To be in a bad way. (*b*) To be all ears. (*c*) Fish out of water. (*d*) Once in a while. (*e*) To go through with. (*f*) To prove equal to. (*g*) To take one's time. (*h*) Give one his due. (*i*) To set at naught. (*j*) Bring out.

4. Translate into English *any two* of the following passages :— 30

(*a*) রমণী কহিল, "শৈলেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।" অর্ধরাত্রে ঝটিকা-বৃষ্টি নিবারিত হইলে যুবক কহিলেন, "আপনারা এইখানে কিছুকাল কোনরূপে

সাহসে ভর করিয়া থাকুন। আমি একটা প্রদীপ-সংগ্রহের জন্য নিকটবর্তী গ্রামে যাই।"

এই কথা শুনিয়া যিনি কথা কহিতেছিলেন, তিনি কহিলেন, "মহাশয় গ্রাম পর্যন্ত যাইতে হইবে না। এই মন্দিরের রক্ষক একজন ভৃত্য অতি নিকটেই বসতি করে, জ্যোৎস্না প্রকাশ হইয়াছে, মন্দিরের বাহির হইতে তাহার কুটীর দেখিতে পাইবেন। সে ব্যক্তি একাকী প্রান্তর মধ্যে বাস করিয়া থাকে এজন্য সে গৃহে সর্বদা অগ্নি জ্বালিবার সামগ্রী রাখে।"

(*b*) আমার স্ত্রী চমকিয়া আমার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ও কে?"—তাঁহার দুর্বল অবস্থায় হঠাৎ অচেনা লোক দেখিয়া ভয় পাইয়া আমাকে দুই তিনবার অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "ও কে? ও কে গো?"

আমার কেমন দুর্বুদ্ধি হইল, আমি প্রথমেই বলিয়া ফেলিলাম, "আমি চিনি না।" বলিবামাত্রই কে যেন আমাকে কশাঘাত করিল, পরের মুহূর্তেই বলিলাম—"ও আমাদের ডাক্তার বাবুর কন্যা।"

স্ত্রী একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন;—আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না। পরক্ষণেই তিনি ক্ষীণস্বরে অভ্যাগতকে বলিলেন, "আপনি আসুন।"—আমাকে বলিলেন, "আলোটা ধরো।"

(*c*) কাশীতে বাড়ী ঠিক করা হইয়াছিল, তথাকার জলবাতাসের গুণে নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতে লক্ষ্মীর বিলম্ব হইল না। মাস চারেক পরে যখন সে ফিরিয়া আসিল, তাহার দেহের কান্তি দেখিয়া মেয়েদের গোপন ঈর্ষার আর অবাধ রহিল না!

শীতকাল আগত প্রায়, দুপুর বেলায় মেজবৌ চিররুগ্ন স্বামীর জন্য একটা পশমের জামা বুনিতেছিল, অনতিদূরে বসিয়া ছেলে খেলা করিতেছিল, সে-ই দেখিতে পাইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, মা, জ্যাঠাইমা।

মা হাতের কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি একটা আসন করিয়া লইয়া আসন পাতিয়া দিল, স্মিত মুখে প্রশ্ন করিল, শরীর সারিয়াছে দিদি?

HIGHER SECONDARY EXAMINATION, 1963

ENGLISH—(Second Language)—First Paper

1. Read carefully the following passage and answer the questions set on it at the bottom :— 30

New methods of transport have profoundly modified the life in the village and small town. Up to only a generation ago most villages were to a great extent self-sufficing communities. Every trade was represented by its local technician ; the local produce was consumed or exchanged in the neighbourhood ; the inhabitants worked on the spot. If they desired instruction or entertainment or religion, they had to mobilize the local talent and produce it themselves. Today all this is changed. Thanks to improved transport, the village is now closely bound up with the rest of the economic world. Supplies and technical services are obtained from a distance. Large numbers of the inhabitants go out to work in factories and offices in far-off cities. Music and the drama are provided not by local talent, but over the radio and in the picture theatre. Once all the members of the community were always on the spot ; now, thanks to motor cycles and buses the villagers are rarely in their [illegible] munity fun, community worship, community efforts to secure culture have tended to decline, for the simple reason that, in leisure hours, a large part of the community's membership is always somewhere else. Nor is this all. The older inhabitants of Middletown complained that the internal-combustion engine had led to a decline of neighbourliness. Neighbours have Fords and Chevrolets, consequently they are no longer there to be neighbourly ; or if by chance they should be at home, they content themselves with calling up on the telephone. Technological progress has reduced the number of physical contacts, impoverished the spiritual relations between the members of a community.

Questions

(*a*) What was the condition of villages before the introduction of the new methods of transport ?

(*b*) Mention some of the changes brought about by the new methods of transport ?

(*c*) What, according to the writer, is the harmful effect of technological progress on a village community ?

2. Choose *any two* of the following passages and make a pre'cis of each, reducing it to about one-third of its length :— 25

(*a*) The human race is spread all over the world, from the polar regions to the tropics. The people of which it is made up eat different kinds of food, partly according to the climate in which they live, and partly according to the kind of food which their country produces. Thus in India the people live chiefly on different kinds of grain, eggs, milk, or sometimes fish and meat. In Europe the people eat more flesh and less grain. In the Arctic regions, where no grain and fruits are produced, the Eskimo and other races live almost on flesh, specially fat.

The men of one race are able to eat the food of another race if they are brought into the country inhabited by the latter ; but as a rule, they still prefer their own food, at least for a time—owing to custom. In hot climates, flesh and fat are not much needed ; but in the Arctic regions, they seem to be very necessary for keeping up the heat of the

The kind of food eaten also depends very often on custom or habit, and sometimes upon religion. Brahmins will not touch meat ; Mahommedans and Jews will not touch the flesh of pigs. Most races would refuse to eat the flesh of many unclean animals, although quite possibly such flesh may really be quite wholesome.

(*b*) When people learnt about agriculture, many new developments took place. There was firstly a greater division of labour. Some people hunted, others looked after the fields and ploughed. Then again as time went on, people learnt new trades and specialised in them.

Another interesting result of tilling land was that men began to settle down in villages and towns. Before agriculture came, people used to wander about and hunt. It was not necessary for them to live in one place. They could hunt wherever they went. And often they had to move about from place to place because of the cows and sheep and other animals they had. These animals required pasture-

lands where they could graze. After grazing in one place for some time, the land did not produce enough for the cattle and so the whole tribe had to move to another place.

(c) For hundreds of years, the common people have lived a life of misery. It was believed to be all due to the foreigners. Now the foreigners are gone. Is the condition any better ? Is there any hope of early improvement ? The people know only that prices have gone up ; they do not get enough to eat and clothe themselves. The peasants produce as much as ever ; but food is not available at reasonable prices ; and the peasants have to pay three times as much as before for the articles they need. Cloth is produced as much as ever ; yet there is scarcity and the prices soar higher and higher. This is a puzzling situation. Its anomaly can be easily brought home to the people at large, who at present are the dupes of demagogy. It can be easily shown, without maligning anybody, that the situation need not be as bad as all that, hardships and privations experienced by the people can be considerably relieved. The people will then begin to ask why it is so. Enquiry always yields knowledge and knowledge brings power, which in this case is self-confidence. Helplessness due to loss of man's faith in himself and his creativity is the ultimate cause of the crisis.

3. Make sentences of your own with *any five* of the following phrases :— 15

(*a*) To leave one in the lurch. (*b*) Turn over a new leaf. (*c*) At a low ebb. (*d*) A bone of contention. (*e*) Nip in the bud. (*f*) To die in harness. (*g*) Look down upon. (*h*) [illegible] one's shoes. (*i*) A slow coach.

4. Translate *any two* of the following passages into English :— 30

(*a*) যে ভৃত্যমহলে শিশুদের দিন কাটে, সেই ভৃত্যদের মধ্যে ঈশ্বর বা

ব্রজেশ্বর কোনো এক কালে ছিল গ্রামের গুরুমশায়। তার উপরেই ছেলেদের ভার। তখনকার দিনে কলকাতা সহরে বিজলী বাতি অজ্ঞাত, কেরোসিনের তেল শুরু হচ্ছে সবেমাত্র; রেড়ির তেলের সেজের অনুজ্জ্বল আলোর চার পাশে ব'সে বালকেরা ঈশ্বরের রামায়ণ মহাভারতের আখ্যায়িকা পাঠ শুনত। তারপর রাত্রির আহার শেষ করে বড় একটা বিছানায় শিশুরা শুয়ে পড়ে······ বাড়ির পুরাতন ঝিয়েদের মধ্যে কেউ না কেউ ছেলেদের শিয়রেব কাছে ব'সে গল্প শোনায়······শুনতে শুনতে ঘুম আসে।

(*b*) রাজা কিছু না বলিয়া গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। তাঁহার সমস্ত আশা ম্রিয়মাণ হইয়া গেল। নিমেষের মধ্যে সমস্ত ধরণীর মুখ যেন পরিবর্তিত হইয়া গেল। ধ্রুব আপন মনে খেলা করিতেছিল, অনেকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন অথচ তাহাকে যেন চোখে দেখিতে পাইলেন না। ধ্রুব তাঁহার কাপড়ের প্রান্ত ধরিয়া টানিয়া কহিল, "খেলা করো।"

রাজার সমস্ত হৃদয় গলিয়া অশ্রু হইয়া চোখের কাছে আসিল, অনেক কষ্টে অশ্রুজল দমন করিলেন। মুখ ফিরাইয়া ভগ্ন হৃদয়ে কহিলেন, " ধ্রুব রহিল। আমি একাই যাই।"

অবশিষ্ট জীবনের সুদী[illegible]কময় পথ যেন নিমেষের মধ্যে বিদ্যুদালোকে তাহার চক্ষু তারকায় অঙ্কিত হইল।

(*c*) চট্টগ্রামের জাহাজ রবিবারে ছাড়ে। অফিস বন্ধ, সকালবেলাটায় করিই বা কি; তাই তাঁহাকে তুলিয়া দিতে জাহাজ-ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। জাহাজ তখন জেটিতে ভিড়িয়াছে, যাহারা যাইবে এবং যাহারা যাইবে না—এই দুই শ্রেণীর লোকেরই ছুটাছুটি হাঁকাহাঁকিতে কে বা কাহার কথা শুনে—এমনি ব্যাপার। এদিক ওদিক চাহিতেই সেই বর্মা-মেয়েটির দিকে চোখ পড়িল। এক ধারে সে ছোট বোনটির হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সারা রাত্রির কান্নায় তাহার চোখ দুটি [illegible]জবাফুলের মত রাঙা।